

NIDANA,
A
SANSKRIT SYSTEM OF PATHOLOGY TRANS-
LATED INTO BENGALI VERSE
BY
RUSIK LAL GUPTA KAVIRAJ.

FIRST EDITION

PUBLISHED BY
KAVIRAJ GOPAL CHUNDER GUPTA,
103, College Street,
Calcutta.

নিদান।
Nidana, Kav.
পণ্ডিতবর মাধব কর প্রণীত সংস্কৃত
রোগ বিনিশ্চয় নামা গ্রন্থ।

Rusik Lal Gupta
শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক
বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
শ্রীগোপালচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক
১০৩নং কলেজ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত
৩
পটলডাক্তা, ৬নং কলেজকোয়ার, সাম্যঘাট্রে,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৮১৫।

বিজ্ঞাপন ।

চবক, মুশ্ৰুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থেব সার সংকলন করিয়া পণ্ডিত প্রবর মাধবকব এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করেন । চবকাদি গ্রন্থ পাঠে অসমর্থ অনবুদ্ধি নবের সুখ পাঠ্য করাই এই পুস্তকেব উদ্দেশ্য । বস্তুতঃ ইহাব তুল্য, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের স্বূল তত্ত্ব সকল সহজ বোধ্য করিবার উপযোগী পুস্তক আর নাই । চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কবিবাজ মহোদয়গণও এ পুস্তক হইতে বড় অল্প সাহায্য প্রাপ্ত হ'ন না । বোগ সমুদায়ের উৎপত্তির কাৰণ ও পরিণাম, এমন স্ককৌশলে, স্বল্পেব মধ্যে এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে যে, মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই এই নিদান হইতে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া থাকেন ।

রোগ প্রপীড়িত বঙ্গদেশে একপ পুস্তকের বহুল প্রচলন প্রয়োজন । বোগেব কাৰণ নির্ণয় সমর্থ হইয়া পূৰ্ণ হইতে সাবধান হইতে পারিলে অনেকেই রোগেব হস্ত হইতে বক্ষা পাইতে পারেন, কিম্বা রোগ উপস্থিত হইলে সেই বোগ নির্ঘ করিয়া আয়ুর্বেদ মতে দেশীয় উদ্ভিদজাত ঔষধ প্রযোগে বোগেব চিকিৎসা করিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হইতে পাবেন । অন্তর্গত 'কুদ্র কুদ্র বোগে অর্থ বস্ত্রে বন্ধন করতঃ তাহাদিগকে ডাক্তারের মুখপ্ৰেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না । আব বিজ্ঞাতীয় ঔষধ ব্যবহাবে শরীর জঞ্জরিত করিতে হয় না । চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্যতিরিক্ত অপর সাধাবণ লোক সকলেরই চিকিৎসা বিষয়ে অন্ততঃ কিছু কিছু জ্ঞানিয়া বাধা আবশ্যক । সহজে স্বল্প দিবসের মধ্যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদানের সর্বোৎকৃষ্ট উপযোগী গ্রন্থ মাধব নিদান । কিন্তু আজি কালি কব সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকেব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নিদানে কোনও উপকার দর্শে না । এই অন্য ইহার বঙ্গানুবাদ হওয়া আবশ্যক । সুখপাঠ্য হইবে বলিয়া, বহুদিন অতিগত থাকিবে বলিয়া, পূৰ্ণতন মনীষিগণ আয়ুর্বেদ কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন । নীবস, ঋতি কটুবাচ্যপূর্ণ আয়ুর্বেদকে স্ককৌশল বাচ্য সিন্যাসে

মধুর কবিতা গিয়াছেন। আমরাও সেই মহাজনদিগের পথাবলম্বন করিয়া মাধব নিদান পদ্যে অনুবাদিত করিলাম। মূলের ন্যায় সুখপাঠ্য করিবার আশা বিভবনা মাত্র তবে যদি পাঠকের কিক্রিয়াত্রও উপকার দর্শে তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উপসংহার কালে আমরা বক্তব্য এই যে কবিরাজাবিনোদ বিহারি রায় ও জীবন্ত ক্রিবোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ জেনারেল এসেমব্লিজ ইনিস্টিটিউশনের বিজ্ঞান শাস্ত্রেব অধ্যাপক এই পুস্তকের অনুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি ঐশ্বাহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ বহিলাম।

কলিকাতা, বহুবাজার আয়ুর্কোদ বিধি-
বিহিত ঔষধালয়, ১০৩ কলেজ ষ্ট্রীট
সন ১৩০০ সাল তারিখ ১লা আশ্বিন।

শ্রীসিক লাল গুপ্ত
কবিরাজ।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পঞ্চ নিদান ।		অল্পক সান্নিপাতের লক্ষণ	১৬
• অর নিদান ।		রক্তদ্রব সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ
অবের উৎপত্তি	৮	প্রলাপ সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ
অবের পূর্বরূপ	৯	নীতান্ন সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ
বাত অবের লক্ষণ	১০	অভিন্যাস সান্নিপাতের লক্ষণ	১৭
পিত্ত অবের লক্ষণ	ঐ	অভিন্যাস অবের লক্ষণ	ঐ
কফ অবের লক্ষণ	১১	আগন্তুক অর বর্ণন	ঐ
বাতপিত্ত অবের লক্ষণ	ঐ	বিষম অর	১৮
বাতশ্লেষ্ম অবের লক্ষণ	ঐ	বাত বলাশক অবের লক্ষণ	২০
পিত্তশ্লেষ্ম অবের লক্ষণ	১২	প্রলেপক অবের লক্ষণ	২১
সান্নিপাত অবের লক্ষণ	ঐ	বিষম অবের বিশেষ কথন	ঐ
সান্নিপাত অবের সাধ্যসাধ্য		সংসর্গজ অবদ্বয় বর্ণন	ঐ
নির্ণয়	১৩	ধাতুগত অব সমূহের বিবরণ	২২
সান্নিপাত অবের নাম	ঐ	বসগত অবের লক্ষণ	ঐ
সিগ্নক সান্নিপাতের লক্ষণ	১৪	রক্তগত অবের লক্ষণ	ঐ
ভাস্কিক সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ	মাংসগত অবের লক্ষণ	ঐ
চিত্তবিভ্রম সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ	মেদগত অবের লক্ষণ	ঐ
কণ্ঠকুঞ্জী সান্নিপাতের লক্ষণ	১৫	অস্থিগত অবের লক্ষণ	২৩
কর্ণিক সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ	মজ্জাগত অবের লক্ষণ	ঐ
জিহ্বাগ সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ	শুক্রেগত অবের লক্ষণ	ঐ
ক্লগ্নাহ সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ	প্রাকৃত ও বৈকৃত অর	ঐ
ভ্রমনেত্র সান্নিপাতের লক্ষণ	ঐ	প্রাকৃত অর সমূহের উৎপত্তি	
	ঐ	নির্ণয়	২৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ	২৫	গ্রহণী নিদান।	
বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ	ঐ	গ্রহণীর সামান্য রূপ নির্দেশ	৩৬
আমজ্বর লক্ষণ	২৬	গ্রহণী বোগেব পূর্বরূপ	ঐ
পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ	ঐ	বাতিক গ্রহণী	ঐ
পক বা নিরাম জ্বর লক্ষণ	ঐ	পৈত্তিক গ্রহণী	৩৮
জ্বরের উপদ্রব	ঐ	কফজ গ্রহণী	ঐ
জ্বরের সাধ্য লক্ষণ	২৭	সান্নিপাত গ্রহণী	৩৯
গম্ভীর জ্ব লক্ষণ	ঐ	সংগ্রহ গ্রহণী বোগ	ঐ
জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ	ঐ	অর্শ নিদান।	
জ্বর মুক্তিব পূর্বরূপ	২৮	অর্শেব প্রকার ভেদে অভিধান	৪০
জ্ব মোচন লক্ষণ	ঐ	বাতার্শের হেতু	৪১
অতিসার নিদান।		পিত্তার্শের হেতু	ঐ
অতিসাবেব সাধাবণ রূপ	২৯	দ্বন্দ্বজ অর্শ	ঐ
অতিসাবেব পূর্বরূপ	৩০	সহজ অর্শ	৪২
বাতিক অতীসাবেব লক্ষণ	ঐ	অর্শরোগেব পূর্বরূপ	ঐ
পৈত্তিক অতীসাবেব লক্ষণ	ঐ	বাতার্শেব লক্ষণ	৪৩
কফাতিসারের লক্ষণ	৩১	পিত্তার্শেব লক্ষণ	৪৪
সান্নিপাতাতীসাবেব লক্ষণ	ঐ	কফার্শেব লক্ষণ	ঐ
শোকাতীসাবেব লক্ষণ	ঐ	সান্নিপাতিক ও সহজার্শেব লক্ষণ	৪৫
আমাতীসারের লক্ষণ	৩২	বক্তার্শেব লক্ষণ	৪৬
অতীসার সমূহেব পকাপক লক্ষণ	ঐ	কারণ ও লক্ষণ ভেদে বক্তার্শের	
অতীসারের অসাধ্য লক্ষণ	ঐ	দোষভেদ	ঐ
অতীসারের উপদ্রব	৩৪	অর্শের বলকাষণ	৪৭
রক্তাতীসার	ঐ	সাধ্য অর্শ	৪৮
প্রবাহিকার উৎপত্তি	ঐ	কষ্টসাধ্য অর্শ	ঐ
প্রবাহিকার রক্তাদিভেদে রূপ বর্ণন	ঐ	অসাধ্য অর্শ	ঐ
অতীসার নিবৃত্তি লক্ষণ	৩৫	অর্শের অসাধ্য লক্ষণ	৪৯

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।	ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ନାତି ଓ ଲିଙ୍ଗାର୍ଥ	୫୨	କଞ୍ଚୁ କ୍ରିମିର ଲକ୍ଷଣ	୫୭
ଚର୍ମକୌଳ	୫୩	ରକ୍ତଜ୍ଞ କ୍ରିମିର ଆକାର ଓ ନାମ	୫୮
ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦା, ଅଜୀର୍ଣ, ବିନ୍ୟୁଟିକା		ପୁରୀବଜ୍ଞ କ୍ରିମି	୬୧
ଅଳସକ ଓ ବିଲସିକା ନିଦାନ ।		ପୁରୀବଜ୍ଞ କ୍ରିମିର ଲକ୍ଷଣ	୬୧
ଅଗ୍ନି ଅତିଥାନ	୫୦	ପାଣ୍ଡୁ, କାମଳା କୁନ୍ତକାମଳା ଓ	
ଅଜୀର୍ଣ	୫୧	ହଳୀୟକ ନିଦାନ ।	
ଅଜୀର୍ଣ୍ଣେ କାରଣ	୬୧	ପାଣ୍ଡୁ ବୋଗେର ଲକ୍ଷଣ	୬୨
ଆମାଜୀର୍ଣ୍ଣେର ଲକ୍ଷଣ	୬୨	ବାତଜ୍ଞ ପାଣ୍ଡୁ ବୋଗେର ଲକ୍ଷଣ	୬୦
ବିଷ୍ଟେଜ୍ଞାଜୀର୍ଣ୍ଣେର ଲକ୍ଷଣ	୬୩	ପିତ୍ତଜ୍ଞ ପାଣ୍ଡୁରାଗେର ଲକ୍ଷଣ	୬୩
ବିନୟାଜୀର୍ଣ୍ଣେର ଲକ୍ଷଣ	୬୪	ଶ୍ଳେଷ୍ମଜ୍ଞ ପାଣ୍ଡୁରାଗେର ଲକ୍ଷଣ	୬୪
ରସଶେଷାଜୀର୍ଣ୍ଣେର ଲକ୍ଷଣ	୬୫	ନାମିପାତ ପାଣ୍ଡୁରାଗେର ଲକ୍ଷଣ	୬୫
ଅଜୀର୍ଣ୍ଣେର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ	୬୬	ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରିକା ଉଦ୍ବେଗେର ଲକ୍ଷଣ	୬୬
ବିନ୍ୟୁଟିକା ବା ଓଲାଟିଆର ଲକ୍ଷଣ	୬୭	ପାଣ୍ଡୁରାଗେ କ୍ରିମି ଜନ୍ମେର ଲକ୍ଷଣ	୬୭
ବିନ୍ୟୁଟିବ ଲକ୍ଷଣ	୬୮	ପାଣ୍ଡୁରାଗେର ଅସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ	୬୮
ଅଳସକେର କାରଣ	୬୯	କାମଳା ବୋଗେର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ	୬୯
ବିଲସିକା କାରଣ	୭୦	କୁନ୍ତକାମଳାବ କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ	୭୦
ବିନ୍ୟୁଟି ଓ ଅଳସକେର ଅସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ	୭୧	କାମଳାବ ଅସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ	୭୧
ଜୀର୍ଣାହାର ଲକ୍ଷଣ	୭୨	କୁନ୍ତକାମଳାର ଅସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ	୭୨
କ୍ରିମି ନିଦାନ ।		ହଳୀୟକ	୭୩
ବାହ କ୍ରିମି	୭୩	ରକ୍ତପିତ୍ତ ନିଦାନ ।	
ଅଭ୍ୟନ୍ତର କ୍ରିମିର କାରଣ	୭୪	ରକ୍ତ ପିତ୍ତେର ଲକ୍ଷଣ	୭୪
ପୁରୀବଜ୍ଞ କ୍ରିମିର କାରଣ	୭୫	ଦୋଷୋଦନ ବକ୍ତପିତ୍ତେର ଲକ୍ଷଣ	୭୫
କଞ୍ଚୁ କ୍ରିମିର କାରଣ	୭୬	ଦନ୍ତଜ୍ଞ ଓ ନାମିପାତକ ରକ୍ତପିତ୍ତ	୭୬
ରକ୍ତଜ୍ଞ କ୍ରିମିର କାରଣ	୭୭	ରକ୍ତପିତ୍ତେର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ	୭୭
ଅଭ୍ୟନ୍ତର କ୍ରିମିର ଲକ୍ଷଣ	୭୮	ବକ୍ତପିତ୍ତେର ସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ	୭୮
କଞ୍ଚୁ କ୍ରିମିର ଆକାର ଓ ନାମ	୭୯	ରକ୍ତପିତ୍ତେର ଉପସର୍ଗ	୭୯
		ରକ୍ତପିତ୍ତେର ଅସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ	୮୦

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
রাজযক্ষ্মা কৃত নিদান।		কয়জ কাসের লক্ষণ	৮০
অমূল্যে কয়	৬৯	কয়জ ও কতজ কাসের সাধ্যাদি	
বিলোম কয়	ঐ	লক্ষণ	৮০
রাজযক্ষ্মার পূর্বরূপ	৭০	জরা কাস	৮১
বাতাদির আধিক্যে যক্ষ্মার লক্ষণ	ঐ	যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা	ঐ
অসাধ্য যক্ষ্মা	৭১	হিক্কা ও শ্বাস নিদান।	
যক্ষ্মাব অসাধ্য লক্ষণ	ঐ	হিক্কা অভিধান	৮১
শোষরোগ নিদান।		হিক্কার প্রকাব ভেদ	৮২
ব্যবায় শোষ	৭২	হিক্কাব পূর্ব লক্ষণ	ঐ
শোকজ শোষ	৭৩	অন্নজা হিক্কা	ঐ
জরা শোষ	ঐ	যমজা হিক্কা	ঐ
অধ্ব শোষ	৭৪	ক্ষুদ্রিকা হিক্কা	৮৩
ব্যায়াম জনিত শোষ	ঐ	গন্তীরা হিক্কা	ঐ
ত্রণ শোষ	ঐ	মহতী হিক্কা	ঐ
উরঃকৃত বোগ	ঐ	হিক্কার অসাধ্য লক্ষণ	ঐ
উরঃকৃত লক্ষণ	৭৫	বোগীব পক্ষে হিক্কার অসাধ্যতা	ঐ
উবঃকতের পূর্ব লক্ষণ	৭৬	যমলাব সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	৮৪
উরঃকতের সাধ্যাদি লক্ষণ	ঐ	শ্বাসরোগ নিদান।	
কাশ নিদান।		শ্বাসেব প্রকাব ভেদ	৮৪
কাশেব কারণ	৭৭	শ্বাসের পূর্ব লক্ষণ	ঐ
কাসের পূর্বরূপ	ঐ	মহাশ্বাস	৮৫
বাতিক কাসের লক্ষণ	ঐ	মহাশ্বাসের লক্ষণ	ঐ
পৈত্তিক কাসের লক্ষণ	৭৮	উর্দ্ধশ্বাস	ঐ
স্নেয়িক কাসের লক্ষণ	ঐ	উর্দ্ধ শ্বাসেব লক্ষণ	৮৬
কতজ কাস	ঐ	ছিন্নশ্বাস	ঐ
কতজ কাণের লক্ষণ	৭৯	ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ	ঐ
কয়জ কাস	ঐ	ভয়ক শ্বাস	৮৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
তমক খাঁসের লক্ষণ	৮৭	পৈত্তিক হৃদীর লক্ষণ	৯৫
প্রথমক খাঁস	৮৮	কফজ হৃদীর লক্ষণ	ঐ
প্রথমক খাঁসের লক্ষণ	ঐ	ত্রিদোষজ হৃদীর লক্ষণ	৯৬
ক্ষুদ্র খাঁস	ঐ	আগন্তুক হৃদি	ঐ
ক্ষুদ্র খাঁসের লক্ষণ	৮৯	ক্রিমিজ হৃদীর লক্ষণ	৯৭
খাঁসের সাধ্য লক্ষণ	ঐ	হৃদীর অসাধ্য লক্ষণ	ঐ
খাঁসের সাধ্যাসাধ্য ভেদ	ঐ	তৃষ্ণা নিদান ।	
স্বরভেদ নিদান ।		তৃষ্ণাব প্রকাব ভেদ	৯৮
স্বরভেদের প্রকাব ভেদ	৯০	বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ	ঐ
বাতিক স্বরভেদের লক্ষণ	ঐ	পৈত্তিক তৃষ্ণাব লক্ষণ	ঐ
পৈত্তিক স্বরভেদের লক্ষণ	ঐ	কফজ তৃষ্ণাব কাবণ	ঐ
শ্লেষ্মিক স্বরভেদের লক্ষণ	৯১	কফজ তৃষ্ণাব লক্ষণ	৯৯
ত্রিদোষজ স্বরভেদের লক্ষণ	ঐ	ক্ষতজ তৃষ্ণাব কাবণ	ঐ
ধাতুকফজ স্বরভেদের লক্ষণ	ঐ	ক্ষয়জ তৃষ্ণা	ঐ
ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ	ঐ	ক্ষয়জ তৃষ্ণাব লক্ষণ	ঐ
মেদজ স্বরভেদের লক্ষণ	ঐ	অম্লজ তৃষ্ণার লক্ষণ	১০০
অসাধ্য স্বরভেদ	৯	অম্লজ তৃষ্ণা	ঐ
অরোচক নিদান ।		তৃষ্ণাব অসাধ্য লক্ষণ	ঐ
বাতজ অরোচকের লক্ষণ	৯২	মূচ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসাধিকার ।	
পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ অরোচকের লক্ষণ	৯৩	মূচ্ছার প্রকার ভেদ	১০১
আগন্তুক অরোচকের লক্ষণ	ঐ	মূচ্ছার পূর্ব লক্ষণ	১০২
ত্রিদোষজ অরোচকের লক্ষণ	ঐ	বাতিক মূচ্ছাব লক্ষণ	ঐ
দোষ ভেদে অরোচকের ফল	৯৪	পৈত্তিক মূচ্ছাব লক্ষণ	ঐ
হৃদি অর্থাৎ বমন নিদান ।		শ্লেষ্মজ মূচ্ছার লক্ষণ	ঐ
হৃদীর সাধারণ লক্ষণ	৯৫	রক্তগন্ধে মূচ্ছাব কাবণ	১০৩
বাতিক হৃদীর লক্ষণ	ঐ	তৈলাদি বিষের গুণ	১০৪
		রক্তজ মূচ্ছার লক্ষণ	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মদ্যজ মূচ্ছার লক্ষণ	১০৭	উন্মাদের লক্ষণ	১১৩
বিষজ মূচ্ছার লক্ষণ	ঐ	বাতিক উন্মাদের কাবণ	ঐ
দ্রব রোগের লক্ষণ	১০৫	বাতিক উন্মাদের লক্ষণ	ঐ
নিদ্রার লক্ষণ	ঐ	পিত্তোন্মাদের কারণ	১১৪
তজ্জার লক্ষণ	ঐ	পিত্তোন্মাদের লক্ষণ	ঐ
মদ মূচ্ছাদিব চিকিৎসা	১০৬	কফজ উন্মাদের কারণ	ঐ
সন্ন্যাস বোগ	ঐ	কফজ উন্মাদের লক্ষণ	ঐ
পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ		সান্নিপাতিক উন্মাদ	১১৫
ও পানবিভ্রম নিদান ।		সান্নিপাতিক উন্মাদের লক্ষণ	ঐ
মদাত্যয় রোগ	১০৭	সান্নিপাতোন্মাদের অসাধ্যতার	
মাত্রাভেদে মদ্যপানের		কাবণ	ঐ
দোষ ও গুণ	ঐ	শোকজ উন্মাদ	১১৬
মদের প্রথম স্তব	১০৮	বিষজ উন্মাদ	ঐ
মদের দ্বিতীয় স্তব	ঐ	ভূতোন্মাদ	ঐ
মদের তৃতীয় স্তব	ঐ	অম্লর গ্রহজ উন্মাদ	১১৭
মদের চতুর্থ স্তব	ঐ	গন্ধকর গ্রহজোন্মাদ	ঐ
মদ্যপানের অবৈধতা	১০৯	যক্ষ গ্রহজোন্মাদ	ঐ
পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পান-		পিত্তগ্রহজনিত উন্মাদ	১১৮
বিভ্রমেব কারণ	ঐ	নাগগ্রহ জনিত উন্মাদ	ঐ
বাতোলুণ মদাত্যয়ের লক্ষণ	১১০	বাক্ষস গ্রহজনিত উন্মাদ	ঐ
পিত্ত ও কফোলুণ মদাত্যয়ের লক্ষণ	ঐ	শিশিচ জনিত উন্মাদ	১১৯
সান্নিপাত মদাত্যয়ের লক্ষণ	ঐ	গ্রহজোন্মাদের কারণ ও ফল	ঐ
পরমদের লক্ষণ	১১১	অসাধ্য উন্মাদ	ঐ
পানাজীর্ণের লক্ষণ	ঐ	দেবাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহজোন্মাদের	
পান বিভ্রম লক্ষণ	ঐ	আবির্ভাব কাল নির্ণয়	১২০
উন্মাদাধিকার ।		দাহ নিদান ।	
উন্মাদের কারণ	১১২	মদ্যজদাহ	১২০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বক্তৃতা দাহ	১২১	অস্থি মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	১২৯
পিত্তজ দাহ	ঐ	শুক্রাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ
তৃষ্ণানিরোধজ দাহ	ঐ	শিরাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	১৩০
রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ	১২২	স্নায়ুগত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ
ধাতুকমজ দাহ	ঐ	সন্ধিগত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ
মর্মাভিঘাতজ দাহ	ঐ	পিত্তকফাবৃত প্রাণবায়ুর লক্ষণ	ঐ
অপম্মার নিদান ।		পিত্তকফাবৃত উদান বায়ুর লক্ষণ	ঐ
অপম্মারের পূর্ব লক্ষণ	১২৩	পিত্তকফাবৃত সমান বায়ুর লক্ষণ	১৩১
বাতজ অপম্মারের লক্ষণ	ঐ	পিত্তকফাবৃত অপান বায়ুর লক্ষণ	ঐ
পিত্তজ অপম্মারের লক্ষণ	ঐ	পিত্তকফাবৃত ব্যান বায়ুর লক্ষণ	ঐ
শ্লেষজ অপম্মারের লক্ষণ	১২৪	আক্ষেপক	ঐ
ত্রিদোষজ অপম্মার	ঐ	অপতন্ত্রক	ঐ
অপম্মারের অন্ত্য লক্ষণ	ঐ	দণ্ডাপতানক	১৩২
অপম্মারের কাল সাপেক্ষতা	১২৫	ধনুস্তম্ভ	ঐ
বাতব্যাদি নিদান ।		অন্তবায়াম ধনুস্তম্ভ	ঐ
বাতব্যাদির পূর্বরূপ	১২৬	বহিবায়াম ধনুস্তম্ভ	১৩৩
বাতব্যাদির রূপ	ঐ	অভিঘাতজ আক্ষেপ	ঐ
বাতজাত সার্বাসিক ঐকাদিক		একাদি রোগ বা পক্ষাঘাত	ঐ
বিবিধ পীড়া	১২৭	সর্বোক্ত বোগ	১৩৪
কোষ্ঠাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ	পক্ষাঘাতের লক্ষণ	ঐ
সর্বোক্তাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	১২৮	পক্ষাঘাতের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	ঐ
মলাশয়াশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ	অর্দিত রোগ	১৩৫
আমাশয়াশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ	অর্দিত রোগের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	ঐ
পিত্তাশয়াশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ	আক্ষেপকাদির উপশম লক্ষণ	ঐ
স্বগাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	১২৯	হনুগ্রহ	১৩৬
রক্তাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ	মন্যাস্তম্ভ	ঐ
মাংসাশ্রিত কুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া	ঐ	জিহ্বাস্তম্ভ	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
শিবাগ্রহ	১৩৭	বাতরক্তেব অনিল প্রকোপেব	
গৃহদী	ঐ	লক্ষণ ১৪৫	
বিশ্বচী	ঐ	বাতরক্তে রক্ত প্রকোপের লক্ষণ	ঐ
ত্রোষ্ট্র কশীর্ষ	১৩৮	বাতরক্তে পিত্তাধিকোর লক্ষণ	১৪৬
খঞ্জতা ও পঙ্কতা	ঐ	বাতরক্তে কফাধিকোর লক্ষণ	ঐ
কলায় খঞ্জ	ঐ	দ্বিদোষ ও ত্রিদোষাধিকোর লক্ষণ	ঐ
বাতকণ্টক (খুড়কাবাত)	ঐ	বাতরক্তের ক্রিয়া	ঐ
পাদ দাহ	১৩৮	বাতরক্তেব সাধ্যাদি লক্ষণ	ঐ
পাদ হর্ষ	১৩৯	উরুস্তম্ভ নিদান ।	
অংশ শোষ	ঐ	উকস্তম্ভেব লক্ষণ	১৪৮
অববাহক	ঐ	বোগেব পূর্ব লক্ষণ	ঐ
অক্রিয়ক	ঐ	উকস্তম্ভে তৈলাদি প্রয়োগের ফল	ঐ
তুন্নী	ঐ	উকস্তম্ভেব অসাধ্য লক্ষণ	১৪৯
প্রতিতুন্নী	১৪০	আমবাত নিদান ।	
আম্বান	ঐ	আমবাতের সাধাবণ লক্ষণ	১৫০
প্রত্যাম্বান	ঐ	আমবাত প্রকোপেব ফল	ঐ
বাতাঙ্গীলা	ঐ	আমবাতের উপদ্রব	১৫১
প্রত্যাঙ্গীলা	১৪১	দোষভেদে আমবাতের লক্ষণ	১৫১
বেগধু	ঐ	আমবাতের সাধ্যাদি লক্ষণ	ঐ
ধ্বী	ঐ	শূল, পরিণামশূল, অন্নদ্রব	
অন্য বাত ব্যাধি	ঐ	শূল ।	
বাতব্যাধির সাধ্য লক্ষণ	১৪২	বাতিক শূল	১৫২
বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ	ঐ	বাতিক শূলের প্রকোপ কাল	১৫৩
নীরোগ দেহের লক্ষণ	ঐ	বাতিক শূলেব লক্ষণ	ঐ
বাতরক্ত নিদান ।		পৈত্তিক শূল	১৫৪
বাতরক্তের পূর্ব লক্ষণ	১৪৪	শ্লেষিক শূল	ঐ
বাতরক্তের লক্ষণ	ঐ	ত্রিদোষজ শূল	ঐ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আমজ শূল	১৫৪	ককজ গুল্মের লক্ষণ	১৬৬
দন্দজ শূল লক্ষণ	১৫৫	গুল্মের অতিরিক্ত বিভাগ	ঐ
শূলের সাধ্যাদি লক্ষণ	১৫৬	ত্রিদোষজ গুল্ম লক্ষণ	১৬৬
পরিণাম শূল	ঐ	রক্তগুল্মের হেতু	ঐ
বাতিক পরিণাম শূল লক্ষণ	ঐ	রক্তগুল্মের লক্ষণ	ঐ
পৈতিক পরিণাম শূলের লক্ষণ	১৫৭	গুল্মবোগের অসাধ্য লক্ষণ	১৬৭
ককজ পরিণাম শূলের লক্ষণ	ঐ	হৃদ্রোগ নিদান।	
অরুদ্রব শূল	ঐ	বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ	১৬৮
উদাবর্ত ও আনাহ নিদান।		পৈতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ	১৬৯
অধোবায়ুবেগরোধ জনিত উদা- বর্তের লক্ষণ	১৫৮	শৈথিল্য হৃদ্রোগের লক্ষণ	ঐ
মলবেগরোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ	ঐ	ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের লক্ষণ	ঐ
মূত্ররোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ	ঐ	ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ	১৭০
জন্তাদি বেগবোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ	১৫৯	হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ	ঐ
উদাবর্তের কারণ	১৬০	মূত্রকৃচ্ছ নিদান।	
আনাহের কারণ ও লক্ষণ	১৬১	বাতজ মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	১৭১
গুল্ম নিদান।		পৈতিক মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	ঐ
গুল্মের পূর্ব লক্ষণ	১৬২	শৈথিল্য মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	ঐ
গুল্মের সাধারণ লক্ষণ	১৬৩	সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	ঐ
বাতগুল্মের কাণ	ঐ	আগন্তজ মূত্রকৃচ্ছ	ঐ
বাতগুল্মের লক্ষণ	ঐ	পুণ্ড্রজ মূত্রকৃচ্ছ	ঐ
পিত্তজগুল্মের নিদান	১৬৪	অশ্মরীজ ও শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ	১৭২
পৈতিক গুল্মের লক্ষণ	ঐ	শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ	ঐ
ককজ গুল্মের কারণ	১৬৫	শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ	১৭৩
ত্রিদোষজ গুল্মের হেতু	ঐ	মূত্রাঘাত নিদান।	
		বাত কুণ্ডলিব	১৭৪
		অজীর্ণা	ঐ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্বাসতবন্তি	১৭৪	বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি	১৮৫
মূত্রাভীভ	১৭৫	ককজাদি মেহের সাধ্যাদি	
মূত্র বর্ষণ	ঐ	নির্ণয়	ঐ
মূত্রোৎসর্গ	ঐ	প্রমেহের সাধারণ কারণ	১৮৬
মূত্রকম	ঐ	মেহ রোগের পূর্ব লক্ষণ	ঐ
মূত্রগ্রহী	১৭৬	মেহের বিভিন্নতার কারণ	ঐ
মূত্রশূক	ঐ	ককজ মেহের প্রকার ভেদ	১৮৭
উষ্ণবাত	ঐ	ককজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ	ঐ
মূত্রনাশ	১৭৭	পিত্তজ মেহের প্রকার ভেদ	১৮৮
বিড়ংঘাত	ঐ	পিত্তজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ	ঐ
বন্তি কুণ্ডল	১৭৮	বাতজ মেহের প্রকার ভেদ	১৮৯
দোষভেদে মূত্রাঘাত রোগের		বাতজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ	ঐ
ভাব	ঐ	ককজ মেহের উপদ্রব	ঐ
অশ্মরী নিদান।		পিত্তজ মেহের উপদ্রব	ঐ
অশ্মরীর পূর্বরূপ	১৭৯	বাতজ মেহের উপদ্রব	১৯০
অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ	১৮০	প্রমেহের অনাধ্য লক্ষণ	ঐ
বাতাশ্মরীর লক্ষণ	ঐ	মধুমেহ	ঐ
পিত্তজ অশ্মরীর লক্ষণ	১৮১	বাহুর রোবডেদে মধুমেহের রূপ	১৯১
ককজ অশ্মরীর লক্ষণ	ঐ	প্রমেহ রোগ উপেক্ষার ফল	১৯২
বালকের অশ্মরীর কারণ	ঐ	শরাবিকার লক্ষণ	ঐ
শুক্রাশ্মরী	১৮২	জালিনীর লক্ষণ	ঐ
শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ	ঐ	বিনতার লক্ষণ	ঐ
শর্করা ও সিকতার প্রভেদ	১৮৩	অলজীর লক্ষণ	১৯৩
আবদ্ধ শর্করা ও সিকতার লক্ষণ	ঐ	মহুরিকার লক্ষণ	ঐ
প্রমেহ নিদান।		সর্বপিকার লক্ষণ	ঐ
ককজ মেহের সম্প্রাপ্তি	১৮৪	পুস্তিনীর লক্ষণ	ঐ
পিত্তজ মেহের সম্প্রাপ্তি	ঐ	বিদ্যারিকা	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিভ্রাতি	১৯৯	দকৌদরের লক্ষণ	২০৪
এমেহ ব্যতিরেকে পিডকার		উদর রোগের সাধ্যাদি নিরূপণ	ঐ
উৎপত্তি	ঐ	উদর রোগের অরিষ্ট লক্ষণ	২০৫
অসাধ্য পিডকা	ঐ	শোথ নিদান ।	
মৈদো নিদান ।		শোথের সম্ভাবিত্ব	২০৫
মৈদো রোগের লক্ষণ	১৯৫	শোথের প্রকার ভেদ	০৬
মৈদো রোগের বাহুর ক্রিয়া	১৯৬	শোথের পূর্ব লক্ষণ	ঐ
মৈদো রোগে অগ্নি ও মাকুতের		শোথের কারণ	ঐ
ক্রিয়া	১৯৭	শোথের সাধারণ লক্ষণ	২০৭
মৈদো বৃদ্ধির ফল	ঐ	বাতজ শোথের লক্ষণ	২০৮
অতি স্থলের লক্ষণ	ঐ	পৈত্তিক শোথের লক্ষণ	ঐ
উদর নিদান ।		শৈথিল্য শোথের লক্ষণ	ঐ
উদর রোগের প্রকার ভেদ	১৯৮	দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথ	২০৯
বাতজের লক্ষণ	ঐ	অতিবাতজ শোথ	ঐ
পিত্তজের লক্ষণ	১৯৯	অন্য আগন্তুক শোথ	ঐ
শ্লেষ্মাজের লক্ষণ	২০০	আগন্তুক শোথের লক্ষণ	২১০
ত্রিদোষজ উদর রোগ	ঐ	বিষজ শোথের কারণ	ঐ
ত্রিদোষজ উদরের প্রকোপ কাল	২০১	বিষজ শোথের লক্ষণ	ঐ
ত্রিদোষজ উদরের লক্ষণ	ঐ	দোষভেদে শোথের উৎপত্তিস্থান	২১১
গ্রীহাদর	ঐ	শোথের সাধ্যাদি ভেদ	ঐ
গ্রীহাদরের লক্ষণ	ঐ	বুদ্ধি নিদান ।	০
বহুদালুদর	২০২	কোষ বুদ্ধি, অস্ত্রবুদ্ধি	২১২
দোষভেদে গ্রীহাদর ও বহুদা-		বুদ্ধির প্রকার ভেদ	২১৩
লুদরের লক্ষণ	ঐ	বাতিক বুদ্ধি	ঐ
বহু শুশোদর	ঐ	পৈত্তিক বুদ্ধি	ঐ
কণ্ঠদর বা পরিভ্রাব্যদর	২০৩	কফজ বুদ্ধি	ঐ
দকৌদর বা অলৌদর	ঐ	রক্তজ বুদ্ধি	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মেনোজ বুদ্ধি	২১৪
মুক্তজ বুদ্ধি	ঐ
অম্মবুদ্ধি	ঐ
অম্মবুদ্ধির লক্ষণ	২১৫

গলগণ্ড, গণ্ডমালা অপটী গ্রহি ও অর্কুদ নিদান ।

বাতিক গলগণ্ড	২১৬
কফজ গলগণ্ড	ঐ
মেনোজ গলগণ্ড	ঐ
গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ	২১৭
গণ্ডমালা	ঐ
অপটী	২১৮
অপটীর সাধ্যাদি লক্ষণ	ঐ
গ্রহি রোগ	ঐ
বাতিক গ্রহিব লক্ষণ	ঐ
পিত্তজ গ্রহির লক্ষণ	২১৯
কফজ গ্রহির লক্ষণ	ঐ
মেনোজ গ্রহির লক্ষণ	ঐ
শিরাজ গ্রহি	ঐ
অর্কুদ (আব)	২২০
রক্তার্কুদ	২২১
মাংসার্কুদ	ঐ
অর্কুদের অসাধ্য লক্ষণ	২২২
অর্কুদ নাশকিবার কাবণ	ঐ
শ্রীপদ নিদান (গোদ) ।	
বাতিক শ্রীপদ	২২৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পিত্তজ শ্রীপদ	২২৩
শ্রীপদের অসাধ্য লক্ষণ	ঐ
শ্রীপদের দোষ প্রাধান্য ও দেশভেদে	২২৪
জন্ম বাহ্য	২২৪

বিদ্রুধি নিদান ।

বিদ্রুধির প্রকারভেদ	২২৫
বাতিক বিদ্রুধি	ঐ
পিত্তজ বিদ্রুধি	ঐ
কফজ বিদ্রুধি	২২৬
দোষভেদে আবাব ভেদ	ঐ
সান্নিপাতিক বিদ্রুধি	ঐ
কতজ বিদ্রুধি	২২৭
বক্তজ বিদ্রুধি	ঐ
অম্মবিদ্রুধিব স্থান	ঐ
স্থানভেদে অম্ম বিদ্রুধিব বিশেষ	ঐ
লক্ষণ	২২৮
অম্ম বিদ্রুধিব ফল	ঐ
বিদ্রুধিব মৃত্যু লক্ষণ	২২৯

ব্রণশোথ নিদান ।

দোষভেদে ব্রণশোথের পঞ্চাশকের	২৩০
লক্ষণ	২৩০
আম বা অপকশোথের লক্ষণ	ঐ
ব্রণশোথের পঞ্চ লক্ষণ	ঐ
পঞ্চব্রণ শোথের লক্ষণ	২৩১
সর্বপঞ্চ শোথে ত্রিদোষের	অম্ম-
বন্ধ	২৩২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
পূব বিনিঃসৃত না হইবার ফল	১৩২	ব্রণমধ্যে শল্যা থাকিলে তাহাব	
শারীরব্রণ নিদান ।		লক্ষণ	২৩২
বাতজ ব্রণের লক্ষণ	২৩৩	কোষ্ঠে রক্তবন্ধের ফল	২৪০
পিত্তজ ব্রণের লক্ষণ	ঐ	মর্ষ্য ক্রান্তেব লক্ষণ	ঐ
কফজ ব্রণের লক্ষণ	ঐ	মর্ষ্যরহিত শিবাক্রান্তেব লক্ষণ	২৪১
বক্তজ ব্রণ	ঐ	মর্ষ্যবহিত শ্বায়াক্রান্তের লক্ষণ	ঐ
দ্বিজ ব্রণ	২৩৪	মর্ষ্যরহিত সন্ধিক্রান্তেব লক্ষণ	ঐ
ত্রিজ ব্রণ	ঐ	মর্ষ্যবহিত অস্থিক্রান্তেব লক্ষণ	ঐ
শুষ্কত মতে ব্রণের প্রকাবভেদ	ঐ	মর্ষ্যক্রান্তের লক্ষণ	২৪২
ব্রণের সাধ্যাদি লক্ষণ	ঐ	ব্রণের উপদ্রব	ঐ
দুষ্টব্রণ	২৩৫	ভগ্ন নিদান ।	
শুদ্ধব্রণ	ঐ	সন্ধিভগ্নেব সাধাবণ লক্ষণ	২৭৩
সংবোধং বা আবোগ্যোদ্ভূত ব্রণ	ঐ	উৎপিষ্ট ভগ্ন	ঐ
সংরুঢ় (আরোগ্য প্রাপ্ত) ব্রণ	ঐ	বিল্লিষ্ট ভগ্ন	ঐ
রোগীভেদে ব্রণের সাধ্যাসাধ্যত্ব	ঐ	বিবর্তিত ভগ্ন	২৪৪
প্রাণনাশক ব্রণ	২৩৬	তির্যগ্গত ভগ্ন	ঐ
হ্রিসব্রণ	২৩৭	ক্লিপ্ত ভগ্ন	ঐ
ভিন্ন ব্রণ	ঐ	অধঃক্লিপ্ত ভগ্ন	ঐ
কোষ্ঠ অভিধান	ঐ	কাণ্ডভগ্ন	২৪৫
কোষ্ঠভেদের লক্ষণ	ঐ	কর্কটক	ঐ
আমাশয় ভেদের বিশেষ লক্ষণ	২৩৮	অশ্বকর্ণ	ঐ
প্ৰকাশয় ভেদের বিশেষ লক্ষণ	ঐ	বিচূর্ণিত	ঐ
বিদ্ধ ব্রণ	ঐ	পিচ্ছিত	ঐ
ক্ষত ব্রণ	২৩৯	অস্থিহুল্লিকা	২৪৬
পিচ্ছিত ব্রণ	ঐ	কাণ্ডভগ্ন	ঐ
দুষ্ট ব্রণ	ঐ	অতিপাতিত	ঐ
		মজ্জাগত	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ক্ষুণ্ণিত ও বক্রভগ্ন	২৪৬	ত্রিমোক্ষ উপদংশের লক্ষণ	২৪৪
দুই প্রকার ছিন্ন	২৪৭	উপদংশের অসাধ্য লক্ষণ	ঐ
কাণ্ডভয়ের সাধারণ লক্ষণ	ঐ	লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শ্বের লক্ষণ	২৪৫
কুষ্ঠসাধ্য ভগ্ন	ঐ	শূকদোষ নিদান ।	
অসাধ্য ভগ্ন	২৪৮	সর্বপিকা	২৪৬
অস্থিবিষেবে ভগ্নের বিশেষত্ব	ঐ	অষ্টালিকা	ঐ
নাড়ীত্রণ (নাশিষা) নিদান ।		গ্রথিত	ঐ
নাড়ীত্রণের প্রকার ভেদ	২৪৯	কুস্তিকা	২৪৭
বাতিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ	ঐ	অলজী	ঐ
পৈত্তিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ	২৫০	মৃদিত	ঐ
স্নায়িক নাড়ীত্রণের লক্ষণ	ঐ	সংসৃঢ়	ঐ
ত্রিমোক্ষ নাড়ীত্রণ	ঐ	অধিমহ	ঐ
অল্যনিমিত্ত নাড়ীত্রণ	২৫১	পুঙ্খরিকা	২৫৮
সাধ্যসাধ্য নাড়ীত্রণ	ঐ	স্পর্শহানি	ঐ
ভগ্নন্দর নিদান ।		উত্তয়া	ঐ
ভগ্নন্দরের কারণ	ঐ	শতপোনক	ঐ
শতপোনক	২৫২	তৃণাক রোগ	২৫৯
উট্ট্রাণ	ঐ	শোণিতাক্ষুদ	ঐ
পরিষ্রাবি	ঐ	মাংসাক্ষুদ	ঐ
শব্দবর্ত্ত ভগ্নন্দর	২৫২	মাংসপাক	ঐ
উন্মার্গি ভগ্নন্দর	২৫৩	বিজ্রমি	২৬০
ভগ্নন্দরের অসাধ্য লক্ষণ	ঐ	তিলকালক	ঐ
উপদংশ (গরমী) নিদান ।		অসাধ্য শূক	ঐ
রাতিক উপদংশের লক্ষণ	২৫৪	কুষ্ঠ নিদান ।	
পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ	ঐ	কুষ্ঠরোগের উপাদান	২৬১
বক্র উপদংশের লক্ষণ	ঐ	কুষ্ঠের প্রকার ভেদ	২৬২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কুষ্ঠরোগের পূর্ব লক্ষণ	২৬২
সপ্ত মহাকুষ্ঠ	২৬৩
কাপাল	ঐ
উড়ুঘর	ঐ
মণ্ডল	২৬৪
অব্যজিহ	ঐ
পুণ্ডরীক	ঐ
সিদ্ধ	ঐ
কাঞ্চণ	২৬৫
একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ	ঐ
এককুষ্ঠ	ঐ
চন্দ্রাখ্য	ঐ
কিটিম	ঐ
বৈপাদিক	২৬৬
অলসক	ঐ
দক্ষয়ণ্ডল	ঐ
চন্দ্রদল	ঐ
শায়া (চুলকণা)	ঐ
কচ্ছু (ঘোষ)	ঐ
বিস্ফোটক	২৬৭
শতাব্দ:	ঐ
বিচর্চিকা ও বিপাদিকা	ঐ
দোষভেদে কুষ্ঠের লক্ষণ	ঐ
সপ্তধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ	২৬৭
কুষ্ঠরোগের সাধ্যাসাধ্য	২৬৮
অরিষ্ট লক্ষণ	২৬৯
দোষভেদে কুষ্ঠোৎপত্তি	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মহাকুষ্ঠের নাম	২৬৯
ষিত্র (ধবল) রোগ	২৭০
দোষভেদে ষিত্রের লক্ষণ	ঐ
ষিত্রের সাধ্যাসাধ্য	২৭১
কুষ্ঠাদির সংক্রামকত্ব	ঐ
শীতপিত্ত উদর্দ ও	
কোঠ নিদান ।	
শীতপিত্তের পূর্ব লক্ষণ	২৭২
শীতপিত্ত ও উদর্দের লক্ষণ	ঐ
উদর্দ শোথের রূপ	ঐ
কোঠ ও উৎকোঠ	২৭৩
অম্লপিত্ত নিদান ।	
অম্লপিত্তের লক্ষণ	ঐ
এধোগ অম্লপিত্তের লক্ষণ	ঐ
উর্দ্ধগত অম্লপিত্তের লক্ষণ	২৭৪
অম্লপিত্তের সাধ্যাসাধ্য	২৭৫
অম্লপিত্তের প্রকারভেদ	ঐ
বাতক অম্লপিত্তের লক্ষণ	ঐ
কফজ অম্লপিত্তের লক্ষণ	ঐ
বাতশ্লেষ্মজ অম্লপিত্তের লক্ষণ	২৭৬
পিত্তশ্লেষ্মজ অম্লপিত্তের লক্ষণ	ঐ
বিসর্প নিদান ।	
বিসর্পের প্রকার ভেদ	ঐ
বিসর্পের উপাধান	ঐ
কুষ্ঠ ও বিসর্পের প্রভেদ	২৭৭
বাতিক বিসর্পের লক্ষণ	ঐ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ	২৭৮	রসগত মন্থরিকাব লক্ষণ	২৮৭
কফজ বিসর্পের লক্ষণ	ঐ	রক্তগত মন্থরিকা	ঐ
সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ	ঐ	মাংসগত মন্থরিকা	ঐ
অগ্নি বিসর্পের লক্ষণ	ঐ	বেদোগত মন্থবিকা	২৮৮
গ্রহি বিসর্প	২৭৯	অস্ত্রিমজ্জাগত মন্থরিকা	ঐ
গ্রহি বিসর্পের লক্ষণ	ঐ	ওজ্জগত মন্থবিকা	ঐ
পিত্ত স্নৈয়িক বিসর্পের লক্ষণ	২৮০	মন্থবিকার সাধ্যাসাধ্য	২৮৯
কৃতজ বিসর্প	২৮১	মন্থবিকার অসাধ্য লক্ষণ	ঐ
বিসর্পের উপশ্রব	ঐ	মন্থবিকার অরিষ্ট লক্ষণ	২৯০
বিসর্পের সাধ্যাসাধ্য	ঐ	মন্থরিকার ভাবী ফল	ঐ

বিস্ফোট নিদান।

বাত বিস্ফোটকের লক্ষণ	২৮২
পৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ	ঐ
স্নৈয়িক বিস্ফোটকের লক্ষণ	২৮৩
বৃন্দজ বিস্ফোটকের লক্ষণ	২৮৩
সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ	ঐ
রক্তজ বিস্ফোটকের লক্ষণ	২৮৪
বিস্ফোটকের সাধ্যাসাধ্য	ঐ

মন্থরিকা (বসন্ত) নিদান।

মন্থরিকার পূর্ব লক্ষণ	২৮৫
বাতজ মন্থরিকার লক্ষণ	ঐ
পিত্তজ মন্থরিকার লক্ষণ	ঐ
রক্তজ মন্থরিকার লক্ষণ	ঐ
স্নৈয়িক মন্থরিকার লক্ষণ	২৮৬
ত্রিধোষজ মন্থরিকার লক্ষণ	ঐ
চর্মদল	ঐ
রোমান্ডী (হোম)	২৮৭

ক্ষুদ্ররোগ নিদান।

অজগম্নিকা	২৯০
ববগ্ৰথা	২৯১
অন্নালতী	ঐ
বিবৃত্তা	ঐ
কচ্ছপিকা	২৯২
বন্টীক	ঐ
ইন্দ্রবিদ্ধা	ঐ
গর্দভিকা	ঐ
পাষণ গর্দভ	২৯৩
পুনসিকা	ঐ
জালগর্দভ (অধিবাতি)	ঐ
ইরিবেল্লিকা	ঐ
কক্কা	২৯৪
গন্ধমালা	ঐ
অগ্নি রোহিণী	ঐ
চিপ্প (আজ্জুলহাড়া)	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অম্বুশরী	২২৫	ওষ্ঠগত মুখরোগ নিদান ।	
বিদ্যারিকা	ঐ	বাতজ ওষ্ঠ রোগের লক্ষণ	৩০২
শর্করাক্ষুদ্র	ঐ	পিত্তজ ওষ্ঠ রোগের লক্ষণ	৩০৩
পানদারী	ঐ	কফজ ওষ্ঠ রোগের লক্ষণ	ঐ
কদর (কুহ্মাংটি)	২২৬	ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ	ঐ
অলস (পাঁকুই)	ঐ	রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ	ঐ
ইন্দ্রলুপ্ত (টোক)	২২৬	মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ	ঐ
দারুণক	ঐ	মেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ	৩০৪
অরুবিকা	২২৭	অতিবাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ	ঐ
পলিত (পাকাচুল)	ঐ	দন্তবেষ্টগত মুখরোগ	
মুখ দুখিকা (বরোত্রণ)	ঐ	নিদান ।	
পদ্বিনী কণ্টক (পদ্মকাঁটা)	ঐ	শীতান	৩০৪
জতুমণি (জড়ুল)	২২৮	দন্ত পূর্ণপুটক	ঐ
মাষক (আঁচিল)	ঐ	দন্তবেষ্ট	৩০৫
তিলকালক (তিল)	ঐ	শৌঘির	ঐ
ন্যজ (ছোজ বা ছুলি)	ঐ	মহাশৌঘির	ঐ
মুখবান্দ (মেছেতা)	২২৯	পরিহার	ঐ
নীলিকা	ঐ	উপাকুশ	ঐ
পরিবর্তিকা (মুদ)	ঐ	বৈদর্ভ	৩০৬
অবপাটিকা	৩০০	খলিবর্জন	ঐ
নিরুদ্ধ প্রকাশ	ঐ	করাল	ঐ
সন্নিরুদ্ধ গুদ	৩০১	অধিমাংস	ঐ
অহিপ্তন	ঐ	দন্তনাভী	৩০৭
বৃষণ কচ্ছ	ঐ	দন্তগত মুখরোগ নিদান ।	
গুদব্রংশ	৩০২	দালন	৩০৭
বয়ঃস্থক	ঐ	ক্রিমি দন্তক	৩০৭
		ভগ্ননক	৩০৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
দন্তহর্ষ	৩০৮	সান্নিপাতিক রোহিনীর লক্ষণ	৩১৩
দন্তবিজ্রমি	ঐ	রক্তজ রোহিনীর লক্ষণ	ঐ
দন্ত শর্করা	ঐ	কণ্ঠশালুক	ঐ
কপালিকা	ঐ	অধিজিহ্ব	ঐ
শ্যাব দন্তক	৩০৯	বলয়	ঐ
জিহ্বাগত মুখরোগ নিদান ।		বলাস	৩১৪
বাতজ জিহ্বা রোগের লক্ষণ	৩০৯	একবন্দ	ঐ
পিত্তজ জিহ্বা রোগের লক্ষণ	ঐ	বৃন্দ	ঐ
শ্লেষজ বোগের লক্ষণ	ঐ	শতগ্রী	ঐ
অলাস	ঐ	শিলাহু	৩১৫
উপজিহ্বা	৩১০	পলবিজ্রমি	ঐ
তালুগত মুখরোগ নিদান ।		প্লেণ্ডাঘ	ঐ
গলগুণ্ঠি	ঐ	অন্নয়	৩১৬
তুতীকেরী	ঐ	মাংসতান	ঐ
অঞ্জন	ঐ	বিহারী	ঐ
কচ্ছপ	৩১১	সর্বসর মুখরোগ নিদান ।	
রক্তার্জুন	ঐ	রাতিক সর্বসর রোগের লক্ষণ	৩১৭
মাংস-সংঘাত	ঐ	গৈতিক সর্বসর রোগের লক্ষণ	ঐ
ভালু পুট পুট	ঐ	শৈল্পিক সর্বসর রোগের লক্ষণ	ঐ
তালুশোষ	ঐ	মুখরোগের সাধ্যাসাধ্য	ঐ
তালুশাক	৩১২	কর্ণশ্রোতগত রোগ নিদান ।	
কণ্ঠগত মুখরোগ নিদান ।		কর্ণশূল	৩১৮
রোহিনী	ঐ	কর্ণনাদ	ঐ
রক্তজ রোহিনীর লক্ষণ	ঐ	মাধির্ঘা (কাল)	ঐ
পিত্তজ রোহিনীর লক্ষণ	ঐ	কর্ণক্লেদ	৩১৯
কফজ রোহিনীর লক্ষণ	ঐ	কর্ণদ্রাব	ঐ
		কর্ণকণ্ডু	ঐ

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কর্ণগুথ	৩১৯	নাসাশ্রাব	৩২৫
কর্ণপ্রতি নাহ	ঐ	নাসাশোষ	৩২৬
ক্রিমিকর্ণ রোগ	৩২০	অপক পীনসের লক্ষণ	ঐ
কর্ণে পতঙ্গাদি প্রবেশের কল	ঐ	পক পীনসের লক্ষণ	ঐ
কর্ণ বিজ্রম্বি	ঐ	প্রতিশ্যার	ঐ
কর্ণশাক	৩২১	সদ্য প্রতিশ্যার জনক নিদান	৩২৭
পুতি কর্ণক	ঐ	চয়াদি ক্রমজ্বলক নিদান ।	
কর্ণশোধ	ঐ	প্রতিশ্যারের পূৰ্ণরূপ	৩২৭
কর্ণরোগ নিদান ।		বাতিক প্রতিশ্যারের লক্ষণ	৩২৮
বাতজ কর্ণবোগের লক্ষণ	৩২১	পৈত্তিক প্রতিশ্যারের লক্ষণ	ঐ
পৈত্তিক কর্ণবোগের লক্ষণ	৩২২	শ্লেষ্মিক প্রতিশ্যারের লক্ষণ	ঐ
শ্লেষ্মিক কর্ণবোগের লক্ষণ	ঐ	সান্নিপাতিক প্রতিশ্যার	৩২৩
সান্নিপাতিক কর্ণ রোগের লক্ষণ	ঐ	কষ্টসাধ্য প্রতিশ্যার	ঐ
পরিণোটক	ঐ	রক্তজ প্রতিশ্যার	ঐ
উৎপাত	ঐ	অসাধ্য প্রতিশ্যার	ঐ
উন্নয়ক	৩২৩	গাঢ় প্রতিশ্যারের কল	১৩০
পরিমেহী	ঐ	নেত্ররোগ নিদান ।	
নাসারোগ নিদান ।		নেত্র সর্লগত রোগ নিদান	৩৩০
পীনদ	ঐ	নেত্রাভিব্যাক্ষ (নেত্রপ্রদাহ,	
পুতিনস্য	৩২৪	চোকউঠা)	৩৩১
নাসাপাক	ঐ	বাতিকাভিব্যাক্ষের লক্ষণ	ঐ
পুষরক্ত	ঐ	পিত্তকাভিব্যাক্ষের লক্ষণ	ঐ
কবধু (হাঁচি)	ঐ	কফকাভিব্যাক্ষের লক্ষণ	ঐ
আগন্তজ কবধু	৩২৫	রক্তকাভিব্যাক্ষের লক্ষণ	৩৩২
ভ্রংশধু	ঐ	অধিমহ	ঐ
দীপ্ত	ঐ	অধিমহের লক্ষণ	ঐ
প্রতীনাহ	ঐ	ষোষভেদে অধিমহের ক্রিয়া	ঐ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
তরুণ নেত্ররোগের লক্ষণ	৩২২	ত্রিধোষজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ	৩৪১
পশ্চনেত্র রোগের লক্ষণ	৩৩৩	পরিম্নায়ি	ঐ
সশোথ ও অশোথ নেত্রপাক	ঐ	বর্ণভেদে লিঙ্গনাশের প্রকার ভেদ	ঐ
হৃতাধিবহ	ঐ	পরিম্নায়ি রোগের রূপ	৩৪২
বাতপর্যায়	ঐ	দোষভেদে লিঙ্গনাশের রূপ	ঐ
তৃক্ষাকিপাক	৩৩৪	নেত্র দৃষ্টিগত অপর রোগের	
অন্যতোবাক	ঐ	কথন	৩৪৩
অম্মাধুবিভ	ঐ	শিশু বিদগ্ধ দৃষ্টি	ঐ
শিরোৎপাত	৩৩৫	শ্লেষবিদগ্ধ দৃষ্টি	ঐ
শিরা প্রহর্ষ	ঐ	দুঃ দর্শন	৩৪৪
নেত্রকৃষ্ণগত রোগ নিদান।		দুঃ অভ্য	ঐ
সত্রণ গুরু	ঐ	নেত্রশুক্লগত রোগ নিদান।	
সত্রণ গুরুর সাধ্যাসাধ্য	ঐ	নকুলাঙ্গ	ঐ
অত্রণ গুরু	৩৩৬	গঙ্গীবিকা	৩৪৫
অত্রণ গুরুর সাধ্যাসাধ্য	ঐ	আগন্তজ লিঙ্গনাশ	ঐ
অসাধ্য গুরু	৩৩৭	প্রান্তর্ধাঙ্গ	৩৪৬
অক্ষিপাকাত্যয়	ঐ	শুক্লার্ঘ	ঐ
অজকামাত	ঐ	অধিমাংসান্ধ	ঐ
নেত্রদৃষ্টিগত রোগ নিদান।		নাশান্ধ	৩৪৭
ভিন্ন ভিন্ন পটলে দোষ ব্যবস্থিত		ওক্ষিকা	ঐ
হইবার লক্ষণ	৩৩৭	অর্জুন	ঐ
দৃষ্টিমণ্ডলের স্থানভেদে অবস্থিত		পিষ্টক	ঐ
দোষের লক্ষণ	৩৩৯	শিরাজাল	ঐ
ভিমির (লিঙ্গনাশ)	ঐ	শিরা গিচ্ছকা	৩৪৮
বাতিক লিঙ্গনাশের লক্ষণ	৩৪০	বলাস	ঐ
শৈথিল্য লিঙ্গনাশের লক্ষণ	ঐ	নেত্র সন্ধিগত রোগ নিদান।	
ব্রহ্মজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ	ঐ	পূবালস	৩৪৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উপন্যাস	৩৪৮	শোণিতার্শ	৩৫৪
স্রাব রোগ (নেত্রনাড়ী)	৩৪৯	নগণ	৩৫৫
পুষ্যস্রাব	ঐ	বিসবস্ব	ঐ
মৈত্রস্রাব	ঐ	কৃষ্ণন	ঐ
রক্তস্রাব	ঐ	পদ্মকোপ	ঐ
পিত্তস্রাব	৩৫০	পদ্মশান্ত	৩৫৬
গর্ভস্রাব	ঐ	নেত্ররোগের প্রকার ভেদ	ঐ
অলজী	ঐ	শিরোরোগ নিদান ।	
সন্ধিহুলে ক্রিমিজন্মের কল	ঐ	বাতজ শিরোরোগের লক্ষণ	ঐ
নেত্রবস্ব রোগ নিদান ।		পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ	ঐ
উৎসঙ্গ	৩৫১	কফজ শিরোরোগের লক্ষণ	৩৫৭
কৃভীকা	ঐ	সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ	ঐ
পোখকী	ঐ	রক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ	ঐ
বস্ব শর্করা	৩৫২	ক্ষয়জ শিরোরোগ	ঐ
অশৌবস্ব	ঐ	ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণ	৩৫৮
শুষ্কার্শ	ঐ	স্ব্যাবর্ত	ঐ
অঞ্জল	ঐ	অনন্ত বাত	ঐ
বহল বস্ব	ঐ	অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে)	৩৫৯
বস্ব বন্ধক	৩৫৩	অর্দ্ধাবভেদকের লক্ষণ	ঐ
ক্রিষ্ট বস্ব	ঐ	শৃঙ্খক	৩৬০
বস্ব কর্দম	ঐ	অস্ব্গ দর নিদান ।	
শ্যাব বস্ব	ঐ	প্রদরের সাধারণ লক্ষণ	৩৬১
প্রক্লিষ্ট বস্ব	ঐ	প্রদরে স্রাবাধিক্যের লক্ষণ	ঐ
অক্লিষ্ট বস্ব	৩৫৪	প্রদরের প্রকার ভেদ	ঐ
বাতহত বস্ব রোগ	ঐ	কফজ প্রদরের লক্ষণ	ঐ
বস্ব ঈর্ষু	ঐ	শৈথিল্য প্রদরের লক্ষণ	ঐ
নিমেঘ	ঐ	সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ	৩৬২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অসাধ্য প্রদর	৩৬২	সঙ্কীলক	৩৭০
বিভক্ত ঋতু শোণিত	ঐ	প্রতিধ্বর	ঐ
যোনিব্যাপন্নিদান ।		বীজক ও পরিষ	ঐ
ভিন্ন ভিন্ন যোনিরোগেব লক্ষণ	ঐ	গর্ভের অরিষ্ট লক্ষণ	ঐ
উদাবর্ত	ঐ	গর্ভ বিনষ্ট হইবার লক্ষণ	ঐ
বক্ষ্য ও বিপ্লুত	ঐ	গর্ভ বিনষ্ট হইবার কারণ	২৭১
পরিপ্লুত	ঐ	গর্ভিণীৰ মৃত্যু লক্ষণ	ঐ
বাতল	৩৬৪	স্মৃতিকারোগ নিদান ।	
লোহিত কষ	ঐ	প্রসূতিব যোগেব কষ্টসাধ্যত্ব	৩৭২
বামিনী	ঐ	স্মৃতিকাব উপদ্রব	ঐ
প্রস্রংসনী	ঐ	স্তনরোগ নিদান ।	
পুত্রয়া	৩৬৫	স্তন্যদুষ্টি নিদান ।	
পিঙ্গলা	ঐ	ভিন্ন দোষ দুষিত স্তন্যের লক্ষণ	৩৭৩
অভ্যানন্দা	ঐ	নির্দোষ স্তন্যের লক্ষণ	ঐ
কণিক	ঐ	বালরোগ নিদান ।	
অচরণ ও অতিচরণা যোনি	ঐ	ককূপক (কোথ)	৩৭৫
শ্লেষমা	৩৬৬	পারিগর্ভিক বা পরিভব	
বতী	ঐ	(এঁডেলাগা)	ঐ
অণুলী	ঐ	তালুকটক	ঐ
মহাধোনি ও হৃচীবজ্রা	ঐ	মহাপদ্ম	৩৭৬
সর্বদোষ সমুখানা যোনি	ঐ	অবাদি ব্যাধি	ঐ
কন্দ নিদান ।		গ্রহ পীড়িত বালকের সাধারণ	
দোষভেদে কন্দের লক্ষণ	৩৬৭	লক্ষণ	৩৭৭
মূচ গর্ভ নিদান ।		অনগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ	ঐ
গর্ভ বিদ্রব	৩৬৮	অধাপন্ন্যার গ্রহ পীড়িত বালকের	
মূচগর্ভ	৩৬৯	লক্ষণ	৩৭৮
গর্ভের আতিভেদ	ঐ		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
শকুনীগ্রহ পীড়িত বালকের		ভিন্ন ভিন্ন স্থানগত দ্বী বিবেক	
লক্ষণ	৩৭৮	লক্ষণ	৩৮৬
রেবতীগ্রহ পীড়িত বালকের		কুপিত দ্বীবিষের লক্ষণ	ঐ
লক্ষণ	ঐ	দ্বীবিষের রূপ	ঐ
পুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের		দ্বীবিষের রোগ উৎপাদন	৩৮৭
লক্ষণ	ঐ	দ্বীবিষের কারণ	ঐ
অকপুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের		দ্বীবিষের সাধ্যসাধ্য	ঐ
লক্ষণ	৩৭৯	অগ্নে শ্বেদ মলাদি প্রয়োগেব ফল	ঐ
শীতপুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের		লুতাবিষের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত	৩৮৮
লক্ষণ	ঐ	লুতাংশনের লক্ষণ	৩৮৯
মুখমুণ্ডতিকাগ্রহ পীড়িত বালকের		ত্রিমণ্ডলাদি অষ্টবিধ লুতাংশনের	
লক্ষণ	ঐ	নিশ্চয়	ঐ
নৈগমের গ্রহপীড়িত বালকের		সৌবর্ণিকাদি অষ্টবিধ লুতা	
লক্ষণ	ঐ	দংশনের ফল	৩৯০
বিষ নিদান ।		প্রাণনাশক মুখিক দংশনের ফল	ঐ
অজমবিষের সাধারণ কার্য	৩৮০	কুকলাস দংশনের ফল	ঐ
হাবর বিষের সাধারণ কার্য	ঐ	বৃশ্চিক দংশনের ফল	৩৯১
বিষদাতার মনোবিকার	ঐ	কণ্ড দংশনের ফল	ঐ
ভিন্ন ভিন্ন বিষ সেবনের ফল	৩৮১	উচ্চিটিক দংশনের ফল	ঐ
বিষদিগ্ধ শত্ৰুক্ষতের লক্ষণ	৩৮২	সবির মণ্ডুক দংশনের ফল	৩৯২
সর্পের প্রকারভেদ	ঐ	বিষধর মৎস্য দংশনের ফল	ঐ
ভিন্ন ভিন্ন সর্প দংশনের লক্ষণ	৩৮৩	সবিষ জলোকা (জোঁক)	
স্থান সময়ভেদে সর্পদংশনের ফল	ঐ	দংশনের ফল	ঐ
ব্যক্তিভেদে সর্প দংশনের ফল	ঐ	গৃহ গোষিকা (টিকটিকি)	
সর্প দংশনের অরিষ্ট লক্ষণ	৩৮৪	দংশনের ফল	ঐ
দ্বীবিষ	৩৮৫	শতপদী (কেন্দাই, কাণকোটারি)	
দ্বীবিষ সেবনের লক্ষণ	৩৮৫	দংশনের ফল	৩৯৩

বিষয় ।

মলক দংশনের ফল

মলিকাদংশনের ফল

ব্যাঙ্গাদি দংশনের ফল

পৃষ্ঠা ।

৩৯৩

ঐ

ঐ

বিষয়

নির্দিষ্ট হইবার লক্ষণ °

রোগ পরীক্ষার রীতি

পৃষ্ঠা ।

৩৯৪

ঐ

নিদান ।

পঞ্চনিদান ।

জগতেব সৃষ্টিস্থিতি সংহার কাৰণ,
যিনি স্বৰ্গ অপবৰ্গ দ্বার ;
ঐশ্বৰ্য্যি সে শিব পদে ত্রৈলোক্য শরণ,
জীমা দ্বার নাই করুণার ,
সদৈব আদেশ মত
করিয়া সংগ্রহ ষষ্ঠ
নানা মুনি অমূল্য বচন,
রোগের নিজ নিদানে
উপদ্রবাবিষ্ট মনে
রোগ বিনিশ্চয় গ্রন্থ করিছে রচন ।

আনুর্কোম গ্রন্থচর কুখ অধায়নে
নাহিক শক্তি কছু দ্বার,
কিনা অল্পবুদ্ধির ভাৱার কারণে
সহজাৰ্ণ স্থিৰ করিবার,
অধৰা ব্যাধিত হেরে
কোন রোগ আছে যেয়ে

সহজে করিতে বিনির্ণয় ;—
 কোন রোগে কি লক্ষণ
 করিবারে নিরূপণ
 উৎকৃষ্ট উপায় গ্রন্থ হইবে নিশ্চয় ।

নিদানও পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়,
 সম্প্রাপ্তি এ পাঁচটি কাবণ
 উপযোগী করিবারে বোগ বিনির্ণয় ;
 কহিব তাদের বিবরণ ।
 নিমিত্ত ও আয়তন
 উত্থান হেতু কারণ,
 এ সকল অথবা প্রত্যয়,
 কহে নিদান পর্য্যায় ;—
 এই নাম সমুদায় ।
 এনিদানে রোগ উৎপাদক হেতু কয় ।

হয় কিম্বা অন্য রোগ শরীরে যখন
 প্রবেশের উপক্রম করে,
 বায়ুপিত্ত কফাদির যে সব লক্ষণ,
 কভু নাহি বুঝা যায় হেরে ।
 কিন্তু দেহ অভ্যন্তরে
 রোগ আসিতেছে ঘেরে
 হেনরূপ পরকাশ পায় ;
 এইরূপে যেলক্ষণ
 আনে ব্যাধি নিদর্শন,
 সাধারণ পূর্বরূপ ক'ন বৈদ্য তায় ।

পুনঃ যদি সাধারণ পূর্বরূপ সনে
 বাতপিত্তাদির যে লক্ষণ,
 আধা ব্যক্তভাবে তার যে কোন লক্ষণে
 নরদেহে হয় সংঘটন ;
 বায়ুপিত্ত কফগত,
 যক্ষ কি ত্রিদোষ জাত,
 কোন দোষে ব্যাধি উৎপাদন ;
 হেরি যে লক্ষণ চয়
 ভাবী ব্যাধি বিনির্গয় ;
 বিশিষ্ট সে পূর্বরূপ আখ্যাত তখন ।

আধাব্যক্ত পূর্বরূপ প্রস্কুট বখন,
 সেলক্ষণ রূপ নাম ধর,
 সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, আকৃতি, লক্ষণ,
 চিহ্ন এ রূপের নামান্তর ।
 কারণ অথবা ব্যাধি,
 অথবা কারণ ব্যাধি
 উভয়ের একত্র মিলনে
 স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে,
 অথবা মিলিয়া দুয়ে
 আনয়ন করে দেহে যে সব লক্ষণে,

বিপরীত বস্তু কিম্বা যে বস্তু সেবনে
 বিপরীত কার্য করে তার,
 বিপরীত কার্য করে এমন ভোজনে,
 সেই মত যদ্যপি বিহার ;

মিলাব ।

সেই বিপরীত কলে
যদ্যপি রোগের বলে
মিশ্রবে করয়ে দমন,
উপশয় রোগ তায়,
রোগী শান্তিলাভ পায় ;
উপশয় নাম ধরে ঔষধ তখন ।

সুখাবহ উপযোগ নাম উপশয়
অপরাধ্য সান্ন নাম ধরে ;
উপশয় বিপরীত কল বাহে হয়
ব্যাদ্যসান্ন বলে থাকে তারে ।
পিত্তকফ কিম্বা বাত
হয় যদি দোষাশ্রিত,
হয় তারা রোগের কারণ ;
বায় অধঃ উর্দ্ধস্থলে
অথবা নীকিয়া চলে,
তাহাতেও রোগ করে জনম গ্রহণ ।

ত্রিদোষের এই মত প্রকৃষ্টি কারণ
কিম্বা অধঃ উর্দ্ধ বক্রগতি,
দেহ মধ্যে বসরক্তে করি আক্রমণ
হয় যদি রোগের নিয়তি ;
যে ব্যাধি জনম লয়
সম্প্রাপ্তি তাহারে কর,
জাত্যাগতি অন্য নাম তার ;

বিকল্প, প্রাধান্য, বলে,
সংখ্যা, কাল ভেদ কলে,
জাতিও আগতি হয় বিভিন্ন প্রকার ।

দোষ ভেদে যেইরূপ অষ্টবিধ করে
শরীর করয়ে আক্রমণ,
অরের সম্প্রাপ্তি তথা অষ্টম প্রকারে
বিভক্ত করেন বুদ্ধগণ ।

রোগের সংখ্যার সনে
সম্প্রাপ্তির সংখ্যা গণে,
বিকল্প, প্রাধান্য, কাল, বল
কিন্মা রোগ সংখ্যামত
নবদেহে সমাপ্তিত
হয়ে থাকে ভিন্নভিন্ন সম্প্রাপ্তি সকল ।

যন্ত্ৰ কিন্মা ত্রিদোষক রোগ যে সময়
দেহ মাঝে হয় উপস্থিত,
সম্মীলিত দোষ হয় অথবা ত্রিতম
কোন ভাবে কেমন কুপিত ;
বায়ুপিত্ত কফ তিনে
কিন্মা দুই সম্মীলনে
কৃত্যতাদি কল ঘটে মত ;
কোন কল পায় স্থান
কিন্মা কাল পরিমার্জ
অংশাংশ কল্পনা হেতু বিকল্পাভিহিত ।

মিলিত বাতাদি তিন দোষের ভিতরে
 নিজহেতু কুপিত হইয়া
 যদি কোন রোগ দোষ উৎপাদন করে,
 অন্য দোষ তাহার লাগিয়া
 পূৰ্বদোষ পাছু যায়,
 ত্রিদোষ প্রকাশ পায় ;
 পূৰ্বদোষ স্বতন্ত্রাখ্যা তার ।
 অপব যে দোষ হয়
 পবতন্ত্রাভিহিত হয় ;
 পূৰ্ব প্রশমনে পায় শেষ প্রতীকার ।

সকল হেতুর বলে যে ব্যাধি আগত
 কিম্বা যার আগম সময়
 সমস্তই পূৰ্বরূপ রূপ প্রকাশিত,
 বলবান সেরোগ নিশ্চয় ;
 অল্প হেতু সন্মীলনে
 যে ব্যাধি শরীরে আনে,
 পূৰ্বরূপ রূপ কিম্বা যায়
 সৰ্ব না প্রকাশ পায়,
 অংশ মাত্র দেখা দেয় ;
 হেন রোগ হীন বল জানিও তাহার ।

রজনী দিবস কালে অথবা ভোজনে
 অংশ মত দোষ কোপ পায় ।
 প্রথমে কফের কোপ, মধ্যে পিত্ত আনে,
 শেষ অংশে বায়ু রুষ্ট তায় ।

তথা ঋতু ভিন্নতায়
 রূষ্ট কফ পিত্ত বায়ু ;
 ববধায় বায়ু প্রকুপিত
 পিত্তেব শরৎকালে,
 কফেব বসন্ত এলে,
 দোষানুগ ব্যাধির (৩) প্রকোপ সেই মত ।

বায়ুপিত্ত কফ হয় কুপিত যখন
 রোগ আসি পশে কলেবরে ;
 বিবিধ প্রকার যত অহিত সেবন,
 দোষত্রয় কোপ তাহে করে ;
 বাত আদি দোষ ত্রয়
 ব্যাধির কারণ হয়,
 ব্যাধি আনে ব্যাধিরে আবার ;
 সন্তাপ জন্মিলে ছরে
 রক্তপিত্ত রোগে ধবে ;
 রক্তপিত্ত রোগে কছু ছর সঙ্গী তার ।

ছর আর রক্তপিত্ত দুয়েব মিলনে
 রাজযক্ষ্মা করে আনয়ন ;
 জনমে জঠর রোগ প্রীহার বর্ধনে
 জঠর সে শোধের কারণ ।
 অর্শ হতে হয় ভোগ
 গুল্মও উদর রোগ ;
 প্রতিশ্যায় হতে জন্মে কাস ;

নিদান ।

কাশে ক্ষয়, শোষ ক্ষয়ে,
এইরূপে রোগ হয়ে
ইহারা করয়ে অন্য রোগের বিকাশ ।

কোন রোগ অন্য রোগ কবি আনয়ন
নিজে যায় হয়ে প্রশমিত ;
শাস্তি নাহি পায় কেহ হয়গে তখন
অন্যের কারণ ক্রমাগত ।
ধবে নরে এই মত
কষ্ট সাধ্য রোগ যত
জন্ম যার ব্যাধি সম্মীলনে ।
সেহেতু সত্বেদ্যাগণ
রোগ শাস্তি যার মন,
; জানিবেন বক্ষ্যমান স্বরাসি নিদানে ।

• অরুর উৎপত্তি ।

দক্ষ অপমানে শিব হইয়া রাগত,
নিখাস করেন ত্যাগ অগ্নি-শিখা মত ।
কাল সম অর তাহে আইল ধরায় ।
আকুল হইল সবে ভাবিল প্রলয় ।
এই অর অষ্ট নামে হইল বিখ্যাত :—
লৈঙ্গিক ও সগ্নিপাত বাত পিত্ত জাত,
বায়ুপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম আর
আগন্তুক এই অষ্ট বিভাগ তাহার ।
মিথ্যাহার বিহারেতে মহানর্থ ধরে ;
অমাশয়ে বহু দোষ জন্মে তার তরে ।

সকল রসেতে তাহা ইহঁরা মিলিত
কোষ্ঠাধিকে কোষ্ঠ হতে করে দুরীকৃত ।
সুযোগ পাইয়া স্বয়ং দেহে প্রবেশন,
মানবের মহাকষ্ট উপস্থিত হয় ।
অগ্নিমান্দ্য, তপ্ত অঙ্গ, সর্কাসে বেদনা,
একত্রে ইহঁনে তাহা স্বরের বর্ণনা ।

স্বরের পূর্বরূপ ।

প্রমেতে অলস অঙ্গ, বিবর্ণ শরীর,
সজল নয়নদ্বয়, চিত্ত নহে স্থির,
বিষের সমান হয় অম্মতেরে জ্ঞান,
ইচ্ছা হয় প্রতি দণ্ডে করি বারি পান,
কখন বাসনা শীতে, কখন বায়ুতে,
কছু ইচ্ছা হয় নাই রৌদ্র পোহাইতে,
কিছুতেই কিন্তু নাই ভুক্তি বোধ হয়,
হাই উঠে গাত্র ভাঙ্গে সকল সময়,
হর্ষাভাব, অরুচি, ও হয় দেহ ভার,
শীত করে, ক্ষুধা নাই যেন অঙ্গকার,
রোমাঞ্চ করয়ে দেহ, এ লব লক্ষণ
স্বরের সামান্য পূর্বরূপ বিবরণ ।
হাই উঠে ঘন ঘন আগে বাত স্বরে,
পিত্তস্বরে চক্ষু দুটি বড় জ্বালা করে,
কি কহিব আর কফস্বরের বিষয়,
চব্য চল্য লেহ্য পেয়ে রুচি নাই হয় ।
ধরয়ে 'শূধক' নাম এ সকল স্বরে,
কাহার (ও) গৃহিত তারা মিলন না করে ।

বাতপিল্পে হাই উঠে চক্ষু দাহ হয়,
 বাতশ্লেষ্মে অরুচি ও হাই দেখা দেয়,
 পিত্তশ্লেষ্মে জ্বর কথা কহিব কি আর,
 রুচি নাহি থাকে চক্ষু জ্বলে অনিবার ।
 দুই দোষ ছাড়া এরা থাকিতে না পারে,
 দুই দোষে লিপ্ত বলে 'দ্বন্দ্ব' নাম ধরে ।
 সন্নিপাত জ্বরে আবির্ভাব দোষ ত্রয় ,
 হাই উঠে চক্ষু জ্বলে রুচি নাহি রয় ।
 নিদানে এ সব চিহ্ন বয়েছে লিখিত ;
 জ্বরেব বিশিষ্ট পূর্বরূপে তাবা খ্যাত ।

বাত-জ্বরের লক্ষণ ।

বাত জ্বর যার দেহে উপস্থিত হয়,
 নিম্নেব লক্ষণ গুলি ঘটিবে নিশ্চয় :—
 কখন অধিক জ্বর, কম বা কখন,
 কঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, কম্প ও বমন,
 হাই উঠে, নিদ্রা নাই, বিরস বদন,
 আসে শুষ্ক কাশ, পেট কাঁপে ক্ষণে ক্ষণ,
 হাঁচি নাহি হয়, দেহ রুক্ষ ভাব ধরে,
 মহাক্লেশ জন্মে, ব্যথা বন্ধ, অঙ্গ, শিবে,
 মলের কাঠিন্য আব পেটের বেদনা,
 দুয়ে মিলে দেয় দেহে বড়ই যাতনা ।

পিত্ত-জ্বরের লক্ষণ ।

পিত্তজ্বরে নাড়ী অতি ভীক্ বেগে ধায়,
 পীড়া দেয় দাহ, ঘর্ম্ম, অরুচি, ডুকায়ে,

অন্ন নিদ্রা, মুখ কঠু, শিথ্যা বাক্য আর,
নদে নদে কোথা হতে আসে অভীসার ;
মূর্ছা, মত্ত, জন্ম হয়, প্রলাপ, বমন,
মল, মূত্র, নয়নের হলুদ বরণ ,
কোঁকা হয় কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ, নাসিকায,
জ্বরের প্রকোপে যেন শরীর পোড়ায় ।

কক-জ্বরের লক্ষণ ।

ককজ্ববে নাড়ী অতি অল্প বেগ ধরে,
যেন ভিজা বস্ত্র গায়, আলস্য শরীরে,
স্তব্ধ অঙ্গ, শীত আব শরীরেতে ভাব,
বোমাঞ্চ কবয়ে দেহ, অতি নিদ্রা আর,
মুখে মিষ্ট স্বাদ বোধ, অরুচি, বমন,
সোণার সামগ্রী যেন কবেছি ভোজন,
নাকে জল, মুখে লাল, কাসি অতিশয়,
মল, মূত্র, চক্ষু হয় শুষ্ক বর্ণ হয় ।

বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ ।

দাহ, তৃষ্ণা, মূর্ছা হয় বাতপিত্ত জ্বরে,
শিরঃপীড়া, কণ্ঠ মুখশোষ আসি ধবে,
রোমাঞ্চ করয়ে দেহ নিদ্রা নাহি হয়,
বোধ হয় যেন সব অঙ্ককারময়,
বমন, অরুচি, জন্ম আর হাই উঠে,
বড়ই বেদনা করে প্রতি গাঁঠে গাঁঠে ।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ ।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে হয় বেদনা গ্রন্থির,
শিরঃপীড়া অতি নিদ্রা ও আঙ্গ শরীর,

নালাজাব, কামি জন্মে, বেশি ঘর্ম তার,
শরীর উত্তপ্ত, নাড়ী মুখা বেগে ধায় ।

পিত্তশ্লেষ্মা ঘরের লক্ষণ ।

মুখ তিক্ত, লিঙ্গ, তজ্জা, মোহ, কান আর,
রুচি নাহি, পিপাসা ও ঘর্ম বার বার,
ক্লেদ শীত, ক্লেদে গ্রীষ্ম উপস্থিত হয়,
পিত্তশ্লেষ্মা ঘরের এ সব পরিচয় ।

সন্নিপাত ঘরের লক্ষণ ।

ক্লেদে দাহ, ক্লেদে শীত, সন্নিপাত ঘরে,
তৃষ্ণা, মোহ, শ্বাস, তজ্জা, গুরুতা উদরে,
হৃদয়, মস্তক, অস্থি, সন্ধি বেদনায়,
সন্নিপাত ঘরে রোগী বহু দুঃখ পায় ।
পলক রহিত বেন, আরক্ত নয়ন,
কোঠরেতে বসে ছুটি সজল নয়ন,
প্রলাপ, অরুচি, জ্বর, আর নিজ্জানাশ,
কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, বাকরোধ কান,
কর্ণ ব্যথা, মাথা চালা, অজ নিঃসহায়,
ঘর্ম, ঘল, মুত্র, জ্বর কদাচিত হয়;
ধান্য সম বস্ত্র দিয়া কণ্ঠ ঢাকা থাকে,
কাণের ভিতরে যেন কিঁ কিঁ পোকা থাকে;
কৃকধর্ম জিহ্বা যেন পুড়েছে অজারে,
শরতর ঔষধ সম কটী দাঁশ ঘরে;
শ্রোতবহা নাড়ী লব শুষ্ক হয়ে যায়,
অতিশয় ক্লম কিন্তু নাহি হয় কার ।

কক সহ রক্তপিষ্ট হয় উল্লীষণ;
সর্কাদে চক্রেয় চিহ্ন লোহিত বরণ ।
দোষ সব বিলম্বেতে পরিপাক পায়,
সন্নিপাত করে এই চিহ্ন সমুদায় ।

সন্নিপাত করে সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় ।

নষ্ট অগ্নি, নাহি হয় মল নিঃসরণ,
আবির্ভাব যদি ভায় সকল লক্ষণ,
নিশ্চয় তাহলে রোগী রক্ষা নাহি পায় ।
না হলে এ সবে মুক্ত কষ্টে অতিশয় ।
সপ্তম, দশম, একাদশ, চতুর্দশ,
দ্বাবিংশ ও অষ্টাদশ, নবম দ্বাদশ,
রোগ বৃদ্ধি করে অতি এ সব দিবসে,
পরে হ্রাস কিম্বা মৃত্যু হয় অবশেষে ।
কর্ণমূলে শোধ হলে আগে কিম্বা পরে,
কদাচিৎ রোগী তাহে মুক্তি লাভ করে ।

সন্নিপাত করে নাষ ।

ত্রয়োদশ মাস ধরে সন্নিপাত কর ;
একে একে কহিতেছি শুন অন্তঃপর :—
কণ্ঠকুষ্ঠি, রক্তপীক, প্রলাপ, কর্ণিক,
ভয়নেত্র, অভিন্যাস, শীতান্ন, তাত্ত্বিক,
ক্লম্বাহ, চিত্তবিভ্রম, সিগুক, জিহ্বাগ,
অত্রক এ ত্রয়োদশ রোগের স্তম্ভায় ।

সন্নিপাত করে ভোগকাল নির্ণয় ।

সিগুকেতে সপ্ত রাত্রি, শীতাদে দ্বাদশ,
জিহ্বাগের ভোগ হয় ষোড়শ দিবস ।

কণ্ঠকূজে ত্রয়োদশ রাত্ৰি ভোগ হয়,
ভগ্ননেত্রে অষ্ট দিন জানিও নিশ্চয় ।
অস্থক, তাত্ত্বিক আর রক্তপীবে দশ,
চিত্তবিভ্রমের স্থিতি চক্ৰিশ দিবস ।
প্রলাপেতে চৌদ্দ দিন, রুগ্ণদাহে বিংশতি,
অভিন্যাস এক পক্ষ করয়ে বসতি ।
কর্ণিকাতে দেহ পীড়া রয় মাস ত্রয়,
এইরূপে ভোগ কাল করয়ে নির্ণয় ॥

সিগুকে সন্নিপাতের লক্ষণ ।

শূল, কাস, তুষা, শ্লেষ্মাবেগ অতিশয়,
সর্কাদে বেদনা যেন ফোড়া হয় গায়,
সিগুকেতে আবির্ভাব এ সব লক্ষণ ।
দুঃখেতে বাঁচয়ে রোগী, অথবা মরণ ।

তাত্ত্বিক সন্নিপাতের লক্ষণ ।

তাত্ত্বিকেতে জিহ্বা কণ্ঠশোষ, তন্দ্রা, শ্বাস,
অঙ্গ ব্যাধা, শ্রবণ শক্তির হয় হ্রাস,
কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, কফ অল্প হয়,
অস্থির করয়ে দেহ অতি পিপাসায় ।

চিত্তবিভ্রম সন্নিপাতের লক্ষণ ।

তাপ, জ্বাতি, মত্ততা ও হাস্য, গীত, মোহ,
এলোমেলো কথা কয়, কম্পবান দেহ,
বিকট নয়ন দ্বিগ্ন করে দরশন,
চিত্তবিভ্রমেতে হয় এ সব লক্ষণ ।

কণ্ঠকুজি সন্নিপাতের লক্ষণ ।

শ্বস, কম্প, মূৰ্ছা, দাহ, মোহ ও বিলাপ,
শিরঃ কণ্ঠ ব্যাধা, দেহে সন্তাপ, প্রলাপ ;
কণ্ঠকুজে দেখা দেয় এই সমুদায় ।
বৈদ্যগণ কণ্ঠসাধ্য কহেন ইহায় ।

কর্ণিক সন্নিপাতের লক্ষণ ।

কর্ণমূলে শোথ, শ্বস, জ্বর, মোহ, শ্বাস,
কণ্ঠ ব্যাধা, ঘর্ম্ম, তাপ, প্রলাপ ও কাস ;
কর্ণিকাখ্য সন্নিপাতে ঘটে এ লক্ষণ ।
বহুদিন রহে রোগ করি আক্রমণ ।

জিহ্বাগ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

দুর্বল শরীর, কাণে শুনিতে না পায়,
দেহের সন্তাপে ঘেন গাত্র পুড়ে যায়,
এই কটি চিহ্ন আবির্ভাব জিহ্বাগেতে ।
মহাক্লেশ দেয় ইহা মানব দেহেতে ।

রুগদাহ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

মোহ, তাপ, প্রলাপ ও কণ্ঠ ব্যাধা, জ্বর,
দেহের জড়তা, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, শ্রম,
অস্থির করয়ে অতি অঙ্গ বেদনায় ;
রুগদাহ সন্নিপাত মহাক্লেশ দেয় ।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ ।

কর্ণ শোথ, শ্বস, বেশি মিথ্যা কথা কর,
কম্প, জ্বর, শ্বাস, মোহ, অতি নিদ্রা হয়,

কোঠরেতে বসে ছুটি আরক্ত মরন ,
ভগ্ননেত্রে মানবের নিশ্চয় মরণ ।

অস্তক সন্নিপাতের লক্ষণ ।

দাহ, মোহ, নিরঃকম্প হয় অস্তকেতে,
দেহতাপ, ক্রেশ দেয় অঙ্গ বেদনাতে,
ঘন ঘন হিকা শ্বাস উপস্থিত হয় ।
এই বোগে মানবের মরণ নিশ্চয় ।

রক্তকীৰ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

মূৰ্ছা, অর, মোহ, জম, বক্ত উদ্যীরণ,
জ্ঞাননাশ হয়, জ্ব মল নিঃসরণ,
জমজ্ঞান, বমি, হিকা, অঙ্গ ব্যথা করে,
নিদারুণ পিপাসায় হৃদয় বিদরে ,
সৰ্ব্ব অঙ্গে চক্ষাকৃতি আরক্ত বরণ,
রক্তকীৰে শরীরের নিশ্চয় পত্তন ।

প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

পাদশোথ, জ্ঞাননাশ, কম্প ও প্রলাপ,
গাত্র ঝলে, অতি হয় দেহের সন্তাপ,
শরীর দুর্গন্ধময়, ব্যস্ত বেদনার ।
পত্তন হইবে দেহ প্রলাপে নিশ্চয় ।

শীতাক সন্নিপাতের লক্ষণ ।

শরীর শীতল যেন শিশিরের প্রায়,
হিকা, শ্বাস, কর্ণে শব্দ, হস্তে তাপ রয়,
জ্ব মল নির্গমন, শীতাদেতে অটে ।
লক্ষ্যাক শীতল হলে মরণ নিকটে ।

• অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ ।

বাত, পিত্ত, কফ বলবান অভিন্যাসে ।
 মুখ শুষ্ক, বাক্রোধ, আর নিদ্রা নাশে,
 জ্ঞানমহে, অগ্নিমান্ধ্য, শ্বাস, বল হয়,
 যম সম এই রোগ বৈদ্যগণ কর ।

অভিন্যাস জ্বরের লক্ষণ ।

আব হব আছে অভিন্যাস নাম ধরে ।
 বায়ু, পিত্ত, কফ তাহে বড় বৃদ্ধি করে ।
 আম সহ দোষ ত্রয় হইয়া মিলন
 বক্ষ্যন্তোত্ত সমূহেতে করিয়া গমন
 ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মনে আশ্রয়ে বধন,
 সন্নিপাত জ্বর আনি জনমে তখন ।
 ভ্রবণ করিতে নারে, জ্ঞান ও স্পর্শন,
 হৃষ্টি হীন নাহি পাবে করিতে দর্শন ।
 মাথা চাঁলে, পাশ ফেবে, অনিচ্ছা আহারে,
 ইচ্ছা হয় কথা কয় কিন্তু নাহি পারে ।
 নরীকো বেদনা যেন ছুঁচ কোটে গার,
 এই রোগে কদাচিত্ত বোগী মুক্তি পায় ।

আগন্তুক জ্বর বর্ণন ।

অনেক কারণে জন্মে আগন্তুক জ্বর ; —
 আঘাত পাইলে দেহে অতি গুরুতর,
 গুরু, বিজ্ঞ শ্রমে কিম্বা করিলে স্বরণ,
 ভূতগ্রহ, কামান্দিয় সখক কারণ ।
 যে কারণে আশ্রিত্যে এ জ্বর বধন,
 চিকিৎসাও তাই মস্ত করিবে তখন ॥

গরল ভক্ষণে অর দিলে দরশন,
 মুহূৰ্ত্তে জ্বলমল হয় নিঃসরণ ।
 শাকবর্ণ মুখ আর অনিচ্ছা আহারে,
 মুছা হয়, তৃষ্ণা অতি, অজ ব্যথা কবে ।
 তীব্র ঔষধের জ্ঞানে যদি অর হয়,
 মুছা, শিরঃপীড়া হয়, বসি অতিশয় ।
 সুরূপা কামিনী না পাইলে মনোমত,
 কাম অর দেহ মধ্যে হয় উপস্থিত ।
 শরীর অলস, কিছু মনে নাহি রয়,
 অরুচি ও তন্দ্রা তার সনে দেখা দেয় ।
 আবির্ভাব যদি অর ভয় কিম্বা শোকে,
 মানে নাহি কিছু সদা এলো মেলো বকে ।
 অর উপস্থিত যদি রাগের কারণ,
 কল্প হয়, সদা কয় প্রলাপ বচন ।
 হলে অর শাপে কিংবা শত্রুর ইচ্ছায়,
 মোহ হয়, ঘন ঘন তৃষ্ণা অতিশয় ।
 ভুত দ্বারা জন্মিলে উদ্ভয় হয় মন,
 ধর ধর কাঁপে, করে হাস্য ও রোদন ।
 কাম, শোক, ভয়ে বায়ু, কোষে পিত্ত হয়,
 ভুত করে উপস্থিত হয় দোষত্রয় ।

বিষম অর ।

অরান্তে সামান্য দোষ থাকিলে শরীরে,
 অত্যাচারে পুনরায় নবভাবে ধরে ।
 খাছু সহ-মিলিত হইয়া অতঃপর,
 জনমে বিষম অর দেহের ভিতর ।

এই অন্ন পঞ্চ রূপে আছয়ে বিখ্যাত :—

তৃতীয়ক, অন্যোদ্যক্ষ, সন্তত, সতত ।

পঞ্চম যে অন্ন চতুর্থক আখ্যা তার ।

একে একে বিবরণ করিব সবার :—

রসস্ব হইলে দোষ প্রকাশে সন্তত,

রক্তাশ্রিত দোষ হলে আসয়ে সতত,

মাংসগত হলে হয় অন্যোদ্যক্ষ, আর

মেদস্থিত দোষে হয় তৃতীয়ক অন্ন ।

অস্থিমজ্জাগত দোষ করে আনয়ন

চতুর্থক নামে অন্ন যমের মতন ।

অতি ভয়ঙ্কর ইহা বিপত্তি ঘটায়,

নানা রকমের অন্ন উৎপন্ন করায় ।

সন্তত বিষম অন্নে ভোগ ক্রমাশ্রয়,

সাত দশ বার দিনে বিচ্ছেদ না হয় ।

অব ত্যাগ হলে দেখা দেয় পুনরায় ;

‘বিচ্ছেদ না হয় ত্বর্য বহুকাল রয় ।

দিবা রাত্রে দুই বার অন্ন প্রকাশিলে,

সন্তত বা ষোড়শিক অন্ন তারে বলে ।

দিন রাত্রে অন্ন বেগ হলে একবার,

অন্যোদ্যক্ষ বিষম অন্নের এ আকার ।

তিন দিন কিম্বা এক দিবস অন্তর,

এই রূপ ক্রমাশ্রয়ে আসে যদি অন্ন,

কহে পালাশ্রয় তারে লোক সাধারণে ।

তৃতীয়ক নামে কিন্তু বিখ্যাত নিদানে ।

দুই দিন পরে যদি অন্ন প্রকাশয়,

চতুর্থক অন্ন তারে বৈদ্যগণ কর ।

কাম, ক্রোধ, মোহ, ভয়, ভূত বোঁসনমতে ।

আবহে বিষয় স্বরূপাভ্যাসে বেদেহজে ।

তৃতীয়ক স্বরূপাভ্যাসে ত্রিবিধ প্রকারে ।

দোষ ভেদে ভিন্ন চিত্ত উপস্থিত করে-

তৃতীয়ক স্বরূপে কক পিত্ত বোঁসে,

বাড়ম্বন্ধি বৈদনার আবির্ভাব আগে ।

বাতককে পৃষ্ঠদেশে আগে ব্যথা হয়,

বাতপিত্তে ব্যথা ব্যথা করে অন্তঃস্থ

চতুর্থক স্বরূপে হয় ত্রিবিধ প্রকারে ।

একে একে কহি শুন লক্ষণ তাহার :-

শ্লেষ্মাজাত চতুর্থকে জানিও নিশ্চয়,

জজ্বাবয়ে ব্যথা হয় আগে অন্তঃস্থ ।

স্বরের আগন্তে করে মন্তক বেদন,

বাতজাত চতুর্থকে ক'ন বৈদ্যগণ ।

চতুর্থক বিপর্যয় বিষয়ে যখন,

সংঘটিত হয় বস্তু নিম্নের লক্ষণ :-

বায়ু, পিত্ত, কক থাকে সঙ্গ বলবান,

শক্তি বীন, কল্প আর দেহ হয় টান ।

মধ্য দুই দিনে অতি স্বর তোগা হয়,

প্রথম চতুর্থ দিনে কিছু নাহি রয় ।

বাতবলাশক স্বরের লক্ষণ ।

বাতবলাশকে নিত্য মন্দস্বর হয়,

রূক্ষ অঙ্গ, শোথশূল অবগত রয় ।

কফের প্রকোপ বেশি, দেহ স্বক করে,

সহস্র সহস্র জীব এই স্বরে মরে ।

প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ ।

প্রলেপকেশীত করে সকল সময়,
ঘর্ম, দেহ স্তার, বদা মন্দ অব রয় ।
ক্ষয়কারী পীড়ার অন্তিম অবস্থায়,
জীবন লইতে দেহে উপস্থিত হয় ।

বিষম জ্বরের বিশেষ কথন ।

অগ্নির বদ্যপি পাক শক্তি নাহি রয়,
পিত্তশ্লেষ্মা দোষ যদি আবির্ভাব হয়,
অর্দ্ধ তপ্ত বয় আর অর্দ্ধাঙ্গ শীতল,
বিষম জ্বরেব এই লক্ষণ কেবল ।
পিত্ত দুষ্ট হলে দেহে কক হাতে পায়,
হাত পা শীতল হয় অঙ্গ উষ্ণ রয় ।
পিত্ত দুষ্ট হস্তে পদে, কক দুষ্ট দেহে ।
শরীর শীতল হস্তপদ তপ্ত তাহে ।

সংসর্গজ জ্বরময় বর্ণন ।

চর্ম্মে বায়ু, কক যদি থাকে একসনে,
অতিশয় শীত জ্বন্মে জ্বর আগমনে ।
বাত ও শ্লেষ্মাব বেগ কিছু শাস্ত হলে,
পিত্ত আবির্ভাব হয়ে সর্ব অঙ্গ জ্বলে ।
সেইরূপ পিত্ত যদি চর্ম্ম মধ্যে রয়,
জ্বরের আগতে দেহ জ্বলে অতিশয় ।
পিত্তের প্রকোপ হলে ক্ষয় অত্যন্ত পর,
বাতশ্লেষ্মা খটে, শীত জাহার উপর ।
এই দুই জ্বর সংসর্গজ নাম ধরে ॥
বড় কষ্ট দেয় সোহৃদ দাঁড় পূর্বে জ্বরে ।

ধাতুগত জ্বর সমূহের বিবরণ ।

ধাতুগত হলে অব ধরে যে লক্ষণ,
একে একে কহি শুন তার বিবরণ ।

রসগত জ্বরের লক্ষণ ।

দেহ ভাব, কাতরতা, অরুচি জন্মায়,
বমি হয়, দেহ যেন অবসাদ পায়,
বমন ইচ্ছায় করে হৃদয় বেদন,
রসস্থ জ্বরের এই চিহ্ন নিরূপণ ।

রক্তগত জ্বরের লক্ষণ ।

রক্তগত হলে হয় রক্ত উল্লীর্ণণ,
অঙ্গ দাহ, মোহ আর বিজ্ঞম, বমন,
গাত্রে জ্বণ হয়, সদা মিথ্যা কথা কয়,
পিপাসাতে রোগী সব বড় ক্লেশ পায় ।

মাংসগত জ্বরের লক্ষণ ।

অঙ্গ উষ্ণ, পিপাসা ও অন্তর্দাহ করে,
দেহ গ্লানি অতি হয় মাংসগত জ্বরে ।
জন্মা, ডিম ব্যথা কথা কি কহিব আর,
নারিয়াছে লাঠি যেন উপরে তাহার ।
অহরহ মল, মুত্র দেয় দরশন,
মাঝে মাঝে হস্ত পদ করয়ে চালন ।

মেদগত জ্বরের লক্ষণ ।

তৃষ্ণা, বমি, দেহগ্লানি ঘর্ম অবিরত,
ধৈর্য্য কিছু নাহি থাকে সদাই রাগত ।

অরুচি ও মোহ আর দুর্গন্ধ শরীরে,
মিথ্যা কথা আর কহে মেদোগত করে ।

অগ্নিগত জ্বরের লক্ষণ ।

অগ্নিগত জ্বরের স্তনহ পরিচয়,
বেদনা করয়ে যেন অগ্নি ভল হয় ।
কঠোর অব্যক্ত শব্দাতীকার, বমন,
শ্বাস আর সদা করৈ দেহ সঞ্চালন ।

মজ্জাগত জ্বরের লক্ষণ ।

কাস, মহাশ্বাস, হিকা মজ্জাগত করে,
বাহিরে শীতল কিন্তু গর্ভম অন্তরে ।
বমি আর হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হয়,
বোধ হয় সব যেন অজ্ঞকার ময় ।

শুক্রগত জ্বরের লক্ষণ ।

লিঙ্গস্তক, শুক কিম্বা রক্তের পতন,
শুক্রগত হলে জ্বর নিশ্চয় মরণ ।

প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর ।

বরষায়, শরৎ, বসন্তে ক্রমাশয়,
বায়ু, পিত্ত, শ্লেষা জ্বর দেহে জন্ম লয় ।
বর্ষায় বায়ুর জন্ম, পিত্তের শরতে,
কক জ্বর দেখা দেয় বসন্ত কালেতে ।
প্রাকৃত জ্বরের এই কাল নিরূপণ ।
সুখ সাধ্য রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণ ।
জনমে বৈকৃত জ্বর এর অন্যথা ;
অতি দুঃখসাধ্য রোগ জানিও তাহার ।

কফের শরতে আর পিত্তের বর্ষায়
 গবে জানে প্রকৃতি বিরূতি লাভ পায়
 বর্ষাকালে জনমে ষড়্যপি বাতজন,
 তাহা হতে রক্ষা লাভ অতীব দুষ্কর ।

প্রাকৃত জ্বর সমূহের উৎপত্তির নির্ণয়।

জ্বর আসে বর্ষাকালে বায়ু ছুট্ট করে,
 পিত্ত আর শ্লেষ্মা এই দুয়ে যোগ দিয়ে ।
 শবতেব আগমনে পিত্ত ছুট্ট হয়,
 অনুগত রহে তাব শ্লেষ্মা অতিশয় ।
 এই জবে পিত্তশ্লেষ্মা প্রকৃতি কারণে,
 বিনর্গ কালের হেতু না ভয় লজনে ।
 দুই প্রকারের কাল ক'ন বৈদ্যাগণ,
 বিনর্গ একেব নাম অপব আদান ।
 শরত হেমন্ত আর বর্ষা ঋতু ত্রয়,
 ইহারা বিনর্গ কাল অভিহিত হয় ।
 এই কালে স্বাভাবিক লোকে থাকে ভাল ;
 চন্দ্রের প্রাবল্য হেতু হয় দেহে বল ।
 আদান করিত গ্রীষ্ম, বসন্ত, হিমালী ;
 সূর্য্যের প্রাবল্য হেতু বল করে হানি ।
 সূর্য্য তেজ এই কালে বর্দ্ধিত হইয়া
 শরীরের রস সব ফেলে শুকাইয়া ।
 বিনর্গ কালের রোগে ব্যবস্থা লজন,
 আদান কালের রোগে অনুর ভোজন ।
 বসন্ত আইলে আসে কফ ছুট্টবার,
 বায়ু আর পিত্ত কোপ তাহার উপর ।

দিবস রাত্রির মধ্যে যে যেই সময়
 বায়ু পিত্ত, কফ দেহে প্রকৃপিত হয়,
 সেই কালে সেই দোষে অন্নের উপশয়;
 কিম্বা সেই অন্ন বেহে বৃদ্ধি করে অতি ।
 বাতিক অন্নোত্তে বায়ু বৃদ্ধির সময়,
 সমুৎপন্ন হয় অন্ন কিম্বা বৃদ্ধি পায় ।
 পিত্ত আর শ্লেষ্মা কোপ হইবে বখশ,
 রোগ উপশয় রয় নিশ্চয় তখন ।
 এহেন প্রকারে রোগে হ্রাস বৃদ্ধি হয়,
 পিত্ত আব শ্লেষ্মা অন্ন জানিও নিশ্চয় ।
 প্রোক্ত অন্ন সকলের উপশয় নিরূপণ ।
 যে আহার বিহারেতে দোষ কোপ পায়,
 তখন “অনুপশয়” নাম কহে তার ।
 যে সব কারণে হয় দোষের দমন,
 উপশয় নাম ধরে সে সব কারণ ।

অন্তর্বেগ অন্নের লক্ষণ ।

ভূষণ ও প্রলাপ, শ্বাস, বর্ষ নাহি হয়,
 অস্থি আর নক্ষি ব্যথা করে অতিশয় ।
 দোষ বদ্ধ থাকে, অতি অন্তর্দাহ করে,
 কোষ্ঠশুদ্ধি নাহি হয় অন্তর্বেগ অন্ন ।

বহির্বেগ অন্ন লক্ষণ ।

বহির্বেগ অন্ন বাড়ে দেহের সম্ভাপ,
 কক্ষ থাকে শ্বাস, জ্বর, ভূষণ ও প্রলাপ ।
 সুখ লাভ্য রোগ ইহা ক’ন বৈদ্যগণ ।
 লহজে বাচরে রোগী মা মনে কখন ।

আমষ্মর লক্ষণ ।

অন্ন বেগবান অতি, কুখ্যার অভাব,
 অসভ্য, স্তব্ধদেহ, অত্যন্ত প্রস্রাব,
 অলস শরীর আর বিরস বদন,
 আম ঋরে ঋটে থাকে এ সব লক্ষণ ।
 এ ঋরে ঔষধ কিছু না করিবে দান,
 ঔষধ প্রয়োগে অন্ন হয় বেগবান ।

পচ্যমান ঋরের লক্ষণ ।

অতিশয় বেগবান হয় দেহে অন্ন,
 মিথ্যা কথা, স্বাস, জন্ম, বমি তত্পর ।
 পিপাসা ও সদা হয় মল নিঃসরণ ।
 পচ্যমান ঋরের এ সব বিবরণ ।

পক বা নিরাম ঋরের লক্ষণ ।

মৃদু অন্ন, লঘু দেহ, দোষের দমন,
 কুখ্য আর ক্লীণ অন্ন, মল নিঃসরণ,
 পক বা নিরাম ঋরে জানিও নিশ্চয় ;
 অষ্টম দিবস অন্ন রহে ক্রমাশয় ।
 রসাদি দমন হলে, হরিশ্চন্দ্র মতে
 অষ্টাহের পূর্বে অন্ন পারে দূর হতে ।

ঋরের উপদ্রব ।

অভীসার, ভৃশা, বমি, অলব্যথা, কাস,
 হিকা, মূর্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ, অরুচি ও স্বাস ;—
 ঋর রোগে রয় এই দশ উপদ্রব ।
 যে ঋরে যে চিহ্ন দেহে দেখা দেয় সব ।

জ্বরের সাধ্য লক্ষণ ।

উপদ্রব নাহি কিছু, শরীর গবল,
অল্প দোষ সন্না রয়, না হয় প্রবল ।
যে জ্বরে এরূপ ভাব উপস্থিত হয়,
সুখসাধ্য জ্বর তাহা বৈদ্যগণ কয় ।

গস্তীর জ্বর লক্ষণ ।

• খাস, কাস, পিপাসাও অন্তর্দাহ করে,
বন্ধ থাকে যত দোষ গস্তীরাজ্য জ্বরে ।

জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ ।

অনেক কারণ সহ অনেক লক্ষণ,
অথবা প্রবল জ্বর দিলে দরশন,
নিশ্চয় তা হ'লে রোগী হইবে পতন ।
কারণ সাধ্য আছে তাহা করে নিবারণ ।
ইন্দ্রিয় শক্তি যদি নষ্ট কছু হয়,
মরিতে সে জ্বরে বোগী জানিও নিশ্চয় ।
শোধযুক্ত অঙ্গ আর দেহ অতি ক্ষীণ,
প্রবল গস্তীর জ্বর তাতে বহু দিন
হইলে অবশ্য হবে প্রাণ অন্তর ।
যম সম বোধ হয় যেন এই জ্বর ।
অসাধ্য এহেন জ্বর, প্রভাবে বাহার
সিঁতি কাটে মস্তকের চুলে আপনার ।
যে জ্বরপ্রকোপ দিনে বিষমদ্ব পায়,
সাধ্যের অতীত জ্বর জানিও তাহার ।
রুদ্ধ কিম্বা ক্ষীণ অঙ্গে এই জ্বর হলে,
অবশ্য মরণ হবে বৈদ্যগণ বলে ।

সংজ্ঞাহীন, মোহমুক্ত, স্বর স্থির বস,
কছু কম, কছু বেশী হলে ক্রমাগত,
ভিতরেতে উষ্ণ বোধ, বাহিরে কম্পন,
এসব লক্ষণে যাবে শমন সদন ।

রোমাঞ্চিত দেহ, চক্ষু আরক্ত বরণ,
মুখশ্বাস, হৃদয়েতে অত্যন্ত বেদন,
স্বরের এ চিহ্ন কছু যদি কারে ধরে,
কাঙ্ক্ষারও সাধ্য মাই বাঁচাইতে পারে ।
হিকা, শ্বাস, তৃষ্ণা, মোহ, ক্রীণ অঙ্গ হয়,
মুখেব ভিতর হতে সদা শ্বাস বয়,
কোঠরেতে চক্ষু বসে আর যেই করে,
কার সাধ্য আছে তারে বাঁচাইতে পারে ।
ইন্দ্রিয় শক্তি হীন, ক্রটি বাশ পায়,
স্বর বলবান তাহে তীক্ষ্ণ বেগে ধায়,
তদুপরি আর যদি হয় অঙ্গ ক্রীণ,
এহেন রোগীকে ত্যাগ করিবে প্রবীণ ।

স্বর মুক্তির পূর্বরূপ ।

জন্ম, ঘর্ম, কল্প, তৃষ্ণা, দাহ অতিশয়,
সংজ্ঞানাশ পায় আর মল ভেদ হয়,
করয়ে কুন্দন অতি, দুর্গন্ধ বহনে,
এ চিহ্ন ব্যক্তিস্থ, স্বর ছাড়ে যেই ক্ষণে ।

স্বর মোচন লক্ষণ ।

ঘর্ম, হাঁচি, কুশা আর দেহ লক্ষ হয়,
ফুলকুড়ি হয় মুখে, সাধা তুলকাম,
স্বর ত্যাগ হইলে হয় এসব লক্ষণ ।
দিনে দিনে দেহ হয় সবল তখন ।

অভীসার নিদান ।

অভীসার জনমায় অনেক কারণে ।
অতি স্নিগ্ধ, অতি রুক্ষ সামগ্রী তক্ষণে,
হজম না হতে পুনঃ করিলে ভোজন,
অতি দ্রব, অতি উষ্ণ দ্রব্যাদি সেবন,
বেশী হৃত তৈল যুক্ত আহার কবিলে,
গুরু বা অকীর্ণকর দ্রব্যাদি খাইলে,
অতি ঠাণ্ডা সামগ্রী বা অকালে আহার,
ক্ষীর মীন এক সঙ্গে খাইলে আবার,
পিষ্টকাদি স্থূল দ্রব্য করিলে ভক্ষণ,
পূর্বাহার জীর্ণ নয় তথাপি ভোজন,
অধিক মাখিলে তৈল কিম্বা না মাখিলে,
প্রভাত সময়ে বেশী বসন করিলে,
অথবা বদ্যপি হয় অতি বিরেচন,
পিচকারী দের মল ভেদের কারণ,
বিষ, ভয়, শোক, অতিশয় মদ্যপানে,
দুই জলপান, জল জীড়ার কারণে,
যে ঋতুতে যে সামগ্রী খাইতে বারণ,
না মানিয়া কেহ যদি করত্রে ভক্ষণ,
কিমি দোষ, মলমূত্র বেগবিধারণ,
আনে অভীসার রোগ এসব কারণ ।

অভীসারের সাধারণ রূপ ।

কফ, পিত্ত, রক্ত, মল, উষ্ম ও শ্বেদ,
জলীয় পদার্থ এরা মূত্র আর ঘন ।

দেহস্থ জলীয় ধাতু বর্জিত হইলে,
 নির্দীপিত করে দেয় কোষ্ঠের অন্তরে ।
 পুনঃ অনিলের বলে অধোগামী হয়ে,
 অতি নিঃসরণ হয় মল সহ মিলে ।
 এ কারণ এই রোগে অতীসার কহে,
 বড় কষ্ট দেয় ইহা মানবের দেহে ।
 জন্ম লয় দেহে বড়বিধ অতীসার :—
 বাতিক, পৈত্তিক, কফে, সন্নিপাতে আর ।
 শোক আর আমে দুটি করে আনয়ন ।
 সে সবার একে একে কহি বিবরণ ।

অতীসারের পূর্বরূপ ।

নাড়ি, কৃষ্ণি, হৃদয়, উদর, মলদ্বারে,
 জন্মে বড় ব্যথা যেন সূচী বেধ করে ।
 অঙ্গ অবসন্ন, বাতকর্ম নাহি হয়,
 পেট কাঁপে আর সদা মলবদ্ধ রয় ।
 পরিপাক শক্তি কিছু না থাকে তখন,
 অতীসার পূর্বরূপ এসব লক্ষণ ।

বাতিক অতীসারের লক্ষণ ।

বায়ু দ্বারা অতীসার দিলে দরশন,
 অপক ও রুদ্ধ মল অরুণ বরণ,
 ফেনযুক্ত অল্প ভেদ হয় বার বার,
 মলদ্বারে অতিশয় ব্যথা করে আর ।

পৈত্তিক অতীসারের লক্ষণ ।

পিত্ত অতীসারে হয় লোহিত বরণ,
 হরিৎ অথবা পীত মল নিঃসরণ ।

তৃষ্ণা, মোহ, অজ্ঞান করি অতিশয়,
পাকিয়াছে মলহার বেন বোধ হয় ।

ককাতীসারের লক্ষণ ।

শুক্লবর্ণ ককযুক্ত মল বিনির্গত,
শীতল ও ঘন আর আমগন্ধ যুক্ত ।
রোমাঞ্চিত হয় দেহ যখন তখন,
কক অতীসারে হয় এসব লক্ষণ ।

ত্রিদোষযুক্ত অর্থাৎ সন্নিপাত অতীসারের লক্ষণ ।

শূকরের চর্কি মত মলের বরণ,
কখন বা মাংস ধৌত জলের মতন,
ইহা ভিন্ন এই রোগে দেয় দরশন
বাবু, পিত্ত, কক অতীসারের লক্ষণ ।
সন্নিপাত অতীসারে এই চিহ্ন হয় ।
কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা বৈদ্যগণ কয় ।

শোকাতীসারের লক্ষণ ।

ধন, বন্ধু, বান্ধবের বিনাশ কারণ,
অতি শোকে, অতি অল্প করিলে ভোজন,
দেহতেজ চক্ষু নাগাদির জল যত,
কোষ্ঠদেশে এককালে প্রবেশ করত,
জঠর অনলে সেধা করি মন্দীভূত,
শোণিতে অস্থান হ'তে করয়ে চালিত ।
সেই রক্ত মল সহ হইয়া মিলন,
কুঁচাকৃতি সম হয়ে হয় নিঃসরণ ।
অথবা কেবল শুধু রক্তের পতন ;
গন্ধ থাকে তাতে কছু না থাকে কখন ।

এ কারণে আমে শোক অতীসার দেহে,
কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা বৈদ্যগণ কহে ।

আমাতীসারের লক্ষণ ।

অক্ষীর্ণ কারণ দোষজর দুষ্ট হয়ে,
তাহার পরেতে তার। কুপথে বাইয়ে,
কোষ্ঠ সন্ত ধাকু আর মল মূত্রদমে,
একে একে তাহাদের কুপিত করিয়ে
করায় বিবিধবর্ণ ভেদ অনিবার ।
শূলের সমান বাধা লক্ষণ তাহার ।
এইরূপে আম অতীসার দেহে ধরে ।
যষ্ঠ অতীসার বলে তার ব্যাখ্যা করে ।

অতীসার সমূহের পঞ্চাপক লক্ষণ ।

শোক ও আমাতীসার ধরিয়। লক্ষণ,
পক বা অপক মল করে নিরূপণ ।
আম বা অপক মল জলে ডুবে যায়,
অতিশয় পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ অতিশয় ।
লক্ষণ বদ্যপি ঘটে তার বিপরীত,
অপিচ্ছিল, লঘুমল দুর্গন্ধ রহিত,
লঘু বোধ হয় কোষ্ঠ, দেহ লঘু আব,
তখন তাহাকে কহে পক অতীসার ।

অতীসারের অসাধ্য লক্ষণ ।

স্নাত, তৈল, দুধ, চর্কি, মাংস ধৌত জল,
রক্ত, নীল, ঘন, ঘন, নদী সম মল,

ময়ূরের পুচ্ছঃ স্তম্ভঃ কর্ণঃ চিকিৎসঃ
 কালঃ লালঃ রক্তঃ হৃৎকলঃ একত্বঃ মিলনঃ
 কঙ্কলঃ রাশির প্রায় সীমান্তঃ কঠিনঃ
 অথবা যেমন পিষ্টমাংসে অস্থি ভীনঃ
 পাকা ক্রান্ত সম আর অল্প বরণঃ
 এরূপ হইলে মল অসাধ্য লক্ষণ ।
 স্নেহ অথবা পচা দুর্গন্ধ সংযুক্তঃ
 মস্তিষ্কের হ্রত সমঃ বহু পরিমিত ।
 যেই রোগে ধরে মল এসব লক্ষণঃ
 আরোগ্য না হয় তাহা ক'ন বৈদ্যগণ ।
 হিকা, শ্বাস, দাহ, অজ্ঞকার দরশনঃ
 পিপাসার তরুণি করে আনয়নঃ
 পার্শ্ব আর অস্থি ব্যথা করে অতিশয়ঃ
 মন ও ইন্দ্রিয় সদা মোহযুক্ত হয়ঃ
 অঙ্গ গ্লানি, আর রোগী মিথ্যা কথা করঃ
 মলদ্বার স্থিত মলি পক বোধ হয় ।
 অতীশারে এ সব লক্ষণ দেখা দিলেঃ
 অসাধ্য সে রোগ তাহা বৈদ্যগণ বলে ।
 দেহ ঠাণ্ডা, ক্রীণ, পেট কাঁপে অতিশয়ঃ
 অবিরত মল বার নিঃসরণ হয়ঃ
 ফোড়ার মতন আর পাকে মলদ্বারঃ
 এরূপ লক্ষণে তার নাহিক নিস্তার ।
 শ্বাস, শূলঃ পিপাসা ও বল মাংস কীনঃ
 অব দেহে প্রাক্কর যদি আর অনুদিনঃ
 অতীশারে দেখা দিলে এরূপ লক্ষণঃ
 কষ্টেতে বাঁচয়ে বুঝা, কৃৎসন মরণ ।

অতীসারের উপদ্রব ।

অর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, অরুচি, বমন,
হিকা, শোথ, উদরেতে অত্যন্ত বেদন,—
এই কটি উপদ্রব হলে উপস্থিত,
বৈদ্যরাজ রোগী ত্যাগ করিবে নিশ্চিত ।

রক্তাতীসার ।

বিদ্যমান বার দেহে পিত্ত অতীসার,
পিত্তকর দ্রব্য যদি কবয়ে আহার,
রক্ত অতীসার তাহে দেহে পায় স্থান,
বড়ই কঠিন রোগ কষ্ট কবে দান ।
অর, দাহ, শূল, তৃষ্ণা, পাকে মলবার,
রক্ত সহ ভেদ হয় এই রোগে আর ।
মল ত্যাগ পূর্বে কভু, কখন বা পরে,
কারো গুহ্যদেশ হ'তে শুধু রক্ত বরে ।

প্রবাহিকার উপপত্তি ।

অহিত আহারে বায়ু দোষযুক্ত হয়ে,
মল সহ স্থিত কক্ষ অধোদেশে লয়ে
কুস্থনের সহ অল্প মল বার বার
করে যবে, প্রবাহিকা রোগ নাম তার ।

প্রবাহিকার রক্তাদি ভেদে রূপ বর্ণন ।

বায়ু দুষ্ট প্রবাহিকা হ'লে উপস্থিত,
মল নিরগত হয় শূলের সহিত ।
পিত্ত দুষ্ট প্রবাহিকা লইলে আশ্রয়,
দাহের সহিত মল নিরগত হয় ।

কক্ষ দুষ্ট প্রবাহিকা দিলে দরশন,
কক্ষের সহিত মল হয় নিঃসরণ ।
রক্ত দুষ্ট হয়ে যদি প্রবাহিকা আসে,
রক্তের সহিত মল তাহলে ববধে ।
বাতিক হইলে রুক্ষ, কক্ষে তৈলময়,
পিত্ত, রক্তে ভীক্ষ, উষ্ণ মল ত্যাগ হয় ।
লক্ষণ চিকিৎসা পক্ষাপক্ব চিহ্ন যত,
এ রোগেও জেনো ঠিক অতীসার মত ।

অতীসার নিরুত্তি লক্ষণ ।

মূত্র নাহি হয় মল ত্যাগের সময়,
স্বভাবতঃ বায়ু যদি নিরগত হয়,
কুধাবোধ, উদর হইলে লঘু আর,
আরোগ্য মুবতি ধরে তবে অতীসার ।

গ্রহণী ।

মুক্ত হয় অতীসার হইতে যখন,
মন্দ অগ্নি যুক্ত থাকে মানব তখন ।
অহিত সামগ্রী যদি সে সময় খায়,
অগ্নি দুষ্ট করয়ে তাহাব পুনরায় ।
দেহ মধ্যে নাড়ী যে গ্রহণী নাম ধরে,
দুষ্ট অগ্নি হেন গ্রহণীকে দুষ্ট কবে ।
নাভির উপরে হয় অবস্থিতি তাব,
বলের সঙ্কে আছে ক্ষমতা তাহান ।

অন্ন ল'ভে শক্তি ভাই গ্রহণী বিখ্যাত ।
 চরক পুস্তকে আছে এরূপ লিখিত ।
 দেহ অগ্নি এই স্থানে থাকার কারণ
 অপক অন্নকে উহা করিয়া ধারণ
 পক অন্ন অথো দিয়া করে নিঃসরণ ;
 শুষ্কতের মত ইহা জানে বৈদ্যগণ ।
 মোটের মাথায় ইহা জানিও নিশ্চয়,
 পচ্যমানাশ্বর'রূপে ইহা খ্যাত হয় ।

গ্রহণীর সাধারণ্য রূপ নির্দেশ ।

রক্ত পেয়ে বায়ু, পিত্ত, কফ দোষত্রয়,
 গ্রহণীকে ছুষ্ট তাবা করে অভিশয় ।
 পক ও অপক মল তাহে নিবগত,
 ক্ষণে বদ্ধ, ক্ষণে দ্রব, দুর্গন্ধ সহিত ।
 বেশি পবিমাণে বাব বার ভেদ হয়
 অত্যন্ত বেদনা যহ জানিও নিশ্চয় ।
 গ্রহণী আইসে দেহে এ সব লক্ষণে ;
 কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা জানে বৈদ্যগণে ।

গ্রহণী রোগের পূর্বরূপ ।

তৃষ্ণা ও অলস অঙ্গ আর বল ক্ষয়,
 অগ্নিমান্দ্য, বহু ক্ষণে পরিপাক হয়,
 দেহ যেন ভার বোধ রয় সর্বক্ষণ,
 গ্রহণীর পূর্বে হয় এ সব লক্ষণ ।

বাতিক গ্রহণী ।

কটু তিক্ত কষায় ও রক্ষ, অভিশয়,
 মাংস ক্ষীর এক সঙ্গে যদি কেহ খায়,

উপবাস কিয়া অন্ন করিলে ভোজন,
 মল মূত্রাদির বেগ করিলে ধারণ,
 অধিক মৈথুনে আব, বায়ু ছুষ্ট হয়ে,
 কোষ্ঠাগ্নিকে তার পবে দূষিত কবিয়ে
 বাতিক গ্রহণী রোগ দেহ মধ্যে আনে ।
 কষ্টকর রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যাগণে ।
 এই রোগে কষ্টে অন্ন পবিপাক পায়,
 পরিপাক না হইলে অন্ন জন্মে তাব ।
 কড়ু গুচ্ছ, কড়ু দ্রব মল নিরগত,
 মলদাব ব্যথা কবে কর্তনের মত ।
 পার্শ্ব, উরু, গ্রীবা আব হৃদয়, বক্ষণ,
 ব্যথা কবে সে সকলে যখন তখন ।
 কর্ণে শব্দ বোধ আর কিছু দৃষ্টি হীন,
 বল নাহি থাকে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ,
 পিপাসা ও ছুষ্ট ক্ষুধা হয় বার বার,
 শূধুবাদি ষড় রসে বাসনা আহার,
 কাস, শ্বাস, ঘন স্রব অবসন্ন রস,
 রুদ্ধ অঙ্গ, কঠ আর মুখ গুচ্ছ হয়,
 পেট ফাঁপে পরে কিম্বা হজম সময়,
 আহাব করিলে কিন্তু শ্বাস্ত্র্য বোধ হয় ।
 বাত গুল্ম, হৃদি রোগ গ্ৰীহা কিম্বা আর,
 সতত করয়ে বোণী আশঙ্কা সবার ।
 ফেনযুক্ত দ্রব মল হয় বার বার,
 অতি কষ্টে, পুনঃ পুনঃ, বিলম্বিতে আর ।
 ভেদ, বমি, বক্ষ ব্যথা, কিরুল বদন,
 বাত গ্রহণীর রোগে এসব লক্ষণ ।

পৈত্তিক গ্রহণী ।

বিদাহি, অজীর্ণ, কঁটু অন্ন ও লবণ,
 ক্ষার, তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্য কবিলে ভোজন,
 এসব কাবণে পিত্তে অতি কোপ পায় ;
 প্রতপ্ত সলিল বধা অনল নিবায় ।
 পৈত্তিক গ্রহণী রোগ তাহে উপস্থিত ।
 এই রোগে দেহ বর্ণ হয় যেন পীত,
 অঙ্গের উদ্গার অতি দুবগন্ধ তায়,
 হৃদি কণ্ঠ দাহ আর ধরে পিপাসায় ।
 অরুচি ও দ্রব মল সদা নিঃসবণ,
 পীত কিষ্কা নীল হয় তাহার বরণ ।

কফজ গ্রহণী ।

শুষ্ক, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছল দ্রব্য যত,
 মধুরাদি দ্রব্য কিম্বা হইলে ভক্ষিত,
 অধিক আহার পরে দিবাতে শয়ন,
 কফ ছুষ্ট হয় দেহে এ সব কারণ ।
 অগ্নি নষ্ট ক'রে তারা দেহেব ভিতরে,
 শ্লেষ্মিক গ্রহণী রোগে পরিণত করে ।
 এই রোগে কণ্ঠে ভুক্ত দ্রব্য পাক পায়,
 শ্লেষ্মা হেতু মুখ লিপ্ত মিষ্ট স্বাদ তায় ;
 শরীরেতে শ্লানি সদা অলসতা হয়,
 মৈথুন কবিত্তে কিছু ইচ্ছা নাহি রয় ।
 ঘন, দ্রব বস্তু দ্বাণ পূরিত হৃদয়,
 বমন, অরুচি, কাস, নানাস্রাব হয় ।

ক্ষীণ অঙ্গ নহে কিন্তু শরীর দুর্বল,
 আম আর শ্লেষ্মায়ুক্ত গুরু ডাকা মল,
 গুরু আর শুষ্ক থাকে বদাই উদর,
 বিরুদ্ধ মধুরোদকার তাহার উপর ।
 কফ গ্রহণীতে হয় এ সব লক্ষণ ।
 কষ্ট সাধ্য রোগ ইহা ক'ন বৈদ্যগণ ।

সন্নিপাত গ্রহণী ।

বায়ু, পিত্ত, কফ চিহ্ন একত্রিত হলে,
 সন্নিপাত গ্রহণী তাহাকে বৈদ্য বলে ।

সংগ্রহ গ্রহণী রোগ ।

পিচ্ছল, শীতল, দ্রব, বহু পরিমাণে,
 অপক ও ঘন মল বেদনার সনে,
 মাস, পক্ষ কাবো, কারো দশ দিন পবে,
 নিত্য কারো, রোগী যদি দমকা ভেদ করে,
 পেট ডাকে, শব্দ হয় ভেদের সময়,
 দিবসে বাড়য়ে রোগ, রাত্রে কম হয় ।
 দুর্বল অঙ্গ অঙ্গ, উদরে বেদনা,
 অঙ্গ অবসন্ন হয়, দেহের বাতনা ।
 আম বায়ু বলে হয় রোগের উৎপত্তি ;
 কঠিন চিকিৎসা এর বহুদিন স্থিতি ।

অর্শ ।

গুহ্বার ভিতরে যে নাড়ী বর্তমান,
 সাক্ষি পঞ্চাঙ্গুলি হয় তার পরিমাণ ।

বাতার্শের হেতু ।

কটু, তিত্ত, রুক্ষ আৰু শীতল, কষায়,
লঘুপাক দ্রব্য কিম্বা কেহ যদি খায়,
মাত্রাহীন কিম্বা অতি অল্পই ভোজন,
ভীক্ষ মদ্যপান, অতি রমনী সেবন,
হেমস্তাদি শীতকাল, শীতল ঐদেশ,
ব্যায়াম, ঈহলে মনে শৌকেয় প্রবেশ,
বলবান বায়ু আর আতপ সেবন,
এ সকল বাতার্শ বৌদৈর্য কারণ ।

পিত্তার্শের হেতু ।

মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ অন্ন ও লবণ,
কিম্বা গুরুপাক দ্রব্য করিলে ভোজন,
শারীরিক পরিশ্রম বিবাহিত যদি,
দিবসেব কালে ঘুমাইলে নিরবধি,
আসক্তি সুখদ শয্যা, সুখদ আসনে,
পূৰ্ব ও সমুখ বায়ু সৰ্বদা সেবনে,
শীতল ঐদেশকাল, চিন্তার বর্জন,
এ সকল হয় পিত্তার্শের কারণ ।

কফার্শ ।

বায়ু কফ যোগে অৰ্শ হয় যদি দেখে,
বাতলেপ্ত অৰ্শ তারে বৈদ্যগণ কহে ।
পিত্ত কফ যোগে যদি অৰ্শ রোগ হয়,
পিত্তলেপ্ত অৰ্শ তার অভিধান হয় ।
বাতজাদি রোগে ঘটে যে সব লক্ষণ,
কফরোগে সে দুয়ের একত্র মিলন ।

ত্রিদোষ লক্ষণ যবে একত্র মিলিত,
সন্নিপাত অর্শ রোগ হয় অভিহিত ।

সহজার্শ ।

জনমের সনে অর্শ উপস্থিত হ'লে,
তখন সে অর্শরোগে সহজার্শ বলে ।
সুক্ষ্মতের মতে এই রোগের লক্ষণ
একে একে কহিণ্ডন তা'ব বিবরণ :—
এই অর্শ ধরে ভয়ঙ্কর রূপ অতি,
অন্তর্মুখ যুক্ত হয়ে করয়ে বসতি ।
লুক্ষায়িত থাকে মাংসাকুর সমুদয়
ককর্শ অরুণ আর পাণ্ডুবর্ণ হয় ।
ক্লশ অঙ্গ, ক্রোধশীল, অল্প অগ্নি আর
অরুচি কারণ রোগী করে অল্লাহার ।
সর্ব অংশ শবীরের হয় শিবাময়,
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও শিরোরোগ হয় ।
ক্ষীণস্বর আর শুষ্ক ক্ষীণের কারণ,
নাহি পারে করিতে সম্ভান উৎপাদন ।

অর্শরোগের পূর্বরূপ ।

অজীর্ণ কারণ হয় উদরেতে ভার,
উদরেতে গুড় গুড় শব্দ ও উদ্যার ।
দুরবল অঙ্গ, অবসন্ন জজ্ঞা হয়,
ক্লশদেহ আর কোষ্ঠ শুষ্কি নাহি হয়,
উদর, গ্রহণী, পাণ্ডু জনমের ভয় ;
অর্শ পূর্বে এ লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

বাতার্শের লক্ষণ ।

বলি মধ্যে এ অর্শে যে অঙ্কুর জন্মায়,
 অপিচ্ছিল, চিম চিম ব্যথা করে তায় ।
 রক্ত পুঁজ কিছু নাহি হয় নিঃসরণ,
 বিকসিত মুখ থাকে সদা সর্করক্ষণ ।
 শুষ্ক ও কঠিন ধূম্র, অরুণ বরণ,
 ককর্শ যেমন গো জিহ্বার মতন ।
 খব হয়, কাঁকবোল ফল যেই মত
 তীক্ষ্ণাণ ও বক্র, সবে ভিন্নরূপে স্থিত ।
 এ রোগে অঙ্কুর হয় অনেক প্রকার
 তেলাকুচা, খেজুব ও কুলের আকার ।
 অরণ্য কার্পাসী, শ্বেত শবিষাব প্রায়,
 কদম ফুলেব মত কখন দেখায় ।
 উদর ও পার্শ্ব, কণ্ঠ, বক্ষণ, হৃদয়,
 শিবে, কণ্ঠ, উরু ব্যথা করে অতিশয় ।
 পেট ফাঁপে, হাঁচি হয়, অরুচি, উদ্যার,
 শ্বাস, কাশ, কর্ণনাদ, উদবেতে ভার ।
 হজম কখনো হয় কখন বা নয়,
 অবশেষে বোগে ভ্রম উপস্থিত হয় ।
 চর্ম, নখ, মল, মূত্র, মুখ ও নয়ন
 বাতার্শ পীড়ায় ধরে অসিত বরণ ।
 পিচ্ছিল ও কেনযুক্ত, অল্প পরিমিত
 বদ্ধ গুটলিয়া মল হয় নিরগত ।
 কুস্থন ও শব্দ অতি বেদনা সহিত,
 আমাশয় হইয়াছে যেন উপস্থিত ।

ইহা হ'তে আরো পীড়া অনেক প্রকার
 গুল্ম, প্রীহা, উদরী, অষ্টীলা রোগ আর ।

পিচ্ছার্শের লক্ষণ ।

পিত্ত ছুটে হয়ে অর্শ হ'লে উপশ্লিষ্ট,
 মাংসাকুর বর্ণ হয়, রক্ত, ক্লক, পীত ।
 নীলবর্ণ হয় অশ্রুত্যাগের বরণ,
 রক্ত পড়ে তাহা হ'তে বধম তখন ।
 অত্যন্ত অস্থির এই রোগে জনমানস,
 বক্রতেব খণ্ড মত কোঁকমুখ প্রায় ।
 কেহ হয় শুকপক্ষী ক্রিয়ার লগ্নান
 আমগন্ধমুক্ত, সুকোমল, লবমান ।
 কোনটা বা বধের আকার মত হয়—
 মধ্যস্থল, আর অতি স্লেছায়ুক্ত নয় ।
 ত্বক, নখ, মল, মুত্র ছুটিলে নমন,
 হরিত অথবা পীত, করিঙ্গা বরণ ।

কফার্শের লক্ষণ ।

স্লেছা ছুটে হয়ে অর্শ দিলে দরশন,
 বিতৃত অস্থির সব হয় অতি ঘন ।
 সামান্য বেদনা থাকে সকল সময়,
 বলি স্পর্শে সুখরোধ হয় অতিশয় ।
 শ্বেতবর্ণ দীর্ঘাকৃতি, হয় অতি স্থল,
 অনেক ভিতরে গিয়া পথে তার মূল ।
 অনন্ত, স্বেদিত্তে যেন বর্ডুল আকার,
 অতি শিথল, তৈল যেন তিতরে মরায় ।
 শ্বেতবর্ণ, ভারী গুরুত্ব্য যে প্রকার,
 অত্যন্ত মন্থণ, অতি কণ্ডু করে আর ।

বিবিধ আকারে বলি করয়ে ধারণ ;—

বৃৎশাক্তর স্তম্ভ কক্ষু, কড়ুবা নৌ-স্তম্ভ ;

কখন ধরয়ে রূপ এই বলি বত

কাঁঠাল ফলের বীজ হয় যেই মত ।

ককার্শের লক্ষণ ।

বেদনা বজ্রকণ ধরে বন্ধনে যেমন,

নাভি, বস্তি, গুহো বধা হলে আকর্ষণ,

শ্বাস, কাশ, মুখশ্রাব, বেগ বমনের,

গুহ্যশ্রাব, অরুচিও পীনস নাকের ।

মূত্রকৃচ্ছ্র, মোহ আর মাথার জড়তা,

শীতল সমুৎপত্তি, জনমে ক্লীবতা,

অগ্নিমান্দ্য, বমি, গ্রহণ্যাদি অতিসার,

সমুৎপত্তি হয় আমবহুল পীড়ার ।

ইহা ভিন্ন প্রবাহিকা রোগেতে যেমন

চর্কিমত, কফযুক্ত মল নির্গমন,

ককার্শ ঘটিলে ঘটে তেমন লক্ষণ ;

কিন্তু ক্লেশ রক্ত নাহি হয় নিঃসরণ ।

এ রোগে যদিও মলে কঠিনতা রয়,

অর্শের অঙ্গুর তবু বিকীর্ণ না হয় ।

ইহা ভিন্ন চর্ম্ম আদি রোগীর শরীরে

তৈলাভ্যাক্ত মত স্নিগ্ধ, পাতুবর্ণ ধরে ।

সান্নিপাতিক ও সহজ অর্শের লক্ষণ ।

বাতপিত্ত জাত রোগে অথবা স্লেষ্মার বোগে

অর্শে জাত হয় যে লক্ষণ,

তিন দোষ সম্মিলোঙ্গে অথবা সহজ ভোগে

সে লক্ষণ দেয় দরশন ।

রক্তাশের লক্ষণ ।

পিত্তই কারণ বার, আবির্ভাব যদি তার,
সে অর্শেলক্ষণ ঘটে যত ;
রক্তজাত অর্শে যাহা, সংঘটিত হয় তাহা
পিত্তাশের লক্ষণের মত ।

মাংসের অঙ্কুর যত বটের অঙ্কুর মত
বর্ণ কুঁচ, প্রবালের ন্যায় ;
মলের কাঠিন্য বশে অঙ্কুরে যদ্যপি পিষে
সহসা অধিক দোষ পায় ।

আর উষ্ণ বস্তুরে, বোগীও তাহার তরে
ভেকবৎ পীতবর্ণ হয় ।

পীড়া পায় সেই ক্ষণে সেই রোগ আগমনে
যাহার কারণ রক্ত ক্ষয় ।

বিবর্ণ ও হ্রস্ব ক্ষীণ, হয় সে উৎসাহ হীন,
বিকৃত ইন্দ্রিয়, হীন বল,

অনির্গত অধোবায়, কাঠিন্য ও ক্লান্ততায়
আব শ্যাববর্ণ পায় মল ।

কারণ ও লক্ষণভেদে রক্তাশের দোষভেদ ।

রক্তাশ সঞ্চারিত যদি রক্তের কারণ,
শোণিত তরল কিম্বা অরুণ বর্ণ,
অথবা যদ্যপি রক্ত ক্ষেণযুক্ত হয়,
কটী উরু গুহ্যদেশে ব্যথা অতিশয় ।
অথবা শরীর অতি দুর্বল যখন,
বাত অনুবক্ষরোগ জানিবে তখন ।
রক্তাশ জনম কালে, হয় যদি আর
গুরু কিম্বা স্নিগ্ধ বস্তুর কারণ তাহার,

শিথিল যদিপি মল, বর্ণ শ্বেত, পীত,
 স্নিগ্ধ ও শীতল হয় গুরুত্ব সহিত,
 রক্ত যদি হয় ঘন, তত্ত্বযুক্ত আর
 'অত্যন্ত পিচ্ছিল' হয়, বর্ণ পাণ্ডু তার,
 শুষ্কদেশ হয় যদি পিচ্ছিল স্তিমিত
 বক্তাশে জানিবে তবে শ্লেষ্মা সমাশ্রিত ।
 পিত্তাশ' লক্ষণ, রোগে কবি দরশন
 'রক্তাশ' পিত্তানুবদ্ধ হয় নিরূপণ ।

অর্শের বলকারণ ।

পঞ্চবিধ বায়ু ;—প্রাণ, অপান, সমান,
 চতুর্থ পঞ্চম হয় উদান ও ব্যান ।
 পিত্ত পঞ্চাত্মক ;—আলোচক ও রঞ্জক,
 সাধক, পাচক আর পঞ্চম জ্বাজক,
 পঞ্চাত্মক কফ ;—অবলম্বক, ক্লেদক,
 বোধক, তর্পক আর পঞ্চম শ্লেষ্মক ।
 পঞ্চাত্মক বায়ু, পিত্ত, কফ সমুদয়,
 শুষ্কদেশে প্রবাহিণী আদি বলি ত্রয়—
 সমস্তই একেবারে হইয়া কুপিত
 দেহ মধ্যে অর্শ' রোগ করে উপস্থিত ।
 বহু কষ্ট দেয় রোগ এ সব কারণে,
 অন্য বহুবিধ রোগ দেহমধ্যে আনে ।
 ক্লিষ্ট করে সর্ব দেহ অত্যন্ত পীড়ায়,
 সহজে এ রোগে রোগী নিকৃতি না পায় ।

সাধ্য অর্শ।

বাহিব বলিতে অর্শ জনমে বধন,
 অথবা যদ্যপি রোগ এক দৌষোত্তন,
 অথবা সঞ্চারিত হয় বর্ষের ভিতরে,
 সুখসাধ্য অর্শ রোগ জানিত তাহারে।

কষ্ট সাধ্য অর্শ।

মধ্যের বলিতে বোগ জন্মে যেই কণ,
 অথবা যখন হয় দ্বিদোষ কাবণ,
 কিম্বা যদি বরষ অতীত হয়ে যায়,
 তখন জানিবে কষ্ট সাধ্য অর্শ তার।

অসাধ্য অর্শ।

যে অর্শ জন্মের সনে, তিন দোষ সম্মিলনে
 কিম্বা হয় জনম বাহার,
 অভ্যস্তর বলি পবে, যেই অর্শ জন্ম ধরে,
 আরোগ্য না হয় কভু তার।

আয়ুব যদ্যপি ক্ষিপ্র রয় অবশেষ,
 কাম্যমিহ যদ্যপি রয় প্রবল বিশেষ,
 পড়ে যদি রোগী যোগ্য চিকিৎসক করে,
 উপযুক্ত ঔষধ সেবন যক্তি করে,
 সুন্দর যদ্যপি রোগে পরিচর্যা হয়,
 নিয়ম পালনে রোগী ক্রমবান রয়,—
 এই পাক চতুষ্টয় হইলে সংযোগ
 অর্শ হয় সাধ্য, নহে অসাধ্য ক্ষে রোগ।

অর্শের অসাধ্য লক্ষণ ।

যে অর্শরোগীর হস্তে, পদে, গুহ্যদেশে
 শোথ হয়, মুখে, নাভিস্থলে, অণুকোষে ;
 শূল সমাক্রান্ত হয় পার্শ্ব ও হৃদয়,
 ত্যাক্য সেই রোগী তাব মবণ নিশ্চয় ।
 হৃদয় ও পার্শ্বে যার শূল ব্যথা ধবে,
 সর্কাদে বেদনা, মূছা, বমি তদুপবে,
 গুহ্যপাক, স্বর আর তৃষ্ণা অতিশয়—
 এসকল উপদ্রব উপস্থিত হয়,
 অর্শবোগাক্রান্ত সেই মানবে তখন
 যাইবে ছাড়িয়া, তাব নিশ্চয় মবণ ।
 অরুচি, শূলেবব্যথা, অতি তৃষ্ণা আর,
 অতিশয় রক্তস্রাব, শোথ অতীসার,—
 এ সকল উপদ্রব হ'লে সম্মীলন,
 তাহাদেবো জেনে রাখ অরিষ্ট লক্ষণ ।

• নাভি ও লিঙ্গার্শ ।

কেঁচুয়ার মুখ মত ধবিয়া আকার
 অর্শের অঙ্কুব কভু কবে অধিকাব
 লিঙ্গাদি যতেক স্থান কিম্বা নাভিস্থল ।
 সে অর্শ অঙ্কুব হয় শিচ্ছিল কোমল ।
 ইহারাও গুহ্যদেশস্থিত অর্শ মত
 দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সংযুত ।

চর্মকীল (অঁচিল)

ন্যানবানু ককে যবে সমাশ্রয় কবে,
 তাহার কষণ করে ত্বকের উপরে

নিশ্চল, কর্কশ মাংসাকুর উৎপাদন ;
 চর্মকীল নাম তার, ঘোঁড়ের মতন ।
 চর্মকীল রোগ হয় বাতজ যখন,।
 পুটীবোধ সমব্যথা জনমে তখন ।
 সর্বদা সে চর্মকীল খস্খসে রয় ।
 পিত্তজ হইলে মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয় ।
 স্নিগ্ধ ও ঐন্দ্রিল হয় স্নেহজ যখন
 ত্বেকৈব সমান হয় দেখিতে বরণ ।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা নিদান ।

দোষ অনুযায়ী চারি জঠর অনল :—
 মন্দাগ্নি ককের জোরে, তীক্ষ্ণে পিত্তবল,
 বায়ুর আধিক্য হ'লে বিষমাগ্নি কর,
 তিন দোষ হ'লে সম সমাগ্নি সে হয় ।
 বিষমাগ্নি যত বাত রোগের কারণ,
 তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত রোগ করে আনয়ন,
 মন্দাগ্নিতে হয় যত কফের বিকার,
 সমাগ্নিতে রোগশূন্য দোষ নাহি তার ।

অগ্নি অভিধান ।

পরিমিতাহার বাহে পরিপাক হয়,
 সমাগ্নি এহেন অগ্নি জানিবে নিশ্চয় ।
 অধিক কি অল্প বাহা হ'ক মা ভোজন,
 পরিপাক সম্যক্ না হইলে কখন,

মন্দাশ্বি তাহার নাম ; কিন্তু যদি তার,
পরিমিতাপরিমিত খাদ্য গম্ভীর
জীর্ণ হয়, তীক্ষ্ণাশ্বি তখন নাম তার ।
সম শ্রেষ্ঠ অগ্নি মধ্যে এ চারি প্রকার ।

অজীর্ণ ।

কফ, পিত্ত, বায়ু কোণে অজীর্ণতাজয় : —
'কফের প্রকোপ হ'লে আমাজীর্ণ কর,
বিদক অজীর্ণ পিত্ত কোপ যদি পায়,
বায়ুকোণে বিষ্টক অজীর্ণ বলি তায় ।
ভোজন পদার্থ যবে পরিপাক হয়,
তাহাতে জলীয় সার রস তারে কর ।
সেই রস রক্তরূপে হয় পরিণত ;
সেই রক্তে পুষ্ট দেহে যত্ন আছে বত ।
পরিপাকে কিছু যদি অবশেষ রহে,
রসশেষাজীর্ণ জাত কেহ কেহ কহে ।
দিবারাত্র মধ্যে যদি আহারের দোষে
কালে খাদ্য পরিণত নাহি হয় রসে,
পঞ্চম অজীর্ণ দিনপাকি নাম ধরে ;
ইহাতে উদরাময় কিন্তু নাহি করে ।
অপর অজীর্ণ আছে বলে যুধগণ,
নিয়ত খাদ্যের দোষে হয় সংঘর্টন ।

অজীর্ণের কারণ ।

অধিক পানের ভরে, বিষম ভোজন করে,
মদমুদ্রাদির বেশ করিলে ধারণ ;

দিবসে নিদ্রাগমন, নিশাকালে জাগরণ—

এ সকল দোষ হয় অজীর্ণ কারণ ।

একবার হেন দোষ জন্মিলে উদরে,

লঘুপাক দ্রব্যও না পরিপাক করে ।

আমাজীর্ণের লক্ষণ ।

আমাজীর্ণে দেহ ভার, বেগ বমনেব,

শোথ হয় গণ্ডস্থলে, গোলকে চোথের ।

বিষ্টকাজীর্ণের লক্ষণ ।

যেমন আহার হয় তেমনি উদগার,

জঠরাগ্নি কিছু নাহি দক্ষ করে তার ।

উদরের পীড়া, শূল, বাতের ষাতিনা,

মলবায়ুবদ্ধ, মুচ্ছা, অঙ্গের বেদনা,

সর্ব অঙ্গ শুষ্ক যেন নয় সে আপন,

বিষ্টক অজীর্ণ রোগে এ সব লক্ষণ ।

বিদ্যাজীর্ণের লক্ষণ ।

ভ্রম, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, পিত্তকৃত নানা রোগ,

অগ্নির উদগার, শর্ম্ম, দাহ তায় ভোগ ।

বিদ্যক অজীর্ণ আসি যে সময় ধবে,

এ সকল উপদ্রব উপস্থিত করে ।

রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ ।

বড়ই অশুদ্ধি আর তার হৃদয়ের,

রস শেষাজীর্ণে হয় বিদেহ অগ্নির ।

অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণ ।

• অজীর্ণ হইতে মুচ্ছা, প্রলাপ, বমন,
মুখশ্রাব, অবসাদ, ভ্রম বা কখন,
অজীর্ণ রোগের হয় এ সব লক্ষণ ।
কখন কখন রোগে ঘটায় মরণ ।
অতি লোভী, ঔদরিক, পশুবুদ্ধি নবে,
নাবুঝি অপরিমিত আহাব যে কবে,
অবশ্যই ভুঞ্জে কল বিষময় তার,
অজীর্ণ ধরয়ে তারে রোগের আধাব ।
বিষ্ঠক, বিদম্ব, আম এ অজীর্ণ ত্রয়
অলসক, বিলম্বিকা, বিস্মৃতি আনয় ।

বিস্মৃচী বা ওলাউঠার লক্ষণ ।

কুপিত হইয়া বায়ু অজীর্ণ কারণ,
যখন সকল অঙ্গ করে নিপাড়ন
স্মৃতিকার বেধ সম অতি যাতনায,
বিস্মৃচী তখন বৈদ্যে বলে সে পীড়ায় ।
ভাষায় ইহারে সবে ওলাউঠা বলে ;
নিত্য শত লোক পড়ে এ বোগ কবলে ।
আয়ুর্কৌদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ মিতাহারী যারা,
এ সকল দুষ্ট রোগে না ভুগেন তারা ।
অজিতাত্মা, ভক্ষাভক্ষ অশক্ত বিচারে,
ঔদরিক নরগণে এই রোগ ধরে ।

বিস্মৃচীর লক্ষণ ।

ভেদ, বমি, পিপাসায়, শূলসম বেদনায়,
মুচ্ছা, ভ্রম, হস্ত পদে ঝালি ধরা আর,

উঠে হাই, গাত্র স্থলে, বেদনা উরস স্থলে,
 বিবর্ণতা, কম্প আর শূলাঘি মাধার,
 বিমূঢ়ী লক্ষণ বলে এই সব ভোগে ।
 নিম্নের লিখিত দোষ অলসক রোগে ।

অলসকের কারণ ।

কৃষ্ণি নিপীড়িত হয় বড় যাতনায়,
 আর্তনাদ করে রোগী, কছু মুছ'া যায় ।
 কৃষ্ণি দেশগত বায়ু অজীর্ণের বলে
 উপবে উঠিতে চায়, অধঃ নাহি চলে ।
 হৃদয়, কঠাদি স্থানে করয়ে বিহার,
 মলমূত্র রুদ্ধ হয়, পিপাসা, উদ্যার,
 অধঃ উর্দ্ধে নাপারিয়া করিতে গমন,
 অপক সকল জ্বায বা'করি ভোজন
 অলস পড়িয়া রয় যথা আমাশয়ঃ
 এই হেতু এই রোগে অলসক হয় ।

বিলম্বিকা কারণ ।

ভুক্ত্যন্ন কুপিত বায়ু কক্ষে ছুষ্ট হয়ে
 বাহিরিতে নারি যদি যায় পেটে রয়ে,
 প্রাচীন পণ্ডিতে ইহা বিলম্বিকা কয় ।
 দুশ্চিকিৎস্য রোগ ইহা জানিও নিশ্চয় ।
 অজীর্ণ জনিত আম থাকে যেই স্থানে,
 বড়ই যাতনা হয় শরীরে সেখানে ।
 ছুষ্ট বায়ু অঙ্গে যদি পায় প্রসারণঃ
 বেদনাদি হয় কষ্ট বাতের লক্ষণ ।

দাহাদি লক্ষণ আছে পিস্তের প্রসারে,
 গুরু তার পীড়া আদি কহে যদি ধরে,
 আম সঙ্গে বিষচ্যাদি বিকার সকল
 জনমি রোগীরে দেয় বঙ্গনা কেবল ।

বিষুচী ও অলসকের অসাধ্য লক্ষণ ।

শ্যাববর্ণ ওষ্ঠ, নখ, সকল দশন,
 সংজ্ঞা লোপ, অতি বমি, কোঠরে নয়ন,
 শিথিল সকল সন্ধি, অতি ক্ষীণ স্বর,—
 বিষুচী ও অলসক রোগগ্রস্ত নর
 সন্তোষ যদ্যপি করে এসব লক্ষণ
 নিস্তার নাহিক তার নিশ্চয় মরণ ।

জীর্ণাহার লক্ষণ ।

শরীব মনের বল, বিশুদ্ধ উদ্যার,
 মল মূত্র স্ননির্গম, লঘু কোষ্ঠ আর
 উচিত সময়ে ক্ষুধা ভুজার উদয়,—
 মানবের জীর্ণাহার লক্ষণ নিচয় ।

ক্রিমি নিদান ।

বাহ্য অভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দ্বিপ্রকার,
 জন্মভেদে ক্রিমির বিভাগ কিস্তি চার ।
 বহির্মূল, কফ, রক্ত অথবা বিষ্ঠায়
 পূর্ব উক্ত চারি জাতি ক্রিমি জনমায় ।
 বিভিন্ন নামের ভেদে বিংশতি প্রকারে
 নিদানে এ সব ক্রিমি প্রণীত করে ।

বাহ্য ক্রিমি ।

গাত্রমল স্বেদোৎপন্ন বাহ্য ক্রিমিগণ ।
 ইহাবা আকারে, বর্ণে তিলের মতন ।
 নামটী একের 'যুক' 'লিখ্য' অপরেব,
 বহুপাদ, কৃষ্ণ, 'যুক' আশ্রয়ী কেশের,
 স্বেত বর্ণ, অতি সূক্ষ্ম, আশ্রয় বসন
 লইয়া সতত থাকে 'লিখ্য' ক্রিমিগণ ।
 কোঠ ও পিডকা, কণ্ডু,—গণ্ড রোগ যত
 'যুক', 'লিখ্য' ক্রিমিগণ আনে অবিবত ।

অভ্যন্তর ক্রিমির কারণ ।

মধুবান্ন নিত্যাহার, অজীর্ণে অশন,
 দ্রব দ্রব্য অতি পান, পিষ্টক ভক্ষণ,
 আহার কবিলে গুরু, ব্যায়াম বর্জনে,
 এক সঙ্গে ক্ষীর মীন বিরুদ্ধ ভোজনে,
 অথবা যদ্যপি দিবা নিদ্রা যায় নবে,
 অভ্যন্তর ক্রিমি হয় উদব ভিতরে ।

পুৰীষজ ক্রিমির কারণ ।

মাংস, পিঠা, অন্ন, শাক, গুড় ও লবণ,
 হেন খাদ্য পুৰীষজ ক্রিমির কাবণ ।

কফজ ক্রিমির কারণ ।

মাংস, মীন, গুড়, ক্ষীর, দধি, শুভ্র আর
 কফজ ক্রিমির জন্ম করিলে আহার ।

রক্তজ ক্রিমির কারণ ।

ক্ষীর, মৎস আদি যত বিরুদ্ধ আহার,
 শোণিত দুষিতকর শাক অন্ন আর,

কিছুমান জীর্ণ নয় ভবু যদি খায়,
অচিরে রক্তজ ক্রিমি আগিয়া কামায় ।

অভ্যন্তর ক্রিমির লক্ষণ ।

অভ্যন্তরক্রিমিগণ জন্মিলে উদরে,
অর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদরোগ করে,
কছু হয় অবসাদ, জন্ম বা কখন,
জন্মে বিদেহ অন্ন করিতে ভোজন ।

ককজ ক্রিমির আকার ও নাম ।

কক হ'তে যে সকল ক্রিমি জাত হয়,
তাহারা জন্ম লয় বথা আমাশয় ।
আমাশয়ে অবস্থানে পুষ্ট দেহ ধ'রে
ইতস্ততঃ শরীরের বিচরণ কবে ।
কোন ক্রিমি স্থূল, কেহ চর্ম লতা সম,
কেহ কেঁচোমত, কেহ ধান্যাকুরোপম,
সূক্ষ্ম দীর্ঘ কেহ, ক্ষুদ্র কোন ক্রিমিগণ,
শ্বেতবর্ণ কেহ, কেহ তাত্ত্বের বরণ ।
অস্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, আর হৃদয়াদ,
চুর, দর্ভ, কুমুদ, স্নগছ, মহাশুদ,—
কক হ'তে জাত এই সপ্ত ক্রিমিচর ।
এ ক্রিমিতে ঘটে এই দোষ সমুদয় ।

ককজ ক্রিমির লক্ষণ ।

বমনের বেগ হয়, মুখে উঠে জল,
মূর্ছা, বমি, অর হয়, অরুচি কেবল,
বারুতে উদবে মল মুত্র নিরোধন,
অপাক, ক্লেশতা, হাঁচি, পীনস লক্ষণ ।

রক্তজ ক্রিমির আকার ও নাম ।
 শোণিতের মধ্যে যত ক্রিমি জন্ম পায়,
 অবস্থিতি করে রক্তবাহিনী গিরায় ।
 সুস্ব, পাদহীন, গোলা, তাসের সরণ,
 কেহ এত সুস্ব নাহি হয় বিলোকন,
 কেশাদ, রোম বিধবৎ, মাতৃ নাম ধর,
 সৌরস নামীয়, বোম দ্বীপ, উডুস্বর,—
 রক্তজ এ ছয় ক্রিমি বড়ই ভীষণ ।
 তাদের প্রধান কর্ম কুষ্ঠ উৎপাদন ।

পুরীষজ ক্রিমি ।

পকাশরে জন্মে পুরীষজ ক্রিমিগণ ।
 স্বভাব তাদের অধঃ করিতে গমন ।
 কিন্তু যদি এই ক্রিমি অতি বৃদ্ধি হয়,
 উপরে উঠিতে চায় যথা আশায় ।
 তখন উঠিতে থাকে রোগীর উদ্ধার,
 নিশ্বাসে বাহির হয় দুর্গন্ধ বিষ্ঠার ।
 কোনগুলি পুষ্টাকৃতি, কেহ গোলাকার,
 কেহ সুস্ব, অতি স্থল কেহ বা আবার ।
 শ্যাব, পীত, কেহ শ্বেত, কেহ ক্লৃষ্ণকার,
 নাম অনুযায়ী পঞ্চ জাতিভেদ তারঃ—
 ককেরুক, মকেরুক, মৌসুরাদ কেহ,
 কাহারো মশূল আখ্যা, কাবো বা লেলিহ ।

পুরীষজ ক্রিমির লক্ষণ ।

এই ক্রিমি বিমার্গ গমন যদি করে,
 মল ভেদ, শূল হয়, শুকাতা উদরে,

পরমতা, অগ্নিমান্য, রৌম্যকি শরীরে,
এ ক্রিমি মানব অঙ্গে অতি ক্লেশ করে ।
সর্ব দেহ হয় যেন পাণ্ডুর বরণ,
ওহা দেশে কণ্ঠ ক'রে করে ছালাতন ।

পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমক নিদান ।

পাণ্ডুবোগ পঞ্চবিধ,—বাতের কারণে,
পিত্তে, কফে, সন্নিপাতে, মৃত্তিকা ভক্ষণে,
অতীব ব্যায়াম, কিম্বা অশ্বল ভক্ষণ,
মরিচ লবঙ্গাদি, মদ্য, মৃত্তিকা, লবণ
বাহুল্য সেবিলে বাত আদি দোষত্রয়
আসিয়া নরের দেহে লইয়ে আশ্রয়
শরীরে শোণিত যত বিদূষিত করে ;
ইহারি কারণে চন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ ধরে ॥

পাণ্ডুরোগের লক্ষণ ।

পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইবে বহন,
পূর্বের লক্ষণ হয়, ত্বকের ক্ষুণ্ণ,
দেহ হয় অবসন্ন, মুখে উঠে জল,
মৃত্তিকা ভক্ষণ ইচ্ছা হয় অবিরল,
অন্ধি গোলকেন্দ্রে শোণ, মল মূত্র-পীত,
অপাক হইবে খাদ্য আনিবে নিশ্চিত ।

বাতজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

বাতজ পাণ্ডুতে শুষ্ক, মূত্র ও নয়ন
 রুদ্ধ, কৃষ্ণ হয় কিম্বা অরুদ্ধ বর্ণ।
 সর্ক অঙ্গে কণ্ঠ হয় নাহি রয় স্থির,
 বেদনায় ছুঁচে যেন বিধিছে শরীর।
 বায়ু আকর্ষণে মলমূত্র রোধ হয়,
 শেষে জন্ম এরোগের লক্ষণ নিচয়।

পিত্তজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

পিত্তের প্রকোপে পাণ্ডু বোগ যদি হয়
 দেহ, মল, মূত্র, নখ পীতবর্ণ হয়।
 দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, ভাঙ্গা মল নির্গমন;—
 পিত্তজ পাণ্ডুর রোগে এ সব লক্ষণ।

শ্লেষজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

লক্ষণ, পাণ্ডুর রোগে জাত যে শ্লেষায়
 হয় শোথ, জল করে মুখ নাসিকায।
 তন্দ্রা, অলসতা, অতি গুরুতা শরীরে,
 শুষ্ক, মূত্র, চোখ, মুখ গুরুবর্ণ ধরে।

সন্নিপাত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

সন্নিপাত পাণ্ডুরোগে বাতাদি লক্ষণ
 বাতজ পাণ্ডুর মত হয় সংঘটন।
 এরোগে অরুচি, জ্বর, বেগ বমনের,
 কিম্বা হয় বমি তৃষ্ণা, ক্রান্তি শরীরের,
 ইন্দ্রিয় শক্তির কিম্বা হয় অপচয়,
 তাজিবে রোগীকে তার মরণ নিশ্চয়।

বিভিন্ন মৃত্তিকা ভক্ষণের কল ।

খাদ্য হয় প্রকৃপিত যদি কেহ খায়
 খাইতে কষায় লাগে হেন মৃত্তিকার ।
 পিত্ত রুচি হয় যদি ক্ষার মাটি খায় ।
 খাইলে মধুর মাটি কফ রুচি তায় ।
 মৃত্তিকা ভক্ষণশীল ব্যক্তির শরীরে
 বাত আদি দোষ মধ্যে কেহ কোপ কবে ।
 নিজ রৌদ্র্য গুণে সেই ভুক্ত মৃত্তিকায়
 রস আদি হয় রুদ্ধ, ভক্ষ্য রুদ্ধ তায় ।
 অকীর্ণ ই র'য়ে! সেই মৃত্তিকা উদবে
 রস বহু বত শ্রোতে পূর্ণ, রুদ্ধ করে ।
 ইন্দ্রিয় শক্তির তাহে করি অপচয়
 ক্রমে ক্রমে উর্জদিকে উপনীত হয় ।
 তেজ বীৰ্য্য নাশ করি, সর্ষধাতু সার,
 তেজঃ যে পদার্থ করি বিনাশ তাহাব,
 বল, বর্ণ, অগ্নি আশু করি বিনাশন,
 সুভীষণ পাণ্ডুরোগ করে আনয়ন ।

পাণ্ডুরোগে ক্রিমি জন্মের লক্ষণ ।

পাণ্ডুরোগী কোষ্ঠ মধ্যে ক্রিমি জনমিলে,
 জ্ব, অন্ধিগোলক, গণ্ড, পাদ, নাভিস্থলে,—
 এ সকলে আর তার লিকে শোধ ধরে ।
 রক্ত ও কফের সঙ্গে মলভ্যাগ করে ।

পাণ্ডুরোগের অসাধ্য লক্ষণ ।

এই পাণ্ডুরোগ যদি দীর্ঘকাল ধরে
 আশ্রয় লইয়া রহে দেহের ভিতরে,

বহুদিন অবস্থানে পাইয়া সম্ম
 যত ধাতু খবীভূত করে সমুদয় ।
 তাগাত্তে উপক্ষে বড় ফল বিষময় ।—
 আরোগ্য না হয় রোগে মরণ নিশ্চয় ।
 কিম্বা রোগী শোধযুক্ত হইয়া স্বখন
 সৰ্ব্ব বস্তু পীতবর্ণ করে নিরীক্ষণ,
 এবম্বিধ পাণ্ডুরোগ অসাধ্য জানিবে ।—
 বোগীর জীবন আশা অমনি ছাড়িবে ।
 অথবা রোগীর যদি মল বদ্ধ হয়,
 অথবা শব্দবর্ণ, অল্প অতিশয়,
 অথবা সে মলে থাকে কঙ্কের সংযোগ,
 সে হেতু অসাধ্য হয় এই পাণ্ডুরোগ ।
 সৰ্ব্ব অঙ্গ শ্বেতবর্ণে মাথা অতিশয়
 রোগীরে দেখিলে যদি এই বোধ হয়,
 দোষজ্ঞ মানিতে পরিপূর্ণ কলেবর,
 বসি মুচ্ছা হয় কিম্বা তুষায় কাতর,
 পাণ্ডুরোগে এ সকল বড় কুলক্ষণ ।—
 রোগীর নিস্তার নাই নিশ্চয় মরণ ।
 কিম্বা রক্ত ক্ষয়ে অতি শুভ্র দেহ বার,
 নিশ্চয় জামিও কম জীবমাশা তার ।
 দন্ত, নখ, নেত্র বার পাণ্ডুবর্ণ ধরে,
 কিম্বা যেই বাহুবস্তু পাণ্ডুবর্ণ হেরে ।
 তা'হলে জানিয়া রেখো সে রোগে-তখন,
 সংঘটিত সে রোগীর নিশ্চয় মরণ ।
 কিম্বা শোধযুক্ত হস্ত, পদ, মুখ বাহ্য,
 কিম্বা হয় অশীর্ণ মধ্য দেহের অধিকার,

শোধযুক্ত মধ্যভাগ, হস্ত পদ ক্রীণ,
তখনি তাহার অশ্ল-ছাড়িবে প্রবীণ ।
কিছা গুহে, লিঙ্গে, অণুকোষে শোধ যার,
মূর্ছা, সংজ্ঞা লোপ হয়, ছর, অতিমার,
তাহারেও যশোলিপ্সু কবিরাজগণ
অসাধ্য রোগেগ ভাবি কবিরে বর্জন ।

কামলা রোগের কারণ ও লক্ষণ ।

অতীব বাহুল্যরূপে পাণ্ডুরোগী জন
পিত্তকর দ্রব্য যদি করয়ে সেবন,
তখন তাহার পিত্ত হইয়া কুপিত
রক্ত ও মাংসকে কবে বড়ই দূষিত ।
তাহাতে কামলা রোগ কবে উৎপাদন ।
পীত হয় নেত্র, ত্বক, নখ ও আনন ।
মল মুত্র পীতবর্ণ, কভুবা লোহিত,
শরীর হবিদ্রা বর্ণে হয় আবরিত ;
কিবাবর্ণ হয় দেহে কি বলিব আব
পীত কাস্তি বরিষায় ভেকের প্রকাব ।
ইন্দ্রিয় শক্তিব লোপ, অবসাদ, দাহ,
অরুচি, অপরিপাক, বলহীন দেহ ।

কুস্ত কামলার কারণ ও লক্ষণ ।

বহুদিন হ'তে পিত্ত সঞ্চিত হইয়া
উপস্থিত করে দেহে কামলা আনিয়া ;
কামলা বিবিধ,—এক কোষ্ঠাশ্রয়া হয়,
অপর রক্তাদি খাছু করয়ে আশ্রয় ।

বহুদিন হয় যদি শরীর আশ্রিত,
 বিষম কামলা রোগ হয় ধরীভূত ।
 কুস্তকামলার রূপ সেকারণে ধরে ।
 অতি কষ্টসাধ্য রোগ সহজে না সরে ।

কামলার অসাধ্য লক্ষণ ।

এই রোগে যদি মুচ্ছা, শোথ হয় অতি,
 মুখ, নেত্র, বসি ধরে লোহিত মূরতি,
 মল, মূত্র হয় কৃষ্ণ পীত বা লোহিত,
 আসে যদি রোগে দাহ অরুচি সহিত,
 পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা কিম্বা মুচ্ছা যায়,
 অগ্নিমান্দ্য হয় কিম্বা সংজ্ঞা লোপ পায়,—
 যদ্যপি কামলা রোগে এ সব লক্ষণ,
 রোগীর নিকট যুত্ব জানিও তখন ।

কুস্ত কামলার অসাধ্য লক্ষণ ।

কুস্তকামলার বোগে অরুচি, বমন,
 বমনের বেগ, স্বরে করে আক্রমণ,
 শ্বাস, কাশ, মলভেদ, দোষজাত ঘানি,—
 হেন উপদ্রবে রোগী ত্যজয়ে পরাণি ।

হলিমক ।

পীতবর্ণ, শ্যাব কিম্বা হরিত বরণ
 পাণ্ডুবোগেষু নর ধরয়ে বধন,
 উৎসাহের হ্রাস হয় কিম্বা কমে বল,
 মুহূৰ্ঘব, তন্দ্রা, মন্দ জঠর অনল,
 অনিচ্ছা সুরত কাজে, পিপাসা, দাহম,
 অরুচি ও জ্বর আর অঙ্গের বেদন,—

এ সকল উপদ্রব হ'লে উপস্থিত
পাণ্ডু হয় হলীমক নামে অভিহিত ।

রক্তপিত্ত নিদান ।

আতপ সেবন, শোক, পথ পর্যাটন,
ব্যায়াম, মৈথুন, লক্ষা মরীচ সেবন,
অগ্নিতাপ, কটু জব্য কার ও অথলে—
এই সব অতিমাত্র সেবন করিলে,
সেই দোষে মানবের পিত্ত দ্রব্য হয়ে
শীঘ্র রক্ত ছুট করে স্বপুণ নিচয়ে ।
চক্ষু, কর্ণ, নাক, মুখ উর্দ্ধ মার্গ যত ।
ছুটরক্ত সেই পথে হয় বহির্গত ।
কিষ্ণা লিঙ্গ, ঘোনি, গুল্ল, অধোমার্গ দিয়া,
অথবা দুপথে যায় বাহির হইয়া ।
কিষ্ণা যদি এই রক্ত অতি ছুট হয়,
লোমরূপে কখনও বহির্গত হয় ।

রক্তপিত্তের লক্ষণ ।

রক্তপিত্ত রোগ যবে হইবে প্রকাশ,
অবসাদ হয় আর শৈত্যে অভিলাষ ;
কঠে যেন বোধ হয় ধূম নির্গমন,
বমি আর লোহগচ্ছি নিঃস্রাস লক্ষণ ।

দোষোল্লুপ্ত রক্তপিত্তের লক্ষণ ।

রক্তপিত্ত কফাশ্রিত হইবে যখন
ঘন ও পিচ্ছিল হয় শোণিত তখন ।
অগ্নি স্নিগ্ধ হয়, অগ্নি পাণ্ডুবর্ণ ধরে,
বাতাশ্রিত হ'লে কিষ্ণ রক্তবর্ণ করে ।

শ্যাব বা অরুণ বর্ণ রক্তের আকার,
 বড়ই তরল হয় ফেনযুক্ত আর ।
 কৃষ্ণবর্ণ হয় নক্ত হ'লে পিত্তোলন,
 কিম্বা বট পটোলের কাথের বরণ,
 গোমূত্রাত, তুলস্বর্ণ, কৃষ্ণ, সূচিকন,
 কড়ুবা দেখিতে হয় দৌষীর অঞ্জন ।
 হেন রক্ত জনসিয়া দেহের ভিতরে
 উল্লিখিত মার্গ দিয়া আসয়ে বাহিরে ।

হৃদয় ও সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত ।

শ্লেষ্মিকাদি দোষ ভেদে রক্তপিত্ত রোগে
 পৃথক লক্ষণ ঘাছা কহিলাম আগে,
 একত্র বদ্যপি হয় দ্বিবিধ লক্ষণ
 হৃদয় তাহার নাম কহে বুধগণ ।
 ত্রিবিধ লক্ষণ তার মিলিত হইলে
 সান্নিপাতিকের রক্তপিত্ত তারে বলে ।

রক্তপিত্তের ঘাপ্যাদি লক্ষণ ।

ককযুক্ত রক্তপিত্ত উর্দ্ধপথে যায়,
 বাতানুগ রক্তপিত্ত অধোমাগে ধায় ।
 এই রোগে বাতশ্লেষ্মা দুই যদি মিলে,
 রক্ত তাহে উর্দ্ধ অধঃ দুই দিকে চলে ।
 উর্দ্ধগ যে রক্তপিত্ত মাধ্য সেই রোগ,
 অধোগ সে বাপ্য, তার বহুদিন ভোগ ।
 বাহে রক্ত উর্দ্ধ অধঃ দুই দিকে যায়,
 অসাম্য দে রক্তপিত্ত, রক্ষা নাই তার ।

রক্তপিত্তের সাধ্য লক্ষণ ।

এ রোগে রোগীর দেহে থাকে যদি বল,
কিন্তু অল্প দিন যদি জন্মায় কেবল,
উপদ্রব কিছু যদি নাহি থাকে তাম্র,
অল্প বেগে রক্ত যদি উর্দ্ধপথে যায়,
কাল যদি সেই সঙ্গে উপযুক্ত হয়,—
শিশির অথবা হয় হেমন্ত উন্নয়,
এ সময়ে রোগের চিকিৎসা যদি করে
সাধ্য হয় রক্তপিত্ত রোগী নাহি মরে ।

দোষভেদে রক্তপিত্তের সাধ্যাদি লক্ষণ ।
এক দোষে রক্তপিত্ত যদি জন্মায়
সাধ্য রোগ, তাহে আছে জীবন উপায় ।
দ্বিদোষেতে জাত যাহা বাপ্য তাহা হয়,
আরোগ্য হইতে লাগে অনেক সময় ।
তিন দোষে যে বোগের উৎপাদন করে,
নিস্তার সে রক্তপিত্তে নাহি পায় নবে ।
বিবিধ ব্যাধির দ্বারা দেহ যার ক্ষীণ,
মন্দাগ্নি পীড়িত, রক্ত, পাকশক্তি হীন,
এ হেন রোগীর পক্ষে এ রোগ ভীষণ ।
বেগবান রক্তপিত্ত হয় না দমন ।

রক্তপিত্তের উপসর্গ ।

দুর্দলতা, শ্বাস, কাস, বমি আর শ্বর,
মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, তাহার উপর,
ভুক্তার বিদাহ, মূর্ছা, অধৈর্য্য সত্তত,
হৃদয়ে অতুল্যা পীড়া তুষ্ণ অবিরত,

মল ভেদ, শিরে তাপ, পুতি নিষ্ঠীবন,
আহারে বিবেষ আর অপাক ভোজন,-
যতেক বিরুতি এই পূর্বের কথিত
রক্তপিত্ত রোগে হয় উপসর্গ যত ।

রক্তপিত্তের অসাধ্য লক্ষণ ।

রক্ত হয় যেন মাংস প্রাকালন জল,
অথবা অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ কেবল,
অথবা কর্দ্দম মাখা জলের মতন,
কিন্বা মেদ পুষ রক্ত একত্র যেমন,
বক্রং খণ্ডের মত কভু বা দেখায়,
কিন্বা স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পাকা জাম প্রায়,
কভু কৃষ্ণ, নীল কভু, বিবিধ বরণ
রক্ত যদি ধরে ইন্দ্র ধনুর মতন,
শবের দুর্গন্ধ আর দুর্কলতা ধরে,
রোগীয়ে এ সব যদি উপদ্রবে ঘেরে,
কিন্বা যদি রক্তপিত্তে হয় শ্বাস, কাস,
বিফল তখন রোগে আরোগ্য প্রয়াস ।
যে সময় রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত নরে
যাবদীয় দৃশ্য বস্তু রক্তবর্ণ হেরে,
নীল নভস্থলে হেরে লোহিত আকার,
নিশ্চয় জানিবে রোগ অসাধ্য তাহার ।
অথবা যে বারম্বার রক্ত বমি করে,
কিন্বা দেখে লালবর্ণ আপন উদ্গারে,
অথবা যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হয়,
জানিও তখন তার মরণ নিশ্চয় ।

রাজযক্ষ্মা ক্ষত নিদান ।

মূত্র পুরীষের বেগ যদি দ্রুত হয়,
উপবাস আদি কৰ্ম দেহ যাহে ক্ষয়,
মহাসাহসের কাষ মজ্জা সনে রণ,
অল্প বা অধিক আদি বিষম অশন,—
এ চারি কারণ হতে যক্ষ্মাবোগ হয়,
সান্নিপাতিক এ ব্যাধি বুধগণ কয় ।

অনুলোম কয় ।

নর দেহে রসবহা নাড়ী আছে যত
কফ আদি দোষজয়ে হইলে বোধিত,
রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা প্রতিদিন
শুষ্ক ধাতু সনে সৰ্ব্ব হয়ে যায় ক্ষীণ ।
সকল ধাতুব যেই পোষকতা করে,
নাড়ী রোধে সেই রস চলিতে না পারে ।
পোষক যখন নাই তখন কেমনে
পরিপুষ্ট হবে দেহে যত ধাতুগণে ।
পরিপুষ্ট না পাইয়া সবে হয় ক্ষয় ;
এরূপ ক্ষয়কে কহে অনুলোম কয় ।

বিলোম কয় ।

আর এক আছে ক্ষয়, বিলোম তাহারে কয়,
যক্ষ্মার জনম হয় যায়,
রতিক্রিয়া প্রতিদিন, শুষ্ক হয় তাহে ক্ষীণ
বায়ুর প্রকোপ তাহে পায় ।

বেদনা শূলের সম, উদ্র হয় স্বর,
 পিত্তের আধিক্য হ'লে ফল তার স্বর,
 আর রক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, অতিসার ।
 কফের আধিক্য হ'লে হয় মাধা ভার ।
 জাত হয় কাস আর অরুচিতে ধরে,
 অনুক্ষণ কঠদেশ স্ফুড় স্ফুড় করে ।

অসাধ্য যক্ষ্মা ।

উল্লিখিত একাদশ লক্ষণ নিচয়
 তন্মধ্যে ত্রিবিধ, কিম্বা উপসর্গ ছয়,
 যক্ষ্মারোগে যদি কভু ধরে একাধারে
 যশপ্রার্থী কবিরাজ ত্যজিবেন তারে ।
 কাস, অতিসার আর উদ্র হয় স্বর,
 পার্শ্বের বেদনা কিম্বা অরুচি ও স্বর,—
 রোগে যদি উপস্থিত এ সব লক্ষণ,
 কিম্বা শ্বাস, কাস আর রক্ত নিষ্ঠীবন,—
 এ তিন লক্ষণ যদি একসঙ্গে ধরে
 রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু বলে মতান্তরে ।

যক্ষ্মার অসাধ্য লক্ষণ ।

রোগীর যদিপি হয় বল মাংস ক্ষয়
 তবেই, এ একাদশ তিন কিম্বা ছয়
 লক্ষণ যদিপি ঘটে রোগীর শরীরে,
 কবিরাজ পরিত্যক্ত করিবেন তারে,
 কিন্তু যদি বল মাংস দুই থাকে তার
 চিকিৎসিবে তারে নাহি করি পরিত্যক্ত ।

প্রচুর আহার করে, তবু প্রতিদিন
 ক্রমশঃ ক্রমশঃ রোগী হতে থাকে ক্ষীণ ;
 অতিসার উপক্রমে কিম্বা যে পীড়িত,
 অণ্ডে ও উদরে যার শোথ উপস্থিত,
 রুখায় সকলি তার ঔষধ সেবন ।
 অতএব সে রোগীকে করিবে বর্জন ।
 এ রোগে রোগীর দেহে থাকে যদি বল,
 কিম্বা সহে চিকিৎসাব নিয়ম সকল,
 রোগ দূরিবারে যদি হয় যত্নবান,
 আর হ'তে মাঝে মাঝে যদি পায় জ্ঞান,
 আহারে অরুচি নাই, অগ্নি বৃদ্ধি রয়,
 চিকিৎসা করিবে তারে সকল সময় ।
 উৰ্দ্ধ্বাশ, শুক্ল চক্ষু, বিদেষ ওদনে,
 বহু শুক্ল নিঃসরণ যাতনার সনে,—
 এ সব লক্ষণ যদি একটীও ধরে
 অসাধ্য সে বক্ষ্মারোগ বোগী প্রাণে মরে ।

শোষরোগ নিদান ।

মৈথুন, বার্দ্ধক্য, শোক, পথ পর্যটন,
 ব্যায়াম ও বন্ধ কৃত আর হয় জ্ঞান,
 সপ্তবিধ শোষ হয় এ সপ্ত কারণে ;
 একে একে কহি তার প্রত্যেক লক্ষণে ।

ব্যবায় শোষ ।

ব্যবায় হইতে বাহ্য উপস্থিত হয়
 তাহারে ব্যবায় শোষ পণ্ডিতেরা কয় ।

লিঙ্গ অণুকোষে ব্যাধা অক্ষয় মৈথুনে,
বিলম্বে শুক্রে পাত কিম্বা তার সনে
অল্প অল্প করে হয় শোণিত ক্ষরণ ;—
এ সকল উপদ্রবে করে আক্রমণ ।
দেহ ধরে পাণ্ডুবর্ণ, তাহে শুক্ৰ ক্ষয়ে
এই শোষে ক্ষীণ হয় যত ধাতুচয়ে ।

শোকজ শোষ ।

এ শোষ উৎপন্ন হয় শোকের কারণ ।
যাহাব বিয়োগে শোক হয় উৎপাদন
অবিরত থাকে রোগী তাহার চিন্তায় ;
ক্রমে ক্রমে হয়ে যায় শিথিলাঙ্গ তায় ।
ব্যবায় শোষের আছে উপদ্রব যত
শুক্ৰক্ষয় ভিন্ন সব হয় উপস্থিত ।

জরা শোষ ।

জরা হতে জাত যেই নাম জরা শোষ ।
তাহাতে জনম লয় এই সব দোষ ।—
দেহের ক্লেশতা হয়, বীৰ্য্য, বুদ্ধি, বল,
ইন্দ্রিয় শক্তির হয় অল্পতা কেবল ।
ভগ্ন কাংস্যপাত্র মত খন্ খনে স্থর,
বড়ই অরুচি হয় কাঁপে কলেবর ।
শ্লেষ্মা হীন শুষ্ক কাস, দেহের গুরুতা,
শুক্ৰ মল, রক্ত দেহ, চিন্তে অস্থিরতা ;
মুখ ও নাসিকা আর চক্ষুপথ দিয়া
অবিরাম গতি পড়ে সলিল বরিয়া ।

অধ্ব শোষ

অধ্বশোষ অত্যধিক শ্বশ পর্যাটনে ;
 এরোগে শ্বশিবে ঘেবে এসব লক্ষণে ।—
 সর্কাস শিথিল হয়, কাস্তিহীনতায়,
 ভর্ষিত জ্বের মত লক্ষ হয় কায় ।
 ক্রোম, কঠ, মুখ শুক হয় দিম দিম,
 অধ্বশোষে অমর্যব স্পর্শ শক্তি হীন ।

ব্যায়াম জনিত শোষ ।

ব্যায়াম জনিত শোষে পুরোক্ত লক্ষণ
 সকলি বোল্লেখ্যভাবে হয় সংঘটন ।
 যদিও না ক্ষত হয় বন্ধে কোন স্থান,
 ক্ষতের লক্ষণ কিন্তু স্নেহে বিদ্যমান ।

ত্রণ শোষ ।

যে কোন হ'ক না ক্ষত, তাহার কাবণ
 আহার যত্না, ব্যাধা, রক্তনিঃসরণ,—
 এই সব দোষ হ'তে যেই শোষ হয়,
 অসাধ্যতম সে তারে ত্রণ শোষ কয় ।

উরঃক্ষত রোগ ।

নিত্য জ্বররোপণ, নিত্য ধম্মকর্ষণ,
 গুরুভার সংবহন, মলমনে স্নেহ,
 অতি উচ্চস্থান হ'তে হইলে পতিত,
 ধাবিত হইলে দ্বার দমন উচিত
 হেন পক্ষ—দ্বয় অর্থ ধরিলে সবলে,
 অথবা অন্তঃস্থ বলে দুয়ে নিজেপিলে

শিলা বা কাঞ্চন খণ্ড, কাঁচ বা ত্রিধাত,
 ছুটিলে তড়ান করে শঙ্কর মলচাঁদ,
 করিলে পঠনকার্য উকৈঃস্থরে অতি,
 যাইলে অনেক দূবে স্মৃতি ক্ষত গতি,
 সম্ভরণে উত্তরণ বড় বড় নদী,
 ধাববান অশ্বসনে ছোটো যায় যদি,
 শীত্র শীত্র বৃত্য করা, সুদূরে লক্ষন,
 কিম্বা অন্য সুকঠোর কর্ম সম্পাদন,
 কিম্বা অতি শ্রীসঙ্কম করিলে কখন,
 কিম্বা অতি রুদ্ধ অল্ল করিলে ছোজন,—
 এসব কারণে বন্ধ ক্ষত যদি হয়,
 ভয়ঙ্কর উরঃক্ষত রোগজাত হয় ।

উরঃক্ষতের লক্ষণ ।

বক্ষস্থল যেম ভগ্ন হয় এই রোগে,
 বিদীর্ণ বিভক্ত কিম্বা হয় দুইভাগে ।
 পার্শ্বদ্বয়ে ব্যথা কম্প উপস্থিত হয়,
 অঙ্গ শোষ, ক্রমে ক্রমে বলবীৰ্য্য ক্ষয়,
 বর্ণ রুচি অগ্নি হ্রাস, ব্যথা আব্ধ অব,
 মনোদৈন্য মলভেদ হয় নিবস্তুর,
 অবশেষে অগ্নিলোপ, শেষে ক্রাস সনে
 নিরন্তর কফ ধরে বহু পরিমাণে ।
 পচাগন্ধ, মর্গতার শ্যার কিম্বা পীত,
 গ্রন্থিল দেখিতে স্তোহা শোণিত স্নিগ্ধিত ।
 বক্ষঃক্ষেত্রে শ্রী মেবহনে শুষ্ক শুষ্কঃকীর্ণ,
 উরঃক্ষত স্নেহী তাহে স্নীপ দিন দিন ।

উরঃকতের পূর্বলক্ষণ ।

এই রোগে প্রকাশিত যে সব লক্ষণ,
 রোগ পূর্বে অল্প অল্প তার নিদর্শন ।
 অব্যক্ত লক্ষণ বাহ্য আগে ভাগে হয়,
 তাহাকেই এরোগের পূর্বরূপ কয় ।
 অতিশয় কাস হয়, রক্ত বমি করে,
 এই উরঃকত রোগে বুকে ব্যথা ধরে ।
 রক্ত কফ শুক্র আর ওজঃ হলে ক্ষয়,
 তাহে যদি রোগী হয় ক্ষীণ অতিশয়,
 সে কারণে সরস্তু প্রত্যাব হয়, শেষে
 দারুণ বেদনা পার্শ্ব পৃষ্ঠ কুক্ষিদেশে ।

উরঃকতের সাধ্যাদি লক্ষণ ।

রোগীয়ে যদিপি ধরে অল্পই লক্ষণ,
 দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন যদি হয় সেই জন,
 রোগী রহে বলবান, রোগ অল্প দিন,
 হেন রোগ সাধ্য, তারে দেখিবে প্রবীন ।
 বর্ধীভীত হয়ে গেলে যাপ্য তারে কয়,
 সর্বদোষ পূর্ণ হ'লে অসাধ্য সে হয় ।

কাস নিদান ।

মুখ নালাপথে ধূম ধূলি যদি পশে,
 বায়ু যদি উর্দ্ধগতি করে আমরসে,
 ব্যায়াম করিলে কিম্বা রুক্ষান্ন ভোজন
 ভুক্ত দ্রব্য করে যদি বিমার্গ গমন,

মলমূত্রাদির বেগ করিলে ধারণ,
নিরন্তর করিয়া রাখা হাঁচি আগমন,—
প্রাণ বায়ু একারণে হইয়া কুপিত
দুষ্ট উদান বায়ুব হয় অনুগত ॥
কফ ও পিত্তের সনে হইয়া মিলিত
অকস্মাৎ মুখ হতে হয় বিনির্গত ।
ভগ্নকাংশ্যপাত্র মত শব্দ তাহে হয় ;
ইহাকেই পণ্ডিতেরা কাসরোগ কয় ।

কাসের কারণ ।

বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত, ধাতু ক্ষয়,—
এ পঞ্চ কারণে পঞ্চ কাস জাত হয় ।
ইহা ভিন্ন জরাবশে যেই কাস হয়,
এই দোষে জাত তাহা জানিও নিশ্চয় ।
উপেক্ষা করিলে কাসে হয়ে বলবান
ধাতু ক্ষয়কাবী হয়ে করে কষ্টদান ।

কাসের পূর্বরূপ ।

কাসরোগ হ'বে যেই তার আগে ভাগে
যবাদের শূঁয়া যেন কণ্ঠদেশে লাগে ।
গলা মধ্যে কণ্ঠ হয়, গিলিতে আহার,
প্রবেশিতে কণ্ঠদেশে ব্যথা লাগে তার ।

বাতিক কাসের লক্ষণ ।

বাত-কাসে কপালের শব্দ-নাম, স্থানে,
উদরে, ছুপাশে, শিরে, যদি মাঝখানে,
শূলসম ব্যথা হয়, ওজঃ, শ্বর, বল
হয় ক্ষীণ, মুখ যেন নীরস কেবল ।

স্বরভঙ্গ হয়, কাসরোগ নিরন্তর,
শ্লেষ্মাদি রহিত শুষ্ক কাস তার পর ।

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ ।

পৈত্তিক কাসতে হয় দাহ হ্রদয়ের,
স্বর হয়, শোষ আর তিক্ততা মুখের ।
পীতবর্ণ কটুআম উঠিলে বমন,
পাণ্ডুবর্ণ দেহ ধবে, তৃষ্ণা অমূল্য,
কঠোর প্রদাহ হয় কাসের সময়,—
পিত্তকাসে ঘটে এই লক্ষণ নিচয় ।

শ্লেষ্মিক কাসের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মা-কাসে মুখ যেন মাখান শ্লেষ্মায়,
অবসন্ন দেহ, কষ্ট শিরোবেদনায় ।
কফ পূর্ণ দেহ আর বিমুখ আহারে,
কণ্ঠযুক্ত, সমাক্রান্ত হয় দেহ ভারে ।
কাসে বোগী এই রোগে বেগে নিরন্তর,
অতি ঘন কফ উঠে তাহার উপর ।

ক্ষতজ কাস ।

অত্যন্ত সৈধুন, গুরু ভার সংবহন,
করিলে অত্যন্ত বেশী পুষ্ণ পর্য্যটন,
যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র কিম্বা গজবলে
প্রকাশি শরীর বন ধারণ করিলে,—
রুগ্ন করে দেহে এই কারণ সকল ;
আর হয় সেকারণে ক্ষত বক্ষস্থল ।
অনিল হইয়া সেই ক্ষতের আশ্রিত
অবশেষে কাস রোগ করে ঔপশ্লিষ্ট ।

কশ্মজ কাসের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মাহীন শুষ্ককাস সর্ব আগে ধরে,
কাস অভিঘাতে হৃদি বিদারণ করে ।
হৃদি ক্ষত হেতু রক্ত নিষ্টিবন হয়,
জনমে বেদনা কঠিনে অতিশয় ।
দারুণ আঘাত হলে যেইরূপ করে
সেইরূপ ব্যথা লাগে বুকেব ভিতরে ।
তীক্ষ্ণ শূচী বিদ্ধ হ'লে যাতনা যেমন,
কিন্তু যদি বুকে বাজে শূল প্রহরণ,
তাহাতে যেমন হয় যাতনা প্রবল
রোগী বন্ধে সেইরূপ যাতনা কেবল ।
দারুণ আঘাতে যদি ভাঙ্গে কোন স্থান,
স্পর্শ নাহি সহ্যায় যার যেন প্রাণ,
ক্ষতাত্মীয় কাসরোগ যদিপি জন্মায়
রোগীব পার্শ্বাদি স্থলে সেই যাতনায় ।
ইহা ছাড়া হয় পক্ষভেদ, শ্বাস, অর,
দারুণ জনমে তৃষ্ণা, শুষ্ক হয় অর ।
যেইরূপ শব্দ করে কপোত সকলে
সেইরূপ শব্দ হয় কাসিবার কালে ।

কশ্মজ কাস ।

যেই খাদ্য বিষম ও অমূল্য নয়
তদাহারে, করিলে সৈবুদ অতিশয়,
মলমূত্রাদি বর্জন করিলে ধায়ণ,
অমাত্যবে আত্মরানি অথবা খোচম,

পাচকাগ্নি বদ্যপি বিকৃত তাহে হয়
 রুষ্ট হয় তাহে বাত আদি দোষত্রয় ।
 সে কারণে দেহ মধ্যে দেহ ক্ষয় কর
 জনমে বিষম কাস ক্ষয় নাম ধর ।

ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ ।

গাত্রশূল, ঘর হয় এই ক্ষয় কাসে,
 কখন বা দাহ হয়, কছু মূর্ছা আসে ।
 শুষ্ক এ লক্ষণগুলি ঘটে না কেবল,
 মৃত্যু কছু এ রোগের বিষময় ফল ।
 ক্রমে শুষ্ক হয় রোগী ক্রমশঃ দুর্বল,
 মাংস হয় ক্রমে ক্ষীণ, শেষে ক্ষীণ বল ।
 কাস সনে পুষ রক্ত নিষ্টীবন করে,
 হেন রোগে পণ্ডিতেরা ছুশ্চিকিৎস্য ধরে ।

ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাশের

সাধ্যাদি লক্ষণ ।

ক্ষয়জ ক্ষতজ কাস ক্ষীণে যদি ধরে,
 অবিলম্বে সে রোগীর দেহ নাশ করে ।
 এরোগে রোগীর কিছু যদি বল রয়,
 উভয়ই সাধ্য কিম্বা বাপ্য কছু হয় ।
 অল্পদিন ধরে যদি এই দুই ব্যাধি,
 ভাগ্যবশে জ্ঞানী বৈদ্যে চিকিৎসয়ে যদি,
 উপযুক্ত স্তম্ভবধ যদি মিলে তায়,
 ভাল পরিচরকের যদি সেবা পায়,
 রোগীও বদ্যপি মুক্ত হয় সম্ভবলে,
 সফল কছুবা রোগে সেই হেতু ফলে ।

জরার কাস ।

জরা হ'তে জাত জরাকাস সপ্তা ত্যার-

যাপ্য জরাকাস আছে যতেক প্রকার ।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা ।

সাধ্য যদি বোধ হয়, এই রোগে সন্মুখ,

চিকিৎসার করিয়ে শমন,

কিন্তু যদি যাপ্য হয়, পথ্যাদি ও চিকিৎসায়

যাপিত রাখিবে অনুক্ষণ ।

হিকা ও শ্বাস নিদান ।

উপস্থিত হয় জ্বাল্য বাহার জ্বাহারে,

কিন্তু গুরুপাক স্রব্য খায় যদি নরে,

বিস্তম্বজনক, রুদ্ধ, কফের কারণ,

অথবা শীতল দ্রব্য পান ও ভোজন,

বসতি শীতল স্থানে, মুখ আর নাকে

ধূম কিন্তা ধূলি যদি পশে কোন পাকে,

জ্বাতপ, প্রবল বেগে বায়ুবেগে,

বায়ামাদি কিন্তা, গুরুতায় লেবন,

মল ও মূত্রের বেগ হয় নিরোধন,

অথবা বদ্যপি হয় অধিক ক্রমণ,

অপতর্পণাদি কার্যে ক্রমে উপবাস,

সমুৎপন্ন হয় রোগ হিকা, শ্বাস, কাস ।

হিকা অভিধান ।

প্রাণ ও উদান বায়ু সঙ্গক হইয়া

মুতমূত্র উর্দ্ধদিকে উঠয়ে ছুটিয়া

এ বায়ু নির্গমকালে হেন বোধ হয়,—
 বক্ষঃ ও প্লীহা আর অত্র সমুদয়
 মুখদ্বার দিয়া যেন বাহিরিতে চায় ।
 সত্তর পারগ রোগ জীবন হিংসায় ।
 কঠ হ'তে হিক হিক শব্দের উত্থানে,
 অভিহিত এই রোগ হিকা অভিধানে ।

হিকার প্রকার ভেদ ।

অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গন্তীরা, মহতী,
 বায়ু কফ বশে পঞ্চ হিকার উৎপত্তি ।

হিকার পূর্ব লক্ষণ ।

হিকারোগ উপস্থিত হইবার আগে
 কঠদেশে, বক্ষঃস্থলে তার বোধ লাগে ।
 কষায় আশ্বাদ মুখে, কৃষ্ণির ভিতরে
 বোধ হয় গুড় গুড় ধ্বনি যেন করে ।

অন্নজা হিকা ।

অত্যন্ত অধিক পান, অধিক ভোজন,
 অকস্মাৎ হয় তাহে বায়ুর পীড়ন ।
 উর্দ্ধে গিয়া বায়ু হিকা উৎপাদন করে,
 অগ্নে জাত তাহাতে অন্নজা নাম ধরে ।

যমলা হিকা ।

রোগীর মাথা ও ঐবা দেশ কাঁপাইয়া
 যে হিকা যমল বেগে বিলম্বে আসিয়া,
 জোড়া জোড়া ভাবে আসি প্রবর্তিত হয়,
 যমলা তাহার নাম শ্রুতিভেদে হয় ।

কুদ্রিকা হিকা ।

জক্রমূল হতে বাহ্য প্রধাবিতা হয়
মন্দবেগে, বিলম্বে, কুদ্রিকা তারে কর ।

গম্ভীরী হিকা ।

বহু উপদ্রববতী নাভি হ'তে ঘোরা,
গম্ভীর নাদিনী হিকা কথিতা গম্ভীরী ।

মহতী হিকা ।

সর্ব গাত্র কাঁপে যার, মর্মে পীড়া পায়,
সতত উল্লাত, কহে মহাহিকা তার ।

হিকার অসাধ্য লক্ষণ ।

সর্বদেহ বিত্তৃত বা আকুঞ্চিত হয়,
দৃষ্টি হয় উর্দ্ধগত হিকার সময়,
অথবা যে রোগী হয় ক্ষীণ দেহ ধর,
অগ্নেতে বিদ্বেষ যার, হিকা নিরন্তর,
গম্ভীরী, মহতী হিকা যে রোগীয়ে ধরে,
তখন জানিও স্থির গতপ্রাণ তারে ।

রোগীর পক্ষে হিকার অসাধ্যতা ।

অত্যন্ত সঞ্চিত দোষে সমাকান্ত নর,
অনাহারে, বহু রোগে ক্ষীণ দেহ ধর,
জরাবশে কিম্বা অতি মৈথুনকারণ,
যার দেহে হিকারোগ করে আশ্রমন,
যে কেন হোক না হিকা পক্ষের ভিতরে,
তাহাই রোগীর আশু প্রাণনাশ করে ।

যমলার সাধ্যসাধ্য লক্ষণ ।

দাহ, মূর্ছা, ভুকা যদি হয় যমলার,
অথবা প্রলাপ হয়, রোগী মারা যায়
স্থির ধাতু, কষ্টমন, রহে দেহে বল,
শক্তিযুত নৈসর্গিক ইন্দ্রিয় সকল ;—
যমলাও যদি হয় আছে প্রতিকাব,
অসাধ্য লক্ষণ হ'লে বিপবীত তাব ।

শ্বাসরোগ নিদান ।

যে সম্ব কারণে হিষ্কা রোগীর শরীরে,
প্রবল হইলে তারা শ্বাস রোগে ধরে ।
এই শ্বাস রোগ হয় অতি ভয়ঙ্কর ।
গুণতেদৈ এই ব্যাধি পঞ্চ নাম ধর ।

শ্বাসের প্রকার ভেদ ।

মহান কাহারো নাম, উর্দ্ধ নাম কার .
ছিন্ন কেহ, তমক ও কুজ কেহ আর ।

শ্বাসের পূর্ব লক্ষণ ।

উদরে আত্মান হয়, হৃদিপীড়া শূল,
মলমূত্র বন্ধ ইথে করয়ে আকুল,
রোগে ঘেন ছুঁচ কোটে বিষাক্ত বদন,—
শ্বাস পূর্ব সংঘটিত এসব লক্ষণ ।
প্রাণ ও উদান বহু জ্যোত সমুদয়ে
নিবোধি, নিজেও কহে অবরুদ্ধ হ'য়ে,
কফেদ্বনে প্রকুপিত অনিল বখন,
অপথ ত্যজিয়া করে বিমার্গ গমন,

যেই তথা ইচ্ছন্তঃ করে বিচরণ,
তখনই শ্বাস রোগ করে উৎপাদন ।

মহাশ্বাস ।

মত্ত রুম রুদ্ধ হ'লে করি আশ্ফালন
নিরন্তর ঘোব রব করয়ে যেমন,
মহাশ্বাসে রুষ্ঠ বায়ু হ'লে উর্দ্ধগত,
রোগীও হইলে তাহে অত্যন্ত পীড়িত,
সেই মত্ত রুম সম স্তুভীষণ স্বরে
অবিরত দীর্ঘস্থান পরিত্যাগ করে ।

মহাশ্বাসের লক্ষণ ।

এই রোগে নষ্ট জ্ঞান, বিজ্ঞান সকল,
বদন বিকৃত, চক্ষু বিকৃত চঞ্চল ।
মল অগ্নি পুরীষের হয় নিরোধন,
বিশীর্ণ বচন হয়, ক্লান্ত হয় মন ।
দূর হতে শ্বাস হয় প্রবণ গোচর
এ রোগে বিপদ ঘটে বড়ই সঘর ।

উর্দ্ধশ্বাস ।

এ শ্বাসে যেমন রোগী উর্দ্ধশ্বাস লয়,
নাহি পারে অধঃশ্বাস ত্যাগের সময় ।
রোগীর মন আর জ্যোত সমুদর
বিষম ক্ষোভের দ্বারা আবিস্ত হইত ।
এ কারণে বায়ু অস্তি হইয়া কুপিত
বিষম বাতনা আনি করে উপস্থিত ।

উর্দ্ধ্বাশ্বাসের লক্ষণ ।

উর্দ্ধ দৃষ্টি হয় রোগী, বিভ্রান্ত লোচন,
 ক'রে থাকে ইতস্ততঃ বিকৃত দর্শন ।
 শুষ্ক হয় মুখ, মূর্ছা, বেদনা বিশেষ,
 চিন্তের বৈকল্য আদি উপদ্রব শেষ ।
 এই রোগে উর্দ্ধ্বাশ্বাস রুগ্ন হয় ব'লে
 অধঃশ্বাস রুগ্ন হয় উর্দ্ধ নাহি চলে ।
 গ্লানিযুক্ত হ'য়ে বোগী তাহারি কাবণ
 মূর্ছিত হইয়া করে প্রাণ বিসর্জন ।

ছিন্নশ্বাস ।

এই শ্বাসে রোগী কষ্টে আশ্বাস করিয়া
 শ্বাস লয় মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া ।
 এ রোগে এমনো ঘটে সময় সময়,—
 কোন মতে উর্দ্ধ্বাশ্বাস আকুষ্ঠ না হয় ।
 বন্ধশ্বাসে অতীব দুঃখার্ভ রোগী তার
 পীড়িত হৃদয়চ্ছেদ সম বেদনায় ।

ছিন্ন শ্বাসের লক্ষণ ।

ইহাতে আনাহ হয়, শ্বস্মোদ্যম, মোহ,
 চঞ্চল সজল নেত্র আর বস্তি দাহ,
 এক চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ হয় ক্রীণ,
 উদ্বিগ্নচিত্ততা ঘটে হয় বর্ণ হীন ।
 মুখশোষ প্রলাপাদি উপদ্রব বত,
 এ ভীষণ রোগে সব হয় উপস্থিত ।
 এইরূপে ছিন্নশ্বাসে হয়ে পীড়্যমান,
 অতি শীঘ্র রোগে রোগী ত্যজয়ে পরাণ ।

তমকশ্বাস ।

প্রতিলোম ভাবে যবে বায়ু প্রাপ্ত হয়,
শরীরের মধ্যগত যত শ্রোতোচয়
গলা ও মস্তকে ঘোর ব্যথা জন্মায়িয়া,
তদুপরি শ্লেষ্মে পরিবর্দ্ধিত করিয়া,
আপনিও অবরুদ্ধ হইয়া শ্লেষ্মায়
প্রথমেই নাগাস্রাব রূপে দেখা দেয় ।
পরে অতি তীব্র বেগে ঘূর্ণ ঘূর্ণ স্বরে
হৃদি বিদারক শ্বাস উৎপাদন করে ।

তমক শ্বাসের লক্ষণ ।

চতুর্দিক হেরে রোগী যেন অন্ধকার,
তৃষ্ণায় আকুল, ইচ্ছা না রহে চেষ্টার,
কাসিতে কাসিতে মুহুমূর্ছঃ মুর্ছা যায় ।
যতক্ষণ ধরে শ্লেষ্মা নির্গম না পায়
ততক্ষণ ক্লেশ বোধ হয় অতিশয়,
নির্গমনে ক্ষণকাল সুখ বোধ হয় ।
অতি কষ্টে কথা আসে, কষ্টে কণ্ঠরস,
শ্বাসের যন্ত্রণা আসে করিলে শয়ন ।
অনিদ্রা, উভয় পাশে বেদনা ভীষণ,
বসিলে কিঞ্চিৎ হয় আরাম তখন ।
উষ্ণে অভিলাষ হয়, চক্ষু দুটি ফুলে,
যন্ত্রণার আতিশয্য, ঘর্ম্মও কপালে,
মুহুমূর্ছঃ শ্বাস হয় শুকায় বদন ।
কোন ব্যক্তি করে যদি গঞ্জে আরোহণ

তাহার যেমন পাত্ত হয় সঞ্চালিত,
সেই মত হয় রোগে শরীর কম্পিত ।
এই শ্বাস মেঘ, বৃষ্টি, পূর্ব বায়ু, শীত
কিস্থা শ্লেষ্মাকর দ্রব্যসমূহে বর্জিত ।
যদিও তমক শ্বাস হয় যাপ্য বোগ,
সাধ্য হয়, যদি হয় অল্পদিন ভোগ ।

প্রথমকশ্বাস ।

যদ্যপি তমকশ্বাসে হয় মূর্ছা, স্বর,
তখন সে বোগ প্রথমক নামধর ।

প্রথমক শ্বাসের লক্ষণ ।

উদাবর্ত্ত রোগ দেহে ধরয়ে যখন,
নাসিকায় ধূলি যদি পশে কদাচন,
বিদগ্ধ অজীর্ণ, আমাজীর্ণ যদি ধরে,
মল ও মূত্রের বেগ রোধ যদি কবে,—
উপস্থিত হয় যদি এ সব কারণ
প্রথমক শ্বাসে তাহা করে উৎপাদন ।
এই প্রথমক শ্বাস তমোময় স্থানে,
অতি বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় তমোময় গুণে ।
রোগী বোধ করে যেন প্রবিষ্ট আঁধারে ।
প্রথমক অন্য নাম সন্তমক ধরে ।

ক্ষুদ্র শ্বাস ।

শ্রমে আব ক্লম্ভ দ্রব্য করিলে সেবন
কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু হয় কুপিত যখন
কুপিত হইয়া বায়ু হয় উর্দ্ধগত,
সেকারণে করে দেহে শ্বাস উপস্থিত ।

অল্পক্ষণ থাকে শ্বাস, অল্পই লক্ষণ,
সেই হেতু ইহাকে ক্ষুদ্র বলে বুধগণ ।

ক্ষুদ্র শ্বাসের লক্ষণ ।

‘মহাশ্বাস’ আদি দেহে কষ্ট দেয় যত,
ক্ষুদ্র শ্বাসে দেহে ক্লেশ নাহি হয় তত ।
বন্ধ নাহি করে দেহে শ্রোত সমুদয়,
ক্ষুদ্রশ্বাস জীবনের বিনাশক নয় ।
পান কিম্বা ভোজনের সমুচিত গতি,
এই ক্ষুদ্রশ্বাস রোগে না পায় বিরতি ।
ইন্দ্রিয়াদি আছে যত দেহের ভিতরে,
পীড়া বা যন্ত্রণা কিছু বোধ নাহি করে ।

শ্বাসের সাধ্য লক্ষণ ।

ক্ষুদ্রশ্বাসে ধরে কিম্বা দেহে থাকে বল,
নম্যক না দেখা দেয় লক্ষণ নকল,
তা হইলে আছে শ্বাস যতেক প্রকার,
সমস্তই সাধ্য, রোগী লভয়ে নিস্তার ।

শ্বাসের সাধ্যসাধ্য ভেদ ।

পঞ্চবিধ শ্বাস মধ্যে ক্ষুদ্র নাম বার,
অনায়াসে সেই রোগ হয় প্রতিকার ।
তমক প্রয়াসসাধ্য সম্পূর্ণ লক্ষণে,
অসাধ্য অপর তিন ঔষধ না মানে ।
দিক্ত যদি অতীব দুর্বল হয় নর,
তমক (৩) অসাধ্য হয় প্রাণ নাশকর ।
সন্নিপাত হ্রস্ব আদি রোগ স্তম্ভীষণ,
যদিও সত্ত্বর প্রাণ বিনাশ কারণ,

কিন্তু হিকা খাস এই দুটীতে যেমন,
আন্ত্র প্রাণনাশী, অন্যে নরেক ভেমন ।

স্বরভেদ নিদান ।

উচ্চৈঃস্বরে লঙ্ঘ্যণ, কিম্বা বেদাদি পঠন,
আঘাত লাগিলে কণ্ঠে কিম্বা বিষ পানে,
অনিলাদি দোষত্রয় যদি প্রকুপিত হয়,
এ সব কারণে কিম্বা অপর কারণে
অবরোধ করে ভাবা স্বব বহ চাবি শিরা,
ভাহার প্রধান ফল স্বরভেদ হয় ।
স্বরভেদ একারণ কহে বোগে বুধগণ ;
কারণ প্রকার ভেদে স্বরভেদ ছয় ।

স্বরভেদের প্রকার ভেদ ।

বাত হ'তে, পিত্তবলে, শ্লেষ্মাব আধিক্য হ'লে,
কোন স্বরভেদ জাত সন্নিপাত জোবে ;
কেহ মেদজাত হয়, কাহার (ও) কাবণ ক্ষয়,
এই মত ছয় স্বরভেদ ধরে নরে ।

বাতিক স্বরভেদের লক্ষণ ।

মল, মূত্র, চক্ষুদ্রয়, মুখ ক্লম্ববর্ণ হয় ;
গর্দভ যেমন উচ্চ করয়ে চীৎকার,
অল্লে অল্লে সেই মত, কণ্ঠ হতে অবিবত
বাতজাত স্বরভেদে শব্দ হয় বাব ।

পৈত্তিক স্বরভেদের লক্ষণ ।

পৈত্তিক বদ্যপি হয় স্বরভেদে সমুদয়,
পীতবর্ণ মল, মূত্র, নয়ন, আনন ;

কথা কহিবাব কালে দাহ উপস্থিত গলে,—

• এই স্বর ভেদে ষটে এ সব লক্ষণ ।

শ্লৈষ্মিক স্বরভেদের লক্ষণ ।

শ্লৈষ্মিক যে বোগ তায শ্লেষ্মে কঠ রোধ পায়,

তাহে হয় অতি অল্প বাক্য নিঃসরণ ;

দিবসে ববিব কবে কফ মন্দীভাব ধবে,

কিছু ভাল কথা বোগী কহে সে কাবণ ।

ত্রিদোষজ স্বরভেদের লক্ষণ ।

বায়ু, পিত্ত, কফ জাত স্বরভেদে অবিবত

হয়ে থাকে প্রকাশিত যে সব লক্ষণ,

মান্নিপাতিকেব বোগে সে সব লক্ষণ ভোগে ,

হেন বোগ অসাধ্য কহেন বুধগণ ।

ধাতু ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ ।

যদি হয় ধাতু ক্ষয়, তাহে যেই রোগ হয়

এবস্থিধ স্বরভেদে বাক্য ক্ষয় পায়,

বোগীর উপজে মনে বাক্য যত ধুমসনে

কথা কহিবাব কালে যেন বাহিরায ।

ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ ।

যাহার কারণ ক্ষয় হেন রোগে যদি হয়

হতবাক রোগী—কথা ফুটে নাক আর,

হেন স্বরভেদ হেরি নে রোগীয়ে পবিহরি

যাইবেন কবিরাজ না বুঝি নিস্তার ।

মেদজ স্বরভেদের লক্ষণ ।

মেদ হ'তে জন্ম যার, এ সব লক্ষণ তাঁহ, ^{মেদ}

মেদ আর শ্লেষ্মে হয় লিঙ গলদেশ,

কষ্ট লগ্ন বাক্য হয়, অস্পষ্ট, বিলম্বে কয়,
হয় রোগী পিপাসায় কাতর অশেষ ।

অসাধ্য স্বরভেদ ।

দুর্বল ও বৃদ্ধ নর কিম্বা ক্লেশ দেহ ধব—
এহেন মানবে যদি স্বরভেদ ধবে ;
দীর্ঘকাল স্থিতি যার, জন্মাবধি জাত আব
কিম্বা যেই বোগ ধবে অতি স্থূল নবে,
সন্নিপাত জাত বোগ তাহে যদি হয় ভোগ
বাতাদি ত্রিদোষ জাত সকল লক্ষণ,—
এই স্বরভেদ যত যদি দেহে সমাপ্তিত
নিরুত্তি না পায় রোগে ঘটায় মরণ ।

অরোচক নিদান ।

বাত আদি দোষ যত কিম্বা ধবে সান্নিপাত
হয় তারা অরুচি কাষণ ,
অতি লোভ, শোক, ভয় কিম্বা অতি ক্রোধ হয়,
স্থণা জন্মে এমন ভোজন ;
যে গন্ধ করি আত্মাণ স্থণা মনে পায় স্থান,
সেইরূপ, স্থণা বাহা হেরে—
আগন্ত কারণ চয়, তাহে অরোচক হয়
আগন্তুজ বলে তেঁই তারে ।
বাতজ অরোচকের লক্ষণ ।
মুখ হয় কসা কসা, দাঁতগুলি ঘেন ঘসা
অন্ন যথা করিলে ভোজন,

বাত হ'তে জন্ম পায় হেন অরোচক তায়
সংঘটিত এ সব লক্ষণ ।

পিত্তজ ও শ্লেষ্মাজ অরোচকের লক্ষণ ।

শ্বিত্তজাত অরোচকে তিত্ত, অন্ন লাগে মুখে
বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, উষ্ণ আর,
অরোচক যে শ্লেষ্মায় মুখের আশ্বাদ তায়
লবন, মধুর কভু তার ।

হড় হড়ে নালে ভরা, ভিতর শীতল পারা,
বোধ হয় যেন গুরুভার,
রোগীব বদন যেন কফ লিপ্ত অনুক্ষণ,
অক্ষম সে কবিত্তে আহাব ।

আগন্তজ অরোচকের লক্ষণ ।

অতিলোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ আদি রিপুচয়,
আত্মাণে বিরাগ জন্মে যায়,
অথবা বার' আত্মাণ অপবিত্র হয় জ্ঞান,
এই মত গন্ধ সমুদায়, —

আগন্ত কারণ যত, তাহে যে অরুচিজাত
তাহে মুখ বিরস না হয় ;
বাতজাদি দোষ মত যদি নাহি দোষ তত,
কিন্তু খাদ্যে রুচি নাহি রয় ।

ত্রিদোষজ অরোচকের লক্ষণ ।

ত্রিদোষজ অরোচকে এক রস নয় মুখে
তিন দোষ একত্র যেমন,
বাহার লক্ষণ যত হ'য়ে সর্ব সম্মিলিত
দেহ মাঝে করে আনয়ন ।

দোষভেদে অরোচকের ফল ।

বাতজ যে রোগ তায় শূল সম বেদনায়
 আক্রমণ কবয়ে হিয়ায়,
 পিত্তেব অরুচি হ'লে ইধ তুষণ, দেহ স্থলে,
 রোগে যেন রক্ত চুষে খায় ।
 স্নৈগ্নিক অরুচি তায় কফের প্রসেক পায়,
 ত্রিদোষজে সকল লক্ষণ ,
 শোকাদি কারণ জাত বোগে গোহ উপস্থিত
 জড়তা ও ব্যাকুলিত মন ।

হৃদি অর্থাৎ বমন নিদান ।

বায়ু, পিত্ত, কফ কিম্বা মিলিত ত্রিদোষ
 যদ্যপি শরীর মাঝে কবে অতি বোষ,
 বিরুতি দর্শন কিম্বা অপ্রিয় ভোজন,
 মন্দ গন্ধ জ্ঞান আদি বীভৎসালোচন,
 উপস্থিত হয় যদি এ পঞ্চ কাবণ,
 নরদেহে হৃদি বোগ কবে আনয়ন ।
 অতি দ্রব, অতি স্নিগ্ধ, অহৃদ্য ভোজন,
 অকালে আহাব কিম্বা অধিক লবন,
 এমন আহার যাহে দেহ কষ্ট পায়,
 অতি বেশী কিম্বা যদি তাড়াতাড়ি খায়,
 ক্রিমিদোষ, অজীর্ণ, উদ্বেগ, শ্রম, ভয়,
 স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা হয় যে সময়,—
 এ সকল কিম্বা অন্য বীভৎস কারণ
 যেই দোষ দেহ মধ্যে করে আনয়ন,

উৎক্লেশিত হয়ে তাহা উর্দ্ধপথে ধায়,
আচ্ছাদিত করে মুখে, পীড়া দেয় তায় ।

হৃদির সাধারণ লক্ষণ ।

শরীর ভাঙ্গিলে যথা হয় নিপীড়ণ
তেমতি পীড়িয়া দেহে উঠয়ে বমন ।
বমনেব আগে গাত্র বমি বমি করে,
উল্লাবনিবোধ, মুখে লোনা জল ঝরে ;
পানাহাবে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাহি রয় ।—
এ সব লক্ষণ বোগে উপস্থিত হয় ।

বাতিক হৃদির লক্ষণ ।

বাতিক বমনে ব্যথা হৃদি, পার্শ্বদেশে,
নাভিস্থলে, শিবে শূল আব মুখ শোষে ;
স্ববভঙ্গ হয়ে যায়, উঠে থাকে কাস,
গায়ে যেন ফোটে ছুঁচ,—লক্ষণ প্রকাশ ।

পৈতিক হৃদির লক্ষণ ।

মূর্ছা, তৃষ্ণা, মুখশোষ পৈতিক বমনে ;
মাথায়, তালুতে তাপ আর দুঃস্বপ্ন ;
চাবিদিক অন্ধকার কবে দবশন ;
ভ্রম জন্মে, এ বোগেব ইহাই লক্ষণ ।
গবম পদার্থ উঠে বমিব সহিত ;
বর্ণ তাব ধূম্র, কভু হবিত বা পীত ।
উঠিবার কালে বমি তিক্ত করে গলা ;
বুকেতে আগুণ জ্বলে, কঠ কবে জ্বালা ।

কফজ হৃদির লক্ষণ ।

কফজে মধুর মুখ, তন্দ্রা, কফ ঝরে,
ভোজনে অনিচ্ছা যেন পেট থাকে ভরে ।

অরুচি জন্মায় বড়, নিজা হয় আর,
 সর্বদাই দেহ যেন হয়ে থাকে ভার,
 স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, গুরুবর্ণ বসি তায় ;
 বমনের কালে দেহ রোমাঞ্চিত হয় ।
 যদিও পৈত্তিক মত উঠয়ে বমন
 ইহাতে ষাতনা কিন্তু না হয় তেমন ।

ত্রিদোষজ হৃদীর লক্ষণ ।

অরুচি, অপাক, শূল ত্রিদোষ বমনে,
 প্রদাহ, পিপাসা, শ্বাস, মুচ্ছা ক্রমে ক্রমে ;
 সদা অম্ল, লোনারস, নীল বা লোহিত,
 ঘন, উষ্ণ বস্তু উঠে বমির সহিত ।
 মল, মূত্র, শ্বেদ, অশ্রুবহ শ্রোতোচয়
 রুদ্ধ ক'রে রুষ্ট বায়ু উৎকগত হয় ।
 দোষ পায় কোষ্ঠ, তাহে পূর্বের সঞ্চিত
 দুষ্ট শ্বেদ, ধাতু, মল উদ্ধে হয় নীত ।
 অতিবেগে উদ্যীবিত হইয়া তখন,
 হৃদীরূপে বহির্ভাগে করে আগমন ।
 দুষ্ট হ'লে ধাতুবাহি শ্রোত সমুদায়,
 বমনও মলমূত্র রূপ গন্ধ পায় ।
 তৃষ্ণা, শ্বাস, হিক্তাঘারা হইয়া পীড়িত,
 এহেন বমনে রোগী মরয়ে হরিত ।

আগন্তুজ হৃদী ।

বীভৎসজ, গর্ভহেতু, কুদ্রব্য ভোজনে,
 আমরসে আর যাহা আনে ক্রিমিগণে—

আগন্তু কারণে জ্ঞাত এ পঞ্চ বমন ;
 আগন্তুজ নাম তারা ধরে সে কাবণ ।
 বাতাদি দোষের যার লক্ষণ হেরিবে,
 আগন্তুজে তাব মত চিকিৎসা কবিবে ।

ক্রিমিজ ছর্দির লক্ষণ ।

ক্রিমিজ বমিতে হয় বেদনা শূলেব,
 অধিক জনমে তথা বেগ বমনের ।
 ক্রিমি হতে জ্ঞাত হয় যেই হৃদ রোগ
 তাব মত ইহাতে লক্ষণ হয় ভোগ ।

ছর্দির অসাধ্য লক্ষণ ।

বোগীব যদ্যপি হয় ক্ষীণ কলেবব,
 বক্ত, পুষ্যুক্ত বমি কবে নিবস্তব ।
 মযুব পেখমবর্ণ বমি যদি কবে,
 কাল আদি উপদ্রব তাহে যদি ধবে,
 তাহলে অসাধ্য বোগ, কিন্তু উপদ্রবে
 রহিত যদ্যপি হেব চিকিৎসা কবিবে ।

তৃষ্ণা নিদান ।

ভয়, শ্রম, বল ক্ষয়, যাহে বায়ু রুষ্ট হয়,
 কিস্মা যাহে পিত্ত বিবর্জিত,
 রুষ্ট বায়ু সহকাবে উর্দ্ধে আগমন করে
 রুষ্টপিত্ত স্থান সঞ্চিত ।
 তালুদেশ, ক্রোম আব কবি পিত্ত অধিকার
 তৃষ্ণা রোগ উপস্থিত করে ।

জলবাহী স্রোত যত বাতাদি দোষ দূষিত
হইলে পিপাসা রোগে ধরে ।

তৃষ্ণার প্রকার ভেদ ।

বাত্তে, পিত্তে জন্ম কাব, কফজ, ক্ষতজ আর
কেহ আম, কেহ অন্নজাত,
বিভিন্ন লক্ষণচয় ভিন্ন দোষে জাত হয় ;
লক্ষণে তৃষ্ণার ভেদ সাত ।

বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ ।

বাত জাত পিপাসায় মুখ পায় শুকতায়,
কখন দেখিতে হয় স্নান ,
রগে আর শিরোপবে দারুণ বেদনা ধরে
সূচীবোধ বেদনা সমান ।

রস অন্ববাহী ধারা অবরুদ্ধ হয় তারা,
বদনেব আশ্বাদ বিকৃত—
যে^৩দোষ এ সকল পি'লে সুশীতল জল
বাতজাত পিপাসা বর্জিত ।

পৈতিক তৃষ্ণার লক্ষণ ।

পিত্তজ তৃষ্ণায় মুচ্ছা, আহারে বিদ্রোহ,
রক্তনেত্র, দাহ আর প্রলাপ অশেষ ।
অতীব মহতী তৃষ্ণা, শীতে অভিলাষ,
মুখতিক্ত, অনুতাপ—লক্ষণ প্রকাশ ।

কফজ তৃষ্ণার কারণ ।

জলীয় পদার্থ কফ, কিন্তু যদি তাহ
জঠরাগ্নি উর্জ হ'তে আচ্ছাদন পায়,

তাহাতে তাহার উদ্ভা অধোগত হয়ে
 শুষ্ক করে জলবহ শ্রোত সমুদায়ে ।
 তাহাতেই সমুৎপত্তি হয় পিপ্বাসার ।
 এ রোগে জনমে বড় আধিক্য নিদ্রার ।

কফজ ভুক্ষার লক্ষণ ।

মুখমধ্যে মিষ্ট মিষ্ট আশ্বাদন হয়,
 কলেবর হয়ে যায় শুষ্ক অতিশয় ।

কৃতজ ভুক্ষার কারণ ।

অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে যদি অঙ্গ কৃত হয়,
 তাহা হ'তে হয় যেই যন্ত্রণা উদয়,
 তাহে কিম্বা রক্তপ্রাবে ভুক্ষাজাত হয় ।
 এই হেতু ইহাকে কৃতজ ভুক্ষা কয় ।

ক্ষয়জ ভুক্ষা ।

বলক্ষয় হেতু যেই ভুক্ষার উদয়,
 তাহাকে ক্ষয়জ ভুক্ষা বুধগণ কয় ।

ক্ষয়জ ভুক্ষার লক্ষণ ।

ক্ষয়জ ভুক্ষার্ত নর দিবস নিশায়,
 মুহুমূর্ছঃ জলপানে তৃপ্তি নাহি পায় ।
 কারো মত এই ভুক্ষা জাত সন্নিপাতে,
 এ সব লক্ষণ ঘটে সূক্ষ্মভের মতে ।
 হৃদয়ে জনমে পীড়া, কঙ্গ অতিশয়,
 বলক্ষয়ে শূন্য শূন্য হেরে সমুদয় ।

মূৰ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাসাধিকার ।

ক্ষীণ, কিস্বা বহুদোষে ব্যাপ্ত দেহ যার
হেন ব্যক্তি করে যদ বিরুদ্ধ আহাৰ,
কিস্বা মলমূত্ৰাদিব বেগ যদি ধবে,
অথবা কাতর হয় লণ্ড প্রহারে,
কিস্বা তার সত্ত্ব গুণ অল্প যদি হয়—
তাহে বাত আদি উগ্র দোষ সমুদয়
বাহেজিয়ে—যেথা মন করে অধিষ্ঠান,
মনোবহ স্রোত, যার দেহ মধ্যে স্থান,—
যেই পশে রুষ্ট দোষ, এ সৰ্ব্ব ভিতরে,
তখনই সে কারণে মূৰ্ছা যায় নবে ।
অথবা ধমনী, শিরা যে নাড়ী আশ্রয়
করিয়া ইজিয়ে মন স্থান প্রাপ্ত হয়,
সেই সংজ্ঞাবহ নাড়ী আছে যত দেহে
বাত আদি দোষগণে আবরিত রহে ।
সংজ্ঞানাশে সুখ দুঃখ বোধ নাহি থাকে,
তমোগুণ অকস্মাৎ বাড়ে সেই পাকে ।
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান মৃতকল্প নর
কাষ্ঠবৎ হয়ে পড়ে ভূমির উপর ।

মূৰ্ছার প্রকার ভেদ ।

বাত, পিত্ত, শ্লেষ্ম, রক্ত, মদ্য, বিষ ছয় ।
এই ছয়ে ষড়বিধ মোহরোগ হয় ।
যদিও এ ষড় দোষে মোহ জন্ম ধবে,
সকল মোহেই কিন্তু পিত্ত বল করে ।

মূচ্ছার পূর্ব লক্ষণ ।

কৃৎপীড়া, জ্বস্তণ, শ্লানি, বাহুজ্ঞান হ্রাস, -
মোহ পূর্বে এ সকল লক্ষণ প্রকাশ ।
ব্যক্ত যেই হবে মোহ দোষ দেখি তার,
কি কারণে জন্মবোগ করিবে বিচার ।

বাতিক মূচ্ছার লক্ষণ ।

বাতজ মূচ্ছায় রোগী কবে দরশন
নভঃস্থল নীল, ক্লৃষ্ণ, অরুণ বরণ ।
দেখিতে দেখিতে নভঃ বোগী মূচ্ছা যায়,
আবার সত্তর বোগী সংজ্ঞালাভ পায় ।
গাত্র ভাঙ্গে, কম্প হয়, হৃদি নিপীড়ন,
ক্লৃষ্ণ দেহ, কাস্তি শ্যাব অরুণ বরণ ।

পৈত্তিক মূচ্ছার লক্ষণ ।

হেবে বোগী নভঃস্থল পিত্তজ মূচ্ছায়
হরিত বা বক্ত পীত মাখা যেন তায় ।
হেরিতে হেরিতে বর্ণ হয় সে মূচ্ছিত
সংজ্ঞালাভে হয় ঘর্ম্ম আর পিপাসিত ।
সন্তাপ ও রক্ত, পীত, অরুণ নয়ন,
ভাদ্রামল, পীতবর্ণ কাস্তি এলক্ষণ ।

শ্লেষ্মাজ মূচ্ছার লক্ষণ ।

শ্লেষ্মাজ মূচ্ছায় রোগী আকাশ নেহারে
মেঘাচ্ছন্ন, মেঘাভ বা ঢাকা অন্ধকারে—
এবস্থিধ হেরি রূপ রোগী মূচ্ছা যায় ;
সত্তর কিন্তু না আর সংজ্ঞালাভ পায় ।

অর্জ চক্ষু চাকা হলে যথা গুরুভার
 স্নেহজালাভে অঙ্গে বোধ করে সেন্সার ।
 তখন বদন হ'তে তার লাল ঝরে,
 মূৰ্ছাভঙ্গে রোগীর গা বমি বমি করে ।
 বাতজ্বাদি তিন মোহে ঘটে যে লক্ষণ
 সন্নিপাতে সে সকল হয় সংঘটন ।
 সন্নিপাত মোহে রোগী অপস্মার মত
 প্রবল বেগেতে হয় ভূমে নিপতিত ।
 দীর্ঘকাল পবে রোগী জ্ঞান পায় কিরে ।
 কিন্তু অন্য দোষ যত আছে অপস্মারে—
 দস্তে দস্তে সংঘর্ষণ, ফেন বমি আর
 বিকৃত নয়ন আদি অঙ্গের বিকার,—
 অপস্মাবে যেই সব ভীষণ লক্ষণ
 সন্নিপাত মূৰ্ছায় না হয় সংঘটন ।

রক্ত গন্ধে মূৰ্ছার কারণ ।

তমোগুণ বহুলতা জল মুক্তিকায়,
 তদন্যয় রক্ত গন্ধ—দুই আছে তায় ।
 ভূমি জল যেইরূপ তমোগুণ ধরে,
 সেইরূপ তমোগুণ রক্তেব ভিতরে ।
 মানব বাহুল্যভাবে তমোগুণ ধর,
 একাবণে রক্ত গন্ধে মূৰ্ছায়ায় নর ।
 কারো মত পদার্থের স্বভাবই কারণ ।
 যে হেতু কখন শুদ্ধ করি দরশন,
 না করি আজ্ঞা দ্রব্য মূৰ্ছা যায় নরে ।
 সেইমত এহেন স্বভাব রক্ত ধরে,

কবে যদি দরশন কিম্বা লয় জ্ঞান,
কখন কখন মোহে হ'রে লয় জ্ঞান ।

তৈলাদি বিষের গুণ ।

তৈল, মদ্য, বিষ আদি বিষ নাম যার
দশগুণ শাস্ত্র মতে—লঘু, রুক্ষ আর
বিষদ, ব্যাবায়ী, আশু, অনির্দেশ্য বস,
বিকাশী, সুক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এই দশ ।
তৈলেতে বিষের গুণ তীব্র কিন্তু নয়,
তৈল হ'তে একাবণ মূর্ছা নাহি হয় ।
বিষ আর মদ্য তীব্রতর গুণ ধবে,
এই হেতু বিষ মদ্যে মূর্ছা যায় নবে ।

রক্তজ মূর্ছার লক্ষণ ।

স্বকীভূত অঙ্গ, দৃষ্টি, বক্তজ মূর্ছায়
অঙ্গাষ্ট করিষা তুলে প্রশ্বাস ক্রিয়ায় ।

মদ্যজ মূর্ছার লক্ষণ ।

জন্মে যেই মূর্ছা কবি অতি মদ্য পান,
তাহে ভ্রান্ত চিত্ত হয়ে, কিম্বা হতজ্ঞান
হস্ত পদ চালে বোগী ভূমিতে পড়িয়া,
ডুল বকে, শেষে পড়ে মুর্ছিত হইয়া ।
বতক্ষণ মদ্য জীর্ণ না হয় উদরে,
ততক্ষণ রোগী নাহি সংজালাত করে ।

বিষজ মূর্ছার লক্ষণ ।

বিষজ মূর্ছায় কম্প, নিদ্রা হয় আব,
তৃষ্ণায় আকুল রোগী হেরে অন্ধকার ।

কন্দমূল, ফল, পত্র, ক্ষীরাদি ভোজন
বিষাক্ত হইলে আনে যে সব লক্ষণ,
হেন বিষ পানে রোগী হইলে মুচ্ছিত
তীব্রভাবে লক্ষণাদি হয় প্রকাশিত ।

তমোগুণ ও দোষ যোগের ফল ।
মূৰ্ছার উদয় হয় পিত্ত, তমোগুণে ;
জন্ম হয় বায়ু, পিত্ত, রক্তঃসম্মিলনে ;
বায়ু, কফ, তমোগুণে তন্দ্রার উদয় ;
শ্লেষ্মা, তমোগুণ যোগে নিদ্রা অতিশয় ।

জন্ম রোগের লক্ষণ ।

জন্ম রোগ ক্ষুদি হয় বোধ হয় সে সময়
সমস্ত পদার্থ সুবে, নিজের শরীর ;
দাঁড়াইতে যদি চায় ভুমিতে পড়িয়া যায়,
কিছুতে চরণ তার নাহি রয় স্থির ।

নিদ্রার লক্ষণ ।

নিদ্রায় ইন্দ্রিয়, মন মোহে পায় আচ্ছাদন,
নিদ্রিত মানব তাহে জ্ঞানশূন্য রয় ;
লইতে ইন্দ্রিয়গণ নাহি পারে সে কারণ
রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদি বিষয় ।

তন্দ্রার লক্ষণ ।

তন্দ্রায় বিষয় জ্ঞান কিছু পায় মনে স্থান,
ইন্দ্রিয়ের মোহে কিন্তু ক্ষুণ্ণ নাহি পায় ;
নিদ্রিত ব্যক্তির মত চেষ্টা হয় উপস্থিত,
দেহের গৌরব, জ্ঞতা, ক্লান্ত হয় কায় ।

মদ ঘর্ছাদির চিকিৎসা ।

মদ কিম্বা মূর্ছা রোগে বিনা ঔষধ প্রয়োগে
বাত আদি দোষ নাশে প্রশমিত হয় ;
সন্ন্যাস ধরয়ে যদি তখন বিনা ঔষধি
নিবৃত্ত না হবে রোগ জ্ঞানিও নিশ্চয় ।

সন্ন্যাস রোগ ।

বাতাদি দোষ সকল সন্ন্যাসে ধরিয়া বল
প্রাণ স্থান হৃদয়কে করিয়া আশ্রয়,
বাক্য আব শরীরের, নাশে চেষ্টা মানসেব,
সেহেতু দুর্বল নর যোহ প্রাপ্ত হয় ।
নিক্রিয় কার্ঠের মত, সংজ্ঞাহীন যেন মৃত,
রোগীরে সন্ন্যাস বোগে দেখায় তেমন ।
রোগ হ'লে উপস্থিত যদি না হয় বিহিত—
সূচীবেধ কিম্বা দান সূতীক্স অঞ্জন ;
তীক্স নস্য নাদিকায়, আলকুশী ঘসা গায়,
অথবা অপর ক্রিয়া সদ্য ফল যাব,—
সংজ্ঞা ফিরাবার তরে, যদি না এ সব করে,
বোগী নাহি বাঁচে ঘটে শীঘ্র মৃত্যু তার ।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও
পানবিভ্রম নিদান ।

বিষের বে গুণ উক্ত মূর্ছা অধিকারে,
মদেও বিষের নেই দশগুণ ধরে ।

মদাত্ম্য রোগ ।

আবহিত মদ্যপান করয়ে যে জন,
মদাত্ম্য রোগ তারে করে আক্রমণ ।

মাত্রাভেদে মদ্যপানের দোষ ও গুণ ।

কিন্তু মদ্য উপকারী অল্পেব মতন ;
অবৈধ সেবনে মদ্য রোগের কাবণ ।
কিন্তু বিধিযুক্ত যদি মদ্য কবে পান
মহা উপকাব তার, অমৃত সমান ।
জীবন বক্ষায় অল্প প্রাধান উপায় ।
কিন্তু অল্প অনুচিত কেহ যদি খায়,
তাহেও বিষের মত মহাদোষ ধবে,
অনুচিত আহারীষ প্রাণনাশ করে ।
প্রাণহর বিষ কিন্তু এদিকে আবার
রোগ নাশে, যুক্তিযুক্ত কবিলে আহার ।
যথাবিধি, যথামাত্রা, ক্ষমতা যেমন,
হিতকর খাদ্য সনে মানব যখন
হয়ে অতি হৃষ্টচিত্ত মদ্যপান কবে,
অমৃত সন্মান মদ্য উদব ভিতবে ।
স্নিগ্ধ অন্নমাংস আদি ডঙ্কা দ্রব্য সহ
যথাবিধি মদ্য যদি পান কবে কেহ,
আম্বুর'জি হয় তার, দেহে হয় বল,
পরিপুষ্ট হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ।
দেহ হয় কমলীয় বৈধ মদ্য পানে,
উৎসাহ বিক্রম বাড়ে ভূষ্টি হয় মনে ।

মদের প্রথম স্তর ।

মাত্রা আদি ভেদে, যে অবস্থা মর্দে
 চারি ভাগে ভাগ তার ।
 বাড়ে বুদ্ধি, স্বাতি, হয় বড় প্রীতি,
 সুখকর হয় আর ।
 অধ্যয়ন, জ্ঞান, স্বরশক্তি, পান,
 ভোজন নিদ্রায় রতি
 অতি বৃদ্ধি পায়, প্রথমাবস্থায়
 মদ মনোরম অতি ।

মদের দ্বিতীয় স্তর ।

বাক্য, বুদ্ধি, স্বাতি না পায় ক্ষুবতি
 মদের দ্বিতীয় স্তরে ।
 মদ্যপায়ী নবে কার্যে ও আকারে
 উন্নতির ভাব ধরে ।
 শরীরে তখন হয় ঘন ঘন
 অলসতা উপস্থিত,
 মুহূর্হঃ নর আলস্য কাতর
 হয় নিদ্রা অভিভূত ।

মদের তৃতীয় স্তর ।

তৃতীয়ে যখন, করে আক্রমণ
 জ্ঞানশূন্য হয় নরে,
 অগম্য গমন, অভক্ষ্য ভোজন,
 যতেক অকার্য্য করে ।
 অবৈধ আচার করে বারবার,
 গুরুজন অপমান,

অশ্লীষ গোপন কথাও তখন

পেটে নাহি পায় স্থান ।

নিকটে যখন আসে কোন জন

প্রাণ খুলে তাবে কয়,

আয়ত্তে আপন না থাকে তখন

মদ পরবশ হয় ।

মদের চতুর্থ স্তর ।

মনুষ্য চতুর্থ মদে নিভাস্ত অজ্ঞান,

ক্রিয়াহীন হয় ভয় কাষ্ঠেব সমান ;

কর্তব্যাকর্তব্য বোধ বিরহিত হয় ;

অবিকল মৃততুল্য ভূমে পড়ে রয় ।

মদ্যপানের অবৈধতা ।

হিংস্র জন্তু সমাকুল পথেৱে যেমন,

পরিহরি অন্য পথে যায় সূখীগণ,

সেই মত আছে যার হিতাহিত জ্ঞান,

অথবা যে নর হয় কৃতী, আত্মবান,

ইচ্ছায় বিপদকর রোগ ভয়ঙ্কর,

উন্মত্ততা আনিবে কে দেহের ভিতর ।

উক্ত বিধি অতিক্রম করি প্রতিদিন,

একা যদি পান করে মদ্য অন্ন হীন,

উপস্থিত হয় যত কষ্ট সাধ্য বোগ ;

এমন কি ঘটে তায় মৃত্যুফল ভোগ ।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও

পান বিভ্রমের কারণ ।

ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত, ক্ষুধিত,

অথবা ব্যাক্সাম ভার বহন পীড়িত,

অথবা হইয়া ক্লান্ত পথ পর্যাটনে,
 কাতর হইয়া কিম্বা বেগ বিধারণে,
 অতিরিক্ত ভোজ্য পানে পূর্ণোদর হয়ে,
 অথবা অজীর্ণ কালে ভোজন করিষে,
 অথবা মানব বলহীন অবস্থায়,
 অথবা উন্নত হয়ে, যদি মদ্য খায়,
 নানাবিধ পীড়া তার উপস্থিত হয় ;—
 পরমদ, পানাজীর্ণ কিম্বা পানাত্যর,
 অথবা পান-বিভ্রম কবে আক্রমণ,
 একে একে কহিতেছি সবার লক্ষণ ।

বাতোল্লগ্ন মদাত্যয়ের লক্ষণ ।

বাতোল্লগ্ন মদাত্যয়ে হয় হিকা, শ্বাস,
 শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল আর নিদ্রা নাশ ;
 বহুবিধ কহে বোগী প্রলাপ বচন—
 ইহাতে ঘটিয়া থাকে এসব লক্ষণ ।

পিত্ত ও কফোল্লগ্ন মদাত্যয়ের লক্ষণ ।

পিত্তোল্লগ্ন মদাত্যয়ে বৃদ্ধি পিপাসার,
 দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ হয়, অতিসার ।
 বিভ্রম, দেহের হয় হরিত বরণ ।
 কফোল্লগ্ন মদাত্যয়ে অরুচি, বমন,
 তন্দ্রা ও বমির বেগ, শীত অতিশয়,
 দেহ তার আর্দ্র বজ্রায়ত জ্ঞান হয় ।

সান্নিপাত মদাত্যয়ের লক্ষণ ।

তিন মদাত্যয়ে ঘটে বতেক লক্ষণ
 সান্নিপাতে সেই সব হয় সংঘটন ।

পরমদের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মাধিক্য, দেহ ভার, বিবল বদন,
 পবমদ নাম বোগ জনমে যখন ।
 মল মূত্র রোধ হয়, কুচি নাহি রয়,
 তন্দ্রা আসে, জনমে পিপাসা অতিশয় ।
 অস্থির করিয়া ভুলে মাথাব বেদনে,
 ভাদ্রিবার মত পীড়া হয় সন্ধিস্থানে ।

পানাজীর্ণের লক্ষণ ।

পানাজীর্ণ বোগ আসি যে সময় ধবে
 অতি উগ্র উদব আস্থান তাহে করে ।
 বমিও উল্লাব হয়, বিদাহ উদরে,
 পীত মদ্য তাহাওনা পরিপাক করে ।

পানবিভ্রম লক্ষণ ।

পান বিভ্রমের বোগে সমুদায় গায়,
 বিশেষ হৃদয়ে বিধে সূচী বেদনায ।
 কফ আব, কঠ হ'তে ধূম নির্গমন,
 পীড়া, মূর্ছা, শিরঃশূল, ক্ষয়ও বমন ।
 সুবা অন্ত্রে যেই যেই খাদ্য জ্বায হয়
 ঘেব জ্বলে তায়, অঙ্গে দাহ অতিশয় ।
 মদাত্যাদি রোগের অসাধ্য লক্ষণ ।
 মদাত্যয় আদি রোগে ওষ্ঠ যদি কুলে,
 বাহ্যঙ্গ শীতল, কিন্তু অভ্যন্তর জ্বলে,
 তেলমাখা মক্ত যদি রোগীর বদন,
 কিম্বা জিহ্বা ওষ্ঠদ্বয়, অথবা দশন

হয় কৃষ্ণ, নীল, পীত ; আরক্ত লোচন,
তা হইলে সে রোগীয়ে ত্যজিবে তখন ।

যদাত্যয় রোগের উপদ্রব ।

এ সকল রোগে ঘটে হিষ্কা, বমি, শ্বস,
কম্প, পার্শ্বশূল, ভ্রম, কাশ নিরন্তর ।

উন্মাদাধিকার ।

প্রবুদ্ধ বাতাদি দোষ উন্মার্গ গমনে
ভীষণ মানস ব্যাধি উন্মত্ততা আনে ।
বায়ু, পিত্ত, কফ যদি অতি রুষ্ট হয়,
অথবা মিলিত যদি হয় দোষ ত্রয়,
মানসিক ছুঃখে কিম্বা গবল ভ্রুৎকণে—
জনমে উন্মাদ বোগ এ ছয় কাবণে ।
অপ্রবুদ্ধ, অল্পদিন হলে উপস্থিত
উন্মত্ততা মদ নামে হয় অভিহিত ।

উন্মাদের কারণ ।

বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীব-মীন সম্মীলন,
বিষযুক্ত অন্নাদি বা অশুচি ভোজন,
দেবতা ব্রাহ্মণ কিম্বা গুরু অপমান,
হর্ষে ভয়ে আঘাত যদ্যপি পায় প্রাণ,
বলী সনে যুদ্ধ আদি বিষম চেষ্টায়,—
এসব কারণে নর উন্মত্ততা পায় ।
অল্প সত্ত্বগুণযুক্ত হয় যদি নর,
পূর্বোক্ত কারণ ঘটে তাহার উপর,

বাত আদি দোষ তাহে অতি কষ্ট হয়ে
বুদ্ধির নিবাস স্থান মানব হৃদয়ে,
হৃদাশ্রিত মনোবহা দশনাড়ী মনে
দৃষিয়া বিকৃত করে মানবের মনে ।

উন্মাদের লক্ষণ ।

চিত্তের চাক্ষু্য ঘটে, বুদ্ধি জন্ম আর,
আকুল মননে বেন হেন্নে চারিধার ।
অস্থিরতা, অসম্বন্ধ বচন কখন,
শূন্য হিয়া,—উন্মাদের এসব লক্ষণ ।

বাতিক উন্মাদের কারণ ।

রুদ্ধ ও শীতল কিম্বা অত্যন্ত ভোজন,
ধাতুক্কয়, উপবাস কিম্বা বিরেচন,—
একারণে বায়ু অতি কুপিত হইয়া,
চিন্তাদি করিয়া ছুট, হৃদয় দৃষিয়া
সদ্বর নরের বুদ্ধি স্থিতি নষ্ট করে,
এই হেতু বাতোন্মাদ রোগ আসি ধরে ।

বাতিক উন্মাদের লক্ষণ ।

অল্প হাসে, নাচে গায়, কত কথা কয়,
যখন উচিত নয় হাসে সে সময়,
অঙ্গের বিক্ষেপ করে, করয়ে রোদন,
দেহ হয় কুশ, কৃষ্ণ, অরুণ বরণ ।
আহার যদ্যপি রোগে পরিণাক হয়,
বাতোন্মাদ শায় বলবুদ্ধি অভিশয় ।

পিত্তোন্মাদের কারণ ।

কটু, অম্ল, উষ্ণ কিম্বা অজীর্ণে আহারে,
 অথবা ঝাইলে বাহা অঙ্গ জ্বালা করে,—
 একারণে নাহি যার হিতাহিত জ্ঞান,
 কিম্বা যে ইন্দ্রিয় বশ পশুর সমান,—
 এ হেন ব্যক্তির পিত্ত পূর্বের সঞ্চিত
 বেগ সহ উর্দ্ধদিকে ছইয়া ধাবিত,
 চিন্তাদি করিয়া ছুষ্ঠ, দূষিয়া হৃদয়ে,
 শীঘ্র উগ্র পিত্তোন্মাদে দেহে আসে লয়ে ।

পিত্তোন্মাদের লক্ষণ ।

কিছু না সহিতে পারে কবে আড়ম্বর,
 তর্জ্জন গর্জ্জন করে, হয় দিগম্বর ।
 দ্রুতবেগে ছুটে বোঁগা, তাপ সদা গায়,
 অভিলাষ সদা তার থাকিতে ছায়ায় ।
 ক্রোধ করে, অভিলাষ শীতল ভোজন,
 পিত্তোন্মাদে পীত হয় দেহের ববণ ।

কফজ উন্মাদের কারণ ।

শ্রম নাহি করে কিন্তু অতি বেশী খায়,
 হৃদয়স্থ কফ তাহে অতি দোষ পায় ।
 পিত্তযুক্ত হয়ে বুদ্ধি স্থিতি নাশ করে,
 চিত্ত মোহ পায় তাহে উন্মত্ততা ধরে ।

কফজ উন্মাদের লক্ষণ ।

বাক চেষ্টা অল্প অতি, ক্রুচি নাহি রয়,
 নিরঞ্জন প্রিয় রোগী, নারী প্রিয় হয় ।

নিজা বসি হয় রোগে, লাল্য আৰ . ঝরে,
শুক, মূত্র, নেত্র, নখ, শুক্লবর্ণ ধরে ;
আহার হইলে শেষ ব্যাধি ধরে- বল ।—
কফোন্মাদে ঘটে এই লক্ষণ সকল ।

সান্নিপাতিক উন্মাদ ।

নিজ নিজ প্রাকোপণ হেতু সমুদায়ে
বাত আদি দোষত্রয় প্রকুপিত হয়ে,
সান্নিপাতে পরিণত দোষেব আকর ।
তাহাতে উন্মাদ ঘটে অতি ভয়ঙ্কর ।

সান্নিপাত উন্মাদের লক্ষণ ।

বাতাদি ত্রিবিধোন্মাদে ঘটে যে লক্ষণ
সান্নিপাতে সে সবার হয় সন্মিলন ।

সান্নিপাতোন্মাদের অসাধ্যতার কারণ ।

সান্নিপাত জাতোন্মাদ কভু নাহি সারে,
এই হেতু কবিরাজ ত্যজিবেন তারে ।
এক দোষ প্রশমনে অন্য দোষ বাড়ে,
এই হেতু সান্নিপাত বোগ নাহি ছাড়ে ।
আমলকী আদি কিন্তু আছে মুষ্টিযোগ
যাহাতে ত্রিদোষ সাবে, তাহে ছাড়ে রোগ ।
সান্নিপাতোন্মাদে কিন্তু দোষ সমুদায়
ত্রিদোষে এমন ভাবে সংমিশ্রণ পায়—
সহস্র চেষ্টায় রোগ সারে না কখন ;
অসাধ্য কহেন রোগে তাই বুধগণ ।

শোকজ উন্মাদ ।

রাজকর্মচারী, শত্রু অথবা তৎকর,
 দেই মত হয় কিম্বা মানব অপর,
 তাহাদের হতে মনে জন্মে যেই জ্ঞান,
 কিম্বা হয় ধনক্ষয়, কিম্বা বন্ধু নাশ,
 অথবা বাঞ্ছিত নারী অপ্রাপ্তি কারণ
 অতি গুরু আঘাত যদ্যপি পায় মন,—
 ঘটে যদি এ সবার একটা কারণ
 শোকজ উন্মাদ তাহে ধরে সুভীষণ ।
 এ রোগে রোগীর ঘটে জ্ঞান বিপরীত,
 বুঝিতে না পাবে কিছু কি করা উচিত ।
 অতি গুপ্ত কথা মনে নাহি পায় স্থান,
 কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু করে গান ।

বিষজ উন্মাদ ।

বিষজ উন্মাদ বোপে আরক্ত লোচন,
 দৈন্য-ভাবাপন্ন রোগী, হয় শ্যাবানন ;
 চেতনা বিহীন হয়, নাহি রয় বল,
 কাস্তি নাশ পায়, স্তব্ধ ইন্দ্রিয় সকল ।
 উর্দ্ধ ভাগে মুখ করি কিম্বা অধোমুখে
 উন্মত্ততা রোগে রোগী যদি সদা থাকে,
 অত্যন্ত দুর্বল, ক্লেশ, নিদ্রা বিবহিত,
 মরণ জ্ঞানিও তার আগম নিশ্চিত ।

ভূতৌন্মাদ ।

ভূতৌন্মাদ রোগে রোগী যে যে কথা কয়,
 বোধ হয় কথা যেম মানুষের নয় ।

বিক্রম ও শক্তি হয় অপদেব মত,
অমামুষ শরীরের চেষ্টা আছে যত ।
এমন জনমে তার তত্ত্ব শিল্প জ্ঞান,
সজ্ঞানে কেহ না হয় তাহার সমান ।
অপর উদ্ভাসাদে বুদ্ধি কাল আছে তার—
ভূতোদ্ভাসাদে বুদ্ধি কাল নাহি সে প্রকার ।

অমুর গ্রহজ্ঞ উদ্ভাসাদ ।

অমুর গ্রহজ্ঞোদ্ভাসাদে রোগী কলেবর
ঘর্মেতে আপ্ত হ'য়ে রহে নিরন্তর ।
নির্ভয়, কুটিল নেত্র যেন সদা রোষ,
দেবগুরু ব্রাহ্মণের বলে যত দোষ ।
দুষ্টমতি, বিমার্গে নয়ন সদা রয়,
ভোজনে অতুষ্ট, পান কবে অতিশয় ।

গন্ধর্ব্ব গ্রহজ্ঞোদ্ভাসাদ ।

গন্ধর্ব্ব গ্রহজ্ঞোদ্ভাসাদে প্রকৃষ্ট অন্তর,
পুলিন বিহারী রোগী, হয় বনচর ।
মাল্যগন্ধ বিলেপন হয় প্রিয় তার,
সর্বদাই রহে রোগী অনিন্দিতাচার ।
সদাই আনন্দে থাকে, গীত ভালবাসে ;
মনোহর নৃত্য করে, সুমধুর হাসে ।

যক্ষ গ্রহজ্ঞোদ্ভাসাদ ।

যক্ষ গ্রহ জ্ঞাতোদ্ভাসাদে তাত্র নেত্র ধরে,
অতীব সুন্দর সুস্ব রক্ত বস্ত্র পরে ।
গম্ভীর প্রকৃতি, রোগী ক্রুতগামী হয়,
সহিষ্ণু, তেজস্বী হয়, অল্প কথা কয় ।

কি করিব দান আর দান করি কা'কে,
কেবল এ সব কথা রহে তার মুখে ।

পিতৃএহ জনিত উন্মাদ ।

বাম উত্তরীয় হয়ে অতি শাস্ত মনে,
বসে কুশপত্র বিরচিত আস্তরণে ।
পিতৃ এহ জাতোন্মাদে রোগী পিতৃগণে
উদ্দেশ্যে করয়ে তৃণ পিণ্ড জল দানে ।
পিতৃভক্ত, মাংসপ্রিয়, এই রোগে নর
পায়স ও তিল, গুড় ভক্ষণ তৎপর ।

নাগএহ জাতোন্মাদ ।

নাগ এহ জাতোন্মাদ সমাজাস্ত নর,
কদাচিৎ সর্প মত বৃকে দিয়া ভব
ভূমিতে গমন কবে, আব সর্ষক্ষণ
ওষ্ঠ প্রাস্তদ্বয় করে জিহ্বায় লেহন ।
গুড়, মধু, ছন্ধ আর পায়স ভক্ষণ
ভালবাসে, হয় তার স্বভাব কোপন ॥

রাক্ষস-এহ জনিত উন্মাদ ।

মাংস, রক্ত, সুরাজাত দ্রব্য সমুদয়,
রক্ষ এহ জাতোন্মাদে বড় প্রিয় হয় ।
অত্যন্ত নিলজ্জ হয়, অতীব নিষ্ঠুর,
কোপন স্বভাব অতি, হয় অতি শূর ।
এ রোগে বিপুল বল দেহে রোগী ধরে,
শৌচঘেযী হয় আর নিশায় বিহরে ।

পিশাট জনিত উন্মাদ ।

পিশাচজ বোগে বোগী উৰ্দ্ধ বাহু রয়,
 ক্রুশ ও ক্রুশাক, সদা ভুল কথা কয় ।
 অত্যন্ত অশুচি রয়, মন্দ গন্ধ গায়,
 অন্ন পানে বড় লোভ, বোগী বহু খায় ।
 জনশূন্য বনস্থলে করয়ে ভ্রমণ,
 বিরুদ্ধ আচার নিত্য করয়ে সে জন ।
 নিরন্তর কাঁদে এই রোগ ধরে যায়,
 সর্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া বেড়ায় ।

এহজোন্মাদের কারণ ও ফল ।

হিংসা, পূজাপ্রাপ্তি আশে, মানব শরীরে পশে
 দেবান্নুর আদি গ্রহগণ ।
 হিংসায় বাহারে ধবে, অন্ধি তার স্থল করে,
 করে নর বিক্রান্ত গমন ।
 ফেন করে বিলেহন, নিদ্রা আসে অনুক্ষণ,
 কাঁপে রোগী পড়ি ভূমি পবে ।
 বিষম কুফল তার, রোগী নাহি পায় পার,
 হিংসা আশে গ্রহ যারে ধরে ।
 হস্তীপৃষ্ঠ, মহীধর কিসা উঠে তরুপর
 অথবা অপর উচ্চ স্থান—
 তাহতে পড়িলে নব, গ্রহে যদি পায় ভর,
 তাহারে করিবে ত্যক্ত জ্ঞান ।

অসাধ্য উন্মাদ ।

অতীত হইলে পর ত্রয়োদশ বৎসর,
 উন্মত্ততা সকল প্রকার

কঠিন মূরতি ধরে, কিছুতেই সাহি সরে ;
হয় রোগী চিকিৎসার বার ।

দেবাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহজ্যোত্স্নাদের আবির্ভাব
কাল নির্ণয় ।

দেব গ্রহ সমুদায় পায় সবে পূর্ণমায়,
অনুরেরা উষায়, সঙ্কায় ;

গন্ধর্বাদি গ্রহগণে অষ্টমীর আগমনে ;
প্রতিপদে বন্ধ সমুদয় ;

হ'লে অমা আগমন যত পিতৃ গ্রহগণ ;
পঞ্চমীতে নাগ গ্রহ যত ;

রাক্ষসাদি গ্রহচর নিশা হ'লে সমুদয় ;
চতুর্দশী হইলে আগত

পিশাচাদি গ্রহ বারা নরদেহে পশি তারা
উন্নত করিয়া তুলে নরে ।

প্রতিবিন্দু দরপনে, শীত উষ্ণ প্রাণীগণে ;
সূর্য্যকান্ত মণির ভিতরে

রবিকর পশে যবে, অথবা জীবাত্মা জীবে
আবেশ করয়ে যে সময়,

কেহ না দেখিতে পায় ; তথা গ্রহ সমুদায়
গুণভাবে দেহে প্রবেশয় ।

দাহ নিদান ।

মদ্যজ দাহ ।

মদ্যপানে পিত্তদোষ হইলে কুণিত,
উন্মা তার শিশু, রক্তে হরে বিজড়িত

ডক্কে হইয়া প্রাপ্ত করে উপস্থিত
• ঘোব দাহ, মদ্যজ দাহ সে অভিহিত ।

রক্তজ দাহ ।

সর্ক শবীবানুগত রক্ত যে সময়
অতি বৃদ্ধ হয়, দাহ জনমে নিশ্চয় ।
ইহাকে রক্তজ দাহ কহে যুধগণ ।
ইহাতে রোগীর ঘটে এনব লক্ষণ ।—
তাত্র চক্ষু হয়, থাকে তাত্র আভা তায়,
কাতব অত্যন্ত বোগী হয় পিপাসায় ।
তাহাব সমস্ত অঙ্গ, বিশেষ বদন
লৌহ কিম্বা বস্ত্র গন্ধ যুক্ত সর্কক্ষণ ।
বোধ করে অনলে ঘেরেছে যেন তারে,
তাপ বোধ করে তথা শরীর উপরে ।

পিত্তজ দাহ ।

পিত্তজ্বেবে সংঘটিত যেসব লক্ষণ
পিত্তজাত দাহে ঐক জানিও তেমন ।
পিত্তজাত জ্বরে যথা চিকিৎসা করয়
তাহাতেই দাহ রোগে প্রতিকার হয় ।
জ্বরমত অস্থিরতা চিত্তের ভিতরে
নাহি থাকে, আমাশয়ে দোষ নাহি ধরে ।—
পিত্তজাত জ্বরে আর দাহে পিত্তজাত
এইমাত্র হয়ে থাকে প্রভেদ লক্ষিত ।

তৃষ্ণা নিরোধজ দাহ ।

পিপাসা নিগ্রহ হেতু, শরীর ভিতরে
জলীয় পদার্থ যত অবস্থান করে,

সে সকল হয়ে যায় ক্ষীণ অতিশয়,
তাহাতে পিস্তের উদ্মা বিবদ্ধিত হয় ।
বিবদ্ধিত সেই উদ্মা, দেহের বাহিরে
অথবা ভিতরে তাপ উপস্থিত করে ।
গল, তালু, ওষ্ঠ যায় বিগুণ হইয়া,
কাপে রোগী রসনায় বাহির করিয়া ।

রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ ।

প্রগাঢ় অস্ত্রের যায় কোষ্ঠ হৃদয়াদি,
একেধারে শোনিতে পুরিয়া যায় যদি,—
এহেন কারণে যেই দাহ জন্ম লয়
রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজাত দাহ তারে কয় ।

ধাতুক্ষয়জ দাহ ।

রসরক্ত আদি ধাতু যেই হয় ক্ষয়
অমনিই দাহ রোগ উপস্থিত হয় ।
তাহাতে মুচ্ছিত রোগী, তৃষ্ণায় কাতর,
নিশ্চেষ্ট হইয়া রয়, হয় ক্ষীণ স্বব ।
রোগীর ঐদ্যপি নাহি হয় প্রতিকার
কখন কখন ঘটে মরণ তাহার ।

মর্মাভিঘাতজ দাহ ।

মাথা, হিয়া, বস্তি আদি মর্ম্ম স্থান যত
দারুণ আঘাতে হয় যদ্যপি আহত,
সে কারণে যেই দাহ উপস্থিত হয়
মর্ম্ম অভিঘাত জাত দাহ তারে কয় ।
অনাধ্য এব্যাদি, আর যদি দাহ রোগে
শীতগাত্র হয় রোগী কিন্তু জ্বাছে ভোগে,

তাইহলে আছে দ্বাহ যতেক প্রকার
অসাধ্য জানিও, তাহে নাহিক নিস্তার ।

অপস্মার নিদান ।

বাত আদি দোষ যত অতি বৃদ্ধ হয়ে
চাবিবিধ অপস্মার আনে দেহে ভয়ে ।
স্মৃতি নাশ করে বলে নাম অপস্মার,
ইহাতে সংরক্ত হয়, হেরে অঙ্গকার ।

অপস্মারের পূৰ্ব লক্ষণ ।

উৎপত্তির পূৰ্ব হতে বোগ অপস্মারে
শূন্যতা জনমে, হৃদি কাঁপে বারে বারে ।
ঘৰ্ম্মাগম, অতি চিন্তা, মোহ হয় মনে,
ইন্দ্রিয়েব মোহ, নিদ্রা আসে না নয়নে ।

বাতজ অপস্মারের লক্ষণ ।

অনিলজ অপস্মারে রোগীর কম্পন,
ফেনের বমন, দন্তে দন্তের দংশন,
সৰ্কদা ফেলিতে থাকে শ্বাস ঘনে ঘন;
কখন কখন রোগী করে দরশন
অরুণ বরুণ রূপ, কভু বা অসিত,
দৃষ্টি পথে মিথ্যা প্রাণী হয় সমুদিত ।

পিত্তজ অপস্মারের লক্ষণ ।

মুখ বিনিঃসৃত ফেন পৈত্তিকাপস্মারে;
সৰ্কদা ও মুখ চক্ষু পীতবর্ণ ধরে ।

কাল্পনিক রূপ যত করে নিরীক্ষণ—
 পীতবর্ণ কখন বা লোহিত বরণ ।
 যথার্থ বস্তুও দেখে পীত বা লোহিত
 উষ্ণ দেহ হয় রোগী, তুষায় পীড়িত ।
 ইহা ভিন্ন সে রোগীর হেন বোধ হয়
 সমগ্র জগৎ যেন ছত্যাশনময় ।

শ্লেষ্মাজ অপস্মারের লক্ষণ ।

রোগীর মুখের কেন, শ্লেষ্মিকাপস্মারে,
 অঙ্গ আর মুখ, চক্ষু শুষ্ক বর্ণ ধরে ।
 শবীর শীতল, গুরু, হয় রোমাঞ্চিত,
 শুষ্ক বর্ণ কাল্পনিক প্রাণী হেরে কত ।
 বাতজ পিত্তজে জ্ঞান যে সময়ে ফিরে
 অনেক বিলম্বে তার শ্লেষ্মিকাপস্মারে ।

ত্রিদোষজ অপস্মার ।

বাতজাদি তিন অপস্মাবে যে লক্ষণ
 একাধারে যদি হয় সর্ব সন্মিলন,
 ত্রিদোষজ অপস্মাব তাহা নাম ধবে,
 অসাধ্য জানিও স্থির এই অপস্মারে ।

অপস্মারের অসাধ্য লক্ষণ ।

ক্ষীণের ও দীর্ঘকাল জন্ম দেহে যার,
 দূরীভূত নাহি হয় হেন অপস্মার ।
 কাঁপে যদি বারম্বার, ক্ষীণ হয় আর,
 ভুরু দুটী নড়ে, ঘটে বেজের বিকার,—

রোগীর যদ্যপি ঘটে এসব লক্ষণ,
অপস্মার রোগে তাব নিশ্চয় মরণ ।

অপস্মারের কাল সাপেক্ষতা ।

রুষ্ঠ দোষ সমুদায় পক্ষ অবশানে,
ছাদশ দিবস কিম্বা মাস ব্যবধানে,
অথবা ইহাব কিছু আগু পিছু কালে
মানবের দেহে আনে অপস্মাব বলে ।
ব্যাধির কারণ হ'লে, ব্যাধি উপস্থিত
হইবে মানব দেহে জানিও নিশ্চিত ।
যেই দোষগণ আসি দেহে পায় স্থান
তখনি আসিবে রোগ এই অনুমান ।
যুগপৎ উপস্থিত কার্য্যও কারণ
অপস্মার রোগে কিন্তু হয় না তেমন ।
যদিও শরীরে জাত কারণ সকলে,
অপস্মার আনে কিন্তু নির্দ্ধারিত কালে ।
যেমন ববষাকালে বীজ ছড়াইলে
কোন কোন বীজ ফোটে শরতেব কালে,
সেইমত কালপূর্ণ হয় যে সময়
কোন কোন রোগ আসে জানিও নিশ্চয় ।

বাতব্যাধি নিদান ।

রুদ্ধ বা শীতল, লঘু, অন্ন বা ভোজন,
অতীব মৈথুন, অতি রাত্রি জাগরণ,

বিষমোপচার, অতি ষমি, বিরেচন,
 অতিবিস্ত্র শ্রম, আর জল সন্তরণ,
 সাধ্যের অতীত যদি করে উল্লঙ্ঘন,
 কিস্বা বেশী পথ যদি করে পর্যটন,
 ব্যায়ামাদি কৰ্ম, চিন্তা, শোক, ধাতু ক্ষয়,
 কিস্বা রোগে অত্যন্ত কৰ্ষণ যদি হয়,
 মল কিস্বা পূৰ্বীষেব বেগ যদি ধবে,
 কিস্বা আগবসে যদি ণার্গ রোধ করে,
 শরীরে আঘাত কিস্বা হয় মৰ্ম্মস্থানে,
 কিস্বা যদি দিবামিশি বহে অনশনে,
 গজ, উষ্ট্র, অথ কিস্বা অন্য কোন ষানে
 যাইতে অত্যন্ত ক্রত ভূমিতে পতনে,
 রিক্ত হয় তাহে দেহে শ্রোত আছে যত,
 সে কারণে বায়ু পুনঃ হইয়া কুপিত,
 পূর্ণ করি শ্রোতোচয়, সকল শরীরে
 কিস্বা এক অঙ্গে ব্যাধি আনয়ন করে ।

বাতব্যাধির পূৰ্বরূপ ।

বাতব্যাধি দেহে জাত হয় যে সময়,
 যেসব লক্ষণ দেহে প্রকাশিত হয়,
 রোগপূৰ্বে ঈষদ্বক্ত সে সব লক্ষণ,
 পূৰ্বরূপ কহে তারে কবিরাজ গণ ।

বাতব্যাধির রূপ ।

দোষ ভেদে প্রকাশিত কছু লক্ষণ,
 বায়ুব চাপল্যে দোষ অভাব কখন ;

কখন লঘুতা কেহে বায়ুর শোষণে,
ঐগুলি এব্যাধিরূপ কহে বুধগণে ।

বাতজাত সার্বস্বাসিক, ঐকাস্বিক বিবিধ পীড়া ।

পর্দের সঙ্কোচ, স্তম্ভ, রোমোকাম হয়,
ভেঙে যেন যায় অস্থি পর্ব সমুদয় ।
প্রলাপ উপজে রোগে; পৃষ্ঠ দেশে, করে,
অথবা মস্তকে নিদারুন ব্যথা ধরে ।
খণ্ডতা, পঙ্গুতা হয়, কুজ হয়ে যায়,
অঙ্গ শোষ হয়, রোগী বঞ্চিত নিদ্রায় ।
গর্ভ, গুরু, রজোনাশ অথবা বিকৃতি,
কাঁপে অঙ্গ, লোপ পায় স্পর্শের শক্তি ।
রোগীর মস্তক, নাক, অথবা নয়ন,
অথবা ক্রুর আর ঐবার হুণন ।
ইহা ভিন্ন দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ আদি স্থানে
ভদ্রবৎ পীড়া হয়, শূলব্যথা আনে ।
একবিধ পীড়া হয় পাদ, পার্শ্ব দেশে,
নয়ন, শ্রবণ ঘর অথবা উরসে ।
সর্বদা আক্লেপ হয়, শ্রাস্তি বোধ আব
হেতুভেদে, স্থানভেদে বিবিধ বিকার ।

কোষ্ঠাশ্রিত রুষ্ঠ বায়ুর ক্রিয়া ।

রুষ্ঠ বায়ু কোষ্ঠাশ্রয় করয়ে যখন
মল ও মূত্রের তদা হয় নিরোধন,
কুঁচকিতে শোথ হয়, পীড়া যদি স্থলে,
পীড়া পায় রোগী গুল্ম, অর্শ, পার্শ্বস্থলে ।

সর্ববাক্ষাশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

সর্ববাক্ষ আশ্রয় বায়ু করয়ে যখন
ভঙ্গবৎ পীড়া হয়, গাত্রে স্কূরণ ;
দোষ ব্যাপ্তি হয় দেহে আর সন্ধিস্থলে,
সেই মত ব্যথা যথা স্ফোটক হইলে ।

মলাশয়াশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

রুষ্ণবায়ু মলাশয় আশ্রয়ে যখন
মল, মুত্র, অধোবায়ু পায় নিবর্তন ;
উপস্থিত করে তাহে শূল রোগ আনি ;
উপজে পাথরী রোগ, মুত্রে হয় চিনি ।
উদর আত্মান, শোষ, শূল ধরে শেষে
জজ্বা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ দেশে ।

আমাশয়াশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

ব্যথা হয়, করিলে আশ্রয় আমাশয়ে
পার্শ্বদ্বয়, নাভিদেশ, উদর, হৃদয়ে ।
ভৃক্ষা ও উদার হয়, বিস্মৃচিকা, কান,
কফ ও মুখের দোষ, আর হয় শ্বাস ।

পক্বাশয়াশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

পক্বাশয়েকরে বায়ু আশ্রয় যখন
উদরেতে শূল হয়, অস্ত্রেব কুঞ্জন ;
গুড় গুড় ধ্বনি পেটে বেদনার সনে,
কষ্টে মলমূত্র ত্যাগ, ব্যথা ত্রিকস্থানে ।
আমোদ, ইন্দ্রিয় শক্তি পায় বিলোপন ;—
উপস্থিত হয় রোগে এ সব লক্ষণ ।

ত্বগাশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

ক্ষুটিত ও রুক্ষ ত্বক, ত্বকে যদি পশে
শীর্ণ হয়ে যায় রোগী, নাবুঝে পবশে ।
ঈষৎ বক্রিম হয়, কভুবা অগিত ,
সূচীব সমান বেধ বেদনা সহিত ।
ত্বক যেন এই রোগে লভয়ে বিস্তার ,
পর্কে পর্কে জনমে প্রকোপ বেদনাব ।

রক্তাশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

বক্তগত হ'লে বায়ু, সমুদায় গায়
বৈবর্ণ্য, ক্রুশতা, তাপ, ধবে বেদনায় ।
পিডকা জনমে গাত্রে, রুচি নাহি রয়,
ভুক্ত দ্রব্য পেটে যেন স্তব্ধ হয়ে বয় ।

মাংসাশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

রুষ্ণ বায়ু মাংসে কিস্বা মেদগত হ'লে,
অতিশয় গুরুভাব প্রত্যক্ষ সকলে ।
বিনাশ্রমে শ্রান্তি বোধ, আব বোধ হয়
সূচাবিক্র দণ্ডাহত গাত্র সমুদয় ।

অস্থি মজ্জাশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

রুষ্ণ বায়ু মজ্জা অস্থি করিলে আশ্রয়,
অস্থি পর্কে ভঙ্গবৎ পাণ্ডা জাত হয় ;
সন্ধি শূল হয় আর বল মাংস ক্ষয়,
অনিদ্রা, বেদনা গাত্রে সকল সময় ।

শুক্রাশ্রিত রুষ্ণ বায়ুর ক্রিয়া ।

রুষ্ণ বায়ু শুক্রগত হলে অচিরায়
নর ও নারীর শুক্র গর্ভ করে পাত ।

না হয় সুদীর্ঘ কাল রাখে রুদ্ধ কবে,
অথবা বিকৃত রূপে পবিণত করে ।

শিরাত্তিত রুদ্ধ বায়ুর ক্রিয়া ।

হয় শূল, শিরাগত অনিল যখন,
শিরার সঙ্কোচ হয়, অথ বা পূরণ,
বাহ্য ও অন্ত্রবায়াম উপস্থিত করে,
কুজতা জনমে আব অঙ্গে খিল ধবে ।

স্নায়ুগত রুদ্ধ বায়ুর ক্রিয়া ।

সার্বাস্থিক ঐকাস্থিক রোগ সমুদয়
আসে বায়ু স্নায়ুগত হয় যে সময় ।

সন্ধিগত রুদ্ধ বায়ুর ক্রিয়া ।

রুদ্ধ বায়ু যে সময় সন্ধি দেশ ধবে,
সন্ধিনাশ, শূল, শোথ উপস্থিত করে ।

পিত্ত কফাক্ত প্রাণবায়ুর লক্ষণ ।

প্রাণবায়ু পিত্তে যবে পায় আবরণ
দাহ হয়, আর হয় অত্যন্ত বমন,
বিরল বদন, তন্দ্রা, অবসন্ন কায় ;
দুর্বলতা, কফে যদি আবরণ পায় ।

পিত্ত কফাক্ত উদান বায়ুর লক্ষণ ।

উদান অনিল যদি পিত্তযুক্ত হয়
দাহ, মুচ্ছা, ভ্রম জন্মে, ক্লাস্তি অতিশয় ।
ঘর্ম্মাভাব, অগ্নিমান্দ্য, কফ আবরণে,
সর্বদা শীততা গাত্র, রোমোদ্ধায় ক্ষণে ।

পিত্ত কফারত সমান বায়ুর লক্ষণ ।

সমান অনিল পিত্ত সংযুক্ত হইলে

উষ্ণগাত্র, শ্বেদ, মুচ্ছা হয়, অঙ্গ স্থলে ;

• কফযোগে মলমূত্র রুদ্ধ নিরন্তর,

থাকে থাকে বোমাঙ্কিত হয় কলেবর ।

পিত্ত কফারত অপান বায়ুর লক্ষণ ।

অপান বায়ুকে পিত্ত করিলে আরত,

রক্ত মূত্র, উষ্ণ দেহ, দাহ অবিবর্ত ।

শবীবের অধোভাগে, কফে যদি ঘেবে,

গুরুত্ব ও শৈত্য দুই উপস্থিত করে ।

পিত্ত কফারত ব্যানবায়ুর লক্ষণ ।

ব্যানবায়ু পিত্তে যবে পায় অববোধ,

গাত্রের বিক্ষেপ, দাহ, হয় ক্লান্তি বোধ ।

স্তব্ধতা শবীবে হয়, কফারত হ'লে

শোধ হয় সৰ্ব্ব অঙ্গে, আব ধরে শূলে ।

আক্ষেপক ।

শবীবের মধ্যে আছে যতেক ধমনী,

উদ্ধ কিম্বা অধঃ কিম্বা তির্য্যগগামিনী—

রুষ্ট বায়ু প্রাপ্ত হয় সবারে যখন

আক্ষেপক বোগ দেহে আসে সেই ক্ষণ ।

মুহুমুহুঃ সঞ্চরণে চালে বায়ু দেহে ;

আক্ষেপন হেতু রোগে আক্ষেপক কহে ।

অপতন্ত্রক ।

রুক্ষাদি স্বহেতু রুষ্ট বায়ু যে সময়

উদ্ধ অভিমুখে ধায় ছাড়ি পকাশয়,

তখন পশিয়া হৃদি, শিরঃ, শঙ্খদেশ,
 তত্তৎ স্থানকে করে পীড়িত অশেষ ।
 আক্ষিপ্ত শরীর তাহে ধনুমত নত,
 স্তন্ধাঙ্গ, তাহাতে রোগী বিনংজ্ঞ, মুচ্ছিত ।
 পরিত্যাগ করে শ্বাস অতি কষ্ট মনে,
 কপোতেব মত শব্দ হয় ক্ষণে ক্ষণে ।
 দৃষ্টিশক্তি নাশ, রোগে সংজ্ঞা লোপ পায়,
 একবিধ শব্দ কণ্ঠ হতে বাহিয়ায় ।
 হৃদি হতে বায়ু চালিয়া যখন,
 স্নৃস্ব বোধ কবে রোগী শবীব তখন ।
 আবার পশিলে হৃদে পুনঃ মুচ্ছা বায়,
 এই হেতু কহে বৈদ্যে ভীষণ ইহায় ।

দণ্ডাপতানক ।

রুষ্ঠ বায়ু অতিশয় কফযুক্ত হয়ে,
 দেহস্থ ধমনী বত আশ্রয় কবিয়ে,
 দণ্ডাপতানক নামে অন্য ব্যাধি আনে ;
 তাহাতে অশক্ত রোগী দেহ আকুঞ্চে ।

ধনুস্তম্ভ ।

যে বোগে ধনুর মত দেহ হয় নত,
 ধনুস্তম্ভ নামে তাহা হয় অভিহিত ।

অস্তরায়াম ধনুস্তম্ভ ।

অতি রুষ্ঠ বেগবান বায়ু যেই কালে,
 অঙ্গুলি জঠর গুল্ফ কিম্বা বক্ষস্থলে,
 হৃদয়ের অভ্যন্তর কিম্বা গলদেশ—
 এ সকল স্থানে বায়ু করিয়া প্রবেশ

দেহ মধ্যে যত বায়ু করে আকর্ষণ ;
 অভ্যন্তবে ক্রোড় নত মানব তখন ।
 অভ্যন্তবায়াম ধনুস্তন্ত তারে কয়,
 ইহাতে রোগীর স্তব্ধ হয় চক্ষুদ্বয় ।
 পার্শ্বদ্বয় হয় ভগ্ন, আবদ্ধ চোয়াল,
 রাশি রাশি কফ মুখে উঠে সদাকাল ।

বহিরায়াম ধনুস্তন্ত ।

পিছনেব দিকে আছে বাহ্য স্নায়ু যত
 বায়ু যদি সে সকলে হয়ে অবস্থিত,
 আকর্ষণ কবে রুপ্ত হয় যে সময়,
 মানবও বহির্ভাগে পৃষ্ঠ নত হয় ।
 অসাধ্য বহিবায়াম পণ্ডিতেরা কয়,
 বন্ধ, কটী, উরু তাহে ভঙ্গ মত হয় ।

অভিঘাতজ্ঞ আক্ষেপ ।

বিশেষ আঘাতে বায়ু হইয়া কুপিত,
 স্বয়ং কিম্বা কফপিত্তে হইয়া অস্থিত,
 অভিঘাতজ্ঞাতাক্ষেপ আনয়ন করে ।
 আক্ষেপ কারণ ভেদে চারি রূপ ধরে—
 দণ্ডাপতানক, বহিরভ্যন্তরায়াম,
 অভিঘাতজ্ঞাত, ধরে এই চারি নাম ।
 অসাধ্য সে অতি রক্তস্রাব গর্ভপাতে,
 যে অপতানক জ্ঞাত কিম্বা অভিঘাতে ।

একাক্ষ রোগ বা পক্ষাঘাত ।

দুষ্ঠ বায়ু দেহ অর্দ্ধভাগ আক্রমিয়া,
 সে দিকের শিরা স্নায়ু শোষণ করিয়া,

সন্ধিবন্ধ খুলে দিয়ে ঝাম বা দক্ষিণ,
 একদিক একেবারে করে শক্তিহীন ।
 এই হেতু কোন কাজ নাহি হয় তায়,
 সেই অঙ্গ পড়ে রয় বিচেতন প্রায় ।
 এ রোগে একাক্ষ রোগ কেহ কেহ কয়,
 কখন বা পক্ষাঘাত অভিহিত হয় ।

সর্বাস্থ রোগ ।

অত্যন্ত প্রচুষ্ঠ হ'য়ে অনিল যখন
 শবীবের সর্বস্থান করে আক্রমণ,
 শরীরস্থ শিরা আর স্নায়ু আছে যত,
 বিশোধন করি, সন্ধি করি বিশ্লেষিত,
 সর্ব দেহে অকর্ষণ্য করে বিচেতন ;
 ইহাকে সর্বাস্থ রোগ কহে সে কাবণ ।

পক্ষাঘাতের লক্ষণ ।

বায়ু পিত্ত যোগে যেই পক্ষাঘাত হয়,
 তাহে হয় দাহ, মূছা, সন্তাপ উদয়,
 শৈত্য, শোধ, কফযুক্ত অনিল যখন,
 দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ ।

পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

কফ পিত্তযুক্ত বায়ু যাহার কারণ,
 হেন পক্ষাঘাত সাধ্য কহে বুধগণ ।
 কেবল অনিলে যেই পক্ষাঘাত হয়,
 অতি কষ্টসাধ্য তাহা জানিও নিশ্চয় ।
 ধাতুক্ম বায়ু কোপে যেই রোগ ধরে,
 অসাধ্য সে পক্ষাঘাত, কভু নাহি সারে ।

অর্দ্ধিত রোগ ।

সদা করে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন,
অথবা কঠিন দ্রব্য করিলে চর্কন,
অতি হাসে, হাই তুলে, কিম্বা ভার বয়,
অথবা বিষম ভাবে যদি শুয়ে রয়—
এ সব কারণে বায়ু রুষ্ঠভাব ধরে
নবাব বদন অতি প্রপীড়িত কবে ।
মুখাঙ্ক ও গ্রীবদেশ হয় বক্রীভূত,
শিরঃকম্প, বাক্য রোধ, নেত্রাদি বিকৃত ।
এই রোগ বদনের যেইদিকে ধরে
সেদিকের গ্রীবদেশ নিপীড়িত করে ।
এভিন্ন ব্যথিত হয় চিবুক তাহার,
দশনে জনমে তার ব্যথা অনিবার ।

অর্দ্ধিত রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

অর্দ্ধিত রোগেতে যবে আক্রমণ করে,
রোগ বলে নর যদি ক্ষীণ দেহ ধরে,
অথবা নিমেষ শূন্য তাহার লোচন,
অথবা যদ্যপি তাব অস্পষ্ট বচন,
গলায় লাগিয়া রয় না হয় বাহির,
কিম্বা কাঁপে দেহ তার কতু নয় স্থির,
কিম্বা বর্ষ তিন চারি রোগ যদি রয়,
অসাধ্য তখন রোগ জ্ঞানিও নিশ্চয় ।

আক্ষেপকাদির উপশম লক্ষণ ।

আক্ষেপক, ধনুস্তম্ভ, অপতানকাদি,
মানবের দেহে ধরে যত বাতব্যাধি

তাহে বায়ুবেগ ঘেই শাস্ত মূর্তি ধবে
অমনি নে রোগে বোগী মুক্তিলাভ করে ।

হনুগ্রহ ।

বেশী জিব ছোলে, দ্রব্য কঠিন চিবায়,
অথবা আঘাত যদি কোনমতে পায়,
কিন্মা এই মত যদি অপব কাবণ
উপস্থিত হয়ে মুখ কবে নিপীড়ন,
চোয়াল মূলেব বায়ু রুষ্ঠভাব ধবে,
চোয়াল শিথিল আব অধঃকৃত কবে ।
হাঁকবিলে মুখ তার না বুজিতে চায়,
বুজাইলে একবার খোলা বড দায় ।
হনুগ্রহ নাম রোগ যে মানবে ধবে
কষ্ট পায় চিবাইতে কথা কহিবাবে ।

মন্যাস্তস্ত ।

বিষম ভাবেতে গ্রীবা কবিলে স্থাপন,
বিবৃত বা উর্দ্ধনেত্রে কবিলে দর্শন,
অথবা যদিপি নব দিবানিজ্রা যায়,
রুষ্ঠ বায়ু তাহে কফে আবরণ পায় ।
সেই বায়ু মন্যাস্তস্ত উপস্থিত করে,
এই রোগে রোগী গ্রীবা ঘুবাইতে নাবে ।

জিহ্বাস্তস্ত ।

কুপিত অনিল বাগ্বাহিণী শিরায়,
অবস্থিত হয়ে জিহ্বাস্তস্ত আনে তায় ।
জিহ্বাস্তস্তাক্রান্ত রোগী হয় যে সময়,
পানাননে, কখনে সে অসমর্থ হয় ॥

শিরা গ্রহ ।

যখন অনিল অতি হইয়া কুপিত,
গ্রীবাদেশে অবস্থিত শিরা আছে যত—
শিবোধব সেই শিরা কবয়ে বিকৃত,
শিরাগ্রহ নাম বোগ হয় উপস্থিত ।

গৃধ্রসী ।

গৃধ্রসী নামক বাত ব্যাধিতে প্রথমে,
ধবয়ে নিতম্ব দেশ, পবে যথাক্রমে
কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জাম্বু জজ্ঞা পাদদেশ,
স্তম্বতা, বেদনা পায়, যাতনা অশেষ ।
বাতাধিক্য যদি বয় সর্জদা স্পন্দন;
বাত কফাধিক্য হলে পূর্বোক্ত লক্ষণ ।
অধিকন্তু জন্মে বোগে আধিক্য তদ্বার,
বিষম অরুচি আর দেহে গুরুভাব ।

বিশ্বচী ।

বাল্লব পশ্চাৎ হ'তে শিরা যে সকল
আনিয়া পৌছিয়া আছে অঙ্গুলির তল,
রুষ্ঠ বায়ু তাহাদেব বিদূষিত করে,
অকর্ষণ্য তাহে বাল্ল নড়িতে না পারে ।
আকুঞ্চণ প্রসাবণ কিছুই না হয়,
ইহাবে বিশ্বচী রোগ বৈদ্যগণ কয় ।
এক হস্তে এই রোগ কখন ধরয়,
কখন বা আক্রমণ করে বাল্ল দয় ।

ক্রোষ্ঠীকুশীৰ্ষ ।

বাতরক্ত জাত দোষ জ্ঞানুর ভিতবে
মহাকষ্টকর শোথ উৎপাদন করে ।
এই শোথ শৃঙ্গালের মাথার মতন ;
এ রোগে ক্রোষ্ঠীক শীৰ্ষ কহে সেকারণ ।

খঞ্জতা ও পঙ্গুতা ।

কট্যাশ্রিত বায়ু রুষ্ঠ হইয়া যখন
জজ্ঞার মহতী শিরা করি আকর্ষণ
এক পদে ধরে, রোগী খঞ্জ হয় তায় ;
ষিপদে ধরিলে রোগী পঙ্গু হয়ে যায় ।

কলায়খঞ্জ ।

গমন আরম্ভ কালে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
খঞ্জের মতন পবে যে যায় চলিয়া,
সে রোগীয়ে নিদানে কলায়খঞ্জ বলে ;
শিথিলতা ধরে বোগে সৰ্ব্ব সন্ধি স্থলে ।

বাত কণ্টক (খুড়ুকা বাত ।)

পাদন্যাস কবে যদি উঁচু নিচু স্থানে,
অথবা অত্যন্ত পবিশ্রমেব কাবণে,
অত্যন্ত কুপিত হয়ে অনিল তখন
গুল্কদেশে বেদনায় কবে আনয়ন ।
অভিহিত বোগ বাতকণ্টকাভিধানে,
তাহারে খুড়ুকাবাত কহে সাধারণে ।

পাদ দাহ ।

পিত্ত রক্ত যোগে বায়ু রুষ্ঠ ভাব ধ'বে
পাদদাহ নাম রোগ উপস্থিত করে ।

এই রোগ, নদা যেই করয়ে ভ্রমণ
তাহারে প্রবল বেগে কবে আক্রমণ ।

পাদ হর্ষ ।

বাতশ্লেষ্মা কোপে পাদহর্ষ বোগ হয় ।
স্পর্শ শক্তি হীন তাহে হয় পাদদ্বয় ;
ঝিনি ঝিনি ব্যথা হয় রোমাঞ্চেব মত ,
এ কাবণে বোগ পাদহর্ষ অভিহিত !

অংশ শোষ ।

স্কন্ধদেশ স্থিত বায়ু কুপিত হইয়া
স্কন্ধেব শ্লেষ্মাকে ফেলে বিগুপ্ত করিয়া ।
আছে শ্লেষ্মা ঠিক যেন অংশেব বন্ধন ;
অংশশোষ বোগ নবে ধবে সে কাবণ ।

অববাহক ।

স্কন্ধেব অনিল রুষ্ট হইয়া যখন,
স্কন্ধেব সকল শিবা করে আবুঞ্জন,
তাহে জন্মে বোগ অববাহকাভিহিত ;
জন্মে বোগ এক হ'লে কফ আর বাত ।

অক্রিয়ক ।

কফেব সংযোগ বায়ু পায় যেই কালে,
আবরিয়া শব্দবহা ধমনী সকলে,
মন্মুখ্যকে অক্রিয়ক করে সে সময়
তাহে বোবা, খনা কিম্বা জড়ভাষী হয় ।

তুনী ।

মল মুত্রাশয় হতে উৎখিত হইয়া,
গুহ্ব কিম্বা উপস্থকে যেন বিদারিয়

যে বেদনা অধোদেশে করে আগমন,
এ হেন রোগেতে তুণী ক'ন বৈদ্যাগণ ।

প্রতিতুণী ।

তুণী লক্ষণের যদি বৈপরীত্য হয়,
অর্থাৎ উপস্থে কিম্বা গুহে যে সময়
ব্যথা উঠে পক্ষাশয়ে করয়ে গমন,
প্রতিতুণী নাম বোগ ধবষে তখন ।

আধ্বান ।

বায়ু বোধে স্কীত হয় যখন উদব,
বেদনা জনমে পেটে তাহাব উপব,
ইহা ভিন্ন গুড্ গুড্ ধ্বনি তাহে হয়,
অতি ঘোর সে বোগে আধ্বান রোগ কয় ।

প্রত্যাধ্বান ।

কফ ব্যাকুলিত হয়ে অনিল যখন
আমাশয় হ'তে উর্দ্ধে কবয়ে গমন,
পার্শ্ব হৃদয়েব স্কীতি কিন্তু না জন্মায়,
তা হইলে প্রত্যাধ্বান রোগ কহে তায় ।

বাতাষ্টীলা ।

উত্তর প্রদেশে শীলা বর্ত্তূল আকার,
অথবা লৌহের ডাণ্ডি দীর্ঘ গোলাকাব—
কারো মত লৌহ ডাণ্ডি, কারো মত শীলা,
এ হেন যে বস্তু তাবে বলয়ে অষ্টীলা ।
অষ্টীলার মত গ্রন্থি নাভি নিম্নেজাত
চল বা অচল উর্দ্ধে বিস্তৃত, উন্নত ;

বাত, মূত্র, পুরীষেব পাষ নিরোধন ;
প্রাত্যঙ্গীলা নাম গ্রন্থি করয়ে ধারণ ।

প্রত্যঙ্গীলা ।

এ সব লক্ষণাক্রান্ত অঙ্গীলা যখন
বাঁকিয়া উপবদিকে করিয়া গমন
জঠবেব মধ্যে আনি উপস্থিত হয়,
তখন এহেন বোগে প্রত্যঙ্গীলা কয় ।
অনুলোমগ ও বিলোমগ বায়ুর ক্রিয়া ।
অনুলোমগামী বায়ু বস্তি দেশস্থিত
সম্যক প্রকাব মূত্র কবায় নিঃসৃত ;
কিন্তু বায়ু প্রতিলোম কবিলে গমন
নানাবিধ মূত্রবোগ কবে আনয়ন ।

বেপথু ।

বেপথু নামক বাত ব্যাদি যদি ধবে
সৰ্ব্ব অঙ্গে বিশেষতঃ কম্প ধরে শিরে ।

খন্দ্বী ।

খন্দ্বী নাম বাতব্যাদি ধরে যে সময়,
পাদ, জজ্বা, উরু, কব বক্রীভূত হয় ।

অন্য বাতব্যাদি ।

ইহা ভিন্ন অকথিত নর দেহে উপস্থিত
বাতব্যাদি যত অবশেষ,
আছে যাহে যে লক্ষণ তাহা করি দরশন
স্থানে নামে করিবে নির্দেশ ।
বাতজ্বাদি যত রোগে বর্ণিত হইল আগে
পিত্তাদির সংশ্রব হেরিবে ।

পিত্ত কিস্বা কফসনে বুঝিয়া হেরি লক্ষণে
বাতব্যাধি চিকিৎসা করিবে ।

বাতব্যাধির সাধ্য লক্ষণ ।

হনুস্তম্ভ কিস্বাদিত, আক্ষেপ বা পক্ষাঘাত,
কিস্বা রোগ অপতানকাদি ;
বহুদিন যত্ন ক'বে যদিপি চিকিৎসা করে,
কিস্বা বোগী ধনী হয় যদি,
কতু সাবে কতু নয়, কিন্তু বোগ যে সময়
অল্প দিন হয় উপস্থিত,
অথবা রোগীব দেহে যদি অতি বল রহে,
হ'তে পাবে বোগ দ্বীভূত ।

বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ ।

বিসর্প, বেদনা দাহ, মন্দাগ্রি, অরুচি, মোহ,
মল মুত্রে প্ররুতিব হীন,
কিস্বা এই মত সব রহে অন্য উপদ্রব,
কিস্বা রোগী বল মাংস ক্ষীণ,
কিস্বা যদি শোথে ঘেবে, অঙ্গ ভাঙ্গে, কম্প ধবে,
স্পর্শ শক্তি পায় বিলোপন,
উদর আত্মান, তথা দেহে একবিধ ব্যথা,—
বাতব্যাধি হবয়ে জীবন ।

নীরোগ দেহের লক্ষণ ।

দেহ স্থিত সমীরণ যদি করে সঞ্চরণ
অব্যাহত আপনার মনে,
'নাহি হয় বৃদ্ধ ক্ষীণ, প্রকৃতিস্থ প্রতিদিন,
কিস্বা রয় আপন স্বস্থানে,—

বাসু দেহ অভ্যন্তরে হেন গুণ যদি ধরে
 নীবোগ হইয়া থাকে নব ।
 জীতে পারে বহুদিন , এমন কি পাঁচ দিন
 একশত বিংশতি বৎসব ।

বাতরক্ত নিদান ।

লবনান্ন, কটু, স্নিগ্ধ, উষ্ণাপক, ক্ষাব,
 অথবা তুর্জ্জব দ্রব্য কবিলে আহার,
 জ্বলচব শ্বলচব জীব আছে যত
 পচা, শুষ্ক মাংস তাব হইলে ভক্ষিত,
 কুতথ কলাই, মাম, তিলকঙ্ক, মূলা,
 শিম, শাক যত খাদ্য আছে যতগুলি,
 মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঁজি, সৌবীৰ আচাব,
 তক্র সূবাসব আব বিরুদ্ধ আহাব,
 পূৰ্ণাহার জীর্ণ নয় তথাপি ভোজন,
 ক্রোধ, দিবানিদ্রা আব রাত্রি জাগরণ,—
 বাত রক্ত রূপ্ত হয় এসব কারণে ।
 অথবা বিরুদ্ধাহাব কবে যেই জনে,
 কিম্বা যেই কোমলাঙ্গ কিম্বা স্থূল কাগ,
 এইমত লোকে প্রায় এই বোগ পায় ।
 হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র পৃষ্ঠে যে কবে ভ্রমণ,
 বিদাহ জনক অন্ন যে কবে ভোজন,
 শরীরের যন্ত তার ভ্রমণ কারণে
 ভুক্তান্ন বিদাহ হেতু দক্ষ হয় ক্ষণে ।

দক্ষ রক্ত ক্রুষ্ট বায়ু সহ সন্মিলিত
 হইয়া চরণ দ্বয়ে হয় সে সঞ্চিত ।
 বাত, বক্ত উভয়েই হইয়া কুপিত
 যদ্যপিও এই বোগে কবে উপস্থিত,
 তথাপি বায়ুব অতি প্রাবল্য কাবণ
 বাতবক্ত এই বোগে ক'ন বৈদ্যাগণ ।
 রক্ত ক্রুষ্ট হয় অন্ন বিদাহি ভোজনে ;
 বায়ু হয় প্রকুপিত হস্ত্যাদি গমনে ।
 প্রকুষ্ট শোণিত হয়ে অনিল প্রেবিত
 লব্ধমান পদদ্বয়ে হয় সে সঞ্চিত ।

বাত রক্তের পূর্ব লক্ষণ ।

বাতরক্ত সমুৎপন্ন হয় যে সময়
 পূর্বে তাব সর্ক দেহে অতি ঘর্ম্ম হয় ;
 কখনবা একেবাবে ঘর্ম্ম নাহি থাকে ;
 দেহমধ্যে স্থানে স্থানে ক্লষ্ণ চিহ্নে ঢাকে ।

বাত রক্তের লক্ষণ ।

স্পর্শশক্তি লোপ পায়, যে কোন কারণে
 দেহ মধ্যে ক্ষত যদি হয় কোন স্থানে
 পীড়িত সে স্থান হয় অতি বেদনায়,
 শিথিল হইয়া যায় সন্ধি সনুদায় ।
 অলসতা বাড়ে আব অবসাদ ধবে,
 পিড়কার সমুৎপত্তি হয় কলেবরে ।
 জানু, জজ্বা, উরু, কটী, ঋক্ষ, হস্ত, পদে,
 কিসা সন্ধি স্থলে ব্যথা সূচী যেন বিঁধে ।

বিদারণ মত্ত পীড়া, কখন ক্ষুরণ,
অঙ্গ যেন গুরুভারে করে আচ্ছাদন ।
স্পর্শশক্তি পায় লোপ, কণ্ঠ হয় আর
সন্ধি স্থলে জনমে বেদনা বারম্বার ;
আবার নিবৃত্তি পায়, বর্ণ হীন কায়,
দেহে জন্মে চাকা চাকা চিহ্ন সমুদায় ।

বাতরক্তে অবিল প্রকোপের লক্ষণ ।

বস্ত্র হ'তে রুষ্ঠিতর অনিল বধন
বাত বস্ত্রে ধরে শূল, অঙ্গের ক্ষুরণ,
ভঙ্গবৎ পীড়া হয়, শোথের রুদ্ধতা,
কখনবা শ্যাব কভু অসিত বর্ণতা ।
রোগের লক্ষণ যত কভু বৃদ্ধি পায়,
কখন বা সে লক্ষণ হ্রাস হয়ে যায় ।
ধমনী, অঙ্গুলি, সন্ধি হয় সঙ্কুচিত,
অত্যন্ত যাতনা, অঙ্গে ব্যথা উপস্থিত ।
শীতে ঘেঘানুপশয়, স্তব্ধ হয় কায়,
কাঁপে অঙ্গ, স্পর্শ শক্তি হ্রাস হয়ে যায় ।

বাত রক্তে রক্ত প্রকোপের লক্ষণ ।

রক্ত যদি হয় রোগে অতি প্রকুপিত
শোথ হয় তাম্রবর্ণ, ক্লেদ সমন্বিত,
দাহ হয় অতিশয়, অতি কণ্ঠ করে,
তোদ আর চিমিচিমি বেদনায় ধরে ।
স্নিগ্ধকর হেন ক্রিয়া রুদ্ধ কর আর—
সে ক্রিয়ায় উপশম না হয় পীড়ার ।

বাতরক্তে পিত্তাধিক্যের লক্ষণ ।

পিত্তাধিক বাতরক্তে ঘর্মাগম, দাহ,
মত্ততা ও মূর্ছা, তৃষ্ণা আব হয় মোহ ।
শোথ হয় স্পর্শাসহ, রক্তবর্ণ, স্ফীত,
দাহ, পাক, রহে অতি উদ্ভার সহিত ।

বাতরক্তে কফাধিক্যের লক্ষণ ।

স্তমিতা, গুরুত্ব, হয় কফ যদি অতি ;
অগ্নি হয় কফাধিক্যে স্পর্শেব শক্তি ।
শৈত্য অনুভব হয়, দেহ সুচিকণ,
অগ্নি অগ্নি ব্যথা জন্মে, করে কণ্ঠযন ।

দ্বিদোষ ও ত্রিদোষ আধিক্যের লক্ষণ ।

দ্বিদোষ প্রাবল্যে ষটে দ্বিদোষ লক্ষণ ;
ত্রিদোষ আধিক্যে সর্ব লক্ষণ মিলন ।

বাতরক্তের ক্রিয়া ।

মূষিক বিষের ন্যায় মন্দ মন্দ বেগে
পাদমূল হ'তে এই বাতরক্ত রোগে,
কখনও হস্তমূল কবিয়া আশ্রয়,
ক্রমে ক্রমে সর্ব দেহে সঞ্চারিত হয় ।

বাতরক্তের সাধ্যাদি লক্ষণ ।

পাদমূল হ'তে জ্ঞান পর্য্যন্ত ব্যাপিত ।
বেই বাতরক্তে ত্রক বিদীর্ণ দলিত,
পুষরক্ত ঝরে, হয় বল মাংস ক্ষয়,—
এই মত।ধরে অন্য উপদ্রব চয়,

অসাধ্য সে বাতরক্ত ; বর্ষের ভিতরে
 কিন্তু যদি জন্মে রোগ ষাণ্য ভাব ধরে ।
 মন্ততা ইন্দ্রিয় মোহ, অরোচক শ্বাস
 শিরঃপীড়া, মাংসপচা, ব্যথা, নিদ্রানাশ,
 মনোমোহ, তৃষ্ণা জ্বব, কম্প ও পঙ্ক্তা,
 হিকা ও বিসর্প, ভ্রম, অঙ্গুলি বক্রতা,
 শোথ পাকে, ক্লান্তি, সূচীবিধন ষাতনা,
 ফোট, দাহ, আব যদি মর্ষেব বেদনা—
 এই উপদ্রব যুক্ত, কিম্বা যুক্ত মোহ,
 হেন বোগে সারাইতে নাহি পারে কেহ ।
 এই উপদ্রব যদি সব নাহি রয়
 ষাণ্য রোগ, শূন্য হ'লে সাধ্য সে নিশ্চয় ।
 অচির উৎপন্ন এক দোষ অনুগত
 বাতরক্ত রোগ যেই সাধ্য সে নিশ্চিত ।
 দ্বিদোষজ ষাণ্য আর বহু উপদ্রবে
 পূর্ণ, ত্রিদোষজ রোগ অসাধ্য জানিবে ।

উরুস্তম্ভ নিদান ।

উষ্ণ, দ্রব, গুরু, লঘু, কঠিন, শীতল,
 সেবিলে স্নিগ্ধ ও ক্লৃষ্ণ দ্রব্য যে সকল,
 বহুভাগজীর্ণ আব অল্পজীর্ণ নয়
 ভোজন করয়ে যদি এমন সময়,
 পরিশ্রম অতিশয়, শরীর চালন,
 দিবা নিদ্রা কিম্বা অতি রাত্রি জাগরণ ।

কুপিত হইয়া বায়ু এ সব কাঁবণে
মিলিত হইয়া ছুট্ট মেদ শ্লেষ্মাসনে
উরুকে আশ্রয়ে যবে, কবিয়া দূষিত
আমরস যুক্ত পিত্তে অত্যন্ত সঞ্চিত,
স্তিমিত শ্লেষ্মার বলে অনিল তখন
উরু দেশস্থিত অস্থি করয়ে পূরণ ।
উরুদেশে তাহে অতি বেদনায় ধরে,
স্তব্ধ ও শীতল করে সমাক্রান্ত ভাবে ।
সর্বদাই উরুদেশ অচেতন রয়
রোগী মনে কবে যেন উরু তাব নয় ।

উরুস্তম্ভের লক্ষণ ।

অঙ্গের বেদনা, চিন্তা, স্তিমিত্য ও স্বর,
তন্দ্রা ও অরুচি আর বমি তদুপর,
ল্গর্শ নাহি বুঝে, ঘটে অবসাদ পায়
অতি কষ্টে রোগে রোগী চবণ চালায় ।
উরুস্তম্ভ রোগে ঘটে এ সব লক্ষণ ;
কেহ কেহ এই রোগে আঢ্য বাত ক'ন ।

রোগের পূর্ব লক্ষণ ।

রোগপূর্বে নিদ্রাধিক্য, চিন্তা অতিশয়,
স্তিমিত্য ও স্বর, দেহ রোমাঞ্চিত হয় ।
জজ্ঞা উরু দুর্বলতা, অরুচি বমন,
লক্ষিত হইয়া থাকে এসব লক্ষণ ।

উরুস্তম্ভে তৈলাদি প্রয়োগের কল ।

স্বস্তি সংকোচাদি বত বাতের লক্ষণ—
উরুস্তম্ভ রোগে তাহা করি দরশন

জন্মে কেহ তৈলাদি প্রয়োগ যদি করে,
 পাদ তাহে অবলাদ আর স্রুষ্টি ধরে ।
 উত্তোলন সঞ্চালন কষ্টসাধ্য হয় ;
 জজ্ঞা ও উরুতে জন্মে গ্লানি অতিশয় ।
 অনুভব করে রোগী তাহার উপর
 বেদনাও অল্প অল্প ছালা নিরন্তর ।
 পাদন্যাশে জন্মে ব্যথা নাহি বোঝে শীত,
 রাখিতে চাপিতে নারে, না হয় চালিত ।
 অন্যে যদি ধ'বে তার চরণ সরায়
 বোধ করে উরুপদ ভেঙ্গে বুঝি যায় ।

উরুস্তম্ভের অসাধ্য লক্ষণ ।

ছুঁচ ফোটাঁমত ব্যথা, দাহ কম্প আব
 ঘটে যদি রোগে, জেনো মরণ তাহার ।
 কিন্তু অল্প দিন জাত শূন্য উপদ্রবে
 এ রোগেব সাধ্যমত চিকিৎসা কবিবে ।

আমবাত নিদান ।

যুগপৎ ক্ষীণ মীন বিরুদ্ধ আহাব,
 ব্যাবায়, ব্যায়াম আদি বিরুদ্ধ বিহাব,
 অগ্নিমান্দ্য, অক্ষমতা গমনাগমনে,
 স্নিগ্ধাঙ্গ ভোজন অস্ত্রে ব্যায়াম করণে,—
 অপক্ক আহার রস এসব কারণে
 অনিলের বলে নীত হয় কফ স্থানে ।

তথায় সে আম অতি হইয়া দূষিত
 ধমনী সমূহে গিয়া হয় উপস্থিত ।
 বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন বস মিলে
 সেই অন্ন রসে আবো দুষ্ট ক'রে ভুলে ।
 পিচ্ছিল হইয়া রস নানা বর্ণ ধবে,
 শ্রোতোচয়ে ভার আব ক্রেশযুক্ত করে ।
 ইহাতে শবীব হয় সত্তর দুর্বল
 ভাব সমাক্রান্ত হয়ে রয় হৃদিস্থল ।
 এই আমবাত ব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর;
 ঘটায় বিবিধ রোগ ইহাব উপর ।
 বায়ু কফ যুগপৎকুপিত হইয়া
 ত্রিক আর সন্ধিস্থলে প্রবেশ কবিয়া
 সর্বগাত্র একেবাবে স্তম্ভ ক'ব ফেলে,
 আমযুক্ত দোষ হেতু আমবাত বলে ।

আমবাতের সাধারণ লক্ষণ ।

অঙ্গ মর্দ, অরুচি ও তৃষ্ণা, অলসতা,
 স্বর ও অপরিপাক দেহের গুরুতা,
 অবশেষে শোথে লেহ করে আচ্ছাদন,
 আমবাত বোগে ঘটে এসব লক্ষণ ।

আমবাত প্রকোপের ফল ।

আম বাত যেসময় হয় প্রকুপিত
 সর্বরোগ হ'তে করে অধিক পীড়িত ।
 হস্তপদ, মাথা, গুল্ফ, ত্রিক, জামুদয়,
 উরু, সন্ধিস্থলে ব্যথাযুক্ত শোথ হয় ।

দুই আম সেই স্থানে করয়ে আশ্রয়
বিছার কামড় মত আলা সেখা হয় ।

আমবাতের উপদ্রব ।

অগ্নিমান্দ্য হয় বোগে, মুখ নাশা দিয়া
নিয়ত পতিত হয় সলিল ঝরিয়া ।
অরুচি, গুরুতা দেহে, বিরগ বদন,
উৎসাহের হানি হয়, দাহ অনুক্ষণ ।
বহুমূত্র, বমি, ডম, তৃষ্ণা অতিশয়,
কঠিনতা, শূল কুক্ষে, নিদ্রা বিপর্যয়,
হৃদয়ে বেদনা হয়, মল বন্ধ কবে,
অস্ত্রের কুজন হয়, জড়তা শবীবে,
অনাহও অন্য অন্য কষ্টকর যত
উপদ্রব আমবাতে হয় উপস্থিত ।

দোষভেদে আমবাতের লক্ষণ ।

পিত্ত হেতু গাত্রদাহ, রক্তবর্ণ কায়,
বাতজে ধরয়ে শূলসম বেদনায়,
ককজাত আমবাত যোগময় ধরে
স্তৈমিত্য গুরুতা হয়, দেহ কণ্ডু করে ।

আমবাতের সাধ্যাদি লক্ষণ ।

এক দোষজাত সাধ্য চিকিৎসায় সারে ;
ষাপ্য রোগ, দুই দোষে যদি জন্ম ধরে ;
সর্ব দেহ ব্যাণ্ড শোধ লক্ষণ সংযুত—
অসাধ্য সে আমবাত, তিন দোষ জাত ।

শূল, পরিণামশূল, অন্নদ্রব শূল ।

অষ্টবিধ শূল ;— দোষ প্রতিফুল
 ভিন্ন ভিন্ন যদি হয়,
 তিন শূল তায় জন্ম লাভ পায়
 দুই দোষ যদি রয়,
 একত্র মিলনে তাহে আনে তিনে,
 তিন দোষ যদি মিলে
 প্রকোপ তাহার এক আনে, আর
 এক আমদোষ বলে ।
 ভিন্ন ভিন্ন দোষে ভিন্ন শূল রোষে
 কিন্তু এ সবার পয়ে—
 সকল সময় জানিও নিশ্চয়
 অনিল প্রভু করে ।

বাতিক শূল ।

গমন অস্বাদি বানে, ব্যায়াম, অতি মৈথুনে,
 অথবা অধিক নিশা জাগরণ করিলে,
 অত্যন্ত শীতল জল, পিয়ে যদি অবিরল
 অথবা কলায়, মুগ, অরহব খাইলে,
 কোদ ধান্যের ভক্ষণ, রুক্ষ দ্রব্যের সেবন,
 পূর্কাহার জীর্ণ নয় তবু পূবে উদরে,
 অকুরিত যেই ধান্য খাইলে তাহার অন্ন,
 অতিঘাতে, কষায় ও তিক্ত রস আহারে,
 ক্ষীর-মীন সন্মিলন আদি বিরুদ্ধ ভোজন,
 শুক মাংস কিম্বা শুক শাকাহার করিলে,

মৃত, বায়ু, পুণীষের বেগ ধাবণে শুক্রেব,
শোক, উপবাস কিম্বা অতি কথা কহিলে,
অতি গন্য অবিবত ইত্যাদি কারণ মত,
তাহাতে অনিল অতি প্রকুপিত হইয়া
পৃষ্ঠ, ত্রিক ও হৃদয়ে বস্তিদেহে পার্শ্ব দ্বয়ে
বাতজাত শূল আনে উপস্থিত কবিয়া ।

বাতিক শূলের প্রকোপ কাল ।

ভুক্ত যে আহাব, জীর্ণতার তাব,
মেঘাগমে, সাযংকালে,
শীত ববষায়, অতি কোপ পায়,
অনিল জনিত শূলে ।

বাতিক শৃঙ্গের লক্ষণ ।

অনিলা কাব্যে,এরোগ যখন,
আক্রমণ করে নবে,
ব্যথা অবিবতহয় প্রশমিত,
আবাব আগিয়া ধরে ।

[illegible]

স্বৈদ নিৰ্গমন, তৈলাদি মর্দন,
হাত ঘনা ব্যথা স্থলে,
ল্লিকৌষ আহাবে, এমত প্রকারে
উপশম পায় শূলে ।

পৈত্তিক শূল ।

অতি তীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ, অতি দাহ কর, ৬
 কিম্বা হ'লে ক্ষাব দ্রব্য ভোজন তৎপর ।
 কুলথকলায়-যুষ্ম, শিষী, তৈল পান,
 তিলকঙ্ক, কটু, অম্ল, সৌবীর সঙ্কান,
 সুরায় প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য আছে বত,
 এই মত অন্য দ্রব্য হইলে ভক্ষিত,
 ক্রোধ, অগ্নিতাপ অতি পবিশ্রম আব,
 মৈথুন ও বৌদ্ধ নেবা, বিদম্ব আহাব,
 এসব কাবণে পিত্ত হইয়া কুপিত,
 আশু নাভিদেশে কবে শূল উপস্থিত ।
 তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মুর্চ্ছা, ভ্রম, চোষ,—
 এলক্ষণ ঘটে, যদি রহে পিত্ত দোষ ।
 অর্দ্ধ রাত্র কালে, কিম্বা মধ্যাহ্ন সময়ে,
 ইহা ভিন্ন শবত ঋতুব সমুদয়ে,
 অথবা ভুক্তান্নজীর্ণ হয় যেইকালে,
 অত্যন্ত প্রকোপ পায় পিত্তজাত শূলে ।
 শীত ঋতু সমাগমে শীতল ক্রিয়ায়,
 সুস্বাদু শীতলাহাবে উপশম পায় ।

শ্লেষ্মিক শূল ।

জলময় দেশজ ও জলজ মাংসাদি,
 দুষ্ক্লেব বিকাব যথা ক্ষীর, ছানা, দধি,
 তজ্জের কুট্টিকা, মাংস ইক্ষুরস আর,
 পিষ্টক, তিল তণ্ডুল, কুশরা আহার,
 এই মত অন্য অন্য দ্রব্য সমুদায়
 অতি কক্ষ জন্মে যায়, কেহ যদি খায় ।

এসব কারণে গ্লেট্মা প্রকুপিত হয়ে,
 শূলরোগ উৎপাদন কবে আশাশয়ে ।
 বমনবেগ, কাশ অবসাদ দেহে,
 অরুচি ও কোষ্ঠদেশ শুষ্ক হয়ে রহে,
 মুখ হ'তে জল ঝরে মাথা হয় ভার,
 শ্লৈষ্মিক যে শূল এই লক্ষণ তাহাব ।
 প্রভাতে, বসন্তে, শীতে আহাবেব পবে,
 গ্লেট্মা শূল বড়ই যাতনা দান করে ।

ত্রিদোষজ শূল ।

বাত আদি দোষত্রয় হয়ে প্রকুপিত,
 ত্রিদোষলক্ষণ শূল কবে উপস্থিত ।
 সান্নিপাত শূল অতি কষ্ট করে দান,
 ভয়াবহ হয় বিষ বজ্রের সমান ।
 চিকিৎসায় এবোগ না হয় নিবারণ,
 অসাধ্য এহেতু বোগে ক'ন বৈদ্যগণ ।

• আমজ শূল ।

আটোপ, বমনবেগ, শরীরেব ভাব,
 স্তৈমিত্য, বমন, মল মূত্র বোধ আব,
 কফশ্রাব, কফজাত শূলোক্ত লক্ষণ,
 আমজাত শূলে সব দেয় দবশন ।

দ্বন্দ্বজ শূল লক্ষণ ।

হৃদি, পৃষ্ঠে, পার্শ্বদেশে, অথবা উভয় পাশে
 বাতগ্লেট্ম জাত শূল ধরে,
 পিত্ত গ্লেট্মে জন্ম যার, করে শূল অধিকার
 কুক্ষিভিত্তি হৃদয় ভিতরে ।

বাতিক পৈত্তিক শূলে, শরীরেব যে যে স্থলে,
সর্বদা করযে আক্রমণ,

বাত পিত্ত দোষ যোগে, সমুৎপন্ন শূল রোগে,
সে সে স্থলে ধবে অনুক্ষণ ।

অধিকন্তু এই শূলে, অন্য লক্ষণ সকলে,
দেহ মধ্যে উপস্থিত কনে,
রোগীর সমস্ত দেহে, আক্রমণ কবে দাছে,
ভোগে বোগী অতিশয় জ্বরে ।

শূলের সাধ্যাদি লক্ষণ ।

সাধ্য শূল একদোষ জ্ঞাত যদি হয় ;
 দ্বিদোষজ কঠ সাধ্য জানিও নিশ্চয় ;
 ত্রিদোষজ হ'লে শূল অসাধ্য তখন,
 বহু উপদ্রব কব বড়ই ভীষণ ।

পরিণাম শূন্য ।

নিজ কোপ হেতু রুষ্ঠ বায়ু বলবান
 বায়ু সে যখন কফ পিত্ত সন্নিধান,
 কফ ও পিত্তকে বায়ু দৃষিয়া তখন,
 পরিণাম শূল বোগ কবে উৎপাদন ।
 ভুক্ত দ্রব্য পবিপাক হয় যে সময়,
 সে সময়ে এই শূল প্রকুপিত হয় ।

বাতিক পরিণাম শূলের লক্ষণ ।

শুড় শুড় ধ্বনি পেটে উদব আখ্যান,
 মল মূত্র রুদ্ধ হয়, দেহ কম্পান,
 অসুস্থচিত্ততা ঘটে বোগ আক্রমণে,
 উপশম পায় রোগ স্নিগ্ধোষ সেবনে ।

পৈত্তিক পরিণাম শূলের লক্ষণ ।

অমুস্থচিত্ততা, তৃষ্ণা, দাহ ঘর্ম্ম আর,
পিত্তজাত পরিণাম শূলের বিকার,
লবন ও কটু অন্ন সেবনে জনম,
শীতল ক্রিয়ার বোগ পায় উপশম ।

কফজ পরিণাম শূলের লক্ষণ ।

অন্ন কিন্তু ব্যথা অতি দীর্ঘ কাল বয়,
বমিও বমন বেগ আব মুর্ছা হয় ।
কটু কিষা তিক্ত দ্রব্য করিলে সেবন,
কফজাত এই শূল হয় নিবাবণ ।
প্রকাশ যদিপি পায় ত্রিদোষ লক্ষণ,
ত্রিদোষজ শূল তবে জানিও তখন,
ত্রিদোষ লক্ষণ যদি সংঘটিত হয়,
ত্রিদোষজ পরিণাম শূল তবে কয়,
অগ্নি কিষা মাংস, বল যদি পায় ক্ষয়,
অসাধ্য এ শূল তবে জানিও নিশ্চয় ।

অন্নদ্রব শূল ।

ভুক্ত দ্রব্য পবিপাকে কিষা পাক কালে
অপক্কাবস্থায় কিষা ধবে যেই শূলে
কিষা পথ্যাপথ্য কিষা ভোজনাভোজন,
কিষা অন্য যেই কোন নিয়ম পালন
করিলে কিছুতে উপশম নাহি পায়,
ভীষণ সে শূল অন্ন-দ্রব কহে তার ।
এই শূলে যে পর্য্যন্ত না হয় বমন,
সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত না হয় কদাচন ।

বমন কবিলে পিত্ত জীর্ণ হ'য়ে যায়,
নে কারণে রোগী শূলে শাস্তি লাভ পায় ।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ নিদান ।

হাঁচি ও উল্কার, মূত্র, অধোবায়ুমল,
বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্জ্বা, চক্ষু জল,
দীর্ঘশ্বাস, নিদ্রাবেগ ধাবণ কবিলে,
যে যে বোগ জন্মে তবে উদাবর্ত্ত বলে ।

অধোবায়ুবেগরোধজনিত
উদাবর্ত্তের লক্ষণ ।

বায়ু, মূত্র, মলত্যাগে অপ্ররুত্তি কবে,
উদর আত্মান, ক্লান্তি, বেদনা উদবে,
স্রুচীবেধ সম ব্যথা আব ধবে শূলে,
অধোগ বায়ুবেগ ধাবণ কবিলে,

মলবেগ রোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ ।

পেটে গুড়্ গুড়্ শব্দ শূলবেদনা,
গৃহদেশে কাটামত জনমে যাতনা,
মলত্যাগে ইচ্ছানাশ, উৰ্দ্ধ বাত ধবে,
মুখ দিয়া কড়ু মল নির্গমন কবে ।

মূত্ররোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ ।

মূত্রাশয়ে আব লিঙ্গে শূলের বেদন,
মূত্রকৃচ্ছ্র ব্যথা হেতু দেহের নমন,
অথবা বজ্রগদ্য হ'লে আকর্ষণ,
তেমন যাতনা এই রোগের লক্ষণ ।

জুস্তাদি বেগরোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ ।

•
 বোধিলে জুস্তাব বেগ বাতাত্মক যত
 মন্যা-গলস্তস্ত, শিবোবোগ উপস্থিত ।
 রোগ ধরে কর্ণমধ্যে কখন বা চ'খে,
 কখন নাসিকাদেশে কখন বা মুখে ।
 আনন্দ অথবা শোক এ দুই কাবণে,
 উপস্থিত হয় যদি সলিল নয়নে,
 ত্যাগ যেবা নাহি করে, মাথা হয় ভাব,
 কষ্টদ পীনশ হয়, চক্ষুবোগ তাব ।
 আধবগা, শিবঃশূল, ইন্দ্রিয় দুর্বল,
 মন্যাস্তস্ত—হাঁচি বেগ ধাবণেব ফল !
 কণ্ঠ মুখ পরিপূর্ণ বোধিলে উদ্ধাব,
 ছুঁচ ফোটা ব্যথা হুদে, আমাশয়ে আর ।
 নিঃশ্বাস প্রস্থানে কষ্ট অব্যক্ত ভাষণ,
 হিকাদি বাতিক পীড়া কবে আগমন ।
 মুখে পড়ে কালদাগ, রুচি নাহি বয়,
 কণ্ঠ, কোঠ, বমি বেগ রোধ যদি হয় ।
 কুষ্ঠ ও বমন বেগ, পাণ্ডুবোগ, জ্বর,
 বিনর্প ও শোথ আদি রোগেব আকর ।
 বোধনে শুক্রেব বেগ, ধরে গুহ্রদেশে
 শোথ ব্যথা, মূত্রাশয়ে আর অণ্ডকোষে ।
 মূত্ররোধ শুক্রাশ্রবী, শুক্রেব ক্ষরণ,
 বাত কুণ্ডলিকা রোগ করে আগমন ।
 ক্ষুধারোধে তন্দ্রা, অঙ্গ মর্দ, রুচি নাশ,
 শ্রাস্তি বোধ হয় দৃষ্টি শক্তি পায় হ্রাস ।

দেহ মধ্যে তার, বিবিধ প্রকার,
পীড়া আসি করে নিপীড়ন ।

আনাহের কারণ ও লক্ষণ ।

পুৰীষ, অপক রস আহারেব ফল,
ক্রমে ক্রমে যদি হয় সঞ্চিত কেবল,
বিবদ্ধ বায়ুর কোপে বাহিবিতে নাবে;
দারুণ আনাহ বোগ ক'ন বৈদ্য তারে ।
আমজ আনাহ রোগে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়,
স্তব্ধতা হৃদয়ে, আলা জনমে মাধায ।
আমাশযে শূল হয় আব গুরু ভার,
এ সব লক্ষণ পায়, না উঠে উদ্ধার ।
যে আনাহ জন্ম লয় মলৈব লক্ষ্যে,
তাহে কটী পৃষ্ঠদেশ রহে স্তব্ধ হ'য়ে ।
মল আব মূত্ররোধ পুৰীষ বমন,
মূৰ্ছা, শোথ, শূল আদি যতেক লক্ষণ ।
অলসক বোগে যথা উদব আস্থান,
বাত বোধ লক্ষণাদি, ইহার প্রমাণ ।

গুণ্য নিদান ।

বাত আদি দোষত্রয়, কুপিত যদিপি হয়,
অনুচিত আহার বিহাবে,
'হ'য়ে কোষ্ঠ মধ্যগত, দেখিতে গ্রন্থির মত,
গুণ্য রোগ উৎপাদন করে ।

শুষ্কের সাধারণ লক্ষণ ।

অরুচি, অদ্রবুক্ষন, অতি কষ্টে প্রবর্তন
মলমূত্র আর অধোবায়,
বায়ুর উর্দ্ধগমন অনাহাদি—এ লক্ষণ
সর্ব শুষ্ক বোগে দেখা যায় ।

বাতশুষ্কের কারণ ।

অধিক বা অল্পভাগে কিম্বা অসময়ে
সেবন করিলে রুক্ষ অন্ন ও পানীয়ে,
বলীসহ যুদ্ধ আদি বিরুদ্ধ চেষ্টন,
মল ও মূত্রের বেগ কবিলে ধারণ.
শোক ও আঘাত প্রাপ্তি, বিবেচন আদি
তাহে হয় অতিশয় বলক্ষয় যদি,
অথবা যদ্যপি কবা হয় অনশন,
বাতশুষ্ক জন্ম লয় তাহার কারণ ।
অনির্দিষ্ট বোগ স্থান, নাভিতে কখন
পার্শ্বে কভু বস্ত্রদেশে কবয়ে ভ্রমণ ।
আকৃতি সর্বদা এক নাহি থাকে তাব
বড়, ছোট, গোলাকার কভু দীর্ঘাকার ।

বাতশুষ্কের লক্ষণ ।

যন্ত্রণাও এ বোগেব একরূপ নয়,
কখন বা অল্প কভু অতি বেশী হয় ।
কখন বা বোধ হয় সূচীবোধ করে,
কখন বা অন্যরূপ যাতনায় ধরে ।
অপ্রস্তুতি হয় অধোবায়ু নিঃসরণে,
একেবারে কোষ্ঠবদ্ধ হয় তার মনে ।

এইমত ঘটে আব নানাবিধ দোষ,
 গলাব নালীতে আর মুখে হয় শোষ
 দেহ হয় শ্যাব কিম্বা অরুণ বরণ,
 শীতের সহিত কবে জ্বব আগমন ।
 কুক্ষিতে ও পার্শ্বদেশে, হৃদয় ভিতবে,
 বেদনা জনমে স্ফক্ষে আর ধরে শিবে ।
 বাড়ে বোগ ভুক্তাহাব পবিপাক পেলে,
 উপশম হয় কিন্তু আহাব কবিলে ।
 খাইলে কষায় রুক্ষ কটু তিক্ত আব
 বাতগুল্ম বোগে বড় হয় অপকার ।

পিণ্ডজগুল্মের নিদান ।

কটু, অম্ল কিম্বা তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্য আব
 বিদাহি ও রুক্ষ দ্রব্য কবিলে আহাব,
 অতি ক্রোধে কিম্বা সমধিক মদ্যপানে,
 অতি রোদ্র কিম্বা অগ্নি সন্তাপ সেবনে,
 বিদগ্ধ অজীর্ণজাত দুষ্ট আমবনে
 অধিক মদ্যপি হয়, কিম্বা রক্তদোষে—
 পৈতিকগুল্মেব হয় ইহারা কাবণ,
 তাহাতে ঘটিয়া থাকে এসব লক্ষণ ।

পৈত্তিক গুল্মের লক্ষণ ।

রক্তবর্ণ সৰ্ব্ব অঙ্গে বদনে বিশেষ,
 জ্বর হয়, পিপাসায় দেয় বড় ক্লেশ ।
 খাদ্য পরিপাক পায় হেন অবস্থায়
 উদর পীড়িত হয় অতি বেদনায় ।

বিদাহ জনমে আব ঘর্ম্ম অতি আসে,
অসহ্য যাতনা হয় গুল্মের পরশে ।

কফজ গুল্মের কারণ ।

নেবনে শীতল গুরু স্নিগ্ধ দ্রব্য যত,
কিস্মা হ'লে শাবীবিক চেষ্টা বিবহিত,
দিবানিদ্ৰা কিস্মা হ'লে অধিক ভোজন
হয় তবে কফজাত গুল্মেব কাবণ ।

ত্রিদোষজ গুল্মের হেতু ।

ত্রিগুল্মেব হেতুগুলি এক হয় যবে
ত্রিদোষজ গুল্ম হেতু তখন জানিবে ।

কফজ গুল্মেব লক্ষণ ।

গাত্রদাহ, অবগাদ, জন্মে শীত শুব
স্টেমিত্য বমন বেগ তাহাব উপব ।
কাস ও অরুচি জন্মে দেহ হয় ভাব,
শীত পায়, হয় স্থিতি অল্প বেদনাব ।
গুল্মেব কাঠিন্য ঘটে হয় সে উন্নত,
কফজ গুল্মেররূপ এ লক্ষণ যত ।

গুল্মের অতিরিক্ত বিভাগ ।

বাতিক পৈত্তিক আদি এই পঞ্চভাগে
গুল্মরোগ যদিও বিভাগ করি আগে,
তথাপি ঔষধ করিবারে নিরূপণ
দ্বিবিধ গুল্মের হেবি নিদান লক্ষণ,
কিস্মা বাত পিত্ত কফ তিন দোষে হেরি,
কাহার কি বলাবল তাহা লক্ষ করি,

মিশ্র লিঙ্গ দ্বন্দ্বজ্ঞ এ ত্রিবিধ তখন
কবিবেন অতিরিক্ত ভাগ বৈদ্যগণ ।

ত্রিদোষজ গুণ্য লক্ষণ ।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত দাহ তদুপব,
কঠিন উন্নত হয় যেমন পাথব,
সত্ত্বর বিদাহি, দেয় ভয়ঙ্কর ক্লেশ,
মন দেহ অগ্নিবল কবয়ে নিঃশেষ ।
তিন দোষে গুণ্যবোগ জন্মে যেইক্ষণ
নিশ্চয় জানিও বোগ অসাপ্য তখন ।

রক্তগুণ্যের হেতু ।

অপক্ক গর্ভেব আবে প্রসবেব পবে,
ঋতুকালে দোষকর আহাব বিহাবে,
পরিগ্রহ কবি বক্ত দুষ্ট সমীবণ
গর্ভাশয়ে রক্তগুণ্য কবে উৎপাদন ।

রক্তগুণ্যের লক্ষণ ।

দাহ হয় আব জন্মে অত্যন্ত বেদন
পিত্তজ গুণ্যেব ঘটে এসব লক্ষণ ।
ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকের গর্ভে যেই মত
ঋতু বন্ধ হয়, মুখ বর্ণ ধরে পীত,
স্তনাগ্রভাগেব বর্ণ অসিত দেখায়,
স্ত্রীলোকেব নানা ঋদ্যে অভিলষ যায়,
স্ত্রীভব এ গুণ্য যবে জনমে উদবে
গর্ভের মতন যত লক্ষণ সে ধরে ।
প্রভেদ কেবল এই শিশু অঙ্গ চাপে
স্ত্রীলোকের গর্ভদেশ নিরন্তর কাঁপে,

রক্তগুল্ম গোলাকার অঙ্গ তাব নাই
 কাঁপিলে সমস্ত গুল্ম পেট কাঁপে তাই ।
 দীর্ঘকাল অস্ত্রে কাঁপে নহে নিরন্তর,
 গুল্মের কম্পনে কিন্তু যাতনা বিস্তর ।
 দশমাস কিন্তু বোগ না হ'লে অতীত
 রক্তজ গুল্মেব কভু ক'ব না বিহিত ।
 বুঝিলেও রোগ তবু সন্দেহ কারণ
 পূর্বেই বিহিত না করেন বৈদ্যগণ ।
 অন্য যত বোগ আছে পুৰাতন হ'লে,
 সমধিক কষ্টসাধ্য নিদানেতে বলে ।
 কিন্তু এই রক্তগুল্ম যত দিন যায়
 ব্যাধি গুণে স্নেহসাধ্য জানিওঁইহায ।
 এই হেতু কোন কোন শাস্ত্রকার ক'ন,—
 গর্ভে গুল্মে এই মত প্রভেদ যখন,
 গর্ভভাষে নয়, কিন্তু পূর্বেব তরে
 রোগের চিকিৎসাবিধি দশমাস পরে ।

গুল্মরোগের অসাধ্য লক্ষণ ।

গুল্ম যদি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া
 অবস্থিতি করে সর্ব উদর ব্যাপিয়া,
 রসবক্ত আদি ধাতু করিয়া আশ্রয়
 শিরাব্যাগু কুর্শ্ববৎ সমুন্নত হয় ।
 অথবা রোগীর যদি হয় বলনাশ
 অরুচি বমনবেগ কিম্বা বমি কাশ,
 অথবা সর্বদা রক্ত অশ্রু অস্তর,
 পিপাসা ও তন্দ্রা আর ভ্রুপরি ঘ্র,

প্রতিশ্যারে মুখনাশা হ'তে জল ঝরে—
 এ হেন লক্ষণে রোগ কভু নাহি সারে ।
 নাভি, হৃদে, হস্তে, পদে যদি শোথ ধরে
 কিস্বা ধরে স্বর শ্বাস বমি অতিসারে
 শ্বাস শূল তৃষ্ণা ঘটে রুচি নাহি রয়,
 অকস্মাৎ হয়ে যায় গুল্লোর বিলয়,
 তাহার উপবে ঘটে দৌর্ভাগ্য লক্ষণ,
 তখন জানিও স্থিৰ বোগীর মরণ ।

হৃদ্রোগ নিদান ।

খাইলে অভ্যুষ্ণ গুরু তিক্ত ও কষায়,
 অতি শ্রমে অথবা আঘাত অতি পায়,
 পূর্ক্কাহার জীর্ণ নয় তথাপি ভোজন,
 মলাদির বেগ ধরা চিন্তা অনুক্ষণ,
 এসব কারণে হৃদ্রোগ ফল তার ;
 দোষভেদে পঞ্চভাগে বিভাগ তাহার ।
 রুষ্ঠদোষ হৃদি মধ্যে হ'য়ে অবস্থিত
 সেই স্থানস্থিত রসে করে বিদূষিত ।
 সেকারণে হৃদে নানা ধবে বেদনায় ;
 হৃদে পীড়া ব'লে হৃদ্রোগ কহে তায় ।

বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ।

যে বোগের একমাত্র অনিল কাবণ
 তাহাতে হৃদয় ঘেন করে আকর্ষণ ।

সুচী দিয়া বিদ্ধ যেন দণ্ডিয়া গুঁড়া,
 ভুজ দিয়া দ্বিধা যেন শলা দিয়া কোঁড়া
 কুড়ালির ঘায়ে যেন কাটে পাটে পাটে,
 তাহাতেই বুঝ রোগে কি যন্ত্রণা ঘটে ।

পৈত্তিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ।

উষ্মাদাহ ধবে রোগে পীড়ে পিপাসায়,
 বোধ হয় যেন কে শরীব চুষে খায় ।
 হৃদে প্লানি কণ্ঠে যেন ধূম নির্গমন,
 মূৰ্ছা, ঘৰ্ম্ম, মুখশোষ ইহাব লক্ষণ ।

শৈথিলিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মাজাত হৃদ্রোগ জনমে যখন,
 সেসময় উপস্থিত এসব লক্ষণ ।—
 কফশ্রাব অরুচি ও দেহের গুরুতা,
 অগ্নিমান্দ্য, বদনের মাধুর্য্য জড়তা ।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের লক্ষণ ।

বাতজাদি তিন বোগে যে সব লক্ষণ
 ত্রিদোষজে সে সকল দেয় দরশন ।
 অপিচ ইহাতে যদি ঘটে অপচার
 তিল ক্ষীর গুড় আদি করিলে আহার,
 হৃদে কোন স্থানে গ্রন্থি সমুৎপন্ন হয়,
 তার ক্লেদ বস হ'তে ক্রিমি জন্ম লয় ।
 সেই তিন দোষ জাত হৃদ্রোগে তখন
 সূতীব বেদনা হয় ক্রিমির কাবণ ।
 জনমে দারুণ পীড়া সুচী বেধ মত,
 আর হয় ক্রিমি জন্য কণ্ড উপস্থিত ।

ক্রিমিজ হ্রদ্রোগের লক্ষণ ।

অরুচি ও শোথ হয়, নেত্র হয় শ্যাব,
মুখ দিয়া ঝরে সদ্য কফাদির আব ।
শূল ধবে, বেগ হয় করিতে বমন,
হৃদয়স্থ রস যত হয় উদ্যীরণ ।
সূচীবোধ সম পীড়া হেবে অন্ধকার,
ক্রিমিজ হ্রদ্রোগ এই লক্ষণ তাহার ।

হ্রদ্রোগের সাধাবণ লক্ষণ ।

অবসন্ন দেহ, ক্লাস্তি, ভ্রম, শোষ আব,
লক্ষণ এ হ্রদ্রোগে সকল প্রকার ।
ইহা ভিন্ন ক্রিমিজ হ্রদ্রোগে যবে ধরে,
শৈল্পিক ক্রিমিব সর্ক উপদ্রবে ঘেরে ।

মূত্রকৃচ্ছ্র নিদান ।

ব্যায়াম ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ সেবন,
রুক্ষ মদ্যপান যদি কবে সর্কক্ষণ,
নিত্য দ্রুত পৃষ্ঠযানে করিলে গমন,
জলময় দেশজাত মাংস অধ্যাক্ষন,
ভক্ষণ করিতে যদি রুচি নাশ পায়,
এ সব কারণে জন্মে মূত্রকৃচ্ছ্র তায় ।
অষ্টবিধ এই রোগ—ভিন্ন ভিন্ন দোষে,
মিলিত ত্রিদোষ কিম্বা নিজ নিজ রোষে
যে সকল হেতু তাহে ইহা কুপিত,
যে সময় বস্তিদেশে হয় উপস্থিত,

মূত্রমাগ্ৰ প্রপীড়িলে ক্লেশে মূত্র ধরে ;
এহেন যে বোগ মূত্র-কৃচ্ছ্র নাম ধরে ।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে র লক্ষণ ।

বাতজাত মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঁচকিব স্থানে,
লিঙ্গে, মূত্রাশয়ে পীডে স্নতীত্র বেদনে ।
ইহা ভিন্ন এই বোগে সদা সৰ্ব্বক্ষণ,
অল্প পরিমাণে হয় মূত্র প্রবর্তন ।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে র লক্ষণ ।

অত্যন্ত বেদনা, কষ্টে দাহেব সহিত
ধবে মুহুঃ মূত্র, তাব বর্ণ রক্ত পীত ।

শ্লেষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে র লক্ষণ ।

লিঙ্গে আব বস্তিদেহে হয় গুরুভাব,
শোথ ও পিচ্ছিল মূত্র ধবে অনিবাব ।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে র লক্ষণ ।

ত্রিদোষ লক্ষণ যত প্রকাশিত হয়,
কষ্টনাশ্য এই বোগ জানিও নিশ্চয় ।

আগন্তজ মূত্র কৃচ্ছ্র ।

মূত্রবহ যেই স্রোত, কণ্টকে হইলে ক্ষত,
যষ্টিব আঘাতে কিম্বা হইলে আহত,
বাতজাত যেই মত, সেরূপ লক্ষণ যুত,
নিদারূণ মূত্রকৃচ্ছ্র কবে উপস্থিত ।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র ।

মলেব যে যেগ তাহা করিলে ধাবণ,
অত্যন্ত বিগুণ তাহে হয় সমীরণ ।

আশ্বান জনমে তাহে উদর ভিতরে,
 নিদারুণ বাতশূল উপস্থিত করে ।
 উপস্থিত করে বোগে মূত্রবোধ আব,
 পুৰীষজ মূত্রকৃচ্ছ্ৰ অভিধান তার ।

অশ্বরীজ ও শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্ৰ ।

পাথরী হইতে যেই মূত্রকৃচ্ছ্ৰ হয়,
 অশ্বরীজ মূত্রকৃচ্ছ্ৰ সেই বোগে কয় ।
 বাত আদি দোষ বলে হলে বিদূষিত
 অথবা মূত্রেব পথে হয়ে বিধাবিত
 শুক্র যদি মূত্রকৃচ্ছ্ৰ উৎপাদন কবে,
 সে রোগ শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্ৰ নাম ধরে ।
 বস্তি লিঙ্গে বোগে যেন শূল ব্যথা ধবে,
 অত্যন্ত কষ্টেব সনে মূত্র তাহে ঝবে ।

শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্ৰ ।

অশ্বরীশর্কবা এই দুষেব কাবণ,
 তুল্যরূপ, আব দুয়ে সমান লক্ষণ ।
 শর্করাব আছে কিন্তু ভিন্ন বিবরণ;
 সবিশেষ কহি তাই কবহ শ্রবণ ।
 মূত্র শুক্র আব কফ পিত্তেব উদ্ভায,
 প্রথমেই যদি সবে পায় পক্ৰতায়,
 পবে কফ সমাপ্তিষ্ট বায়ু বিশোষিত,
 এমন হইলে হয় অশ্বরী কথিত ।
 কখন যদ্যপি কফ যে কোন কারণে,
 সম্মিলিত নাহি রয় অশ্বরীর সনে,

শৃঙ্গ শৃঙ্গ হয়ে তাহে শর্করার মত,
মূত্রমার্গ দিয়া হয় অশ্ববী ক্ষরিত ।
তাহাকেই শর্কবা কহেন বৈদ্যগণ ।
শর্কবা দারুণ মূত্রকৃচ্ছের কাবণ ।

শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ ।

ইহাতে হৃৎপীড়া, কম্প, শূল কুক্ষিদেহে,
অগ্নিমান্দ্য মূচ্ছা আদি লক্ষণ একাশে ।
অশ্ববী-গুডিকা আব শর্কবা যখন
মূত্রবেগে স্রোতোমুখে হয় সংলগন,
দারুণ বেদনা হয় উপস্থিত তায়,
বর্জিত হইলে মূত্র শাস্তি বোগী পায় ।
অশ্ববী শর্কবারূপে পরিণত হয় ;—
একাবণে অভিন্ন পদার্থ দৌহে কয় ।

মূত্রাঘাত নিদান ।

মূত্রাদিব বেগ ধবা, রুক্ষাদি ভোজনে
কুপিত বাতাদি দোষ হ'য়ে সেই ক্ষণে
ত্রয়োদশ বাতকুণ্ডলিকা আদি যত
মূত্রাঘাত নাম বোগ করে উপস্থিত ।
মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ আছে যে বিশেষ ।
মূত্রকৃচ্ছ বোগে হয় যন্ত্রণার শেষ
যে সময় হ'তে থাকে মূত্র নির্গমন,
বোগে কিন্তু মূত্রবদ্ধ না রয় তেমন ।
বিবদ্ধ অধিক হয় মূত্র মূত্রাঘাতে,
যাতনা মূত্রনকালে অগ্নি তাহাতে ।

বাতকুণ্ডলিকা ।

দেহের রুদ্ধতা আদি ঘটে যেইক্ষণ,
 অথবা মূত্রাদি বেগ করিলে ধারণ,
 সমীপে তাহে অতি কুপিত হইয়া
 বস্তু দেহস্থিত মূত্রে রহে আবরিয়া ।
 বেদনা সহিত তাহে আবর্তেব ন্যায
 কুণ্ডল আকাবে বায়ু চাবিধাবে যাষ ।
 সেকাবণে মূত্র অতি অল্প অল্প ধবে,
 অথবা যাতনাসনে নির্গমন করে ।
 এই হেতু বাতকুণ্ডলিকা নাম ধরে,
 এই ব্যাধি অতিশয় কষ্টদান কবে ।

অষ্টীলা ।

গুদনাড়ী মূত্রাশয়ে, অনিল কুপিত
 যে সময় কবে রুদ্ধ, স্কীত, আত্মাপিত,
 মলমূত্র মার্গরোধি যাতনাব সনে,
 উন্নত ও বত ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণে
 জন্মে সমুন্নত গ্রন্থি অষ্টীলা আকাব ;
 মূত্রাষ্টীলা এই হেতু নাম হয় তার ।

বাতবস্তু ।

মূৰ্খতাবশতঃ যেই মূত্রবেগ ধবে,
 যে বায়ুর অবস্থিতি বস্তুর ভিতবে,
 বস্তু মুখ বোধ করে কুপিত হইয়া,
 মূত্রেব নিরোধ হয় তাহান লাগিয়া ।
 সেই রুষ্ট বায়ু পরে হইয়া পিণ্ডিত,
 বস্তু আর কুক্ষিদেহে হয় অবস্থিত ।

বাতবস্তি রোগ নাম ধনে সে কারণ,
কষ্টসাধ্য বোগ ইহা ক'ন বুধগণ ।

মূত্রাতীত ।

সুদীর্ঘ কালের তরে, মূত্রবেগ যদি ধবে,
প্রস্রাব বাহিব তাহে হয় না সম্ভব ;
মন্দ মন্দ বাহিরায়, বহে সূক্ষ্ম ধাবা তায়,
সেই হেতু বোগ মূত্রাতীত নাম ধর ।

মূত্র জঠর ।

বেগ হ'লে অভিহত, উদাবর্ত উপস্থিত ;
উদাবর্ত হেতু ছুষ্ঠ বায়ু যে অপান
উদবে পুবিয়া আগে, বোধি বস্তি অধোভাগে,
উপস্থিত করে তীব্র ক্লেশদ আধান ।

মূত্রোৎসঙ্গ ।

লিঙ্গের গ্রন্থিতে লিঙ্গনালে বস্তিদেশে
সংশক্ত থাকয়ে মূত্র বাহিবে না আসে ।
অত্যন্ত বৃহন্ন দিলে ঘটে সে কাবণ,
বস্তি ছিঁড়ি মূত্র সনে বস্ত নিগমন ।
কখন বাহির হয় বেদনা সহিত,
বেদনা তাহাতে নাহি থাকে কদাচিত ।
বিগুণ বায়ুতে ব্যাধি সমুৎপন্ন হয়,
ইহাকেই মূত্রোৎসঙ্গ বৈদ্যগণ কয় ।

মূত্রক্ষয় ।

রুক্ষ ক্লান্ত দেহ নর তার বস্তিস্থিত,
পিত্ত ও মারুত হয় ষড়্যপি কুপিত,

সে কাবণে উপস্থিত হয় মূত্রক্ষয়,
অত্যন্ত বেদনা রোগে, দ্বাহ অতিশয় ।

মূত্রগ্রন্থি ।

বস্তি মুখ অভ্যস্তরে, সহসা জনম ধরে,
অশ্ববীর তুল্য গ্রন্থি ক্ষুদ্র গোলাকাব,
তার সম বেদনায়, অস্থি কবয়ে কায়,
হেন স্থি গ্রন্থি “মূত্রগ্রন্থি” নাম তার ।
ছুয়ের প্রভেদ এই— মূত্রগ্রন্থি নাম যেই
অকস্মাৎ, অশ্ববী সে ক্রমশঃ সঞ্চিত,
অশ্ববী যেমন হয়, পিত্তাদি কুপিত হয়,
মূত্রগ্রন্থি হলে হয় রক্ত প্রকুপিত ।

মূত্রশুক্র ।

সমধিক মূত্রবেগ রহে যেই কালে,
সে সময় রমণীর সদম কবিলে,
সে সময় শুক্র হয়ে নিজ স্থানচ্যুত,
অনিলেব বলে হয় উর্দ্ধদেশে নীত ।
প্রত্নাবের আগে কিম্বা পশ্চাতে তখন,
ভস্মমাখা জল যেন হয় নিঃসবণ ।
প্রত্নাবের সনে হয় শুক্রের ক্ষরণ,
মূত্রশুক্র বলে রোগে তাহার কারণ ।

উষ্ণবাত ।

ব্যায়াম, অধিক কিম্বা পথ পর্যটন,
কিম্বা হয় সমধিক আতপ সেবন,
এসব কাবণে পিত্ত প্রকুপিত হয় ;
বায়ুগনে মিলি কবে বস্তিকে আশ্রয় ।

দাহ উপস্থিত হয় এহেন কারণে
 , বস্তি লিঙ্গ আর পায়ুদেশ নাম স্থানে ।
 দৈবলোহিত পীত অথবা লোহিত,
 কষ্টে মূত্র পুনঃ পুনঃ হয় প্রবর্তিত ।
 দাহগনে নানাবর্ণ মূত্র যে সময়
 করিত তখন তারে উক্তবাত কর ।

মূত্র সাদ ।

যদি পিত্ত, কক কিষা পিত্তকক দুয়ে
 অনিলের বলে পড়ে ঘনীভূত হয়ে,
 তা'হইলে খেত, পীত, লোহিত বরণ,
 গোরোচনা কিষা শষ্যচূর্ণের মতন,
 কিষা এই সব মিশে একবর্ণ ধরে
 অল্প অল্প ঘন মূত্র প্রবর্তন করে ।
 কষ্টে, দাহ উপস্থিত মূত্রনের কালে—
 এহেন ব্যাধির নাম মূত্রসাদ বলে ।

বিড়্ বিঘাত ।

দেহ যদি হয় অতি রুক্ষ ও দুর্বল
 পুরীষ তখন পেয়ে অনিলের বল
 উর্দ্ধে গিয়া মূত্রস্রোতে হয় উপনীত,
 মল গন্ধ মূত্র তাহে হয় বিনির্গত ।
 অথবা মলের সনে হইয়া মিশ্রিত,
 সমধিক কষ্টে হয় মূত্র প্রবর্তিত ।
 মূত্রধার বিষ্ঠা সনে পায় সংমিশ্রণ,
 বিড়বিঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র নাম সেকারণ ।

বস্তি কুণ্ডল ।

ক্রান্তপথ পর্য্যটন, , পরিশ্রম উল্লক্ষন,

আঘাত সস্ত্রাণ্ডি অভিশয়,

অভিশয় প্রপীড়ণে ছাড়িয়া আপন স্থানে

উষিত হইয়া মূত্রাশয়,

গর্ভবৎ ফুলাকারে পার্শ্বে অবস্থিতি করে

ঈক যেন কুণ্ডলের ভাব ।

আর্ন্ত হ'য়ে রোগী তাহে শূল, কম্প আর দাহে

বিন্দু বিন্দু করয়ে প্রস্রাব ।

বস্তি যদি চাপ পায় মূত্রধারা ঝরে তার

কিন্তু তাহে বিষময় ফল ;—

বস্তিদোষ শুদ্ধ করে, কে যেন মোচড় মারে

যাতনায় করয়ে বিকল ।

দোষভেদে মূত্রাঘাতরোগের ভাব ।

বাতের প্রকোপ রোগে হয় যেই ক্ষণ,

সেসময় হয় রোগ বড়ই ভীষণ ।

শস্ত্র, বিষসম করে ভীতির সঞ্চার ;

বাতোষনে প্রায় রোগ হয় দুর্নিবার ।

পিত্তাধিত হ'লে শূল, দাহ অনুক্ষণ,

বিবর্ণ হইয়া যায় মূত্রের বরণ ।

দেহ গুরু, শোথ, কফাধিত যেইক্ষণ,

শ্বেতবর্ণ মূত্র হয় স্নিগ্ধ আর ঘন ।

বস্তিমুখরদ্ধ, যদি ককে রুদ্ধ হয়,

তদুপরি পিত্তের আধিক্য যদি রয়,

অসাধ্য মূরতি ধরে এ রোগ তখন ।

কফাঘাত বস্তিমুখ না হয় বন্ধন,

কিঞ্চিৎ বস্তি কুণ্ডল আকায় নাহি হয়,
তা'হইলে সাধ্য রোগ জানিও নিশ্চয় ।
কুণ্ডলী হইলে বস্তি, পায় পরকাশ
এসব লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূৰ্ছা আর শ্বাস ।

অশ্মরী নিদান ।

রুষ্ট বায়ু, পিত্ত, কফে, রুষ্ট শুক্রে আর
জনমে অশ্মরী রোগ চারিঙ্গী প্রকার ।
শুক্ৰজ্ঞ অশ্মরী ভিন্ন যত আছে আর,
শ্লেষ্মা হয় সমবায়ি কারণ সবার ।
অশ্মরী ভীষণ ব্যাধি চিকিৎসা না হ'লে
নিশ্চিতই মরে রোগী এ রোগ কবলে ।
আপনি হইয়া অতি রুষ্ট সমীরণ
বস্তি মধ্যে গত মূত্র শুক্রে ঘেইক্ষণ,
অথবা পিত্ত ও রুকে করে বিশোধিত,
অশ্মরীর রূপে তারা হয় পরিণত ।
বায়ুবিশোধিত হ'য়ে গো-পিত্ত যেমন
ক্রমে গোবচনারূপ করয়ে ধারণ,
অশ্মরীও, হ'লে তথা পিত্ত বিশোধণ
মানবের দেহে করে জনম গ্রহণ ।

অশ্মরীর পূর্বরূপ ।

ত্রিদোষজ হয়ে থাকে অশ্মরী সকল ।
বাতাদি দোষের কিন্তু যার বেশী বল,
অশ্মরীর সে দোষের নামে নাম হয় ;
এই হেতু এই রোগ চারিবিধ কর ।

বোগের জনম পূর্বে বস্তি কোলে আগে
তার পাশে স্থান তাহে বড় ব্যথা লাগে ;
মূত্রে ছাগ গন্ধ হয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বব,
অরুচি বন্ধন ঘটে তাহার উপর ।

অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ ।

নাভি ও সেবনী আর বস্তির উপরে
নাভিয যে নিম্নভাগ ব্যথা সেথা ধরে ।
মূত্রমার্গ রোধে যদি অশ্মরী কারণ,
সবিচ্ছেদ ধারে হয় মূত্র নির্গমন ।
অশ্মরী বখন কিন্তু অনিল চালিত
মূত্রমার্গ হ'তে হয় স্থানান্তবে গত,
বিনাক্লেশে তাহে গোমেদক মনি মত
অতি শ্বেচ্ছমূত্র ধরে ঈষৎ লোহিত ।
বিপথে যে যায় সেই মূত্রেব আঘাতে
যদি কড়ু ক্ষত করে মূত্রবাহী শ্রোতে,
কিবা যদি ক্ষত হয় অশ্মরী পীড়নে,
মূত্র বিনির্গত হয় শোণিতেব সনে ।
প্রস্রাব বদ্যপি করে বেগের সহিত,
তাহাতে বাতনা অতি হয় উপস্থিত ।

বাতাশ্মরীর লক্ষণ ।

বাতজ অশ্মরী রোগ ধরে যেই লক্ষণ
রোগী সঙ্গ করে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ ;
রোগীর সকল দেহ হয় বিকম্পিত,
অত্যন্ত বাতনা রোগে হয় উপস্থিত ।

যাতনায় আর্দ্রনাদ করিতে করিতে
 দিগ্ধ, নাভিস্থল রহে সর্ষদা টিপিতে ।
 কুন্দন করিলে মূত্র ত্যাগের কারণ
 বায়ু গনে মল মূত্রবিন্দু নিঃসরণ ।
 এহেন লক্ষণ ধবে বায়ুজ্জ অশ্বরী—
 কড়ু শ্যাব, কড়ু বা অরুণ বর্ণ ধবি
 অতি সুশ্ল স্নেহ যেন কণ্টকের মত
 অকুর সমূহ দিয়া হয় আচ্ছাদিত ।

পিত্তজ অশ্বরীর লক্ষণ ।

পিত্তজ অশ্বরী রোগ হয় যে সময়
 বস্তিদেহে দাহ তদা উপস্থিত হয় ।
 এহেন যাতনা তাহে বোধ হয় আব
 পচ্যমান হয় যেন প'শে সেথা জ্বাব ।
 উষ্ণস্পর্শ, ভল্লাতক বীজের আকাব,
 রক্ত, পীতবর্ণ কড়ু রুক্ষবর্ণ তাব ।

কফজ অশ্বরীর লক্ষণ ।

অশ্বরী জনমে যদি কফের কারণে
 বস্তিদেহে ব্যথা যথা সূচীর বিদ্ধনে ।
 শীতল, মৃদু, গুরু, বৃহৎ আকার,
 মধুপিঙ্গলাভ কড়ু শুক্লবর্ণ তার ।

বালকের অশ্বরীর কারণ ।

দিবানিদ্ৰা কিম্বা মিশ্র জ্বরের আহার
 অজীর্ণে ভোজন যদি হয় পুনর্বার ;—
 এইমত আছে যত অপর কারণ
 তাহাতে অশ্বরী করে জনম গ্রহণ ।

সেকাবণ সৰ্বদাই ঘটে শিশুগণে,
এ পীড়া তাদের তাই, বেশী পরিমাণে ।
কিন্তু শিশু বস্তুযন্ত্র, অশ্বরী, আকারে
অতিক্রম হয় ব'লে, পারাযায় তারে
অঙ্গুলী প্রভৃতি দিয়া করিতে ধারণ,
কিন্তু শঙ্ক দিয়া করিবারে উৎপাটন ।

শুক্ৰাশ্বরী ।

যদ্যপি শুক্রের বেগ করয়ে ধারণ
শুক্ৰাশ্বরী তাহে কবে জনম গ্রহণ ।
মৈথুনের বেগে যেই শুক্র উপস্থিত,
স্বস্থান হইতে তাহা হইয়া স্থলিত
মৈথুন অভাব হেতু বাহিরিতে নাবে ।
কোষ মধ্যে বস্তু মুখে লিঙ্গের ভিতরে
অবস্থান কবে সদা যেই সমীরণ
অতিশয় রুপ্ত হয় তাহার কারণ ।
সেই বায়ু বলে শুক্র গৃহীত, শোষিত
হইয়া অশ্বরীরূপে হয় পবিণত ।
মৈথুন ক্রিয়ায় আছে শক্তি বাহার
এই শুক্রাশ্বরী রোগ জন্মে শুধু তার ।
অপ্রাপ্ত বয়স যত বালকের তাই,
এই রোগে পড়িবার সম্ভাবনা নাই ।

শুক্ৰাশ্বরীর লক্ষণ ।

রোগাগমে শূলবৎ ব্যথা বস্তুি দেশে,
মূত্রকৃষ্ণ, আর হয় শোথ অণুকোষে ।

যেমূহর্তে শুক্রাশ্বরী হয় সে সঙ্ঘাত,
তার সঙ্গে হয় শুক্র আসিয়া সঞ্চিত ।
লিঙ্গ যদি, কিম্বা কোষ মধ্যে যেইক্ষণ
অশ্বরীর স্থান যেই, হয় নিপীড়ণ,
তাহা হ'লে পায় সেই অশ্বরী বিলয় ,
শর্করা, সিকতা রূপে পরিণত হয় ।

শর্করা ও সিকতার প্রভেদ ।

নিপীড়নে বায়ু বলে অতি সূক্ষ্ম তাবা,
সিকতা হইতে কিছু বৃহত শর্কবা ।
যে সময় সমীরণ অনুলোম রয়,
মূত্রমার্গ দিয়া তারা বিনির্গত হয় ।
কিন্তু প্রতিলোম রয় অনিল যখন,
কোনমতে শর্করাও সিকতা তখন
বাহির হইতে নারে মূত্র মার্গ দিয়া,
মূত্রপ্রোতে তাই রয় নিরুদ্ধ হইয়া ।

আবদ্ধ শর্করা ও সিকতার লক্ষণ ।

অবসাদ, কৃষ্ণিশূল, দৌর্বল্য, ক্লেশতা,
উষ্ণবাত, তৃষ্ণা আর অরুচি পাণ্ডুতা ।
হৃদয়ের পীড়া আর জনমে বমন ,—
এইসব উপদ্রব করে আগমন ।
অশ্বরী, শর্করা আর সিকতার বলে
হয় যদি শোধ অণুকোষে, নাভিস্থলে,
মূত্রের নিরোধ কিম্বা শূলের বেদন—
উপস্থিত হয় যদি এসব লক্ষণ,

তাহা হলে কল তাব বড় বিষময়
সহস্র রোগীর ঘটে মরণ নিশ্চয় ।

প্রমেহ নিদান ।

কেবল নিশ্চিতভাবে সকল সময়
বসিয়া থাকিলে তাহে যেই সুখ হয়,
সেই সুখ অনুভবে সদা ইচ্ছা হয়,
অথবা নিদ্রার ইচ্ছা সকল সময়,
গ্রাম্যোদক, দুগ্ধ, দধি সকল প্রকার,
জলদেশ জাত আমিষের যুষ আর,
নুতন পানীয়, অন্ন, দ্রব্য শুড় জাত,
অথবা অপর কফকর দ্রব্য যত,—
এবমিধ যত দ্রব্য করিলে ভক্ষণ,
প্রমেহ রোগের হয় জনম কারণ ।

ককজ মেহের সম্প্রাপ্তি ।

মেদ আর মাংস কক হ'য়ে বস্তিগত,
কিঞ্চা শরীরজ ক্রেদে করিলে দূষিত
ককজ মেহের করে দেহে উৎপাদন ।
ককজ মেহের কক সম্প্রাপ্তি কারণ ।

পিত্তজ মেহের সম্প্রাপ্তি ।

উষ্ণলগ্ন উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যের সেবনে
কুপিত হইয়া পিত্ত দেহে সেই ক্রমে,
উক্ত মেদ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া
পৈত্তিক প্রমেহে ফেলে দেহে জন্মাইয়া ।

বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি ।

কঁকপিত্ত যে সমস্ত হয় হীন বল,
 অনিল তখন অতি হইয়া প্রবল
 বসা, মজ্জা, ওজঃ, লসীকাদি ষাটুচয়
 বস্তিমুখে আনে যদি, মেহ জন্ম লয় ।
 কফজাদি মেহের সাধ্যাদি নির্ণয় ।
 কফ জাত দশবিধ মেহ সাধ্য হয় ;
 কারণ তাদের সব সমক্ৰিয়া রয় ।
 কটু, তিক্ত আদি যে ভেষজ সমুদয়
 প্রয়োগ করিলে কফদোষ শাস্তি হয়,
 সেই সেই ভেষজাদি প্রয়োগ করিলে
 সাম্যভাব ধবে দৃশ্য পদার্থ সকলে ।
 ষড়বিধ মেহ, পিত্তে জন্ম লয় যারা,
 বিষম ক্রিয়ার হেতু বাপ্য হয় তারা ।
 মধুরাদি যে ভেষজ হয় পিত্তহর,
 সে সব ভেষজ পুনঃ হয় মেদস্কর ।
 কটুকাদি বাহ্য করে মেদের হরণ,
 সে সব ভেষজ হয় পিত্তের কারণ ।
 এইরূপে ঔষধের বৈষম্য ক্রিয়ায়,
 বাপ্য হয় পিত্তজাত মেহ সমুদায় ।
 বারুজাত চারি মেহ মহাত্ম্য বলে,
 আরোগ্য না পায় তারা অসাধ্য সকলে ।
 মজ্জাদি গল্ভীর খাদ্যাদ্রয়ী সমীরণ
 অনেক বিপত্তি, আশু অনিষ্ট কারণ,
 এহেতু ঔষধ যত বিবিধ প্রকার,
 সেবনে রোগের মাহি হয় প্রতিকার ।

প্রমেহের সাধারণ কারণ ।

কায়ুপিত্ত কফ এই ত্রিদোষ প্রবল,
মেদ, রক্ত, শুক্র আর দেহ মধ্যে জল,
বসাও লসীকা, মজ্জা, ওজঃ রস আর,
মাংসাদি পদার্থ দুষ্য বিবিধ প্রকার;—
প্রমেহেব এই সব হেতু সাধাবণ ।
সকল মেহের সংখ্যা বিংশতি গণন ।
কফজ মেহের বিশ, পিত্তে ছয়, আর
বায়ুজ প্রমেহ হয় চারিটা প্রকার ।

মেহরোগের পূর্ব লক্ষণ ।

মেহের জন্মেব যেই উপক্রম হয়,
দন্তে, চক্ষু, কর্ণে অতি মলের সঞ্চয়,
দেহে চিক্ণতা হয়, আলা হাত পায়,
মুখে মধুবতা হয় ধরে পিপাসায় ।
আবিল বর্ণতা, মূত্র অতি পরিমাণ,
সকল মেহের এই লক্ষণ সমান ।

মেহের বিভিন্নতার কারণ ।

বাতজাদি মেহ আছে ষতেক প্রকার,
দোষ ও পদার্থ দুষ্য এক সবাকার ।
এক না হইয়া তবু নিম্নের কারণ
বিংশতি প্রকারে মেহ বিভাগ গণন ।
সংযোগ ও ন্যূনাধিক্যে পাঁচটা বরণ—
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাব, লোহিত যেমন
কপিলাদি নানা বর্ণ উৎপাদন করে,
যদিও মেহের হেতু একরূপ ধরে,

কিন্তু সেই হেতু, বর্ণ সংযোগ মতন,
 দোষ, দুষ্য পদার্থের বিভিন্ন মিলন—
 উৎকর্ষ কাহারো কিম্বা অপকর্ষ কার
 মূত্রের প্রদান কবে বিভিন্ন আকার ।
 মূত্রের ববর্ণ হয় ভিন্ন যেই মত,
 মূত্র সনে ভিন্ন মেহ হয় উৎপাদিত ।

কফজ মেহের প্রকার ভেদ ।

কফজাত মেহ হয় দশটি প্রকার —
 উদক ও ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ আব,
 সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্র ও সৈকত,
 শনৈর্মেহ, লালামেহ, দশম সে শীত ।

কফজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ ।

শুষ্ক ও শীতল, স্বেত বহু পবিমিত,
 জলের মতন আব গন্ধ বিবহিত,
 কিঞ্চিৎ আবিল তাহে পিচ্ছিলতা রহে,
 হেনমূত্র ত্যজে বোগী উদকের মেহে ।
 ইক্ষুমেহে যে প্রস্তাব করয়ে বর্জ্জন,
 অতি মিষ্ট হয় ইক্ষু রসের মতন ।
 সান্দ্রমেহে যে প্রস্তাব করে বিবর্জ্জন,
 বাসি যদি হয় তাহা হয়ে যায় ঘন ।
 সুরামেহে মূত্র যেন সুরা অবিকল,
 নিম্নভাগ ঘন আর উপরি নির্মল ।
 পিষ্টমেহে রোগী যবে করয়ে মূত্রণ,
 রোমাঞ্চিত হয় তার শবীর তখন ।
 পিটুলি গোলার মত জলের আকারে,
 বহু পরিমাণে স্বেত মূত্রত্যাগ করে ।

শুক্রমেহে প্রস্রাব শুক্রেব আভা পায়,
 অধিকন্তু শুক্র থাকে সংমিশ্রিত তায় ।
 সিকতা মেহেব হয় জনম যখন,
 তখন মূত্রের ঘাটে নিম্নের লক্ষণ :—
 অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্ত কণিকা সংযুত,
 বালুকা কণার মত মূত্র বিনিঃসৃত ।
 শীতমেহে মধুব আশ্বাদ মূত্র হয়,
 বহু পরিমিত, রহে ঠাণ্ডা অতিশয় ।
 শনৈর্মেহে যে সময় হয় উপস্থিত,
 অল্প অল্প মূত্র তদা হয় বিনির্গত ।
 লালামেহে মূত্র সদা লালান্বিত হয় ;
 তদ্ব্যবস্থা প্রস্রাব পিচ্ছিল অতিশয় ।

পিত্তজ মেহের প্রকার ভেদ ।

নীলমেহ, কাল মেহ, হরিদ্রা ও ক্লার,
 মঞ্জিষ্ঠা ও রক্ত ; পিত্তহেতু সবাকার ।

পিত্তজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ ।

ক্লারজল মত গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ রহে,
 ক্লারস্পর্শ যুক্ত মূত্র হয় ক্লার মেহে ।
 নীলমেহে নীল হয় মূত্রের বরণ,
 কালমেহে মূত্র হয় কালির মতন ।
 হরিদ্রে হরিদ্রাবর্ণ, কটুরস হয়,
 মূত্রত্যাগে মূত্রনালা খালা অতিশয় ।
 মঞ্জিষ্ঠা প্রমেহে মূত্র আমগন্ধ যুত,
 মঞ্জিষ্ঠা জলের মত বরণ লোহিত ।
 রক্তমেহে আমগন্ধ মূত্র নিগম্যন,
 উষ্ণ ও লবণাস্বাদ, রক্তের বরণ ।

বাতজ মেহের প্রকার ভেদ ।

‘বসা, মজ্জ, ক্ষৌদ্র’ হস্তি এ চাবি প্রকার,
মেহ যেই, ষায়ু হয় কারণ সবার ।

বাতজ ভিন্ন ভিন্ন মেহের লক্ষণ ।

বসামেহ জনমিলে হয় অবিবত,
বসাভ ও বসামিশ্র মূত্র বিনির্গত ।
মজ্জমেহ হলে মজ্জ আভার মতন
আভায়ুক্ত মজ্জমিশ্র মূত্র নির্গমন ।
ক্ষৌদ্রমেহ আক্রমণ করে কিস্ত ষায়ু,
মূত্র তার হয় ক্লৃষ্ণ, মধুব কষায় ।
হস্তিমেহে নিবস্তব মন্ত হস্তি মন্ত
করে রোগী মূত্রত্যাগ বেগ বিবর্জিত ।
কখন বা মূত্র তার রোধ হয়ে ষায়,
লসীকা পদার্থ রহে বিমিশ্রিত তায় ।
বসামেহ সর্পিণামে স্ত্রুজ্ঞতে পঠিত,^১
ক্ষৌদ্র মধুমেহ নামে চরকে আখ্যাত ।

কফজ মেহের উপদ্রব ।

আহার অপরিপাক, অরুচি, বমন,
নিদ্রাধিক্য, আর্দ্র-কাশ, পীনস লক্ষণ ।

পিত্তজ মেহের উপদ্রব ।

বস্তি, লিঙ্গে সূচীবেধ সমান বেদন,
অণুকোষ বিদারণ পাক নিষঙ্গন ।
পিপাসা প্রদাহ আর অল্লোকার অর,
মূর্ছা, মলভেদ হয় তাহার উপর ।

বাতজমেহের উপদ্রব ।

উদাবর্ত্ত, কম্প আৰ বেদনা হৃদয়ে,
ভক্ষণের লোভ নানা খাদ্য সমুদয়ে,
নিদ্রার রাহিত্য হয়, শোষ, শূল, শ্বাস,
উপদ্রব চরমতা ধবে যক্ষ্মাকাস ।

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ ।

বাতজাদি উল্লিখিত উপদ্রব যত,
কিঞ্চি উপদ্রব যত সূক্ষ্মতে কথিত
প্রকাশ যদ্যপি পায় সে সব লক্ষণে,
কিঞ্চি যদি মূত্র বিনির্গত ধাতু সনে,
সে মূত্রের পরিমাণ বেশী যদি হয়,
কিঞ্চি শবাবিকা আদি পীড়কা নিচয়
যদ্যপি মেহের সনে হয় আবির্ভূত,
তাহ'লে সে মেহে মূত্র্য ঘটিবে নিশ্চিত ।
প্রমেহ রোগীর বীজ দোষের কারণ
পুত্রেও প্রমেহ বোগে করে আক্রমণ ।
এহেন প্রমেহ রোগ কভু নাহি সাবে ।
পিতা, পিতামহ, মাতামহ আদি ক'রে
বংশ পরম্পরাক্রমে কুষ্ঠাদি আগত,
প্রমেহ বোগের মত সাধ্য বহির্ভূত ।

মধুমেহ ।

অচিকিৎস্য যদি রয়, সকল মেহই হয়
অবশেষে মধুমেহরূপে পরিণত ।
মধুমেহ হয় যবে অসাধ্য সে রোগ তবে ;
মধুবৎ মূত্র মেহে হয় বিনির্গত ।

বিভিন্ন কারণ হয় প্রমেহ কারণ হয়—
 ধাতুক্ষয় হেতু, বায়ু হইলে কুপিত,
 অথবা পিত্তাদি দোষ যদিপি করয়ে রোষ
 তাহে যদি হয় বায়ুপথ আবরিত ।
 আবদ্ধ হইলে বায়ু অতিশয় রোষ পায় ;
 সেই রুষ্ঠ বায়ুরোগে দ্বিতীয় কারণ ।
 একমাত্র সমীৰণ মধুমেহের কারণ ;
 রোষের প্রকার ভেদে বিভিন্ন লক্ষণ ।
 বায়ুর রোষভেদে মধুমেহের রূপ ।

ধাতুক্ষয়ে হয় যদি রুষ্ঠ সমীৰণ,
 মধুমেহ হয় বাত মেহের মতন ।
 পিত্ত আদি দোষাবৃত্ত বায়ুব কারণ
 মধুমেহরোগ যদি করে আগমন,
 বাতিক লক্ষণ যত কভু ঘটে তায় ;
 কিম্বা যত দোষ মার্গরোধ যাহে পায়,—
 বায়ু, পিত্ত, কিম্বা কক—যাহার কারণ
 মার্গরোধে, মেহ করে জনম গ্রহণ
 সে দোষ লক্ষণ তাহে হয় প্রকাশিত ।
 বিশেষ লক্ষণ এই তাহে সংঘটিত :—
 অকস্মাৎ মেহ হয় ক্ষীণ ক্ষণে ক্ষণে,
 পুনঃ রুদ্ধ হ'য়ে পিত্ত আদি আবরণে
 ক্ষণে ক্ষণে প্রবল সে হয় পুনর্বার ।
 অসাধ্য জানিও স্থির লক্ষণ তাহার ।
 সকল প্রকার মেহে বিনা চিকিৎসায়
 মধুর আশ্বাদ নুত্রে মধুরস প্রায় ।

ভূমিষ্ঠ মধুব রসে শরীর পূর্ণিত
তাহারাও মধুমেহ নামে অভিহিত ।

প্রমেহরোগ উপেক্ষার ফল ।

শরাবিকা, কচ্ছপিকা, বিনতা, জালিনী,
মমুরিকা, শর্ষপিকা, অলজী, পুষ্কিনী,
বিদারিকা, বিজ্রম্বি এ দশম প্রকার
পিড়কা জনমে, কঁল মেহ উপেক্ষার ।

শরাবিকার লক্ষণ ।

হয় সমুন্নত প্রাপ্তভাগ যত,
নিম্ন হয় মধ্যস্থলে,
শরাব আকার যেই পিড়কার,
শরাবিকা তারে বলে ।

এ পিডকাচয় সন্ধি স্থলে হয়
মর্মস্থানে কভু ধরে,
জনম কখন করয়ে গ্রহণ
মাংসল ধমনী পরে ।
জালিনীর লক্ষণ ।

তীব্রদাহে হয় যুক্ত সমুদয়,
 ব্যাঙ কছু মাংস জালে,
 জঙ্গ যদি ধরে পিড়কা আকারে
 জালিনী তাহারে বলে ।
 বিনতার লক্ষণ ।

[illegible]

অলজীর লক্ষণ ।

বরণ লোহিত কখন অসিত
যেহে থাকে কোঁড়া তায়,

অতি ক্লেশ দেয় যেই পিড়কায়
অলজী বলয়ে তায় ।

মস্তুরিকার লক্ষণ ।

মস্তুব কলাই যা দেখিতে পাই
আকৃতি ও পরিমান,

সে আকৃতি মত পিড়কার যত
মস্তুরিকা সমাখ্যান ।

সর্বপিকার লক্ষণ ।

শ্বেতনরিষাব আকার বাহার
পরিমান সেইমত,

পিড়কায় হেন করে বৈদ্যাগণ
সর্বপিকা অভিহিত ।

পুন্ড্রিণীর লক্ষণ ।

অতি সূক্ষ্ম যত স্ফোটক আরত,
দেখিতে রহদাকার

পিড়কা শরীরে জন্ম যদি ধরে
পুন্ড্রিনী আখ্যান তার ।

বিদারিকা ।

যেই পীড়কাব হয় গোলাকার
কুশ্মাণ্ডের কন্দ মত,

কিছা যদি হয় শক্ত অতিশয়
বিদারিকা সে কথিত ।

বিজ্ঞপ্তি ।

পিড়কা যখন

করয়ে গ্রহণ

জনম শরীর পরে,

ধরিলে তখন

বিজ্ঞপ্তি লক্ষণ

বিজ্ঞপ্তি বলয়ে তারে ।

প্রমেহ ব্যতিরেকে পিড়কার উৎপত্তি ।

যে মেহ হইতে যেই দোষজাত হয়

সেই মেহজাত বস্তু পিড়কানিচয় ;

সেই দোষে সমুৎপন্ন জ্ঞানিও নিশ্চয় ।

কখন কখন কিন্তু ইহা দৃষ্ট হয়—

প্রমেহ যাহার নাই দুষ্টমেদ তার

উৎপাদন করে দেহে নানা পিড়কার ।

উদর ও পৃষ্ঠ আদি আপন আপন

বাসস্থান স্পর্শ্যস্ত না করে গ্রহণ,

স্পর্শ্যস্ত তারা কভু হয় না লক্ষিত,

নিজ নিজ লক্ষণ না করে প্রকাশিত ।

অসাধ্য পিড়কা ।

গুহাদেশে, স্বক্কে, পৃষ্ঠে, মস্তকে, হৃদয়ে,

অথবা মরম স্থানে জন্মে যে সময়ে,

কিন্তু তুক্ষু কাস আলি উপদ্রব বস্তু

পিড়কার রোগে যদি হয় সমুদ্ভিত,

অথবা অগ্নির শক্তি হ্রাস যদি হয়

তাহ'লে পিড়কারোগ অসাধ্য নিশ্চয় ।

মেদো নিদান ।

দিবস নিদ্রায় প্রিয় হয় যদি নর,
 ব্যায়াম বর্জিত যদি তাহার উপর,
 অথবা খাইলে দ্রব্য প্লেথ্রাজ্জাত যায়,—
 এসব কারণে পরিপাক নাহি পায়
 ভুক্তদ্রব্যে সমুৎপন্ন অন্নরস যত ।
 তখন মধুর রসে হয় পরিণত ।
 মধুর অপক সেই অন্নৈব রসের
 স্নেহ হ'তে বৃদ্ধি হয় মেদ পদার্থের ।
 রসরক্ত আদি বাহি স্রোত সমুদায়
 মেদ বৃদ্ধি হেতু সবে রুদ্ধ হয়ে যায় ।
 শরীরের মধ্যে স্রোতরোধের কারণ
 অন্য ধাতু পুষ্ট হ'তে পারে না তখন ।
 মেদ সে কেবল ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া
 সর্ব কার্যে ফেলে নরে অশক্ত করিয়া ।

মেদোরোগের লক্ষণ ।

নিদ্রাধিক্য, তৃষ্ণা, মূচ্ছা আর ক্ষুদ্র ঋস,
 অবরুদ্ধ হ'য়ে যায় সহসা উচ্ছ্বাস ।
 অবসাদ, ক্ষুধা আর ঘর্ম্ম নির্গমন,
 শরীর হইতে মন্দ গন্ধ নিঃসরণ,
 মৈথুন শক্তি আয় বল হয় হ্রাস,—
 মেদোরোগে পায় এই লক্ষণ প্রকাশ ।
 সকল জীবের অস্থি অথবা উদরে—
 এই দুই স্থানে মেদ অবস্থান করে ।

মেদরোগে সম্বন্ধান্ত নর যে সময়
প্রায়শঃ উদর তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

মেদোরোগের বায়ুর ক্রিয়া ।

যেপ্রকারে কুমারের পণ
কর্দমে করিলে আবরণ,
অভ্যন্তরগত বায়ু তার
না পাবিয়া বাহিরে গমন
প্রস্থলিত ক'বে হতাশন
দহন করে সে স্থিতিকার ;

মেদ ধাতু বলে সেই মত
মার্গ অববোধ হেতু বাত
রয়ে যায় কোষ্ঠের ভিতরে ।
সবিশেষ করি সঞ্চরণ,
কোষ্ঠাগ্নিব ক'বে সঙ্কুক্ষণ
বিশোধিত করয়ে আহারে ।

মেদস্থী ব্যক্তির লেকারণ
যাহা নিত্য কবষে ভোজন
শীঘ্র তাহা পরিপাক হয় ।
উদরের মধ্যে যে সময়
ভুক্তজব্য কিছু নাহি রয়,
পুনঃ হয় ক্ষুধার উদয় ।

আহারের বদ্যপি সময়
কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয়,
তাহাতেও ফল সূভীষণ ।—
বায়ু হ'তে জন্ম হয় যাব,
সেই মত বিবিধ প্রকার
বাতপীড়া করে আগমন ।

মেদোরোগে অগ্নি ও মারুতের ক্রিয়া ।

দাবানল বনদাহ করযে যেমন,
মেদস্বী ব্যক্তির তথা বায়ু, হুতাশন,
নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত কবি,
স্থূল যেই নব তাব লয প্রাণ হরি ।

মেদোরুদ্ধির ফল ।

মেদ ধাতু রুদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে অতিশয়,
অকস্মাৎ বায়ু আদি দোষ সমুদয়,
প্রমেহ, পিড়কা ছব কিস্বা ভগন্দর,
নানারোগ আনি বোগী বিনাশে সত্ত্ব ।

অতি স্থূলের লক্ষণ ।

মেদ ও মাংসের অতি রুদ্ধিব কারণে,
গমনাগমন আদি অঙ্গ সঞ্চালনে
বাহার উদর, পাছা, কিস্বা দুই স্তন
সঞ্চালিত হয় ; কিস্বা অযথ্য বন্ধন
মাংস উপচয়, উৎসাহের বৃদ্ধি হয়,
এহেন মানব তারে অতি স্থূল কর ।

উদর নিদান ।

সকল ব্যাধিই, অগ্নি হ'লে মন্দীভূত,
 বিশেষ উদর রোগ হয় সমাগত ।
 অজীর্ণে, মলিন অন্ন করিলে ভোজন,
 মলের সঞ্চয়, হয় উদর কারণ ।
 বাত আদি দোষগণ হইয়া সঞ্চিত,
 রুদ্ধ করি স্বেদ অনুবহ শ্রোত ষত,
 প্রাণাপান বায়ু আর অগ্নিকে দূষিত
 করিয়া উদর রোগ করে উৎপাদিত ।
 উদর আত্মান আব অশক্তি গমনে,
 অপ্ৰবৃতি অধোবায়ু মল নিঃসরণে,
 অতিশয় মন্দীভূত জঠর অনল,
 শোধ হয় আর অতি শরীর দুর্বল,
 সর্ব অঙ্গে অবসাদ, দাহ তন্দ্রা আর,—
 লক্ষণ উদর রোগে সকল প্রকার ।

উদররোগের প্রকারভেদ ।

বায়ু, পিত্ত, কফে, তিনদোষ এক হ'য়ে,
 গ্ৰীহজ, ক্ষতজ, মল জলের সঞ্চয়ে ;—
 জনমে উদর রোগ এ অষ্ট প্রকার,
 একে একে কহিতেছি লক্ষণ সবার ।

বাতোদরের লক্ষণ ।

কুক্ষি, নাভি, হস্ত, পদে শোধ বাতোদরে,
 কুক্ষি, পার্শ্বোদর, কটী পৃষ্ঠে ব্যথা ধরে ।
 পৰ্শভেদ, অঙ্গমর্দ, হয় মলরোধ,
 শরীরের অধোভাগ হয় গুরুবোধ ।

শুক কাস, মূত্র ত্বক অথবা নয়ন
 শ্যাববর্ণ ধরে কিম্বা অরুণ বরণ ।
 সহসা উদর শোথে ত্রাস বৃদ্ধি হয়,
 উদরেতে ধরে আন ব্যথা অতিশয় ।
 আঘাত করিয়ে কেহ ভাঙে বেন পেটে,
 অথবা এমন বোধ ছুঁচ বেন ফোটে ।
 অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আর অসিত বরণ
 দেহ পরে বহু শিরা দেয় দরশন ।
 উদর আঘাতে শব্দ হয় উৎপাদন,
 সমীরণ পরিপূর্ণ ভদ্রায় যেমন ।
 শব্দ ও বেদনা সনে বায়ু বাতোদরে
 উদরের সৰ্ব্ব স্থানে বিচরণ করে ।

পিত্তোদরের লক্ষণ ।

পিত্তোদরে জ্বর, মুচ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা আর,
 মুখে কটু স্বাদ হয়, জ্বম, অতিসার ।
 পীতবর্ণ ধরে ত্বক, মুখ ও নয়ন,—
 প্রকাশিত হয়, এই সকল লক্ষণ ।
 উন্মায়ুক্ত, দাহাশ্বিত, ঘর্ম্মাক্ত উদর,
 স্নুকোমল বোধ হয় দিলে তায় কর,
 হরিৎ ও পীত আর তাত্ত্বের বরণ,
 উদরে ব্যাপিয়া রয় শিরা অগণন ।
 নিরীক্ষণ একবার কর যদি পেটে,
 বোধ হয় তাহা হ'তে ধূম বেন উঠে ।
 শীত্ৰ পাকি জ্বলোদরে হয় পরিণত ।
 সৰ্ব্বদা উদর রয় বেদনা সংযুক্ত ।

শ্লেষ্মোদরের লক্ষণ ।

অঙ্গ অবসাদ শ্লেষ্ম জনিত উদরে,
 স্পর্শজ্ঞানাভাব, গাত্র গুরুভাব ধরে ।
 নিদ্রা ও বমন বেগ অরুচি ও শ্বাস,
 ত্বগাদির শুক্লবর্ণ, শোথ আর কাস ।
 ইহাতে উদর শোথ, বৃহৎ, স্তিমিত,
 শুক্লবর্ণ শিবাগণে হয় সমাবৃত,
 চিকণ, কঠিন, বোধ পবশে শীতল,
 বৃদ্ধি পায় দীর্ঘকালে, গুরু ও অচল ।

ত্রিদোষজ উদর রোগ ।

দুঃশীলা কামিনীগণ, নিঃস্নেহ পতির মন,
 অথবা অপব কোন পুরুষ বাঞ্ছিত
 বশীভূত করিবারে, তাহাব অজ্ঞাতসারে
 নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা, আর্জব শোণিত,
 অন্ন পান এই দুয়ে, দেয় যদি মিশাইয়ে,
 এহেন মলিন অন্ন কবিলে ভোজন ;
 অথবা শত্রুর দানে, সংযোগজ বিষ পানে,
 অথবা খাইলে মাছ বিষ সংমিশ্রণ ;
 কিম্বা ভূগপত্র আদি, এ সবার ক্কাথ যদি
 মিশিয়া জলের ননে দুষ্ট করে তায় ;
 এহেন প্রদুষ্ট জলে, অগ্নি ও ওষধি বলে,
 নষ্ট তেজ বিষ কিম্বা কেহ যদি খায় ;
 রক্ত আর দোষ ত্রয়, তাহে প্রকুপিত হয়,
 সেই হেতু আছে ষড় ত্রিদোষ লক্ষণ,

লম্ব্যক প্রকাশ পায়, মানবের দেহে তাৎ

ভীষণ কঠর রোগ করে উৎপাদন ।

ত্রিদোষজ উদরের প্রকোপ কাল ।

এহেন উদব রোগ শীত আগমনে,
অথবা প্রথর ধবে বহে সমীরণে,
কিন্মা জল বড় মেঘ বিশিষ্ট দিবসে,
হয় অতি দাহ যুক্ত কিন্মা অতি রোষে ।

ত্রিদোষজ উদরের লক্ষণ ।

পাণ্ডুবর্ণ হয় বোগী, ক্লশ হয় কায়,
কঠ শুকাইয়া যায় অতি পিপাসায় ।
রোগ বলে আসে তাব মূর্ছা নিরন্তর,
এ রোগের অন্য নাম বলে দুষ্যোদর ।

গ্নীহোদর ।

বিদাহি, ককজ দ্রব্য ভোজনে যে রত,
হইয়া প্রদুষ্টতার কফ ও শোণিত,
তাহাতে গ্নীহার করে বর্জন সাধন ;
বৃদ্ধ গ্নীহা হয় পুনঃ উদব কাবণ ।
এই হেতু এই রোগে গ্নীহোদর কয়,
বামদিকে পেটে গ্নীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

গ্নীহোদরের লক্ষণ ।

হয় মন্দ জ্বব, রোগী অবসন্ন অতি,
কিছুমাত্র নাহি থাকে অগ্নির শক্তি ।
কফ পিত্তজাত যত উপদ্রবে ঘেরে,
ক্ষীণবল হয় রোগী, পাণ্ডুবর্ণ ধরে ।

যকৃদাল্যুদর ।

উদরের বামে হ'লে গ্লীহার বর্জন,
 গ্লীহোদর রোগ নাম ধরয়ে যেমন,
 সেই মত উদরের দক্ষিণে ভিতরে
 যকৃৎ নামে যে যন্ত্র অবস্থান করে,
 সেই যন্ত্র হয় যবে বৃদ্ধ কলেবর,
 তখন তাহাকে কয় যকৃদাল্যুদর ।

দোষভেদে গ্লীহোদর ও
 যকৃদাল্যুদরের লক্ষণ ।

বায়ুর প্রকোপ যদি দুই রোগে রয়,
 উদাবর্ত, বেদনা, আনাহ তাহে হয় ।
 পিত্তের প্রকোপে, মোহ, তৃষ্ণা, দাহ, শ্বর ;
 কফের প্রকোপে গাত্র গুরু নিরন্তর,
 অরুচি, উদর হয় কঠিন তখন,
 প্রকাশিত হয়ে থাকে এ সব লক্ষণ ।

বদ্ধ গুদোদর ।

শাক কিস্বা আলুকাদি কবিলে আহার
 অত্র নাড়ী হয়ে যায় বিবদ্ধ বাহার,
 অথবা কর্করা আদি কিস্বা চুল দিয়া
 অত্রনাড়ী যায় যার বিবদ্ধ হইয়া,
 সন্মার্জ্জনী বিনিষ্কিণ্ড ধূলি রাশি প্রায়,
 দোষ বিমিশ্রিত তাব মল সমুদায়
 অত্রনাড়ী স্থানে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া,
 গুদনাড়ী স্থানে যায় আবদ্ধ রহিয়া ।

মলরোধ হেতু তাহে অতি কষ্ট সনে
 রিনির্গত হয় মল অল্প পরিমাণে ।
 রুদ্ধি পায় হৃদি নাভি মধ্যবর্তী স্থান,
 বন্ধ গুদোদর তাই এর অভিধান ।

ক্ষতৌদর বা পরিশ্রাব্যুদর ।

কণ্টকাদি যুক্ত অন্ন কবিলে ভোজন,
 পাকায় স্থান হ'তে যদিপি কখন
 ভুক্ত অন্ন বক্র ভাবে আগমন কবে,
 তাহা হ'লে কণ্টকাদি শল্যের প্রহারে
 অঙ্গ নাম যেই নাড়ী ভেদ হয়ে যায় ।
 কখন কখন ভেদ কবয়ে তাহায়
 হাই তোলা, কিম্বা অতি করিলে ভোজন ।
 এইরূপে অন্ন ছিন্ন হয় যেই ক্ষণ,
 বহু পরিমাণে তাহা হইতে তখন
 বিনিঃসৃত হয় শ্রাব জলের মতন ।
 নাভি অধোভাগ তাহে বর্জিত করিয়া
 পুনঃ পুনঃ বাহিবায় গুহ্যদ্বার দিয়া ।
 ক্ষত কিম্বা পবিশ্রাব্যুদর রোগে কর,
 ইহাতে উদর যেন সূচীবিদ্ধ হয় ।
 অথবা উদর যথা করে বিদারণ,
 সেই মত জনমায় অসহ্য বেদন ।

দকৌদর বা জলৌদর ।*

স্নেহময় পদার্থের পিচকারী দান,
 বমন বা বিরেচন, কিম্বা স্নেহপান ।

কিষ্কা নিরুহণ নাম পিচকারী দিলে
 আশু যদি পান করে সুশীতল জলে ।
 কিষ্কা যদি স্নেহ দ্রব্যে উপলিঙ রয়,
 জলবহ শ্রোত তাহে বিদূষিত হয় ।
 সেই ছুষ্ঠে নাড়ী হ'তে হইয়া নিঃশ্রুত
 পীতজল উদবকে করয়ে বদ্ধিত ।
 জলের সঞ্চয়ে রোগ জনমায় বলে,
 দকোদর কিষ্কা তায় জলোদর বলে ।

দকোদরের লক্ষণ ।

দকোদর হ'লে হয় উদর চিকণ,
 রূহৎ ও স্ফীত যথা সলিলে পূরণ ।
 নাভি চতুর্দিক হয় বেদনা সংযুত ।
 জলপূর্ণ ভিত্তি যথা হলে সঞ্চালিত,
 ক্ষুদ্র ও কম্পিত আব শব্দযুক্ত হয়,
 দকোদবে সেই মত ঘটে সমুদয় ।

উদর রোগের সাধ্যাদি নিরূপণ ।

উদর সকলবিধ জন্ম যেই ধরে,
 অমনি সে রুচ্ছ সাধ্য জানিও তাহারে ।
 বোগীব শরীবে কিন্তু রয় যদি বল,
 উদরে সঞ্চিত যদি নাহি হয় জল,
 অথবা রোগটি যদি অল্পদিন ধরে,
 তথাপি বিশেষ ষড্বে সাধ্য জেনো তারে ।
 বদ্ধ শুদোদর কিন্তু পক্ষ অবসানে,
 প্রায়শই রোগীয়ে বিনাশ করে প্রাণে ।

এইরূপ জাতোদক সকল প্রকার,
অথবা ছিজ্জাস্তোদক নাম হয় যার—
এই মত আছে বর্ত্ত প্রকার উদর,
সকলই হয়ে থাকে প্রাণনাশ কর ।
কিন্তু যদি শল্যশাস্ত্রে কথিত যেমন
অস্ত্রের চিকিৎসা হয় তাহার মতন,
তাহাইলে পঞ্চদশ দিবসের (৩) পরে,
কখন কখন রোগ সাধ্য ভাব ধরে ।

উদর রোগের অরিষ্ট লক্ষণ ।

শোথযুক্ত হয় যদি বোগীর নয়ন,
লিঙ্গ যদি বক্রভাব করয়ে ধারণ,
অত্যন্ত পাতলা চর্ম্ম আব সে মলিন,
বল, অগ্নি, বক্ত, মাংস হয় পরিক্ষীণ,—
এ সব লক্ষণ রোগে ঘটবে যখন,
তাজিবে বোগীরে তার নিশ্চয় মরণ ।
অথবা এ রোগে পার্শ্ব ভঙ্গ হয় যার,
জনমে বিদ্রোহ অগ্নে, হয় অতিসার ।
বিবেচন হয় তবু কোষ্ঠ খালি নয়,
তাজিবে তারেও, তাব আসন্ন সময় ।

শোথ নিদান ।

শোথের সম্প্রাপ্তি ।

দুই রক্ত পিত্ত কফে রুগ্ন সমীরণ,
বহির্ভাগে আছে বত শিরা অগণন,—

সেই শিরা অভ্যন্তরে যবে লয়ে যায়,
 নিজের (ও) বদ্যপি গতি অবরোধ পায়,
 সেই ছুষ্ঠ বক্তৃপিত্ত কফেব কারণ
 যে সময় উচ্চতাব কবে উৎপাদন
 ত্বক্ মাংস বিজ্জড়িত ঘন কলেবরে,
 সে সময় সেই বোগ শোথ নাম ধরে ।
 রক্ত, পিত্ত, কফ বায়ু পূর্ক উক্ত যাবা,
 শোথ পদার্থেব উপাদান হয় তাবা ।

শোথের প্রকারভেদ ।

বাতাদি পৃথক দোষ হেতু ভিন্নতায়,
 দ্বন্দ্বদোষে কিম্বা মিলে দোষ সমুদায়,
 অভিঘাতে, বিষপানে, রূপভেদে আব,
 শোথ সমুদয় হয় নবম প্রকাব ।
 বাত, পিত্ত, কফজ ও বাত পিত্ত জাত,
 বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম, ত্রিদোষ জনিত,
 অভিঘাত জাত, আর বিষ জাত—নয় ।
 শোথের প্রকারভেদ এই সমুদয় ।

শোথের পূর্ক লক্ষণ ।

শিরার বিস্তার হ'লে পীড়া যে প্রকাব,
 সেই মত পীড়া, তাপ, গাত্রে গুরু ভার ।—
 যে সময় শোথ বোগ হবে উপস্থিত,
 তার পূর্কে এ সব লক্ষণ প্রকাশিত ।

শোথের কারণ ।

বিরেচন ও বমনাদি শুদ্ধি ক্রিয়া তরে,
 অথবা অরাদি ব্যাধি দেহে যবে ধরে,

বিগুণ ভোজন হ'লে কিম্বা অভোজনে,
 কুশ ও দুর্বল নর এ সব কারণে ।
 তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, উষ্ণগুন কিম্বা অল্প আর,
 গুরুপাক দ্রব্য কিম্বা করয়ে আহার,
 তা' হইলে শোথ রোগ সমুৎপন্ন হয় ।
 সেরূপ অপক্ক যত দ্রব্য সমুদয়,
 ভক্ষণ সে সব দ্রব্য কিম্বা পান দধি,
 বিরুদ্ধ ভোজন যত ক্ষীর মৎস্য আদি,
 মূত্রিকা ও শাক কিম্বা দুষ্ট অন্নাহার,
 কিম্বা অন্ন বিষ বিমিশ্রিত সঙ্গ্বে যাব,
 অর্শরোগ, কিম্বা হ'লে শ্রম বিবহিত,
 অথবা শরীব যায় শোধন উচিত—
 বিরেচন অথবা বমন ক্রিয়া আদি,
 প্রয়োগে শোধিত দেহ নাহি হয় যদি,
 রক্তশ্রাব, অভিঘাত মর্শের ভিতরে,
 বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম ভাল নাহি করে :—
 সংঘটিত হয় যদি এ সব কারণ,
 তাহাতেও শোথ করে জনম গ্রহণ ।
 এই সব দোষ যাহা হইল বর্ণন,
 বাতাদি দোষজ শোথে সে সব কারণ ।
 ইহাদের মধ্যে কিন্তু মর্শের পীড়ন,
 আগন্তু শোথের কভু হয় সে কাবণ ।

শোথের সাধারণ লক্ষণ ।

শোথের ক্ষীণতা স্থিতি কিম্বা তার ভার
 সমুদয় শোথ রোগে একই প্রকার ।

অনিয়ত এই রোগ, বিনা চিকিৎসায়
কখন নিরুত্তি পায় কতু জনমায় ।
শোথ স্থান উষ্ণ আর শিবাসমায়ুত,
বিবর্ণ, রোগীর দেহ, হয় রোমাঞ্চিত ।

বাতজ শোথের লক্ষণ ।

বায়ুজাত শোথ সদা কবে সঞ্চরণ,
কর্কশ, অরুণ কিম্বা অসিত বর্ণ,
পাতলা ও ঘর্ম্মযুক্ত, স্পর্শ শক্তি হীন,
সর্বদাই করে শোথ যেন বিন বিন ।
বায়ুব চলত্বে হেতু কখন কখন
বিনা কাবণেই শোথ পায় প্রথমন ।
টিপিলে বসিয়া যায়, ছাড়া যদি যায়
উন্নত হইয়া তাহা উঠে পুনরায় ।
এই শোথ দিবাভাগে হয় বলবান,
শুক প্রায় হয়ে যায় হ'লে নিশামান :

পৈত্তিক শোথের লক্ষণ ।

কোমল সগন্ধ হয় পিতে যদি জাত,
শোথ হয় রক্তবর্ণ ক্রুঞ্চ কিম্বা পীত ।
ষত্ননাদায়ক হয় উন্মাদ বহে তায়,
সবিশেষ দাহান্বিত হয়ে পেকে যায় ।
বোগীর পিপাসা ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম আর
মত্ততা, রক্তিমাবর্ণ চক্ষু হয় তার ।

শ্লেষ্মিক শোথের লক্ষণ ।

গুরুও অচল, শোথ পাণ্ডুবর্ণ হয়,
অধিকন্তু জনমে অরুচি অতিশয় ।

মুখাদি হইতে রোগে গদা ঝল করে,
 নিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য তাহার উপরে ।
 সম্যক প্রকাশে, কিম্বা হ'তে প্রশমন
 এই শোথ কবে অতি সময় গ্রহণ ।
 টিপিলে বসিয়া যায়, দিলে সে ছাড়িয়া
 উঠিয়া না পড়ে কিন্তু বহে সে বসিয়া ।
 বলবান হয় শোথ রাজি যদি পায়
 দিবস আসিলে কিন্তু হয় শুষ্ক প্রায় ।

দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথ ।

এক হ'লে দ্বিদোষের নিদান লক্ষণ,
 দ্বিদোষজ শোথ তারে জানিও তখন ।
 ত্রিদোষের নিদানও লক্ষণ মিলিলে
 ত্রিদোষজ শোথ রোগ সে সময় বলে ।

অভিঘাতজ শোথ ।

অস্ত্র শস্ত্র আদি দ্বাৰা ছেদ, ভেদ, ক্ষত
 ইত্যাদি কারণে যেই শোথ উপস্থিত,—
 আগন্তুকাবণ সেই শোথে সে সময়
 অভিঘাত জাত শোথ বৈদ্যগণ কয় ।

অন্য আগন্তুজ শোথ ।

হিমবায়ু কিম্বা সামুদ্রিক সমীরণ .
 কিম্বা আলাকুশী শুয়া করিলে স্পর্শণ,
 অথবা ভেলার রস লাগে যে সময়,
 গায়ে তাহে শোথ রোগ সমুৎপন্ন হয় ।

আগন্তুজ শোথের লক্ষণ ।

যে সকল শোথ জাত আগন্তু কারণ
তারা সবে ইতস্ততঃ করে সঞ্চরণ ।
উন্মায়ুক্ত হয় আর ববণ লোহিত
প্রায়শই হয় পিত্তলক্ষণ সংযুত ।

বিষজ শোথের কারণ ।

বিষধর প্রাণী যদি দেহে যায় চলে,
কিম্বা তাহাদের মূত্র শবীরে লাগিলে,
অথবা এমন প্রাণী বিষ নাই যার
তাহারও দাড়, দন্ত নখেব প্রহাব,
মল, মূত্র, শুক্র লিগু মলিন বসন
পবিধান কেহ যদি করে সর্সক্ষণ,
কিম্বা বিষরক্ষাগত সমীব স্পর্শনে,
অথবা সংযোগজাত বিষ বিমিশ্রণে
যেই চূর্ণ, তাহে যদি শবীর ঘষিত—
এ সব কারণে হয় শোথ রোগ জাত ।
এই মত বিষ যত হেতু সমুদয়
এহেতু এ শোথ রোগে বিষজাত কয় ।

বিষজ শোথের লক্ষণ ।

এই শোথ হয় অতি সঞ্চারী, কোমল,
অধোমার্গে ক'রে ইহা গমন কেবল
অতি শীঘ্র জনমায়, দাহ যুক্ত তায়,
অধিকন্তু অস্থির করয়ে বেদনায় ।

দোষভেদে শোথের উৎপত্তি স্থান ।

বক্ষস্থল আদি উদরের দেহে যত
শোথহেতু হয় দোষ আমাশয় স্থিত ।
পক্কামাশয় স্থিত দোষে শোথ জন্মলয়
বক্ষস্থল হ'তে তথা যথা পক্কামাশয় ।
মলমাশয় স্থিত দোষ নিম্নের শরীরে
প্রায়শই শোথ বোগ উৎপাদন করে ।
দোষ যদি সকল শবীর গত হয়
সর্বদেহে শোথ বোগ তাহে জন্ম লয় ।

শোথের সাধ্যাদি ভেদ ।

সর্বদেহে ও মধ্যদেহে যেই শোথ হয়
কষ্ট সাধ্য রোগ তাহা জানিও নিশ্চয় ।
অর্দ্ধদেহে হরগৌরী নর সিংহাকাবে
যেই শোথ হয় তাহা কছু নাহি সারে ।
প্রথমে যে শোথ নিম্ন অঙ্গে আবির্ভূত
হইয়া ক্রমশঃ হয় উর্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত,
শোথ প্রকোপণহেতু হেতু যদি তার,
তাহ'লে সে শোথ রোগে নাহিক নিস্তার ।
কিন্তু পাণ্ডুরোগে যদি উপদ্রব মত
শোথ বোগ পাদদেশে হয় সমাপ্তিত,
মারাত্মক নহে তাহা, হেতু হুব হ'লে
শোথ হ'তে ত্রাণ পায় মানব সকলে ।
স্ত্রীলোকের শোথ যাহা হয় মুখে জাত
সাংঘাতিক হয় তাহা হ'লে অধোগত ।

নরও নারীর শোথ গুহ্যে যদি ধরে
 উভয়েরি সেই শোথ প্রাণনাশ করে ।
 তাহারে করিবে ত্যাগ যেই শোথে স্থাস,
 দৌৰ্কল্য ও বমি আর বাড়য়ে পিয়াস,
 অগ্নিতে অরুচি জন্মে, আর ধবে ঝরে,—
 এইমত অন্য যত উপদ্রবে ঘেবে ।
 অচিব উৎপন্ন উপদ্রব বিরহিত
 শোথ বোগ সাধ্য হয় জানিও নিশ্চিত ।
 উদরও গলদেশে, কুক্ষি, মৰ্ম্ম স্থান,
 আশ্রয় কবে যে শোথ তাহে হরে প্রাণ ।
 যেই শোথ অতি স্থূল, কৰ্কশতা ধরে
 পবিত্রাণ নাহি তায় ত্যজিবে তাহারে ।
 বালক, দুৰ্ব্বল, বৃদ্ধে যেই শোথ ধরে
 অসাধ্য সে শোথ রোগ কভু নাহি সারে ।

বৃদ্ধি নিদান ।

(কোষ বৃদ্ধি, অস্ত্র বৃদ্ধি) ।

প্রকুপিত অধোমার্গগামী সমীরণ,
 বজ্রকণ হইতে মুঞ্চে করি আগমন
 ফলকোষ বাহিনী যে ধমনী সকল,
 সে সবাবে প্রপীড়িত করে অবিরল ।
 তাহাতে সৈ ফলকোষ বিবদ্ধিত হয়,
 ক্ষীত ও বেদনা যুক্ত হয় অতিশয় ।
 আয়তনে কোষ বিবদ্ধিত হয় ব'লে
 নিদানেতে এপীড়ায় বৃদ্ধি রোগ বলে ।

বুদ্ধির প্রকার ভেদ ।

সপ্তবিধ এই পীড়া, বাতজ, পিত্তজ,
কফরক্ত মেদজাত, মূত্রজ, অত্রজ ।
মূত্রজ, অত্রজ বুদ্ধি ইহাব ভিতবে
সমুৎপন্ন হয়, বায়ু কোপ যদি করে ।
কাবণ বিভেদ হেতু এই ব্যাধি দ্বয়
পৃথক পৃথক রূপে সমাখ্যাত হয় ।

বাতিক বুদ্ধি ।

অনিলে যে জন্ম লয়, কুবণ্ড তাহাবে কয় ;
ব্যথায়ুক্ত, অত্যন্ত কারণে,
রক্ত পূর্ণ সমীরণ, চন্দ্রপুটক মতন,
বোধ হয় তাহাব স্পর্শনে ।

পৈত্তিক বুদ্ধি ।

পিত্তে হয় জন্ম যাব, আকাব দেখিতে তার,
যথা পক্ক ফল উড়ুঘব ।
শেষে সে পাকিয়া যায়, উষ্ণার সংযোগ তার,
আর রহে দাহ নিবন্তর ।

কফজ বুদ্ধি ।

কফজ প্রবুদ্ধি কোষে ধবে নিম্নউক্ত দোষে,—
শীতল ও সমাক্রান্ত ভারে ;
কঠিন, অতি চিকণ, সদা করে কণ্ঠয়ণ,
অল্প ব্যথা তাহাব উপরে ।

রক্তজ বুদ্ধি ।

স্ফোটকে ব্যাপ্ত, আর অগ্নিত বরণ,
উপস্থিত হয় পিত্ত-বুদ্ধিব লক্ষণ ।

যেদোজ বুদ্ধি ।

মেদোজ যে রুদ্রি তাহা অত্যন্ত কোমল,
দেখিতে যেমন হয় পক্ষ তাল-ফল,
হয় রুদ্রি নীলবর্ণ বর্জুলেব প্রায়,
করুজ রুদ্রির থাকে লক্ষণ তাহায় ।

যুগেজ বুদ্ধি ।

মূত্রবেগ যাবা কবে ধাবণ নিয়ত,
তাদের মূত্রজ রুদ্ধি হয় উপস্থিত ।
এই রুদ্ধি বোগগ্রস্ত নব যে সময়
চলে যায় কোষ তাব অবনত হয় ।
আব জলপূর্ণ চৰ্ম্মপুটকেব মত,
ক্ষোভযুক্ত হয়, যুহু বেদনা সংযুত ।
আব তাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়,
মূত্রকৃচ্ছ, মত ব্যথা জন্মে অতিশয় ।

অল্প বুদ্ধি ।

অনিল প্রকোপ ধরে, এমন আহাব করে,
অথবা শীতল জলে স্নান,
মলমূত্রে উপস্থিত, বেগ যদি হয় দ্রুত,
বেগ নাই, তবু বেগ দান ।
গুরুভার সংবহন, অতি পথ পর্য্যটন,
বিষ্ম ভাবেতে হয় অঙ্গ প্রবর্তন ।
অথবা করিলে তাহা, ক্ষোভের কারণ যাহা,
বলবদ্বিগ্রহ ধনুরাদি আকর্ষণ ।
সঞ্চালিত সমীরণ, - ক্ষুদ্ৰাত্তের যেই ক্ষণ,
ক্রিয়দংশে করি সঙ্কচিত.

নিজ স্থান পরিহরি, নিম্নেতে গমন করি,
 বজ্রকণ সন্ধিতে উপস্থিত,
 তখনি প্রকাশি বলে, বায়ু সেই সন্ধিস্থলে,
 করয়ে যে শোধ উৎপাদন,
 অস্ত্রবুদ্ধি তাবে কয়, আকাব তাহার হয়,
 ঠিক যেন গ্রন্থিব মতন ।

অস্ত্রবুদ্ধির লক্ষণ ।

অস্ত্রবুদ্ধি যদি নাহি হয় চিকিৎসিত,
 অণুকোষ হয় তাহে বদ্ধিত ও স্কীত ।
 বেদনা সংযোগ থাকে, স্তম্ভিত সে রয় ।
 কিন্তু যদি প্রপীড়িত হয় সে সময়,
 তা'হইলে বায়ু শব্দবিশিষ্ট হইয়া,
 তখনই চলে যায় উপবে উঠিয়া ।
 আবার ছাড়িয়া তারে দিলে সেই ক্ষণ,
 নামিয়া আসিয়া করে শোধ উৎপাদন ।
 বাতজ্ব রুদ্ধির মত ইহার লক্ষণ,
 অনাধ্য এ ব্যাধি, ইহা সারে না কখন ।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপটী, গ্রন্থি ও অর্ধদ নিদান ।

বড়, ছোট মুক মত, দৃঢ় হয়ে গলে
 লম্বিত যে শোধ তারে গলগণ্ড বলে ।
 গলদেশে বায়ু, কফ, মেদ প্রকুপিয়া,
 মন্যানাম শিরাধয়ে আশ্রয় করিয়া,

ক্রমে ক্রমে প্রকাশিয়া আপন লক্ষণ,
 গলদেশে গণ্ড বোগ কবে উৎপাদন ।
 গণ্ডকণ্ঠী সেই শোধে যত বুধগণ,
 গলগণ্ড অভিধান করেন প্রদান ।

বাতিক গলগণ্ড ।

সূচিকা বেধের সম বেদনা সংযুত,
 কৃষ্ণবর্ণ শিরা দিয়া হয় সমাহৃত ;
 কর্কশ ও শ্যাব কিম্বা অরুণ ববণ,
 বাড়িতে সে দীর্ঘ করে সময় গ্রহণ ।
 এইরূপ গলগণ্ড নাহি পাকে প্রায়,
 সহন বা কোন গলগণ্ড পেকে যায় ।
 বাত গলগণ্ড রোগে বিবস বদন,
 তালু, গলদেশ বয় শুষ্ক সর্ষক্ষণ ।

কফজ গলগণ্ড ।

কঠিন, কফজ হয় গলগণ্ড যত
 কফের প্রকৃতি হেতু যেত আ ভা যুত,
 ভাবযুক্ত আর করে উগ্রকণ্ঠ্যন,
 শীতল ও বড় হয় তার আয়তন ।
 বর্দ্ধিত সুদীর্ঘকালে কোন বা সময়
 মন্দ মন্দ ব্যথা ধরে পরিপক হয় ।
 এরোগে মধুব রসে মুখ বিমিশ্রিত,
 তালু আর গলদেশ শ্লেষ্মাবিলেপিত ।

মেদোজ গলগণ্ড ।

মেদোজাত গলগণ্ড ভারী ও চিকণ
 পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধ করে কণ্ঠয়ন,

সমাক্রান্ত থাকে সদা অল্প বেদনায ।
 অল্প মূল হয়ে ইহা অলাবুব ন্যায়,
 ক্রমশঃ ক্রমশঃ হযে অতি স্থূল শেষে
 বিলম্বিত হয়ে পড়ে রয় গলদেশে ।
 দেহেব বৃদ্ধিতে হয বৃদ্ধিও ইহাব,
 শবীবেব হ্রাস সনে হ্রাস হয় তাব ।
 এই গলগণ্ড রোগে রোগীব বদন,
 তৈলাভ্যক্ত মত হয় অত্যন্ত চিকণ ।
 ইহা ভিন্ন এই বোগ উপস্থিত যাব
 গলদেশে শব্দতাব হয় বাব বার ।

গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ ।

নিশ্বাস প্রস্থাসে যাব অতি কষ্ট হয়,
 সৰ্ব্বেগাত্র সুকোমল, ক্লেশ অতিশয়,
 আহাবে অরুচি হয়, ভঙ্গ হয় শ্বব,
 বোগ যদি হয় এক বর্ষেব উপর,
 তা'হলে সে গলগণ্ড রোগীব তখন
 অসাধ্য জানিয়া বোগ করিবে বর্জ্জম ।

গণ্ডমালা ।

দুষ্ট মেদ আব কফ হইতে বগলে,
 ক্ষুদ্র মন্যা শিরাদ্বয়ে, বজ্রগে ও গলে,
 শেযাকুল, আমলকী, কুলেব আকাবে
 অনেক সংখ্যক যেই গণ্ড জন্ম ধবে,
 তখন সে সমুদায়ে গণ্ডমালা বলে ;
 গণ্ডমালা অল্প অল্প পাকে দীর্ঘকালে ।

অপচী ।

এহেন যে গণ্ডমালা তার গণ্ড বত
 দীর্ঘকাল ব্যাপি যদি হয় অবস্থিত,
 তাহ'লে সে সব গণ্ড হেন ভাব পায়—
 তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পেকে যায় ।
 পক হ'লে অবিরল আব ঝরে তাব ;
 কোনটী কোনটী হয় অদৃশ্য আবার ।
 আবার কতকগুলি নূতন উদ্ভূত
 তখন অপচী নামে বোগ অভিহিত ।

অপচীর সাধ্যাদি লক্ষণ ।

উপজ্বর বিরহিত অপচী যখন,
 সেই রোগ সাধ্য হয় কথিত তখন ।
 কিন্তু বোগে যে সময় উপজ্বর ধরে—
 পীনস ও পার্শ্বশূল কাল কিয়া করে,
 অথবা ষড়্যপি বোগী কবয়ে বমন
 এ অপচী রোগ হয় অসাধ্য তখন ।

এস্থি রোগ ।

বাতাদি সকল দোষ, মেদ ও শোণিত
 অথবা মেদ ও শিরা করিয়া দূষিত,
 ঐশ্বরূপ যেই শোধ কবে উৎপাদন
 তাহাকেই ঐস্থি রোগ বলে বুধগণ ।

বাতিক ঐস্থির লক্ষণ ।

আকৃষ্ট হইয়া যেন হয় দীর্ঘকাল,
 ছিন্ন হয়, স্ফটীবেধ বেদনা সংযুত,

প্রাক্ষিপ্ত, মলিত আর দ্বিধাকৃত হয়,—
 বাতিক গ্রন্থির এই লক্ষণ নিচয় ।
 ক্ষয়বর্ণ, বস্তিমত মুহু ও আয়ত
 ফাটিলে নির্মল রক্ত হয় বিনির্গত ।

পিত্তজ গ্রন্থির লক্ষণ ।

অতিদাহ, অন্তস্তাপ, পীড়া ছেদ মত
 পিত্তজাত গ্রন্থি রোগে হয় উপস্থিত ।
 ইহা ভিন্ন পাক তাহে জন্মে অতিশয়
 অগ্নি শিখা মত জ্বালা উপস্থিত হয় ।

কফজ গ্রন্থির লক্ষণ ।

অবিবর্ণ, অল্প ব্যথায়ুক্ত ও শীতল,
 অতিশয় কণ্ঠযন কবে অবিরল,
 পাথরের মত শক্ত বাডে দীর্ঘকালে
 গুরু, ঘন পুষ বরে বিদীর্ণ হইলে ।

মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ ।

বৃহৎ ও কণ্ঠযুক্ত আব সূচিকণ,
 মেদোজ গ্রন্থিতে কিন্তু না রয় বেদন ।
 দেহের রুদ্ধিতে হয় বর্জন ইহার,
 শরীরের ক্ষয় সনে ক্ষয় হয় তার ।
 ঘূতের সদৃশ কিম্বা তিলকঙ্ক মত
 বিদীর্ণ হইলে হয় মেদ বিনির্গত ।

শিরাজ গ্রন্থি ।

বলবহিঃপ্রহাদি ব্যায়াম সকল,
 রুট হয়ে বায়ু তাহে ব্যক্তি যে দুর্বল,

শিবা সমুদয়ে করি আক্লিষ্ট তাহার,
 সঙ্কোচিত, সংপিণ্ডিত বিশোধিত আর,
 সত্ত্ব সে সমুন্নত আর গোলাকাবে
 শিরাজ্জাত যেই গ্রন্থি উৎপাদন কবে,
 তাহাকে শিরাজ্জ গ্রন্থি ক'ন বুধগণ ।
 চলিলু যদ্যপি হয় কিম্বা সবেদন,
 তাহ'লে শিরাজ্জ গ্রন্থি কুচ্ছ সাধ্য হয় ।
 কিন্তু যদি কিছুমাত্র বেদনা না বয়
 অথবা, অচল বড় হয় মর্মোখিত,
 তাহা হ'লে এই বোগ সাধ্য বহির্ভূত ।

অর্কবুদ (আব) ।

বাতাদি সকল দোষ কুপিত হইয়া,
 বক্ত আর মাংস দুয়ে দূষিত করিয়া
 অচল ও গোলাকাবে অল্প ব্যথা সনে
 যেই মাংসোচ্ছ্রয় দেহে আনে একস্থানে,
 বেশী দূরে মূল তাব রহৎ আকাবে
 অর্কবুদ, ভাষায় হয় আব নাম তাব ।
 অর্কবুদেব বৃদ্ধি হ'তে দীর্ঘকাল যায়
 চিব কাল কাঁচা থাকে নাহি পাকে প্রায় ।
 বায়ু, পিত্ত, কফ, মাংস মেদ ও শোণিত—
 যখন সকলে হয় অত্যন্ত বিকৃত,
 সেসব কারণ বশে ভিন্ন ভিন্নাকারে
 বিবিধ অর্কবুদ যত জন্মলাভ করে ।
 বাতজাদি গ্রন্থি ভেদে লক্ষণ যেমন
 অর্কবুদেও দোষ ভেদে তেমন লক্ষণ ।

রক্তার্কুদ ।

ছুষ্ঠ পিত্ত রক্ত আক, শিবা সমুদয়ে
 সংকোচিত, সংপিণ্ডিত কবে যে সময়ে,
 তাহ'তে ঈষৎ পাক মাংসাস্থবাত
 আবযুক্ত মাংসপিণ্ড করয়ে উদাত ।
 শীত্র শীত্র মাংসপিণ্ড হয় বিবদ্ধিত,
 রুধিবের আব তাহে বরে অবিবত ।
 এহেন অর্কুদবোগে রক্তার্কুদ কর ।
 সকল অর্কুদে রক্ত মাংস বস্তুদ্বয়
 যদিও পদার্থ দূষ্য, কিন্তু রক্তার্কুদে
 শোনিতে বিশেষ দোষ, মাংসে মাংসার্কুদে ।
 সেই হেতু বোগী নব উপদ্রুত হয়
 উপদ্রবে, যাহাব কারণ রক্ত ক্ষয় ।
 সেই হেতু"রোগী রোগে পাণ্ডুবর্ণ ধবে ।
 অসাধ্য এহেন ব্যাধি প্রাণ নাশ করে ।

মাংসার্কুদ ।

অদ্বিত যে কোন অঙ্গ মুষ্টির গ্রহাবে,
 তথাকার মাংস যদি ছুষ্ঠভাব ধরে,
 ঈষৎ বেদনায়ুক্ত কিম্বা অবেদন,
 দেহের সমানবর্ণ অথবা চিক্কণ,
 অল্প পাক যুক্ত কিম্বা পাক বিরহিত,
 স্থির ও কঠিন অতি প্রস্তুবের মত—
 বখন এহেন শোধ হয় উৎপাদন
 মাংসার্কুদ রোগ আখ্যা ধরয়ে তখন ।

বায়ু দোষ মাংসার্কুদ জনম কারণ ।
সদাই স্বভাব যাব অম্লিষ ভোজন,
মাংসার্কুদ সে ব্যক্তির মাংস হুষ্টি তরে
সাধ্য বহির্ভূত হয়, গাঢ় ভাব ধরে ।

অৰ্কুদেৱ অসাধ্য লক্ষণ ।

উল্লিখিত বাতজাদি অৰ্কুদ ভিতবে,
ঘর্মে সমুৎপন্ন বাহা, আব যার ঝরে,
নাড়ী আদি শ্রোতোজাত অথবা অচল,
ঔষধ প্রয়োগে তাব নাই কিছু ফল ।
অৰ্কুদেৱ উপবে যে অৰ্কুদ জন্মায়,
তাহাও সারে না কভু তেয়োগিবে তায় ।
আর বর্জনীয় যদি দ্বিবর্কুদ ফোটে,—
এক সঙ্গে কিম্বা দুটি ক্রমে ক্রমে উঠে ।

অৰ্কুদ না পাকিবার কারণ ।

কফের আধিক্য আর মেদ বহুলতা,
প্রথিতত্ত্ব তার সঙ্গে দোষের স্থিৰতা,
এ ভিন্ন ব্যাধির নিজ স্বভাব কাবণ,
অৰ্কুদ সকল পক্ষ হয় না কখন ।

শ্লীপদ নিদান (গোদ) ।

উৎপন্ন শ্লীপদ ব্যাধি হইবে যখন,
আগেই তাহার করে স্বব আক্রমণ ।
বজ্রকণে শোথের জন্ম বেদনা সংযুক্ত,
ক্রমে সেই শোথ হয় পাদে উপস্থিত ।

ইহাকে শ্লীপদ রোগ ক'ন বুধগণ ।
 কেহ ক'ন এই রোগ করে আক্রমণ
 গিজ, নেত্র, কর্ণদ্বয় কিম্বা দুটী করে ;
 কখন জনমে রোগ ওষ্ঠের উপরে ।

বাতিক শ্লীপদ ।

বাতজ যখন, শ্লীপদ তখন,
 হয় রুদ্ধ, প্রস্ফুটিত,
 কৃষ্ণবর্ণ তার, তীব্র বেদনার
 ব্যতনায় সমাপ্তিত ।
 তদুপরি ব্যথা, থাকে যেন কোথা,
 অকস্মাৎ এসে ধরে,
 নাই দিন ক্ষণ, সর্বদা তখন,
 আক্রমণ করে হবে ।

পিত্তজ শ্লীপদ ।

পিত্তজ যখন, শ্লীপদ তখন
 হয় অতি সুকোমল,
 পীতবর্ণ তাব, জ্বরের প্রসার,
 দাহ ভায় অবিরল ।

শ্লেষ্মাজ শ্লীপদ ।

শ্লেষ্মে যে সময়, রোগ জন্ম লয়,
 শ্লীপদের এ মূর্তি,—
 পাণ্ডুবর্ণ ধরে, শ্বেত, যুক্ত ভারে,
 চিকণ কঠিন অতি ।

শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ।

প্রবৃদ্ধ হইলে, এই শ্লীপদে যখন
অনেক শিথর হয় বস্ত্রীক মতন,
অথবা শ্লীপদ যদি বর্ষের উপরে
রোগীৱ চরণ পরে আক্রমণ করে,
অথবা যাহার হয় বৃদ্ধি অতিশয়,
এহেন শ্লীপদ কভু আরোগ্য না হয়।
শ্লেষ্মানুগ হয় যাহা, রস যাহে ঝরে,
যে শ্লীপদে অতিশয় কণ্ঠঘন কবে,
বাত আদি দোষ মধ্যে যাহাব কাবণে
জন্মে রোগ, সেই সব দোষের লক্ষণে
অতুল্যত ভাবে যদি প্রকাশিত হয়,
শ্লীপদ অসাধ্য তাহে জানিও নিশ্চয়।

শ্লীপদের দোষ প্রাধান্য ও

দেশভেদে জন্মবাহল্য।

শ্লীপদেব আবির্ভাব হয় দেহে যবে,
যে দোষেই হ'ক কফপ্রাধান্য জানিবে।
যেই হেতু কফ ভিন্ন অপর কাবণ
গুরুত্ব ও মহত্ব না আনে কদাচন।
অতিশয় পুরাতন জল যেই থানে
সঞ্চিত রহিয়া যায় বেশী পবিমাণে,
সর্ব ঋতুতেই যেই দেশ স্নশীতল,
বাহল্য জনমে রোগ সে দেশে কেবল।

বিদ্রুপ নিদান ।

অত্যন্ত কুপিত বাত আদি দোষ জয়
 যখন অস্থিকে রয় করিয়া আশ্রয়,
 ভুক মাংস, বক্তমেদে করিয়া দূষিত
 অতি অবগাঢ় মূল, অতি ব্যথা যুত,
 উৎপাদয় কষ্টে যে শোথ গোলাকারে
 বিদ্রুপ, ভাষায় ফোঁড়া ব'লে থাকে তাবে ।

বিদ্রুপের প্রকার ভেদ ।

বাতজ, পিত্তজ কেহ কেহবা কফজ,
 তিন দোষজাত কেহ, ক্ষতজ, রক্তজ ।

বাতিক বিদ্রুপ ।

বাত্তে জন্ম যার, কৃষ্ণ বর্ণ তার
 অরুণ কখন হয়,
 রহৎ আকৃতি, কড় কুদ্র অতি,
 অত্যন্ত বেদনা রয় ।
 অনিলের ক্রিয়া বিষম বলিয়া
 উৎপত্তি বিভিন্ন তার,
 অনিলের ক্রিয়া বিভিন্ন বলিয়া
 পাক নানাবিধ আর ।

পিত্তজ বিদ্রুপ ।

পক উড়ু বর সমবর্ণ ধর
 কিছাপ্যাব বর্ণ আর ;
 পাকিবে যখন, কিছা উৎপাদন,
 অল্পই সময় তার ।

জন্ম সময় এই রোগে হয়
 উপস্থিত দাহ, ঘর,
 পাকিবে যখন ঘর ও বেদন
 হয় অতি তীব্রতর ।
 কফজ বিদ্রুধি ।

শরাবের ন্যায় আকৃতি সে পায়
 পাত্তুবর্ণ সুশীতল,
 হয় সে চিক্ণ, অল্পই বেদন
 সেধায় রহে কেবল ।
 কফজ যখন বিদ্রুধি তখন
 হয় তার সেই কালে
 পাকও উত্থান— দুই সমাধান
 অতিশয় দীর্ঘকালে ।

দোষভেদে প্রাবের ভেদ ।

বাতজ বিদ্রুধি প্রাব অত্যন্ত তবল,
 বাত অনুরূপ বর্ণ কৃষ্ণাদি সকল ।
 পৈত্তিক বিদ্রুধি হ'লে প্রাববর্ণ পীত,
 স্লেষ্মিকের প্রাব শ্বেত বরণ সহিত ।

সান্নিপাতিক বিদ্রুধি ।

সান্নিপাতে বিদ্রুধি যদ্যপি জন্ম লয়
 ধরে কৃষ্ণপীত আদি বর্ণ সমুদয় ।
 তৌদ দাহ আদি নানা ব্যাধা সমষ্টিত,
 শ্বেত পীত আদি বহুবিধ প্রাব যুত,
 অত্যন্ত অগ্রভাগ বিষম আকৃতি,
 পাকে সে বিষম ভাবে বড় হয় অতি ।

কতজ বিদ্রুপি ।

লোষ্ট্রাদি ঙ শস্ত্রে য়েই ক্ত বা আহত
অপথ্য সেবনে যদি হয় সে নিরক্ত,
কতোম্মা তাহার হয়ে অনিল চালিত,
রক্ত আর পিত্ত দুবে কবিয়া দ্বিত,
বিদ্রুপি উৎপন্ন করে শরীরে তখন ;
কতজ বা আগন্তুজ নাম সে কারণ ।
ঘটয়ে লক্ষণ পিত্তবিদ্রুপির যত
ছর তৃষ্ণা আর দাহ হয় উপস্থিত ।

রক্তজ বিদ্রুপি ।

রক্তের প্রকোপে য়েই বিদ্রুপি জন্মায়
হয় সমান্তর ক্লম্ববরণ ফোড়ায়,
শ্যাববর্ণ, তীব্রদাহ, বেদনা সংযুত
লক্ষণ তাহাতে পিত্তবিদ্রুপির যত ।

অন্তবিদ্রুপির স্থান ।

বাত আদি দোষ ত্রয় হইয়া কুপিত,
পৃথক পৃথক ভাবে অথবা মিলিত,
অত্যন্ত গুল্মমত বল্লীক আকারে
বিদ্রুপি উৎপন্ন করে দেহ অভ্যন্তরে ।
গুহ্যদেশে, বস্তিমুখে, বজ্রকণ দ্বিতযে,
নাভিতে, মূত্রাশয়, কৃষ্ণদেশে, বৃক্ক ঘয়ে,
যকৃত্তেও ক্লেমে আর হৃদয় উপরে
ভিতর বিদ্রুপি যত জন্ম লাভ করে ।
সাধারণ লক্ষণ এ বিদ্রুপির যত
বাহ্য বিদ্রুপির যত লক্ষণের মত ।

ইহা ভিন্ন স্থান ভেদে উৎপত্তি কারণে
বিশেষ বিশেষ হয় লক্ষিত লক্ষণে ।

স্থানভেদে অন্তবিদ্ভাধির বিশেষ লক্ষণ ।

গুদনাড়ী'পরে অন্তবিদ্ভাধি হইলে
নিরোধ করিয়া রয় অধোগ অনিলে ।
বস্তিদেহে জনমিলে মূত্রকৃচ্ছ্র হয় ;
আর তাহে মূত্র হয় অল্প অতিশয় ।
নাভিতে হইলে হিক্কা জনমে তখন,
পেটে হয় গুড় গুড় ধ্বনি সবেদন ।
কুক্ষিতে হইলে হয় বায়ু প্রকুপিত ।
বিদ্ভাধি যখন হয় বজ্রকণ আশ্রিত,
কটী আর পৃষ্ঠে ধরে তীব্র বেদনায়,
বুদ্ধে হ'লে পার্শ্বের সঙ্কোচ তাহে পায়
শ্বাস অববোধ হয় জন্মিলে গ্লীহায়,
হৃদয়ে হইলে তীব্র ব্যথা সর্ব গায় ।
অধিকন্তু তাহে জন্মে অতিসার কাস,
বক্রতে হইলে হয় হিক্কা আব শ্বাস ।
জনমিলে ক্লোম নামে পিপাসার স্থানে
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা তাহে জন্মে জল পানে ।

অন্তবিদ্ভাধির ফল ।

বৃক্ক গ্লীহা আদি স্থান নাভি উর্দ্ধস্থলে
করে যে গ্রহণ জন্ম বিদ্ভাধি সকলে,
বিদীর্ণ হইয়া গেলে তাহারা পাকিয়া
পুষ আদি বহির্গত হয় মুখ দিয়া ।

নাভি অধোভাগে হয় যে বিদ্রম্বি জাত
 পুষ তার গুহ্য দিয়া হয় বিনির্গত ।
 অধঃস্রাবে রক্ষা হয় কখন জীবন
 উর্দ্ধস্রাব হয় কিন্তু মৃত্যুব কারণ ।
 হৃদি নাভি বস্তু ছাড়া ফোড়া অন্যস্থানে
 ভেদ যদি কবা যায় অস্ত্র সঞ্চালনে,
 তাহাতে রোগীব কভু প্রাণ রক্ষা হয় ।
 এই তিন স্থানে অস্ত্রে মবণ নিশ্চয় ।
 আমাবস্থা, পক্কাবস্থা, আর পচ্যমান
 বিদ্রম্বি অবস্থা হয় ব্রণের সমান ।

বিদ্রম্বির মৃত্যু লক্ষণ ।

উদর আত্মান, মূত্রবোধ ও বমন
 হিক্কা ও পিপাসা আর স্তূতীত্র বেদন,
 শ্বাস আদি উপদ্রব হ'লে উপস্থিত
 বিদ্রম্বিতে প্রাণ নাশ করয়ে নিশ্চিত ।

ব্রণশোধ নিদান ।

যে স্থানে হইবে ব্রণ অথ্রেই তথায়
 হয় শোধ, কহে বোগ পূরুরূপ তায় ।
 ব্রণশোধ ছয়বিধ, —বাতজ, পিত্তজ,
 কফজ, ত্রিদোষ জাত, রক্ত আগন্তুজ ।
 শোধের লক্ষণ যাহা পূর্বের কথিত,
 এই ব্রণশোধ রোগে হয় সেই মত ।
 তবে পক্ষ অণুকাদি বিশেষ লক্ষণ,
 এ রোগের কহিতেছি করহ শ্রবণ ।

দোষভেদে ত্রণ শোথের পঞ্চাশকের লক্ষণ ।

ত্রণ শোথ বাত জাত হয় যে সময়,
তখন বিষম ভাবে পক্ষ তাহা হয় ।
পিত্তজাত শোথ পাকে শীঘ্র অতিশয়,
কফজ শোথের পাক বিলম্বিতে হয় ।
ত্রণশোথ আগন্তুজ বক্তজ যখন,
পিত্তশোথ মত শীঘ্র পাকে সে তখন ।

আম বা অপক শোথের লক্ষণ ।

অল্প অল্প উদ্ভারয়, অল্প শোথ হয়,
কিন্তু সেই শোথ হয় শক্ত অতিশয় ।
দ্বকের সমান বর্ণ, অভ্যঙ্গ বেদন,—
অথবা অপক শোথে এ সব লক্ষণ ।

ত্রণশোথের পক লক্ষণ ।

ত্রণ শোথ যে সময় পাকিতে আরম্ভ হয়
সে সময় হয় হেন জ্ঞান,
অনল পোড়ায় তায়, পিপীলিকা কামড়ায়,
পানি দ্বারা হয় পীড়মান ।
শব্দে ছিন্ন ভিন্ন করে, পচ্যমান যেন জ্বাবে,
আঙুলে করয়ে বিঘটন,
যেন বিধে সূচিকায়, ধরে সেই যাতনায়,
দন্তে যথা করিলে তাড়ন ।
পার্শ্বে যদি বহি রয়, নরদেহ সে সময়,
তাপে যথা করয়ে কাতর,
তেমতি উত্তাপ রয় ; দাহযুক্ত অতিশয়,
বিরণতা তাহার উপর ।

রোগীর বস্ত্রণা বত, সংঘটিত সেই মত,
কামড়ালে যেমন বিছায়,
শয়ন উপবেশনে, 'কিছা গিয়া কোন স্থানে,
রোগী শাস্তি লাভ নাহি পায় ।
অনিশে পরিপুৰিত, সমাধাত বস্ত্রিমা
হয় সে আয়ত অতিশয়,
বিদ্যমান রহে তার, অতি অর পিপাসার,
খাদ্যে কিছু রুচি নাহি রয় ।

পক্ষ ব্রণশোধের লক্ষণ ।

ব্রণশোধ পক্ষ হ'লে ব্যথা হ্রাস হয়,
শোধও তেমন আর উন্নত না রয় ।
আগেকার হতে হয় অল্প আয়তন,
দেখিতে তাহারে হয় লোহিত বরণ ।
তখন শোধের মাংস কুঁচকিয়া যায়,
উপস্থিত ~~শুচী~~ বেদ সম বাতনায় ।
সদা চুলকায় আর পিত্তকোপ জাত,
উপশম হয় আছে উপদ্রব যত ।
ত্বক কিছু ফাটাফাটা, চাপ যদি পায়,
কিছা নিজে নিজে শোধ নিম্ন হয়ে যায় ।
বস্ত্রিতে যেমন হয় জলেব সঞ্চার,
পুষের সঞ্চার হয় তেমতি ইহার ।
এক প্রান্তে টিপ দিলে অঙ্গুলী প্রদানে,
পুষ গিয়া অভিঘাত করে অন্য স্থানে ।
ব্রণশোধ যে সময় পরিপক হয়,
ভোজনে তখন ইচ্ছা উপস্থিত হয় ।

সর্বপক্ষ শোথে ত্রিদোষের অনুবন্ধ ।

বায়ু ব্যতিরেকে কভু হয় না বেদনা,
পিত্ত ব্যতিবেকে কভু পাক সম্ভবে না ।

কফ ব্যতিরেকে পুষোৎপত্তি নাহি হয় ;
অতএব পরিপক হয় যে সময়,

ত্রণ আদি শোধ আছে যতেক প্রকার,
জানিও নিশ্চয় তাহে ত্রিদোষে প্রসাব ।

পুষ বিনিঃসৃত না হইবার ফল ।

বায়ুবলে দীপ্ত হয়ে অনিল যেমন,
শীঘ্র শীঘ্র ত্রণ আদি কবয়ে দাহন,
সেইরূপ শোধ পুষ নির্গত না হ'লে
মাংস শিরা আর স্নায়ু নাশয়ে সকলে ।

কিছুই না বুঝি যেই ভিষক অজ্ঞান
অপক শোধের পরে অস্ত্র কবে দান,
কিন্তু যেই পক্ষ শোথে অবহেলা করে,
অনিশ্চিত কারী সেই মহামূর্খ নবে -
নিদান শাস্ত্রানভিজ্ঞ ভিষক দুজনে,
চণ্ডালের মত পাপী স্থির জেনো মনে ।
শোধের অবস্থা—পক, আম, পচ্যমান,
যে বুঝে করিও তারে চিকিৎসক জ্ঞান ।
যে না বুঝে কিছু তারে লোভ পবায়ণ,
তঙ্করের সমধর্মী জানিও তখন ।

শারীর ত্রণ নিদান ।

শারীর, আগন্তুভেদে ত্রণ দ্বিপ্রকার ।

বিকৃত বাতাদি দ্বোষে জন্ম হয় যার,

তাহাকে শারীর ব্রণ, অস্ত্রাদির ষায়
যেই ব্রণ জন্মে আগন্তুক বলে তায় ।

বাতজ ব্রণের লক্ষণ ।

শ্যাববর্ণ হয় ব্রণ বাতজ যখন,
অচল, কঠিনবোধ করিলে স্পর্শন,
অল্প অল্প রস তাহে নিরন্তর ঝরে,
তদুপরি অতিশয় বেদনায় ধরে ।
যন্ত্রণা তাহাতে সূচীবোধের সমান,
নিরন্তর রহে তাহে স্ফুর্তি বিদ্যমান ।

পিত্তজ ব্রণের লক্ষণ ।

পিত্তজাত ব্রণ হলে ভূষণ, মোহ, ঝর,
ক্লেদ হয়, দাহ ধরে তাহার উপর,
সেই ব্রণ স্থান ঘেন হয় বিদারণ,
দুর্গন্ধ সংযুক্ত শ্রাব ইহার লক্ষণ ।

কফজ ব্রণের লক্ষণ ।

অত্যন্ত পিচ্ছিল, কফজাত ব্রণ বত,
ভার সমাক্রান্ত হয়, পিচ্ছিল, স্তিমিত ;
পাণ্ডুবর্ণ, অল্প ক্লেদ, অল্প ব্যথা রয় ;
এ ব্রণ পাকিতে লয় অনেক সময় ।

রক্তজ ব্রণ ।

দুই রক্ত হ'তে ষায় হয় উৎপাদন,
তাহাকে রক্তজ ব্রণ কহে বুধগণ ।
রক্তজাত ব্রণ হয় রক্তিম বরণ,
ইহাতে কেবল হয় রক্ত নিঃসরণ ।

বিজ্ঞ ত্রণ ।

রক্তবাত্তে, রক্তপিত্তে, রক্ত ককে আর,
যেই ত্রণ জন্ম ধরে বিজ্ঞ নাম তার ।

ত্রিভুজ ত্রণ ।

রক্তসনে দুই দোষ মিলিত বধন,
ত্রিদোষ মিলনে কিম্বা হয় ত্রিভুজত্রণ ।

সুশ্রুত মতে ত্রণের প্রকারভেদ ।

পঞ্চদশবিধ ত্রণ সুশ্রুতের মতে,
ভিন্নে তিন, বন্দে তিন, এক সন্নিপাতে ।
রক্ত আর রক্তসনে দোষ সন্মিলনে,
অষ্টবিধ—এই মত পঞ্চদশ গণে ।

‘ত্রণের সাধ্যাদি’-সংক্ষেপ ।

ত্রণ যদি জন্মে স্থানে মর্শ্ববিরহিত,
ওক্ কিম্বা মাংস পরে অল্পদিন জাত,
তৃণা আদি উপস্রব বিরহিত হয়,
রোগী যদি যুবা, হিতাহিত জ্ঞান রহে,
কাল যদি সেই সঙ্গে হয় সুখকর,
ত্রণ হ’তে তবে মুক্তি লাভ করে নর ।
কিন্তু যদি পূর্বে শুণে হীন কেহ হয়,
কষ্টসাধ্য ত্রণ তবে জানিও নিশ্চয় ।
ভূরি উপস্রবযুক্ত, সর্বশুণ-হীন,
সে ত্রণ আরোগ্য আশা ছাড়িয়ে প্রবীণ ।

দুষ্টি ত্রণ ।

যে ত্রণ দুর্গন্ধবুজ, পুষ্ট সংমিশ্রণে,
দুষ্টি-রক্ত বাহা হ'তে ঝরে অনুক্ষণে,
কোটর অধিত আর দীর্ঘকাল রয় ;
গন্ধত্ৰাব কিম্বা বাহে ঝরে অতিশয়,
কিম্বা নাহি থাকে শুদ্ধ ত্রণের লক্ষণ
দুষ্টি ত্রণ নাম ধরে সে ত্রণ তখন ।

শুদ্ধ ত্রণ ।

জিহ্বা তলদেশ মত হয় যেই ত্রণ,
কোমল মসৃণ হয় অথবা চিকণ,
অবদূর, অল্প অল্প বেদনা সংযুত,
শুদ্ধ ত্রণ তাবে কথ্য, ত্রাব বিরহিত ।

সংরোহণ বা আরোগ্যোন্মুখ ত্রণ ।

যে ত্রণ রহিত ক্ষেদ না কবে বিদার,
পিড়কা-বিশিষ্ট, সংরোহদাখ্য তার ।

সংরুঢ় (আরোগ্য-প্রাপ্ত) ত্রণ ।

আর যে ত্রণের ত্রাব মুখ পূর্ণ হয়,
শোথ ও বেদনা, গ্রন্থি কিছু নাহি রয়,
বরণ ত্বকের মত, সমতলাকার,
আরোগ্য তখন স্থির জানিও তাহার ।

রোগীভেদে ত্রণের সাধ্যসাধ্যত্ব ।

কুষ্ঠ, মধুমেহ, আর রাজজন্মা বার,
বিষাক্ত যে নয় ত্রণ কৃষ্ণ সাধ্য তার ।

যে ত্রণ হইতে বাত আদি দোষ জাত,
 হয় বসা, মেদ, মাংস, মস্তিষ্ক নিঃসৃত,
 আগন্তুক ত্রণ যদি তাহা নাহি হয়,
 তা' হইলে সেই ত্রণ অসাধ্য নিশ্চয় ।
 কিন্তু আগন্তুক ত্রণ হয় যে সময়,
 পূর্বের কথিত যত পদার্থ নিচয়
 সেই ত্রণ হ'তে যদি হয় বিনির্গত,
 তা হইলে হয় রোগ সাধ্য কদাচিত ।

প্রাণনাশক ত্রণ ।

মদিরা, অগুরু, জাতিফুল, পদ্ম, ঘৃত,
 চম্পক, চন্দন মত সৌরভ সংযুত,
 পারিজাত আদি দিব্য পুষ্পের মতন,
 গন্ধযুক্ত হ'লে ত্রণ নাশয়ে জীবন ।
 অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত মর্দনস্থান জাত,
 বাহিরে শীতল, মধ্যে দাহ' যনুভূত,
 অথবা বাহিরে দাহ, অন্তরে শীতল,
 কিস্বা যাহে মাংস ক্ষয় কিস্বা ক্ষয় বল,
 পুষাধিক্য, অরুচিও রহে শ্বাস, কাস,
 এহেন ত্রণের রূখা আরোগ্য প্রয়াস ।
 গম্যক যতনে কিস্বা যে ত্রণ না গাবে,
 যশোলিপ্সু কবিরাজ ছাড়িবেন তাবে ।

সদ্যোত্রণ নিদান ।

নানাবিধ ধারমুখ অস্ত্র আছে যত,
 শরীরের নানা স্থানে হ'লে নিশ্চিত,

নাসাকৃতি ত্রণ তাহে-সমুৎপন্ন হয়,
সদ্যোত্রাঙ্গ কিম্বা তাহে আগন্তুক কর ।
এরবিধ এই ত্রণ হয় বিকশিত,
ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, ঘৃষ্ট ও পিচ্ছিত ।

ছিন্ন ত্রণ ।

তির্য্যক্ বা ঋজুভাবে, অস্ত্রের কাবণ,
আয়ত হইয়া ছিন্ন হয় যেই ত্রণ ;
কিম্বা অস্ত্রাঘাতে কোন অঙ্গের পতন
হইলেও ছিন্ন নাম তাহার তখন ।

ভিন্ন ত্রণ ।

শক্তি, দন্ত, বাণ, খড়্গ অগ্রভাগ দিয়া,
কিম্বা শৃঙ্গদ্বারা যায় বদ্যপি বিধিয়া,
মুত্রাশয়, রক্তাশয় আদি কোষ্ঠ দেশ,
সে সকল হ'তে যদি রস বরে শেষ,
এরূপ ভ্রূঙ্গণীয়ুক্ত হইলে তখন,
ভিন্ন অভিধান তার দেন বুধগণ ।

কোষ্ঠ অভিধান ।

গ্রহণ্যাখ্য অগ্নিস্থান আর আমাশয়,
পক্বাশয়, মুত্রাশয় কিম্বা রক্তাশয়,
হৃদয়, ফুস্ ফুস্ আর পুৰীষ আধান,
এই সকলের হয় কোষ্ঠ অভিধান ।

কোষ্ঠভেদের লক্ষণ ।

শক্তি আদি শস্ত্র দিয়া বিভিন্ন হইয়া,
যে সময় যায় কোষ্ঠ শোণিতে পুরিয়া,

লিঙ্গ ও নাগিকা হ'তে কিছা গুহবার
 হঠাতে পড়িতে থাকে শোণিতের ধার ।
 হয় দাহ, মুচ্ছা, শ্বাস, তৃষ্ণা আর ঘরঃ
 আশ্বান, অরুচি হয় তাহার উপর ।
 মল, মুত্র, অধোবাসু পায় নিরোধন,
 শ্বেদ নিৰ্গমন, চক্ষু রক্তিম বরণ ।
 মুখে রক্তগন্ধ হয়, দুৰ্গন্ধ শরীরে,
 হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূল ব্যথা ধরে ।

আমাশয় ভেদের বিশেষ লক্ষণ ।

আমাশয় দেশ ভিন্ন হইয়া যখন,
 রক্তপূর্ণ হয়, তাহে রক্তের বমন ;
 অতীব আশ্বান আর অতি ভয়ঙ্কর
 শূলের বেদনা হয় তাহার উপর ।

পকাশয় ভেদের বিশেষ লক্ষণ ।

ভিন্ন পকাশয় রক্তে পূর্ণিত হইলে,
 গাত্রের গুরুতা হয়, আর ধবে শূলে ।
 নাভিদেশ অধোভাগ অত্যন্ত শীতল,—
 উপস্থিত হয় এই লক্ষণ সকল ।

বিদ্ধ ব্রণ ।

কোষ্ঠ ভিন্ন অন্য অন্য অঙ্গ যে সময়,
 সূক্ষ্ম মুখ শলাঘারা অভিহত হয়,
 হউক বা না হউক শলা বহির্গত,
 ব্রণ হ'লে হয় তাহা বিদ্ধ অভিহিত ।

কৃত ব্রণ ।

অতি ছিদ্রে, অতি ভিদ্রে যে সব লক্ষণ,
 ব্রণে যদি নাহি থাকে তার নিদর্শন ;
 অথচ ছেদ ও ভেদে একত্র মিলনে,
 ব্রণরূপে আনে দেহে যে সব লক্ষণে,
 উভয়ের সে লক্ষণ একত্র মিলিত
 হয় যে বিষম ব্রণে নাম তার কৃত ।

পিচ্ছিত ব্রণ ।

মুদার প্রহারে কিম্বা কপাট পীড়নে
 শরীরের কোন অঙ্গ যদি অস্থি সনে
 চেপ্টাইয়া হয় মজ্জ রক্ত পরিপ্লুত,
 তখন সে ব্রণ নাম ধরয়ে পিচ্ছিত ।

ঘৃষ্ট ব্রণ ।

কর্করাদি অতিঘাতে অথবা ঘর্ষণে,
 শরীরের ডক্ যদি উঠে কোন স্থানে,
 তাহে যদি সেই অঙ্গ উন্মায়িত হয়,
 কিম্বা প্রাবাধিত হয় ঘৃষ্ট তারে কয় ।

ব্রণ মধ্যে শল্য থাকিলে তাহার লক্ষণ ।

বার মধ্যে শল্য থাকে শ্যাববর্ণ তার,
 লশোধ, পিড়কাব্যাপ্ত, আর বারম্বার
 রক্ত বরে, কোমল ও মুখ সমুদ্রাত
 বুম্বুম্-তুল্য মাংস, বেদনা সংযুক্ত ।
 লণ্ডত্বক্-অতিক্রমি শিরাত্তেদ ক'রে,
 কিম্বা শিরাত্ত্যাগ করি কোষ্ঠ অভ্যন্তরে

যদ্যপি কখন যার রক্ত প্রবেশিত,
আটোপ, আনান্ধ হয়, ক্ষত মুখ দিয়া,
মল, মূত্র, ভুক্তজব্য আদি নির্গমন—
এই মত উপদ্রব হয় সংঘটন।

কোষ্ঠে রক্তবদ্ধের কল।

আগিতে না পারি যদি শোণিত বাহিরে,
বদ্ধ হয়ে রয়ে যার কোষ্ঠের ভিতরে,
তাহ'লে রোগীর হস্ত, চরণ, বদন
শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ করয়ে ধাবণ।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয় শীতল তাহার,
নয়ন যুগল হয় রক্তবর্ণ আর।
আক্রমণ করে আর আনান্ধ পীড়ায়।
তাক্রিবে রোগীরে হেরি এই অবস্থায়।

মর্ষকতের লক্ষণ।

মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি—সকল সন্ধিগত
মর্ষ, যদি শল্যের আঘাতে হয় ক্ষ-
তাহা হ'তে ঘটে জ্বর, পিপাসা, পতন,
করপদ ক্ষেপনাদি বিরুদ্ধ চেষ্টন,
অঙ্গের শৈথিল্য, তাপ, বলক্ষয় করে,
হিকা ও উদগার আদি উর্দ্ধবাতে ধরে।
ইন্ড্রিয়ের মোহ হয়, স্মৃতিক্ষয় বেদন,
নানাবিধ বাতব্যাদি করে আগমন।
লিঙ্গ, শুণ্ণ, গুহা, মুখ, নাক হতে আর,
মাংস ধৌত জল মত রক্তের নিঃসার,
আর ঘটে ইন্ড্রিয়গণের কার্যনাশ—
মর্ষকতে এ সকল লক্ষণ প্রকাশ।

মর্ম্মরহিতশিরাদেশের লক্ষণ ।

যে সকল শিরাদেশ মর্ম্ম বিরহিত,
শীল্য দিয়া বিদ্ধ কিংবা হয় যদি ক্ষত,
তখন সুরেক্ষাগোপকীটের মতন,
বহু রক্ত প্রাব হয় লোহিত বরণ ।
শিরঃপীড়া অগ্নিসান্দ্য আকোপক আদি
ক্ষতজ্জ অনিল আনে নানাবিধ ব্যাধি ।

মর্ম্মরহিত স্নায়ুকতের লক্ষণ ।

মর্ম্মহীন স্নায়ুদেশ বিদ্ধ যদি হয়,
যেই অঙ্গ বিদ্ধ তাহা বক্ত হয়ে রয় ।
অসমর্থ হয় নর কার্য্য সম্পাদনে,
পীড়িত হইয়া থাকে অত্যন্ত বেদনে ।
অতি দীর্ঘকালে হয় ব্রণের রোহণ,
অঙ্গ অবসাদ আদি ঘটায় লক্ষণ ।

মর্ম্মরহিত সন্ধিকতের লক্ষণ ।

অচল, সচল কিংবা, সন্ধি আছে বত,
মর্ম্মহীন সে সকল হয় যদি ক্ষত,
তাহাতে শোধের বৃদ্ধি হয় অতিশয়,
দারুণ বেদনা জন্মে, হয় বলক্ষয় ।
আর সেই সন্ধিস্থান চারিদিক ঘেরে
শোধ জন্মে, সে সবার কার্য্যনাশ করে ।

মর্ম্মরহিত অস্থিকতের লক্ষণ ।

বিদ্ধ যদি হয় অস্থি মর্ম্ম বিরহিত,
দিবানিশি অত্যন্ত বাতনা উপস্থিত,

শয়নোপবেশনাদি কোন অবস্থায়,
কোন মতে রোগী শাস্তি লাভ নাহি পায় ।

মৰ্ম্মকণ্ঠের লক্ষণ ।

মৰ্ম্মহীন শিরা আদি বেধের কাবণ
পৃথক পৃথক বাহ্য কহিষু লক্ষণ,
মৰ্ম্মবিদ্ধ হইলেও সে সব লক্ষণ,
তদুপরি জন্ম প্রাণাপাদি সংঘটন ।
মাংস মৰ্ম্ম বিদ্ধ হ'লে রোগীর মূরতি
পাণ্ডুবর্ণ, নষ্ট তার স্পর্শের শক্তি ।

ব্রণের উপদ্রব ।

বিলপ ও পক্ষাঘাত, অপতানকাদি বাত,
শিরাস্তম্ব তাহার উপর,
বেদনা অত্যন্ত ব্রণে, উন্নততা, মোহ ক্রণে,
হনুস্তম্ব, পিপাসা ও ঘ্র ।
বমি, কাস, অতিসার, হাঁসের লক্ষণ আর,
শ্বাস আর বিকম্পিত কায় । —
উপস্থিত হলে ব্রণ, ঘটে এর যে লক্ষণ,
উপদ্রব কহে বৈদ্যে তায় ।

ভগ্ন নিদান ।

হে হতাশ ! সংক্ষেপতঃ ভগ্ন দ্বিপ্রকার,
কাণ্ড ভগ্ন ইয় এক সন্ধি ভগ্ন আর ।
সন্ধি সীমা পর্য্যন্ত আছে লক্ষ্যমান
এক এক অঙ্গি তার কাণ্ড অভিধান ।

নলক, কপাল আর তরুণ, বলর,
 রূচক এপক্ষ অস্থি কাণ্ড সবে কর ।
 •এই পঞ্চবিধ অস্থি হ'লে বিশ্লেষণ,
 তাহারেও ভয় আখ্যা দেন বুধগণ ।
 অতএব সন্ধিগত অস্থি বিশ্লেষণে,
 কথিত সে রোগ সন্ধিভয় অভিধানে ।
 সন্ধিভয় হয়—উৎপিষ্ট, বিবর্তিত,
 বিল্লিষ্ট ও ক্ষিপ্ত, অধঃক্ষিপ্ত, তীৰ্য্যগ্গত ।

সন্ধি ভয়ের সাধারণ লক্ষণ ।

অত্যন্ত যাতনা হয় অঙ্গ প্রসারণে,
 অথবা পরিবর্তনে কিম্বা আকৃষ্ণণে ।
 অসহ্য যাতনা হয় পবশে সে স্থান,
 সর্বভগ্নে এ লক্ষণ রহে বিদ্যমান ।

উৎপিষ্ট ভয় ।

দুই অস্থি সন্ধিহীন, অস্থিঘরে ঘুষ্ঠ হ'লে
 উৎপিষ্ট তখন নাম তার ।
 ভগ্নের উভয় ধারে এই রোগে শোধ ধরে,
 রাত্রিকালে হৃদ্বি যাতনার ।

বিল্লিষ্ট ভয় ।

সন্ধিভগ্নে যে সময় সন্ধি শিথিলতা হয়,
 বিল্লিষ্ট তখন তারে কর ।
 উৎপিষ্ট ভগ্নের মত, •এই সন্ধি ভগ্নে যত,
 শোধ ধরে পারশে উভয় ।
 উৎপিষ্ট ভগ্নের স্থলে ব্যথা বাড়ে রাত্রিকালে,
 দিবসে থাকে না উত্ত ভার,

এই ভগ্নে অতিশয় সর্বদা বেদনা হয়,

এইমাত্র প্রভেদ ইহার।

বিবর্তিত ভয়।

সন্ধিস্থল বিবর্তনে, উল্টাইয়া যেই ক্ষণে

যায়, তার নাম বিবর্তিত।

বিবর্তিত সন্ধিভঙ্গে, হয় ভীত ব্যথা অঙ্গে

অস্থিহর পার্শ্ব অবস্থিত।

তির্য্যগ্গত ভয়।

সন্ধিস্থল অস্থি যদি ছাড়ি সন্ধিস্থান

সরিয়া তির্য্যক্ভাবে করে অবস্থান,

তাহাকে তির্য্যগ্গত সন্ধিভগ্ন কর,

ভীষণ বেদনা তাহে উপস্থিত হয়।

কিপ্ত ভয়।

সন্ধিস্থল অস্থি কভু ছাড়ি সন্ধিস্থান

উর্দ্ধদিকে কিপ্ত হ'লে কিপ্ত আঁতর্শুন।

সন্ধিভগ্নে ধরে শূল গম বেদনায়,

অধিকন্তু অস্থিহর বিবর্তন পায়।

অধঃকিপ্ত ভয়।

অস্থি যদি সন্ধিস্থল হইতে সরিয়া

কিঞ্চিৎ নিম্নের দিকে আসে সে পড়িয়া,

তখন তাহাকে অধঃকিপ্ত ভগ্ন কর।

অধঃকিপ্তে এ লক্ষণ উপস্থিত হয়।—

অত্যন্ত বেদনা করে জনম গ্রহণ,

সন্ধির শূন্যে তথা হয় বিঘটন।

কাণ্ড ভগ্ন ।

বিকথিত কাণ্ড ভগ্ন ষাটশ প্রকার :—

কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত আর,
পিচ্চিত ও কেহ অস্থি ছলিকা কথিত,
কাণ্ড ভগ্ন, বক্র, অতিপাত্তিত, ক্ষুটিত,
কোন কাণ্ড ভগ্ন নাম মজ্জাগত তাব,
ইহা ভিন্ন ছিন্ন আছে দুইটী প্রকার ।

কর্কটক ।

অস্থির উভয় পার্শ্ব পেয়ে নিপীড়ন,
দুই দিক নিম্ন মধ্য উন্নত বধন,
এস্থিমত হয়ে হয় কর্কট আকার,
কর্কটক ভগ্ন হয় অভিধান তার ।

অশ্বকর্ণ ।

বিপুল অস্থির যবে হয় নির্গমন,
~~সে সময় যদি মূর্ত্তি করয়ে ধারণ~~
ভগ্ন স্থান অবিকল অশ্বকর্ণ মত,
ভগ্ন তদা অশ্বকর্ণ হয় বিকথিত ।

বিচূর্ণিত ।

অস্থি চূর্ণ হ'লে নাম বিচূর্ণিত তার,
শব্দ ও স্পর্শনে হয় প্রতীতি ইহার ।

পিচ্চিত ।

অস্থি যদি কোন মতে যায় চেপ্টাইয়া,
তখন সে অভিহিত পিচ্চিত বলিয়া ।
যদ্যপি প্রবল শোধ হয় উপস্থিত,
তাহাতেই উপলব্ধ হয় সে পিচ্চিত ।

অস্থিছলিকা ।

অস্থি পার্শ্ব অবস্থিত অভ্যন্তর বন্ধন
কোন অস্থি ছল্ল হ'তে পায় বিশ্লেষণ,
বন্ধনবিহীন অস্থি—তাহার কারণে,
অভিহিত ভগ্ন অস্থিছলিকাভিধানে ।

কাণ্ড ভগ্ন ।

যদিও কর্কট আদি যে কোন প্রকার
হ'ক ভগ্ন, কাণ্ড ভগ্ন নাম সবাকার,
তথাপি পৃথক অস্থি ভকে যদি বুলে,
সবিশেষে সেই ভগ্নে কাণ্ড ভগ্ন বলে ।

অতিপাতিত ।

নিঃশেষে হইয়া ছিন্ন হইলে পাতিত,
তখন সে ভগ্ন অতিপাতিতভিহিত ।

মজ্জাগত ।

অস্থি অবয়ব যদি পেষিত হইয়া
অস্থি মধ্যভাগে যায় প্রবেশ করিয়া,
তাহাতে যদ্যপি মজ্জা হয় নিঃসারিত,
তখন সে ভগ্ন নাম ধরে মজ্জাগত ।

ক্ষুটিত ও বক্রভগ্ন ।

বহুধা বিদীর্ণ কিম্বা অল্পই ক্ষুটিত
হ'লে, অস্থি ভগ্ন হয় ক্ষুটিত কথিত ।
এই ভগ্নে শূন্য পূর্ণ সম ব্যথা রয়,
কুসীড়িত হ'লে অস্থি বক্র ভগ্ন কর ।

দুই প্রকার ছিন্ন ।

প্রথম সে অল্পই বিদীর্ণ তাহা হয়—

একতর পার্শ্ব তার ভঁগু হয়ে রয়,
বিদীর্ণ হইয়া রয় অন্য পার্শ্ব তার ।
বহুধা বিদীর্ণ হয় দ্বিতীয় প্রকাব ।

কাণ্ড ভগ্নের সাধারণ লক্ষণ ।

অঙ্গের শৈথিল্য আব শোথের উদয়,
স্পন্দন ও বেদনার বৃদ্ধি অতিশয়,
ব্যথা পুচীবেধ কিম্বা শূলের মতন,
শব্দ হয় ভগ্ন স্থান করিলে পীড়ন ।
শুইলে বসিলে যেই কোন অবস্থায়
অস্থি ভগ্নে বোগী শান্তিলাভ নাহি পায় ।
অত্যন্ত বেদনা হেতু, সেই ভগ্ন স্থান
পবশনে বোধ হয় যায় যেন প্রাণ ।
উল্লিখিত কাণ্ড ভগ্ন দ্বাদশ প্রকার,
~~হইয়া ভগ্ন~~ ভগ্ন আছে ষত আর,
সংক্ষেপতঃ তাহাদেব নাম অনুসারে
স্বরূপ দেখিয়া বুঝে লবে সবাকারে ।

কষ্ট সাধ্য ভগ্ন ।

ভগ্নরোগী যদি বাত প্রকৃতিক হয়,
রোগ প্রতিকারে যদি ষত্ব নাহি রয়,
ঘর ও উদরাস্থান করে আগমন,
মল ও মূত্রের গতি পায় নিরোধন—
হেন উপদ্রব যদি উপস্থিত থাকে,
অতি কষ্ট সাধ্য ভগ্ন জানিবে তাহাকে ।

অসাধ্য ভয় ।

যদ্যপি রোগীর অস্থি কটীদেশস্থিত
 হয় ভয়, অথঃকিঞ্চ, লক্ষি বিমোচিত,
 অথবা জঘন দেশ প্রতিপিষ্ট হয়,
 সে রোগীর মুক্তি আশা কিছু নাহি ময় ।
 কপালাস্থি অসংলিষ্ট, ললাট চূর্ণিত,
 বক্ষ, পৃষ্ঠ, শঙ্খ কিম্বা মস্তকের যত
 অস্থি আছে সে সকল ভয় যদি হয়,
 অসাধ্য সে অস্থি ভয় জানিও নিশ্চয় ।
 যে সময় ভয় হয় অস্থি সমুদয়,
 স্থাপন বন্ধন যদি ভাল নাহি হয়,
 নাড়িলে চাড়িলে ভয়ে যদ্যপি বিক্রিয়
 হয়ে যায় যত অস্থি, তাহা বর্জনীয় ।

অস্থি বিশেষে ভয়ের বিশেষত্ব ।

অস্থির বিশেষে ভয় ভিন্ন নামে ।
 তরুণাস্থি বৈকে গেলে ভয় বলে ভাঁক ।
 নাসিকা ও কর্ণধুগে, কোমলাস্থি যত,
 আর অন্ধ্রিয়পুটে করে অবস্থিত ।
 নলবৎ ছিদ্র যুক্ত অস্থি আছে যত
 সে সকল হয় নলকাস্থি বিকণিত ।
 নলকাস্থি বিদীর্ণ হইলে ভয় কর ;
 কপালাস্থি যতেক বিভক্ত সমুদয় ।
 দন্ত আদি রুচকাস্থি হয় অভিহিত ।
 ভয়কর সেই অস্থি হইলে ক্ষুণ্ণিত ।

নাড়ীত্রণ (নালিষা) নিদান ।

অহিত আহারাচারে যেই অজ্ঞ নরে,
অপক বা অতি পুষ্যাহার ভিতরে
হেন শোথে উপেক্ষা করয়ে যেইক্ষণ,
নাহি করে কভু তার শোধন পীড়ন,
তখন সে শোথস্থিত পুষ্য আছে যত
ক্রমে হয়ে ত্বক মাংস শিবা স্নায়ুগত,
কিষা গিয়া সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ মর্শ্মদেশ
বিদীর্ণ করিয়া করে ভিতরে প্রবেশ ।
সে পুষ্যের অতিমাত্র গমন কারণ
এই মত ত্রণ সবে কহে গতিত্রণ ।
সচ্ছিন্ন নাড়ীর ন্যায় বহন কারণে
অভিহিত কিন্তু নাড়ীত্রণ অভিধানে ।

নাড়ীত্রণের প্রকার ভেদ ।

নাড়ীত্রণ পঞ্চবিধ বাতজ, পিত্তজ,
কফজ, ত্রিদোষজাত, শল্য নিমিত্তজ ।
বাতিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ ।

বাত্তে জন্ম যার, হেন ত্রণ তার,
মুখ স্তম্ভ অতিশয়,
কর্কশ সে ত্রণ, তাহে সর্বক্ষণ,
শুলের বেদনা রয় ।
দিনমান হতে, রাত্রিকালে তাতে,
ঝরে বেশী পরিমাণে

রস অনুক্ষণ, থাকে সর্কক্ষণ
কেন হুক্ত ভার সনে ।

পৈত্তিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ ।

পিত্তে আনে ঝায়, নাড়ীত্রণ তায়,
জনমে পিপাসা হয় ।

রহে বিদ্যমান আর্দ্রাণি সে স্থান,
অতি দাহ নিরন্তর ।

দিবস আগতে, নিশামান হ'তে
পিত্তজাত নাড়ীত্রণে

পীতবর্ণ ধ'রে সর্কদাহি করে
রস বেশী পরিমাণে ।

শ্লেষ্মিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মিক যে ত্রণ, হয় সে কঠিন,
করে অতি কণ্ঠয়ন,

ব্যথা নাহি রয় ; ধ'রে যে গুমর .
নিশাকাল আগমন,

এই নাড়ী ত্রণে, বেশী পরিমাণে,
স্রাব বিনির্গত হয় ;

বরণ তাহার, ঘেত, ঘন আর,
পিচ্ছিল সে অভিশয় ।

ত্রিদোষজ নাড়ীত্রণ ।

বাতজ্বাদি তিন বিধ নাড়ীত্রণ যত,

তাদের লক্ষণ যেই ত্রণেতে লক্ষিত,

ইহা ভিন্ন রহে বাহে দাহ, শ্বাস, জ্বর, '

মুখশোথ, মুচ্ছা ঘটে তাহার উপর,

সেই নাড়ীত্রণ সান্নিপাত নাম ধবে,
অতি ভয়ঙ্কর তাহা প্রাণনাশ করে ।

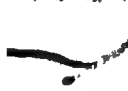
শল্যনিমিত্ত নাড়ীত্রণ ।

দেখিতে না পাওয়া যায়, প্রবিষ্ট যে শল্য তায়,
ত্বকু আদি বিদীর্ণ করিয়া
পাশে যত অভ্যস্তরে, শল্যের বিভেদ তরে,
নাড়ীত্রণ পড়ে জনমিয়া ।

শল্য নিমিত্তজ ত্রণ, তাহা হ'তে অনুক্ষণ,
ফেণ যুক্ত আর উদ্গথিত,
স্বচ্ছ, রক্ত বিমিশ্রিত, উষ্ণ হয়ে রস যত,
সবেদন হয় বিনিঃস্রুত ।

সাধ্যাসাধ্য নাড়ীত্রণ ।

অসাধ্য সে নাড়ী ত্রণ তিনদোষে যার
জন্ম, যত্নসাধ্য কিন্তু অপর প্রকার ।

 ভগন্দর নিদান ।

গুহ্যদেশ পার্শ্বস্থিত দ্বি-অঙ্গুলি স্থান
ব্যাপিয়া পিড়কা যেই করে অবস্থান,
যাহাতে যাতনা অতি হয় নিরন্তর,
বিদীর্ণ হইলে তার নাম ভগন্দর ।

ভগন্দরের কারণ ।

কষায় ও রুদ্ধবস্তুর করিলে সেবন,
অতিশয় প্রকুপিত হয়ে সমীপণ,
উৎপাদন করে তাহা যেই পিড়কার,
প্রথম হইতে যদি নাহি হয় তার

উত্তম চিকিৎসা, তাহে উপেক্ষিত হয়ে,
দারুণ বেদনা সনে উঠে সে পাকিয়ে ।
এ পিড়কা হয়ে যায় বিদীর্ণ বন্ধন,
ফেন বিনিঃস্কৃত হয় অরুণ বরণ,
শেষেতে এরূপ ঘটে ক্ষত মুখ দিয়া,
যায়, মৃত, বিষ্ঠা, শুক্ৰ নিগর্ত হইয়া ।

শতপোনক ।

বহুমুখ হ'লে ত্রণ চালনী আকারে,
তখন শতপোনক নাম তাহা ধরে ।

উষ্ট্রগ্রীব ।

যেই ছেতুবশে পায় পিত্ত প্রকোপণ
পিত্ত প্রকুপিত হয়ে তাহাব কারণ
গৃহদেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে,
পাকিয়া দুর্গন্ধ উষ্ণ পুণ্য তাহে হবে ।
উষ্ট্র গ্রীবামত ইহা হয় বজ্রাকায়ী
উষ্ট্র-গ্রীব বলে তাই এই ভগন্দবে ।

পরিভ্রাবি ।

পরিভ্রাবি নামে এক আছে ভগন্দর
ঘণভ্রাবি, কণ্ডুয়ন করে নিরন্তর,
কঠিন ও শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত বেদন ।
কফ হয় এই ভগন্দরের কাবণ ।

শমুকাবর্ত ভগন্দর ।

ইহাতে অপর ভগন্দরের সমান
বর্ণ ও বেদনা আঁব রহে বিদ্যমান ।

আকৃতি গোস্তুন মত পিড়কাবস্থায় ;
কিন্তু এই ভগন্ধবে পবিণতি পায়
পূর্ণনদী-শম্বুকাবর্তের রূপ মত,
এই হেতু ইহা শম্বুকাবর্ত কথিত ।

উন্মার্গি ভগন্দর ।

কণ্টকাদি দিয়া হ'লে গুহ্যদেশ ক্ষত,
হয় যদি কোন মতে তাহা উপেক্ষিত,
তাহে সেই ক্ষতে কবে শোষ উৎপাদন,
সেই শোষে ক্রিমি করে জনম গ্রহণ ।
জনম গ্রহণ করি সেই ক্রিমিগণ,
ক্ষতজাত শোষে পবে কবি বিদারণ
বহু মুখযুক্ত ত্রণ উৎপাদন কবে ।
উন্মার্গি বলিয়া থাকে এই ভগন্দরে ।

ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ ।

~~যন্ত্রণা~~ দার্ক অতি, কষ্টসাধ্য আর,
ভগন্দর বোগ আছে যতেক প্রকার ।
ত্রিদোষ জনিত, বিশেষতঃ বাহ্য ক্ষতে
জন্য পায়, তাহা নাহি সারে কোন মতে ।
মল,মূত্র, ক্রিমি, শুক্র, অধোসমীরণ
নির্গত যে ভগন্দরে নাশয়ে জীবন ।

উপদংশ (গরমী) নিদান ।

অতি অনুরাগ কিস্বা কলহাদি বশে
হস্ত দন্ত নখাঘাত হয় লিঙ্গ দেশে,

অধিক মৈথুনে, কিম্বা বিনা প্রক্ষালন,
অথবা করিলে দুষ্ট বোনিতে গমন,
কিম্বা দ্বারযুক্ত উষ্ণ জলে প্রক্ষালন,
অথবা করিলে ব্রহ্মচাবিনী গমন—
এইমত করিলে বিবিধ অপচার
উপদংশ জন্মলয় পাঁচটি প্রকার ।

বাতিকোপদংশের লক্ষণ ।

বাতদোষে উপদংশ জনমে যখন
শ্বেট সমুদয় হয় অসিত বরণ,
সূচীবোধ কিম্বা ভেদ সম বাতনার
ধরে, আব সর্কক্ষণ ক্ষুতি রহে তার ।

পৈত্তিকোপদংশের লক্ষণ ।

পিত্তজাত উপদংশে শ্বেটক সকল
পীতবর্ণ, ক্লেদ দাহ যুক্ত অবিবল ।

কফজ উপদংশের লক্ষণ ।

উপদংশে কফ যদি হেতু হয় তার
শুক্লবর্ণ হয় শ্বেট, বৃহৎ আকার,
সর্কদাই অতিশয় কণ্ঠয়ন করে,
শোধযুক্ত আর তাহে ঘনত্বাব ধরে ।

ত্রিদোষজ উপদংশের লক্ষণ ।

অসাধ্য ত্রিদোষ জাত উপদংশ যত
প্রতিদোষ-উক্তত্বাব ব্যথা তায়স্থিত ।

উপদংশের অসাধ্য লক্ষণ ।

যেই উপদংশ মধ্যে কিম্বা জনমিয়া
সমস্তই লিঙ্গ কেলৈ ভক্ষণ করিয়া,

মূক্ষমাত্র অবশেষ রাখে সেকেবল
বর্জিবে সে উপদংশে চিকিৎসা বিফল ।
ব্যবায়াদি ক্রিয়া রূত যেই মূঢ় নরে
জাতমাত্র উপদংশে চিকিৎসা না করে,
শোথ, ক্রিমি, দাহ, পাক উপসর্গ যত,
হয় যদি উপদংশ মধ্যে উপস্থিত
তা হইলে কালক্রমে লিঙ্গ হয় ক্ষয় ;
এই উপদংশে ঘটে মরণ নিশ্চয় ।

লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শের লক্ষণ ।

যেই লিঙ্গ অবস্থিত কোষের ভিতরে,
লিঙ্গ পর্বে কিম্বা যাহা অবস্থান করে,
সেই লিঙ্গস্থলে উপযুক্তপরি সংস্থিত
অঙ্গুরের মত মাংস প্রতান সজ্জাত
হইয়া ক্রমশঃ ভ্রাস্রূড় শিখামত
বর্জির আকারে তাহা হয় পরিণত ।
জগ্নে ইহা ত্রিদোষে, পিচ্ছিল, অবৈদন ;
চিকিৎসায় সহজে সে নাহয় দমন ।
এই ব্যাধি লিঙ্গবর্ত্তি নামে হয় খ্যাত ;
কখন কখন লিঙ্গ অর্শ অভিহিত ।

শূকদোষ নিদান ।

লিঙ্গ লিঙ্গ অভিলাষে যেই মূঢ় নর
শূকাদি প্রলেপ দেয় তাহার উপর,

তা হইলে অষ্টাদশ বিধ শূকজাত
লিঙ্গোপবে যোগ যত হয় উপস্থিত ।
জলজাত বিষজন্তু একটা প্রকার
জলমল-সমুৎপন্ন শূক নাম তার ।

सर्षपिका ।

শূকাদি যে দোষ অণ্ডে ইহল বর্ণম
তাহে কিম্বা ছুষ্ঠে যোনি কবিলে গমন,
সর্ষপিকা নাম রোগ সমুৎপন্ন হয় ।
যেত সর্ষপের মূর্তি সেই মত হয়,
সর্ষপিকা পিডকা দেখিতে সেই মত ;
বায়ু আর শ্লেষ্মা যোগে এই পীড়া জাত ।

ଅଞ୍ଚଳିକା ।

অপ্রশস্ত, বক্রাকৃতি, অষ্টীলার মত
অত্যন্ত কঠিন যেই পিডকা সজ্জাত,
শুকদ্বারা অনিলেব প্রকোপে কৃষ্ণ ;
অষ্টীলিকা নাম তার দেন বুধ গণ ।

প্রতি

শূক্ৰ আদি যত লিঙ্গে সম্পূৰ্ণিত
যদি নিরন্তৰ করে,
ঐস্থির মতন করিয়া ধারণ
আকার তাহাব ভবে,
যেই পিড়িকার জন্ম হয়, তাঁর
ঐখিত এ অভিধান ।
ককদোষ বলে ঐখিত সকলে
লভয়ে শরীরে স্থান ।

কুস্তিকা ।

রুক্ষবর্ণ, আর আকার তাহার
জামের বীজের মত
এহেন পিড়কা কথিত কুস্তিকা,
রক্তপিণ্ডে তাহা জাত ।
অলজী ।

শুকদোষ বশে যে পিড়কা আসে
অলজী তাহারে কয় ;
প্রমেহ সজাত অলজীর মত
লক্ষণ তাহার হয় ।

মূদিত ।

শুকদোষে হয় যদি লিঙ্গ বিমর্দন
মশোধ পিড়কা তাহে করে উৎপাদন ।
মূদিত আখ্যান তাহা হয় অভিহিত ।
~~মূদিত~~ পিড়কা হয় বাতকোপ জাত ।

সংযুত ।

শুকপাত হেতু যদি হাত দিয়া তায়
লিঙ্গকে টিপিয়া অবনত কবা যায়,
পিড়কা সংযুত নামে জন্মে সে কাবণে ।
এ পিড়কা জন্ম লয় রুগ্ন সমীরণে ।

অধিমস্থ ।

শুকদোষ হেতু দীর্ঘ অঙ্গুবের মনে
জনম গ্রহণ করে যে পিড়কা গণে
অধিমস্থ নাম তার, মধ্যবিদারিত,
ইহাতে রোমাঞ্চ হয় ব্যথা উপস্থিত ।

পুষ্করিকা ।

পুষ্করিকা নামে আছে অপর প্রকার
 রোগ, শূক দোষ হেতু জন্ম হয় তাব ।
 চতুঃপার্শ্বে তার ক্ষুদ্র আকাব ধরিয়া
 পিড়কা অনেক বিধ থাকে জনমিয়া ।
 আকৃতি তাহার পদ্ম কর্ণিকার মত,
 রক্তপিত্ত যোগে ইহা হয় সমুদ্ভূত ।

স্পর্শহানি ।

শূকদোষ হেতু বশে দেহেব ভিতবে
 সকল শোণিত যদি ছুষ্ট ভাব ধবে,
 স্পর্শের শক্তি তাহে বিনাশিত হয় ,
 এই হেতু এই রোগে স্পর্শ হানি কয় ।

উত্তমা ।

লিঙ্গ বর্দ্ধনের তরে, পুনঃ পুনঃ ~~যদি করে~~
 শূকের প্রলেপ তাহে নব,
 হয়ে অতি কোপযুক্ত, করে তার পিত্তবক্ত,
 পিড়কা আক্রান্ত কলেবর ।
 এহেন পিড়কা যেই, উত্তমাখ্যা ধরে সেই,
 আকৃতি এ পিড়কার যত
 কখন মুগের ন্যায়, কভুবা দেখিতে তায়
 ঠিক মাষকলায়ের মত ।

শতপোনক ।

শূকদোষ হেতু যবে চালনীর মত,
 লিঙ্গদেশে যেই ছিদ্র করে উপস্থিত,

সেই ব্যাধি হয় শতপোনক নামক,
এ প্রকার রোগ হয় বাতরক্তাক্তক ।

ত্বকৃপাক রোগ ।

শুকযোগ হেতু হয় দাহেব সহিত
ভগ্নপবি হয় যেই পাক উপস্থিত,
তখন সে রোগ ত্বকৃপাক অভিহিত ।
এই ত্বকৃপাক ব্যাধি বাতপিত্তকৃত ।

শোণিতাক্ষুদ ।

শোণিত অক্ষুদ নামে শুকদোষ তবে
অপব প্রকাব এক ব্যাধি জন্ম ধরে ।
লিঙ্গের উপবিভাগে তাহার কারণ
ক্ষোটক উৎপন্ন হয় অসিত বরণ ।
ব্যাগ্ন হয় বস্তুবর্ণ পিডকায় যত,
ব্রণভূমি হয় অক্লি বেদনা সংযুত ।

মাংসাক্ষুদ ।

শুকপাত করি যদি লিঙ্গেব উপরে,
সেই লিঙ্গে গ্রাহারাদি ক্রিয়া যদি করে,
লিঙ্গমাংস ছুষ্ট হয়, আর মাংস দোষে
মাংসাক্ষুদ লিঙ্গোপরি জন্মে অবশেষে ।

মাংসপাক ।

লিঙ্গ মাংস বিগলিত, বাত আদি দোষ যত
সংযুক্ত সে সবার বেদন ।
একত্র ত্রিদোষ বল, যে রোগ তাহার ফল
মাংসপাক নামীয় তখন ।

বিজ্রমি ।

সন্নিপাত জাত পূর্বের কথিত,
 বিজ্রমির যে লক্ষণ,
 শূকদোষ জাত, বিজ্রমির যত,
 সেই মত সংঘটন ।

তিলকালক ।

অসিতবরণ কিম্বা বিবিধ বরণ
 বিষযুক্ত শূক আদি প্রয়োগ কারণ,
 যদ্যপি সমস্ত লিঙ্গ উঠয়ে পাকিয়া,
 সৰ্ব্ব মাংস তাহে ক্রম ববণ ধরিয়া
 বিগলিত হয় ; পীড়া সন্নিপাতে জাত,
 এই রোগ হয় তিলকালকাভিহিত ।

অসাধ্য শূক ।

শূকদোষজাত মধ্যে এই সমুদয়
 রোগ যত হয় সবে অসাধ্য নিশ্চয় ।—
 মাংসার্কদ, মাংসপাক কিম্বা হয় যদি
 কিম্বা যদি হয় তিলকালক বিজ্রমি ।

কুষ্ঠ নিদান ।

বিরুদ্ধ আহার যত— ক্ষীর মৎস্য সন্মিলিত,
 সেইমত পানীয় যখন ;
 দ্রব্য দ্রব্য স্নিগ্ধ হয়, কিম্বা গুরু যে সময়
 দ্রব্য যত তাহার ভোজন ;
 বমন যে উপস্থিত, মল মুত্র আদি যত
 তার যদি বেগ ধরা যায় ;

অতি ভোজনের পরে ব্যায়াম যদ্যপি কবে,
 তাপ যদি অতি সেবে তায় ;
 হইয়া স্নাতপ ক্রান্ত কিম্বা হয়ে পরিশ্রান্ত
 কিম্বা যদি ভয়ান্ত হইয়া
 অল্পক্ষণ তার পরে শীত জল পান করে
 বিশ্রামের লাভ না কবিয়া ,
 যদি ভোজনের পবে পুনশ্চ ভোজন কবে,
 অজীর্ণ যখন প্রাদ্য তাব ;
 বিরেচন বমনাদি পঞ্চ কর্ম্ম পরে যদি
 সংসাধিত অহিত আচার ;
 নূতন চালেব অন্ন দধি মৎস্যাহার জন্য,
 আম, মূলা, অন্ন ও লবণ,
 তিল, ক্ষীর, গুড আদি অধিক ভক্ষিত যদি,
 কিম্বা অতি মিষ্টান্ন ভোজন ;
 জীর্ণ নয় ভুক্তাহাব অল্পক্ষণ পরে তার
 হয় রত যদ্যপি মৈথুনে ;
 নিদ্রা গেলে দিনমানে, দ্বিজ গুরু অপমানে,
 অন্য ঘোব পাপ আচরণে ;—
 এ সব কাবণ বশে বাত আদি তিন দোষে
 হ'য়ে অতিশয় প্রকুপিত,
 ছুষ্ঠ করি ত্বক তায়, রক্ত, মাংস, লসীকায়,
 কুষ্ঠরোগ করে উৎপাদিত ।
 কুষ্ঠরোগের উপাদান ।
 কফ, পিত্ত আর বাত— এই তিন দোষ যত,
 রস আদি ছুষ্য চতুষ্টয়—

এ সাত পদার্থ যোগে আনে দেহে কুষ্ঠরোগে ;
তাই গণ্ডে উপাদান কয় ।

কুষ্ঠের প্রকার ভেদ ।

মহাকুষ্ঠ সপ্তবিধ, ক্ষুদ্র কুষ্ঠ যত
একাদশ বিভিন্ন প্রকার বিকথিত ।
যদিও সকল কুষ্ঠ ত্রিদোষে জন্মায়,
যেই দোষ যেইরূপ প্রবলতা পায়
সেদোষের সম্যক আধিক্য অনুসারে
বিভাগ ধরয়ে কুষ্ঠ সাতটি প্রকারে ।
ভিন্নদোষে তিন, দ্বন্দ্ব দোষে তিন, আর
ত্রিদোষ মিলনে হয় একটা প্রকার ।
যদিও বিভক্ত কুষ্ঠ সপ্তম প্রকারে
আঠার বিভাগ তাব অবস্থানুসাবে ।

কুষ্ঠ রোগের পূর্ব লক্ষণ ।

কুষ্ঠরোগ সমুৎপন্ন হইবে কখন,
তার আগে ভাগে ঘটে এসব লক্ষণ ।—
কোন অঙ্গ অতিশয় খর বোধ হয়,
কোন অঙ্গ স্পর্শনে মন্থন অতিশয় ।
কখন বা অতিশয় ঘর্ম্ম নির্গমন,
ঘর্ম্মোদ্ধাম একেবারে থাকেনা কখন ।
শরীর বিবর্ণ, দাহ, কণ্ঠ করে অতি,
কোন অঙ্গে লোপ পায় স্পর্শের শক্তি ।
সুচীবোধ সম পীড়া, শরীরে তাহার
চিহ্ন প্রকাশিত হয় মণ্ডল আকার ।

বোল্তার দংশনে শোধ জনমে যেমন
 দেহ পরে চিহ্ন যত দেখায় তেমন ।
 ক্লান্তি বোধ হয় আর যে কোন কারণে
 ক্ষত হ'লে অতি ব্যথা হয় সেই স্থানে ।
 ক্ষত জনমিতে লাগে অনেক সময়,
 জনমিলে কিন্তু ক্ষত দীর্ঘকাল রয় ।
 অল্পই কারণে কোপ, ক্ষত শুষ্ক হ'লে
 তথাপি রুক্ষতা রয় সেই ব্রণ স্থলে ।
 রোমাঞ্চিত দেহ তার হয় অনুক্ষণ,
 শোণিত তাহার ধবে অসিত বরণ ।

সপ্ত মহাকুষ্ঠ ।

কাপাল ।

যে কুষ্ঠ কাপাল নামে হয় অভিহিত,
 কিয়দংশ ধরে তাব বরণ অসিত ।
 কিয়দংশ হয় তার অরুণ ববণ,
 কপাল পদার্থ হয় দেখিতে যেমন ।
 এই কুষ্ঠ হয় রুক্ষ পরশনে খব,
 সূচীবোধসম ব্যথা তাহার উপব ।
 ইহাতে পাতলা হয় ত্বক অতিশয়,
 চিকিৎসায় সহজে না দূরীভূত হয় ।

উড়ু স্বর ।

উড়ু স্বর ফল ধবে আকৃতি যেমন,
 উড়ু স্বর নাম কুষ্ঠ দেখিতে তেমন ।

রক্তবর্ণ, দাহ ধরে, করে কণ্ঠযন,
ব্যাধি স্থানে রোম হয় পিঙ্গল ববণ ।

মণ্ডল ।

যে কুষ্ঠ মণ্ডল নামে হয় অভিহিত,
কিয়দংশ রক্তবর্ণ, কিয়দংশ শ্বেত ।
স্থায়ি ভাবাপন্ন, আর্দ্র, শ্বেদ তাহে ধরে,
সর্বদা উন্নত বয় মণ্ডল আকাবে ।
সমুদাত কুষ্ঠ যত মিলে পবম্পবে,
চিকিৎসায় এই ব্যাধি অতি কষ্টে গাবে ।

ঋষ্যজিহ্ব ।

হবিণেব বসনার আকৃতি যেমন
ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠ ধবে আকৃতি তেমন ।
কর্কশ ও প্রান্তভাগে ববণ লোহিত,
মধ্যে শ্যাব বর্ণ আর বেদনা সংযুত ।

পুণ্ডরীক ।

যেই মত মূর্তি ধরে লোহিত কমল
পুণ্ডরীক সেই মত হয় অবিকল ।
প্রান্তমধ্য রক্তবর্ণ শ্বেত আভাযুত,
ইগাব আকার হয় দেখিতে উন্নত ।

সিদ্ধা ।

সিদ্ধাকুষ্ঠ—দেখিতে সে লাউফুল মত
লোহিতাভ শ্বেত, সূক্ষ্ম চর্ম্মে আচ্ছাদিত
ঘষিত যদ্যপি কভু হয় ব্যাধিস্থল
বিনির্গত হয় শুঁড়া পদার্থ সকল ।

এই সিদ্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি প্রায়শঃ সকলে
বাছল্য রূপেতে জন্ম নয় বন্ধস্থলে ।

কাকণ ।

কাকণ, কুঁচের বর্ণ হয় যেই মত,
হয় মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ, শেষেতে লোহিত
অসাধ্য এ কুষ্ঠ হয় তিন দোষ জাত,
পাকযুক্ত, আর তীব্র বেদনা সংযুত ।

একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ।

এক কুষ্ঠ ।

যেই কুষ্ঠ হ'লে ঘর্ম নাহি হয় আর
আর যাহা মহাবাস্ত করে অধিকার,
আর যেই কুষ্ঠ করে আকৃতি ধারণ
মাছের আঁইশ হয় দেখিতে যেমন—
চক্রের আকার যুক্ত যথা অজন্তর,
এহেন যে কুষ্ঠ হয় এক নাম ধর ।
এই কুষ্ঠ ক্ষুদ্র মধ্যে সবার প্রধান—
এই হেতু এক নামে তার অভিধান ।

চর্ম্মাখ্য ।

রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল হস্তীচর্ম্ম মত,
চর্ম্মাখ্য এহেন কুষ্ঠ হয় অভিহিত ।

কিটিম ।

শ্যাববর্ণ, রুক্ষ, শুষ্ক, স্তম্ভস্থান মত
খর স্পর্শ যেই তাহা কিটিমাভিহিত ।

বৈপাদিক ।

যেই কুষ্ঠে হাত আর পদ ফেটে যায়,
তীব্র ব্যথা থাকে কহে বৈপাদিক তার ।

অলসক ।

যে কুষ্ঠ স্ফোটক ব্যাণ্ড লোহিত বরণ,
অলসক নাম তার, কবে কণ্ঠয়ন ।

দক্ষ মণ্ডল ।

সমুন্নত যেই কুষ্ঠ মণ্ডল আকারে,
আর যাহা সর্বদাই কণ্ঠয়ন করে,
রক্তবর্ণ পিড়কা সমূহে ব্যাণ্ড থাকে,
হেন কুষ্ঠ বলে দক্ষ মণ্ডল তাহাকে ।

চর্মদল ।

শূলবদেদনায়ুক্ত, রক্তের বরণ,
যে কুষ্ঠ স্ফোটক ব্যাণ্ড করে কণ্ঠয়ন,
স্পর্শাসহ আর যাহে মাংস পড়ে গলে,
তখন সে কুষ্ঠরোগে চর্মদল বলে ।

পামা (চুলকণা) ও কছু (খোঁস) ।

দুঃস্বপ্ন আবাধিত দাহ থাকে তার,
কণ্ঠযুক্ত, পামা কহে হেন পিড়কায় ।
যে সময় এই পামা তীব্র দাহ বুত
স্ফোটক সর্বল দিয়্য ইয় আবারিত,
তখন সে অভিহিত কছু অভিধানে ।
হস্ত ও নিভয়ে ইয় বহু পরিমাণে ।

বিস্ফোটক ।

শ্যাব বা অরুণ বর্ণ পাতলা চর্ম্মতায়,
বিস্ফোটক নাম ধরে স্ফোট সমুদায় ।

শতাব্দঃ ।

রক্ত শ্যাববর্ণ, দাহ বেদনা অস্থিত,
বহু ব্রণ বেই তাহা শতাব্দঃ কথিত ।

বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা ।

শ্যাববর্ণ প্রাবল্য কণ্ঠয়ন কবে,
পিড়কাবিশিষ্ট, বলে বিচর্চ্চিকা তারে ।
বিচর্চ্চিকা যে সময় হয় পাদজাত,
তখন সে বিপাদিকা নামে অভিহিত ।

দোষভেদে কুষ্ঠের লক্ষণ ।

কুষ্ঠরোগ বায়ুজাত হয় যে সময়,
শ্যাব বা অরুণ বর্ণ রুদ্ধ অতিশয় ।
স্পর্শন করিলে তাহা বোধ হয় খর,
অত্যন্ত বেদনা থাকে তাহার উপর ।
পিত্তজাত কুষ্ঠ হয় পুতি-ক্লেশ যুত,
রক্তবর্ণ, দাহ আর প্রাব সমস্থিত ।
কফজাত, ক্লেশযুক্ত, নিবিড়ায়নব,
চিকণ ও কণ্ঠযুক্ত শৈত্য ও গৌরব ।
দ্বন্দ্বজ যে কুষ্ঠ তাহে দ্বিদোষ লক্ষণ,
সারিপাতে তিনদোষ হয় সংঘটন ।

সপ্তধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ ।

কুষ্ঠরোগ যে সময় হয় রসগত,
অঙ্গের বৈবর্ণ হয়, রুদ্ধতা লক্ষিত,

বিলুপ্ত হইয়া যায় আশ্রয় শক্তি,
 রোমাঞ্চিত হয় দেহ ঘর্ম হয় অতি ।
 কণ্ঠ করে রক্তগত কুষ্ঠ যে সময়,
 অধিক তাহাতে হয় পুষের সঞ্চয় ।
 মাংসগত হ'লে কুষ্ঠ গুটিলাভ করে,
 কার্কশ্য জনমে ভায়, মুখে শোথ ধরে,
 পিড়কা, বেদনা যথা বিধন সূচীর,
 স্কেটক উদ্ভব হয়, কুষ্ঠ রয় স্থিবি ।
 মেদোগত হ'লে ক্ষত লভয়ে বিস্তাব,
 গতিশক্তি নাশ হয়, হস্তক্ষয় আব,
 অঙ্গের বক্রতা আর পূর্বের কথিত,
 রস আদি গত কুষ্ঠ লক্ষণ লক্ষিত ।
 অগ্নি মজ্জাগত কুষ্ঠ হয় যে সময়,
 সে সময় সে রোগীর নাসাভঙ্গ হয় ।
 লোচন রক্তিম বর্ণ, ক্ষতে ভিতব
 ক্রিমির উদ্ভব হয়, ভঙ্গ হয় স্বর ।
 কুষ্ঠের বাহ্য হেতু পিত্তাভ্যাতার
 প্রকৃষ্ট যদিপি হয় শুক্ল রক্ত আর,
 তাদের সম্ভান লয় জনম যখন,
 তাহারেও কুষ্ঠরোগে করে আক্রমণ ।

কুষ্ঠরোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

রস রক্ত কিম্বা যদি হয় মাংসগত,
 সাধ্য হয় কুষ্ঠ আর বাতশ্লেষ্ম জাত ।
 মেদোগত দ্বন্দ্বজাত কুষ্ঠ যাপ্য হয়,
 কিম্বা অগ্নি মজ্জাগত হয় যে সময়,

ক্রিমিব্যাণ্ড, তুক্ষণ দাহ মন্দায়ি সংযুত,
অসাধ্য সে কুষ্ঠ, কিম্বা তিন দোষ জাত ।

অরিষ্ট লক্ষণ ।

যে রোগীর কুষ্ঠ ফাটে আব তাহে ঝরে,
স্বরভঙ্গ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ ধবে,
বিবেচন বসনাদি পঞ্চম প্রকার,
চিকিৎসায় হয় নাই যার প্রতিকার—
হেনভাব রোগ যদি কবয়ে ধারণ,
রোগীর আসন্ন মৃত্যু জানিও তখন ।

দোষভেদে কুষ্ঠোৎপত্তি ।

উড়ু স্বব কুষ্ঠ হয় পিত্তদোষ বলে,
মণ্ডল, বিচর্চী, কফেঃ কাপাল অনিলে,
ঋষ্যকুষ্ঠ হয় হ'লে বাতপিত্ত যোগ,
বাতশ্লেষ্ম বলে হয় এক কুষ্ঠ বোগ ।
চর্ম্মাখ্য, ক্রিটিম, নিম্ব, অলসক আব
বিপ্লুদিক, সমাযোগে বাত ও শ্লেষ্মার ।
শতাবরুঃ, বিস্ফোট, দক্ষ, পামা, চর্ম্মদল,
আর পুণ্ডরীক কুষ্ঠ পিত্তশ্লেষ্ম ফল ।
ত্রিদোষের যে সময় হয় সম্মিলন,
জনম গ্রহণ তাহে কবয়ে কাকণ ।

মহাকুষ্ঠের নাম ।

মণ্ডলাখ্য, পুণ্ডরীক, দক্ষ, উড়ু স্বব, .
কাপাল, ক্রাকণ, ঋষ্যজিহ্ব নাম ধব—
এই সপ্তরোগ মহাকুষ্ঠ নাম ধরে,
ক্ষুদ্র কুষ্ঠ নামে হয় আখ্যাত অপরে ।

শিত্র (ধবল) রোগ ।

কুষ্ঠ আর শিত্র এই ব্যাধি যে উভয়
 একই কাবণ বশে সমুৎপন্ন হয় ।
 একই চিকিৎসা বলে দুই রোগ সারে
 একাবণে শিত্র উক্ত কুষ্ঠ অধিকারে ।
 প্রভেদ এই যে কুষ্ঠ ত্রিদোষ মিলনে,
 শিত্র জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দোষের কারণে ।
 রস আদি উল্লিখিত সপ্ত ধাতুগণ
 সবাবে কবিতা থাকে কুষ্ঠ আক্রমণ ।
 শিত্র রোগ আসি, কিন্তু ধরে যে সময়
 রক্ত মাংস মেদে গুদ্র করমে আশ্রয় ।
 কুষ্ঠের প্রমাণ হয় রসাদির প্রাবে,
 প্রাব কিন্তু নাহি রয় শিত্রেব উদ্ভবে ।
 শিত্র হয় যে সময় অরুণ বরণ
 তখন কিলাস নাম করয়ে ধারণ ।

দোষভেদে শিত্রের লক্ষণ ।

বাতজাত শিত্র রুক্ষ, অরুণ বরণ ;
 পৈত্তিক শিত্রের বর্ণ তাম্রের মতন,
 ক্লাম্ব কবলের পত্র হয় যেই মত
 মধ্যে শ্বেত, অস্থভাগে বরণ লোহিত ।
 দাহযুক্ত হয় আর রোম নাশ করে ।
 কফজাত শিত্র তাহা শ্বেত বর্ণ ধরে,
 আর ঘন, গুরু হয়, করে কণ্ঠরন ।
 রসভেদে শিত্র রোগে ত্রুণ লক্ষণ ।—

রক্তাশ্রিত খেত, যদি মাসেক আশ্রয়
করে, সে কারণে শিথ্র তাঁজ বর্ণ হয় ।
খেত বর্ণ ধরে শিথ্র হ'লে মেদ গত ।
রক্তাদি আশ্রয় ভেদে শিথ্র দোষজাত,
অথবা অগজ শিথ্র হয় ক্রমাশ্রয়
কষ্টসাধ্য রোগ, ইহা জানিও নিশ্চয় ।

শিথ্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

অচির উৎপন্ন, অসংশ্লিষ্ট পরম্পর
শিথ্র হ'লে অল্প পরিমিত কলেবর,
উহা যদি অগ্নিদহে নাহয় সজ্জাত,
কিঞ্চিৎ শিথ্রস্থান লোম নাহি হয় খেত—
এহেন লক্ষণ যুক্ত শিথ্র সাধ্য হয় ;
অন্যথা হইলে তার অসাধ্য নিশ্চয় ।
গুহ, হস্ততল, পদতল ওষ্ঠ জাত
ত্যাগ্য, যে কিম্বাগ শিথ্র দীর্ঘকাল জাত ।

কুষ্ঠাদির সংক্রামকত্ব ।

একত্র ভোজন, এক শয্যা শয়ন,
মৈথুন, নিঃশ্বাস আর শরীর স্পর্শন,
রোগী বস্ত্র মালা লেপনাদি ব্যবহারে,—
কুষ্ঠ ও নেত্রাভিযান্দ রাজযক্ষ্মা করে,
পাপজ, ভূতোপসর্গজাদি রোগগণ
এক হ'তে অন্যজনে করে আক্রমণ ।

শীতপিত্ত উদ্‌দৰ্শ ও কোঠ নিদান ।

সেবিলে শীতল বায় কফ ও মারুত ভায়
প্রদুষ্ট হইয়া মিলে পিত্তের সহিত,
তৃক কিম্বা ধাতুগণ করিয়া পরিসৰ্পন
শীতপিত্ত নাম বোগ কবে উপস্থিত ।

শীতপিত্তের পূৰ্ব লক্ষণ ।

এই শীতপিত্ত রোগে ধরিবার আগে ভাগে
জনমে অরুচি, তৃষ্ণা পায় অনুক্ষণ,
বেগ হয় বমনের, অবসাদ শরীরের,
গুরু দেহ, চক্ষু হয় আরক্ত বরণ ।

শীতপিত্ত ও উদ্‌দৰ্শের লক্ষণ ।

বোল্‌তায় যদিপি করে শবীর, দংশন
তাহে দেহোপরে শোথ জনমে যেমন,
শীত পিত্ত উদ্‌দৰ্শে তেমন শোথ হয় ।
তোদ রহে তাহে, কণ্ডু করে অতিশয় ;
বমি আর, ক্ষর দাহ রহে বিদ্যমান ।
শীতপিত্তে বায়ু, কফ উদ্‌দৰ্শে প্রধান ।

উদ্‌দৰ্শ শোথের রূপ ।

মধ্যনিম্ন, রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত আর
শিশির সম্মুত হয় মণ্ডল আকার ।
দোষ মধ্যে কফ হবে অতি কোপ করে
জনমে উদ্‌দৰ্শ শোথ দেহের উপরে ।

কোঠ ও উৎকোঠ ।

সম্যক না হ'লে বমি বমন ক্রিয়ায়
পিত্ত, শ্লেষ্মা, ভুক্তান্ন বা বাহিরিতে চায়—
অনির্গমে সেসবার শরীর উপরে
রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত মণ্ডল আকারে
যে বহু সংখ্যক শোথ সমুৎপন্ন হয়,
কোঠ নাম ধরে সেই শোথ সমুদয় ।
পুনঃ পুনঃ শোথ যদি জন্মলাভ কবে
উৎকোঠ তখন সেই শোথ নাম ধরে ।

অন্নপিত্ত নিদান ।

বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীর-মৎস্যাদি মিলিত
বিদাহি দ্রব্যও অন্ন, অন্ন বিদুষিত,
এইমত পিত্তের প্রকোপ যাহে পায়
পানাহারে অন্য অন্য দ্রব্য সমুদায়,
বিদগ্ধ হইয়া পিত্ত পূর্বের সঞ্চিত
অন্নপিত্ত রোগ রূপে হয় পরিণত ।

অন্নপিত্তের লক্ষণ ।

ভুক্তান্ন অপরিপাক তিত্তান্ন উদ্যার,
বুক আর গলা ঝলে, হয় দেহ ভার ।
ক্লান্তি বোধ হয়, উঠে বেগ বমনের,
অরুচি, যতেক এই লক্ষণ রোগের ।

অধোগ অন্নপিত্তের লক্ষণ ।

অধোগামী অন্নপিত্তে হরিত ও পীত
নানাবর্ণ মলভেদ দুর্গন্ধ সহিত ।

জ্ঞান বৈপরিত্য হয় ভ্রুশায় বিকল,
কোঠোৎপত্তি হয়, মন্দ জঠর অনল ।
করে দাহ, মূর্ছা আর জন্ম আগমন,
সর্বদা উঠয়ে বেগ করিতে বমন ।
ঘর্ম্মোন্মাদ হয় আর রোমাঞ্চ শরীরে,
এরোগে রোগীর অঙ্গ পীতবর্ণ ধরে ।

উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ ।

উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্ত হয় যেইক্ষণ
নিম্নের লক্ষণ যুক্ত উঠয়ে বমন ।—
নীল কিম্বা ক্লৃষ্ণবর্ণ কখন বা পীত
আরক্ত বা রক্তবর্ণ কভুবা হবিত ।
অতিশয় অগ্নি, মাংসজল যেইমত
অতীব পিচ্ছিল হেন কফ সমায়ুত ।
কটু তিক্ত আদি রস যতেকু প্রকার
বমনেব সঙ্গে যোগ থাকে সবার্কার ।
ভুক্তদ্রব্য হযে যায় বিদগ্ধ যখন,
অভুক্তাবস্থায় কিম্বা কখন কখন,
তিক্ত কিম্বা অগ্নিবস বমি উঠে তাব,
সেই মত তিক্ত অগ্নি উঠয়ে উদ্গার ।
দাহ হয় কুক্ষিদেহে, কণ্ঠে, হৃদিস্থলে,
মাথায় বেদনা হয় হস্ত পদ স্থলে ।
দেহের উষ্ণতা হয়, অরুচিতে ধরে,
পিত্তশ্লেষ্ম আর হয় দেহ কণ্ডু করে,
পিড়কা অনেকবিধ হয় দেহে জাত,
অন্য নানাবিধ রোগ হয় উপস্থিত ।

অম্লপিত্তের সাধ্য ষাণ্ড্যর্থ ।

অম্লদিন মাত্র যদি দেহে রোগ আনে,
অম্লপিত্ত সাধ্য হয় বিশেষ ষতনে ।
ষাণ্ড্য হয় অম্লপিত্ত দীর্ঘকাল জাঁত,
শুভাদৃষ্টে কাহারো বা কষ্টে দূবীভূত ।

অম্লপিত্তের প্রকার ভেদ ।

অম্লপিত্ত রোগ হয় তিনটি প্রকার,
বাতাত্মক, শ্লেষ্মাত্মক, বাতশ্লেষ্মে আর ।
বিশেষ বাখিয়া দৃষ্টি দোষেব লক্ষণে,
রোগাবধাবণ করিবেক বুন্ধিমান ।
অধোগামী অম্লপিত্তে জ্ঞান অতিসার,
উর্দ্ধগে বমনরোগ জাস্তি হয় আব ।

বাতজ অম্লপিত্তের লক্ষণ ।

বাতাত্মক অম্লপিত্তে প্রলাপ, কম্পন,
মূচ্ছা, গাত্র চিমি চিমি, শূলের বেদন,
হেরে অন্ধকার, ধরৈ বিপরীত জ্ঞানে,
অবলাদ, রোমোদ্যম, মোহ হয় মনে ।

কফজ অম্লপিত্তের লক্ষণ ।

কফাত্মক অম্লপিত্তে কফ নিষ্ঠীবন,
গুরুতা জড়তা দেহে জনমে তখন ।
অরুচি, শীতানুভব, অবসন্ন-কায়,
বমি হয়, মুখ হয় বিলিণ্ড শ্লেষ্মায়,
অগ্নিমান্দ্য, দুর্বলতা, করে কণ্ঠয়ন,
নিদ্রাধিক্য—ঘটে এই সকল লক্ষণ ।

বাতশ্লেষ্মজ অগ্নিপিত্তের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মে অগ্নিপিত্ত জনমে যখন,
ঘটে তায় বাত পিত্ত দুয়েরি লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ অগ্নিপিত্তের লক্ষণ।

জন্মে যেই, কোপ হ'লে পিত্ত ও শ্লেষ্মার
ভিক্ত, অগ্নি কটু তাহে উঠয়ে উদ্ধার।
দাহ ধবে কঠে, কৃষ্ণিদেবে ও হিয়ার,
হয় ভ্রম মূর্ছা বমি, ক্লচিনাশ পায়।
মধুব আশ্বাদ মুখে, জল তাহে করে,
আলস্য জনমে আর ব্যথা ধরে শিরে।

বিসর্প নিদান।

লবণাম, কটু, উষ্ণ জব্যাদি স্ততত
সেবনে বাতাদি দোষ হয় প্রকুপিত।
কুপিত হইলে বাত আদি দোষগণ
বিসর্প নামক বোগ করে উৎপাদন।
শবীরের সর্ক স্থানে হয় বিসর্পিত;
একাবেণে হয় বোগ বিসর্প কথিত।

বিসর্পের প্রকার ভেদ।

বাত পিত্ত শ্লেষ্মজাত আর সান্নিপাত,
বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম জাত।
বাতপিত্তে যে বিসর্প দেহে লয় স্থান,
তখন অস্থিবিসর্প তার অভিধান।

বাতশ্লেষে শিত্তশ্লেষে যে যে বিসর্পক,
এক গ্রন্থি আখ্যা ধরে, অন্য কর্দমক ।

বিসর্পের উপাদান ।

বিসর্পে লম্বীকা, রক্ত, ছক, মাংস আর,
কুষ্ঠবোগ মত, ছব্য এ চারি প্রকার ।
তিন দোষ—বায়ু, পিত্ত আর সমীরণ,
সমুদয়ে উপাদান সাতটি গণন ।

কুষ্ঠ ও বিসর্পের প্রভেদ ।

কুষ্ঠরোগে দোষ ছব্য বস্তু আছে যত,
বয় কার্ষ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়ত,
স্থিভাবে কার্য্য করে পদার্থ সকল,
এই বোগে রক্তপিত্ত না হয় প্রবল ।
বিসর্পে শোণিত, পিত্ত কিন্তু বল ধরে
বিসর্পিত হয়ে যায় সত্ত্বর শরীরে ।

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ ।

যে বিসর্পে হেতু বাত, তাহে বাত স্বর মত,
স্থূলকে, হৃদয়ে, গাত্রে আর
উদর উপরে তথা, হয় শেথ, ধরে বাখা
ভঙ্গের মতন যেদনার ।
আবির্ভাব তছপরে সূচী যেন বিদ্ধ করে,
হয় আর অঙ্গের ক্ষুরণ,
রোমোদগম হয় যায়, পরিপ্রান্ত হয় কায়,
প্রকাশিত এ সব লক্ষণ ।

পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ।

পিতে হয় ক্রম বার, এহেন বিসর্প তার
হয় অতি লোহিত বরণ,
শীত বিসর্প করে ; আর যথা পিত্ত করে,
প্রকাশিত ভেমন লক্ষণ।
ককজ বিসর্পের লক্ষণ।

ককজ বিসর্প কণ্ঠযুক্ত ও চিকণ,
আর তাহে থাকে কফ ঘরের লক্ষণ।

সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ।

সান্নিপাতে জাত হয় বিসর্প যখন,
বাতিকাদি ত্রিরোগের বিভিন্ন লক্ষণ
সমুদয় এক সঙ্গে হয়ে সন্মিলিত
বিসর্প রোগীব দেহে হয় প্রকাশিত।

অগ্নি বিসর্পের লক্ষণ।

বাতপিত্তজাত অগ্নি বিসর্প লক্ষণ—
জ্বর, মুছা, অতিসার, পিপাসা, বমন,
অম; ব্যথা সমাক্রান্ত হয় সঙ্কিন্ধল,
তমক, অরুচি, মন্দ জঠর অনন্ত।
এ গ্রন্থি বিসর্প রোগে সমস্ত শরীরে
বোধ হয় যেন ব্যাণ্ড জলন্ত অকারে।
এ বিসর্প শরীরের যেই যেই স্থানে
বিচরণ করে ঠিক দেখায় সেখানে
নির্মাণ অঙ্গুর মত অসিত বরণ,
কঁড় নীল রক্তবর্ণে করে আচ্ছাদন।

অগ্নিদগ্ধ স্থান হয় যেমত প্রকার,
 স্ফোটক ব্যাপিরা রস চারি ধারে তার ।
 এ বিসৰ্প শীত শীত গমন কারণ,
 অতি ত্বর্য মৰ্ম স্থান করে আক্রমণ ।
 তাহে বায়ু প্রবল হইয়া অতিশয়,
 বেদনাই আক্রান্ত করে অঙ্গ সমুদয়,
 সংজ্ঞা নিদ্রা নাশ করে, শ্বাস হিঙ্কা আনে ।
 এরূপ অবস্থা হয়, ভূমি শয্যাননে
 মুখ নাহি পায় রোগী শত চেষ্টা ক'রে,
 বিবিধ যন্ত্রণা ভোগে এহেন প্রকারে ।
 ক্রমে হয়ে ক্লিষ্ট, অবসন্ন, সংজ্ঞাহীন,
 হয়ে যায় বোগী চিব নিদ্রায় বিলীন ।
 গ্রন্থি বিসৰ্প ।

কুপিত অত্যন্ত বায়ু হয় যে সময়
 দুষ্ট কফে তাহা যদি অবরুদ্ধ হয়,
 বাতাবরোধক কফে করি বিদারণ
 বহুভাগে, গ্রন্থি শ্রেণী করে উৎপাদন ।
 অথবা কুপিত বায়ু, বহু রক্ত যার,
 ত্বক্, শিরা, স্নায়ু মাংস গত বক্ত তার
 সম্যক দুষিত কবি পূৰ্ণোক্ত প্রকাবে
 গ্রন্থিমালারূপে দেহে উদ্ভাবিত করে ।
 এই গ্রন্থিমালা দীর্ঘ, বৰ্জ্বল আকার,
 স্থূল ও কঠিন হয়, বর্ণ রক্ত আব ।

গ্রন্থি বিসৰ্পের লক্ষণ ।

ইহাতে প্রবল জ্বর, ব্যথা অতিশয়,
 শ্বাস, কাস, হিঙ্কা, বমি, মুখশোষ হয় ।

বিবর্ণতা, মূৰ্ছা, অজ্ঞান, অতিশয়
 ভ্রম জন্মে, জ্ঞান হয় বিপরীত তাম ;
 অগ্নিমান্দ্য—এসব লক্ষণ উপস্থিত ।
 বাতশ্লেষ্মা কোপে হয় রোগ সমুদ্ভূত ।

পিত্তশ্লেষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ ।

পিত্তশ্লেষ্ম জাত রোগে জড়তা ও স্বর
 নিজ্রা, তন্দ্রা, শিবোবাধা হয় তদুপর ।
 দেহ অবসাদ, ভ্রম, মূৰ্ছা, মুখশ্লেপ,
 অগ্নিমান্দ্য, অস্থিভেদ, অরুচি, আক্ষেপ ;
 ইন্দ্রিয় গুরুতা জন্মে, পিপাসায় ধরে,
 অপক পুরীষ যত নির্গমন করে ।
 লিপ্ত হয়ে যায় যত শ্রোত লমুদায় ।
 একপ লক্ষণ যত পরকাশ পায় ।
 প্রায় আমাশয়ে রোগ হয়ে সমুদ্ভূত
 শরীরের একদেশ করে অধিকৃত ।
 ইহা পাণ্ডুবর্ণ অতি পীত বা লোহিত
 পিড়কা সমূহ দ্বারা হয় আচ্ছাদিত ।
 মলিন, শোথ সংযুক্ত, গুরু ও চিকণ
 কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণ অসিত বরণ ।
 অতি উষ্ণবর্ণ হয়, পাকে সে তিতরে,
 ক্লিন্ন ও বিদীর্ণ হয় পীক বর্ণ ধরে ।
 শবের দুর্গন্ধ হয়, গ'লে পড়ে মাস,
 তাহার কারণে স্পষ্ট পায় পরকাশ
 বিসর্প স্থানের শিরা স্নায়ু লমুদয় ।
 এহেন বিসর্প রোগে কর্তব্য কয় ।

কৃতজ বিসর্প ।

শূন্যাদি গ্রহাণে কিম্বা হিংস্রজন্তু বত
তাহাদের নখদন্তে পাইলে আঘাত,
কুপিত অনিল সেই ক্ষত নিবন্ধন
রক্ত ও পিত্তেব হ'য়ে বিকার কারণ,
কুলখ কলায় মত বাহার আকার,
এহেন স্ফোটকগণে ব্যাণ্ড চারিধার,
বিমিশ্রিত কৃষ্ণ অ্যুর লোহিত বরণে,
পিত্তজ বিসর্প মত বিসর্পকে আনে ।

বিসর্পের উপদ্রব ।

ছর অতিসাব হয়, উঠয়ে বমন,
ভুক ও মাংসের তথা হয় বিদাবণ ।
ক্রান্তি বোধ হয় আর অরুচিতে ধরে,
ভুক্তবস্তু কিছুমাত্র জীর্ণ নাহি করে ।

বিসর্পের সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

সাধ্য নে বিসর্প এক দোষে জন্ম যার ;
কৃতজ বিসর্পাসাধ্য ত্রিদোষজ আর ।
যে অগ্নি-বিসর্পে দেহ অসিত বরণ—
উৎকট পৈত্তিক, তাহে করিবে বর্জন ।
মর্শস্থানে জন্মে যে বিসর্প সমুদায়
অতিশয় কষ্টসাধ্য জেনো সে সবায় ।

বিস্ফোট নিদান ।

কটু, অম্ল, অঁক, উষ্ণ, বিদাহি আহার,
কৃষ্ণ ও অপক দ্রব্য কিম্বা খায় ক্ষার,

রৌদ্র সেবা, অধ্যশন, ক্ষত বিপর্যয় ;—
 একারণে দোষ বস্তু প্রকৃপিত হয় ।
 তাহে অগ্নি, রক্ত, মাংস করিয়া কুচিত,
 ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক করে উপস্থিত ।
 বিস্ফোটক আসি দেহে যে সময় ধরে,
 তার পূর্বে ঘরে দেহ আক্রমণ করে ।
 সর্বদেহে, কিম্বা দেহে কোন এক স্থানে
 অব্যক্ত, কিম্বা দৃষ্ট মতন আশুনে
 যে সর স্ফোটক জন্মে রক্তপিত্ত বলে,
 বিস্ফোটক নাম তারা ধরয়ে সকলে ।

বাত বিস্ফোটকের লক্ষণ ।

মাধার বেদনা, শূলানি বাতনা,
 উপস্থিত তৃকাধর,
 ক্লকবর্ণ হয় স্ফোটক নিচর,
 পর্কভেদ তরুণ ।

পৈতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ ।

পিত্তের কারণ বিস্ফোট বধন
 জনম গ্রহণ করে,
 স্রাব নির্গমন, ধরয়ে বেদন,
 পীড়ে দাহ আর ঘরে ।
 অতিশয় তাপ ধরে পিপাসায়,
 আর বিস্ফোটক বত
 লোহিত বরণ, করয়ে ধারণ,
 গীতবর্ণ বিনিমিত ।

শৈথিল্যিক বিশ্লেষ্টকের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মে জন্ম যায়, • বিশ্লেষ্টক তার
 হেতু ঘটে এ লক্ষণ :—
 রুচির হীনতা, শরীরে জড়তা,
 শ্লেষ্টকের কণ্ডুয়ন
 পাণ্ডুবর্ণ ধরে, অল্প ব্যথা করে,
 কঠিন ইইয়া থাকে;
 কড়ু বমি হয়, শ্লেষ্টক নিচর
 অতি দীর্ঘকালে পাকে ।

স্নায়ুজ বিশ্লেষ্টকের লক্ষণ ।

বাত পিত্ত বিশ্লেষ্টকে স্নাতীত বেদন ;
 বাতশ্লেষ্ম বিশ্লেষ্টক করে কণ্ডুয়ন,
 গুরুতা, স্তৈমিত্য জন্মে তাহার উপর ;
 পিত্তশ্লেষ্ম বিশ্লেষ্টকে দ্রাঘ, বমি, জ্বর,
 আর তাহা অতিশয় করে কণ্ডুয়ন—
 প্রকাশিত হয় তাহে এ সব লক্ষণ ।

সান্নিপাতিক বিশ্লেষ্টকের লক্ষণ ।

মধ্যনিম্ন বিশ্লেষ্টক তিনদোষ জাত,
 অল্পপাক, স্নকঠিন, প্রাক্তে সে উন্নত ।
 বিশ্লেষ্টক রক্তবর্ণ, থাকে তায় দ্রাঘ,
 বমি, মূচ্ছা হয় রোগে, তৃষ্ণা হয় ঘোহ ।
 বেদনা, প্রলাপ হয়, কম্প তল্লা আদি
 যতেক লক্ষণ ঘটে, অসাধ্য এ রোগি ।

রক্তজ বিস্ফোটকের লক্ষণ ।

পিত্তকোপ হেতু রক্ত-হইয়া দূষিত
রক্তজাত বিস্ফোটক করে উপস্থিত ।
কুঁচ আর প্রবালের বরণ যেমন,
এই বিস্ফোটক হয় দেখিতে তেমন ।
বিবিধ ঔষধ দানে সিদ্ধ কল ব্যর্থ,
তাহাতেও রোগের না হয় প্রতিকার ।

বিস্ফোটকের সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

সাধ্য হয় বিস্ফোটক এক দোষ জাত,
দ্বিদোষজ কষ্ট সাধ্য, তিন দোষ জাত—
বহু উপদ্রব হয় উপস্থিত যায়,
ভীষণও সাধ্যাতীত জানিও তাহার ।

মসুরিকা (বসন্ত) নিদান ।

কটু অন্ন ক্ষার দ্রব্য গবণ ভোজন,
বিরুদ্ধ ভোজন ক্ষীর-মীন-সম্মিলন,
পূর্কাহার জীর্ণ নয় তবু পেট পূরে,
ছুষ্ট অন্ন শিশি খাক ইত্যাদি আহাৰ,
বিষাদি সংস্পর্শ ছুষ্ট হয় যেই ক্ষণ
জল সমীরণ, তাহা করিলে সেবন,
অথবা যখন কোন দেশের উপরে
ক্ষুর গ্রহণ যদি ক্রমশঃ হেরে,—
এ সব কারণে দোষ হয়ে প্রকুপিত,
প্রভু রক্তের সনে হইয়া মিলিত,

নরদেহ সমাচ্ছন্ন কবে পিড়িকায়
আকৃতি ও পরিমাণে মসূবেব ন্যায় ।
এই হেতু এই বোগে মসূবিকা বলে,
ভাষায় এ রোগে বলে বসন্ত সকলে ।

মসূরিকার পূর্ব লক্ষণ ।

গাড়েত্র বেদনা, কণ্ঠ, আব হয় জ্বর ;
ভ্রম জন্মে, ত্বক ফুলে, উদ্ভ্রান্ত অন্তর ।
শরীর বিবর্ণ হয়, আবক্ত লোচন,—
বোগ পূর্বে প্রকাশিত এ সব লক্ষণ ।

বাতজ মসূরিকার লক্ষণ ।

মসূবিকা জন্মে যদি বাত কোপ তরে,
পিডকা অরুণ কিম্বা শ্যাববর্ণ ধবে ।
সুতীত্র বেদনাযুক্ত আব রুক্ষ হয়,
কঠিন, পাকিতে লয় অনেক সময় ।

পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ ।

পিত্তেব প্লাকোপে যাব জন্ম হয়, স্ফোট তার
কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা বক্ত পীত,
অত্যাগ্র বেদনা যুত, দাহ তায় অবিরত,
পেকে যায় স্ফোটক জ্বরিত ।

সন্ধি অস্থি পর্ক তাষ বোধ যের ভেঙ্গে যায় ;
কান, কম্প, উদ্ভ্রান্ত অন্তর ;
জিহ্বা ওষ্ঠ তালু শোষ, জনমে পিপাসা দোষ,
রুচি নাশ তাহাব উপব ।

রক্তজ মসূরিকার লক্ষণ ।

মসূরিকা যে সময় হয় রক্তজাত,
তাহে অঙ্গমর্দ আর দাহ উপস্থিত ।

অরুচি, মুখের প্যাক, ভেদ হয় মল,
তৃষ্ণা ও আরক্ত হয় নয়ন যুগল ।
অব হয়, বেগ তাব অত্যন্ত প্রবল ;
ঘটে পিত্ত মশ্রুবিকা লক্ষণ সকল ।

শৈথিল্যিক মশ্রুরিকার লক্ষণ ।

ক্লেশজাত মশ্রুবিকা-স্ফোট সমুদয়
শ্বেতবর্ণ চিকণ ও স্থূল অতিশয় ।
অল্পই বেদনায়ুক্ত কণু তাহে রয়,
পাকিবার তরে স্ফোট দীর্ঘকাল লয় ।
শৈথিল্য জনমে রোগে কফ অতি বাবে,
শরীরে গুরুতা জন্মে ব্যথা ধবে শিরে ।
বমনেব বেগ হয়, বিনাশ রুচিব,
নিদ্রা তন্দ্রা বাড়ে হয় অলস শরীর ।

ত্রিদোষজ মশ্রুরিকার লক্ষণ ।

ত্রিদোষজ মশ্রুরিকা লোহিত বরণ,
মধ্যভাগে নিম্ন চেপ্টা চিডাব মতন ।
অত্যন্ত বেদনা তায বহু সর্স্কণ,
দুর্গন্ধ সংযুক্ত প্রাব হয় নিঃসরণ ।
সমুৎপন্ন হয় স্ফোট বহু পবিমাণে,
অসাধ্য বসন্ত ইহা পাকে বহুদিনে ।

চর্মদল ।

অপর বসন্ত আছে নাম চর্মদল,
উপজব ঘটে তায় নিম্নোক্ত সকল :—
অরুচি, শুষ্কিতভাব, কঠ রোধ হয়,
সর্বদাই রোগে রোগী ভুল কথা কয় ।

অবস্থান করে সদা উদ্ভাস্ত অন্তরে
দুশ্চিকিৎস্য রোগ-ইহা বহু কষ্টে সাবে ।

রোমাস্তী (হাম) ।

বোমকূপ মত হয় উন্নতি যাহার
সেইমত যে পিডকা রক্তবর্ণ যার,
রোমাস্তী বলিয়া থাকে হেন পিডকাষ;
হাম নামে অভিহিত হয় সে ভাষায় ।
দুষ্ট পিত্ত কফে জন্ম, রোগ পূর্বেষব,
কাশ ও অরুচি ঘটে বোগের উপব ।

রসগত মসুরিকার লক্ষণ ।

যে সময় মসুরিকা হয় রসগত
আকৃতি তাহাব জল-বুদ্বুদের মত ।
দোষের প্রকোপ বেশী নাহি থাকে তাম,
এই বোগে বলে পানবসন্ত ভাষায় ।
বিদীর্ণ হইয়া যায় বসন্ত বন্ধন
বিম্বিগত হয় প্রাব জলেব মতন ।

রক্তগত মসুরিকা ।

রক্তবর্ণ, মসুরিকা রক্তগত হ'লে,
সূক্ষ্ম চর্মযুক্ত, ইহা পাকে স্বল্পকালে ।
এবসন্ত সাধ্য হয়, কিন্তু সে সময়
শোনিতেব দোষ যদি সমধিক রয়,
কুক্ষু সাধ্য হয় তাহে জানিও নিশ্চিত,
বিদীর্ণ হইলে হয় রক্ত বিনিঃসৃত ।

মাংসগত মসুরিকা ।

বিলম্বেতে পাকে মসুরিকা মাংসগত,
কঠিন ও শ্লিষ্ণ, পুরু চর্মে আচ্ছাদিত ।

এই রোগে কণ্ঠ, হৃৎ, অন্তর চঞ্চল,
গাত্রশূল, হৃৎকা আদি লক্ষণ সকল ।

মেদোগত মসূরিকা ।

মেদোগত মসূরিকা মণ্ডল আকার,
কোমল, কিঞ্চিং রস উন্নতি তাহার ।
ঘোব হৃৎ উৎপাদক, হয় সবেদন,
আকার তাহার শূল, দেখিতে চিকিৎসক ।
মনের বিভ্রম ঘটে, চাক্ষু্য চিস্তের,
সম্ভাপাদিঃ উপদ্রব ঘটে এ বোগের ।
কখন কখন শুদ্ধ দৈববশে নরে
এ ভীষণ ব্যাধি হ'তে মুক্তিলাভ করে ।

অস্থিমজ্জাগত মসূরিকা ।

স্ফুটাকৃতি মসূরিকা অস্থি মজ্জাগত,
রুদ্ধ, চিড়ামত চেপ্টা, কিঞ্চিং উন্নত ।
গাত্রসম বর্ণতার, অতি মোহ তায়,
অত্যন্ত অরতি আব ধরে বেদনায় ।
হিঙ্গ যেন বোধ হয় মর্শ্মস্থান যত,
অার যেন বোধ হয় জ্বর দংশিত
হইতেছে অস্থি যত আছেয়ে শরীরে ।
এইরোগ অতি শীঘ্র প্রাণনাশ করে ।

শুক্রগত মসূরিকা ।

মসূরিকা শুক্রগত হয় যে সময়
দেখিতে প্ৰকাভ হয় পংক কিন্তু নয় ।
অত্যন্ত বেদনাক্রান্ত দুঃখ ও চিকিৎসা,
শৈমিত্য অরতি রস, দাহ অনুক্ষণ ।

মূর্খা হয়, অবশেষে ধবে মত্ততায়—
এইমত উপদ্রব পরকাশ পায় ।
শুক্লগত মসুরিকা বড়ই ভীষণ,
নিশ্চয় বোগীর তাহা নাশয়ে জীবন ।

মসুরিকার সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

সুখসাধ্য মসুরিকা বস বস্ত্র গাত,
আর পিত্ত শ্লেষ্মা কিম্বা পিত্ত শ্লেষ্মাজাত ।
বায়ু বাতপিত্ত কিম্বা বাতশ্লেষ্মে যাব
জনম, আবোগ্য কষ্টে সে মসুরিকাব ।
অতএব অতিশয় কবিয়া যতন
চিকিৎসা কবিলে এই বোগ বৈদ্যগণ ।
জন্মে যে বসন্ত, হ'লে ত্রিদোষ মিলন,
তাহা হ'তে মুক্তি বোগী নাপায় কখন ।
ইহাদেব কোনগুলি প্রবালের মত
লোহিত ববণ দিয়া হয় আচ্ছাদিত ।
কেহবা চিকণ কৃষ্ণ যথা জামফল,
কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধবে কেহবা কেবল ।
লৌহেব গুড়ক হয় যেমত প্রকাব,
অতনী ফলের মত বর্ণ হয় কা'র ।
ইহাভিন্ন ভিন্নভিন্ন দোষ অনুসাবে
এবসন্ত বিবিধ প্রকাব বর্ণ ধরে ।

মসুরিকার অসাধ্য লক্ষণ ।

হয় যদি কাস হিকা বিদ্রাব্ত অন্তর,
প্রলাপ ও অতি কষ্টপ্রদ তীব্র শ্বব,

অরতি ও মূর্ছা হয় তৃষ্ণা অনুক্ষণ,
 দাহ জন্মে আর ঘটে গাত্রের ঘূর্ণন,
 নাসিকা ও মুখ চক্ষু দিয়া রক্ত করে,
 আর কঠদেশে ঘুর ঘুর শব্দ করে,
 অতি বেদনার সনে বাহিরায় শ্বাস,
 ছাড়িবে তখন রোগে আরোগ্য প্রায়।

মসূরিকার অরিষ্ট লক্ষণ ।

মসূরিকা রোগ সমাক্রান্ত হয়ে নর
 পিপাসায় হয় যদি অত্যন্ত কাতর,
 বায়ুর প্রকোপে জাত অপতানকাদি
 বাতব্যাধি করে দেহে আক্রমণ যদি,
 মুখ ব্যতিরেকে শুষ্ক নাসা পথ দিয়া
 রোগীদীর্ঘশ্বাস যায় যদিপি বহিয়া—
 রোগীর যদিপি ঘটে এসব লক্ষণ
 নিশ্চয় জানিও তারে গতায়ু তখন ।

মসূরিকার ভাবী কল ।

কখন কখন রোগ নিরুত্তির পরে,
 মনিবন্ধে কনুয়ে ও কাঁধের উপবে
 অতি কষ্ট প্রদ শোধ হয় উপস্থিত;
 চিকিৎসায় সহজে না হয় সুবীভূত ।

ক্ষুদ্ররোগ নিদান ।

অজগন্ধিকা ।

মৃগ কলায়ের মৃত আকৃতি ধরিয়ে যত
 দেহপরে জনমে পিড়কা,

কফ বাতে জন্ম পায়, বালকেরে ধরে প্রায়,
নাম ধবে সে অজগন্ধিকা ।

গাত্র বর্ণ যেই মত বর্ণ তার সেই মত,
দেখিতে সে অত্যন্ত চিকণ,
পিড়কাএ সমুদয় গ্রন্থিল দেখিতে হয়,
তাঁহে কিছু না থাকে বেদন ।

যব প্রখ্যা ।

যবের আকার যেই পিড়কার
গ্রন্থিল-কঠিন অতি,
কফ বাতজাত যব প্রখ্যা খ্যাত,
মাংসেতে তাহার স্থিতি ।

অদ্রালজী ।

অবক্র উন্নত, অল্পপুষ্ব যুত,
ঘন ও মণ্ডলাকার ;
বাত শ্লেষ্মজাত পিড়কা উদ্ভূত
অদ্রালজী নাম তার ।

বিরূতা ।

পক উড়ু স্বর' ফল যে প্রকার
বরণ তাহার মত,
আকারে মণ্ডল পিড়কা সকল
অতি দাহ সমন্বিত,
পিত্তদোষ বলে জন্মে সকলে ;
সঁদা মুখ সবা'কার
রহে বিস্তারিয়া ; বিরূতা বঙ্গিয়া
তাই অভিধান তার ।

কচ্ছপিকা ।

কচ্ছপের যে আকার আকার যদ্যপি তাব
 পাঁচ ছ'টি একত্র গ্রথিত,
 বাতশ্লেষ্মে জন্ম লয় অত্যন্ত কঠিন হয়,
 কচ্ছপিকা হয় অভিহিত ।

বল্মীক ।

গ্রীবা স্কন্ধ কক্ষ হস্ত পদ সন্ধিস্থলে
 কিম্বা যে পিড়কা হয় সমুৎপন্ন গলে,
 অনেক শিখর হয় বল্মীকৈক্য মত,
 এহেন পিড়কা হয় বল্মীকাভিহিত ।
 ত্রিদোষজ এই ব্যাদি, যদ্যপি গগণে
 চিকিৎসিত নাহি হয়, ক্রমশঃ বাড়িয়ে—
 শ্রাব আব অতিশয় বেদনা সংযুত
 বহু মুখে অগ্রভাগ যাব সমুন্নত—
 বিনর্প বোগেব মত কবে বিনর্পণ,
 অসাধ্য এ ব্যাদি হয় হ'লে পুরাতন ।

ইন্দ্রবিদ্ধা ।

বীজ যত পদ্ম বীজকোমের ভিতবে
 মধ্যভাগে যথাস্থিত মণ্ডল আকারে,
 সেইরূপ ভাবে যদি জ্বকেব উপবে
 পিড়কা সমূহ যত জন্ম লাভ কবে,
 তখন সৈ পিড়কায় ইন্দ্রবিদ্ধা কয়
 বাতপিত্ত যোগে রোগ সমুৎপন্ন হয় ।

গদভিকা ।

বাতপিত্তে সমুৎপন্ন মণ্ডল আকার,
 উঁচু উঁচু গোল গোল রক্ত বর্ণ তার,

এহেন পিডকাব্যাণ্ড বেদনা সংযুত
এহেন ব্যাধি গর্দভিকা নামে অভিহিত ।

পাষাণ গর্দভ ।

অল্প অল্প ব্যাথাযুক্ত হনু সন্ধি পবে
কঠিন চিক্ণ যেই শোথ জন্ম ধবে,
পাষাণ গর্দভ নাম ধবে সেই বোগে ।
জন্মে ইহা বাতশ্লেষ্ম দুই দোষ যোগে ।

পনসিকা ।

কর্ণ অভ্যস্তবে উগ্র বেদনা সংযুত
স্থির ভাবে যে পিডকা হয় সমুদ্ভূত,
বৃদগণ পনসিকা বলেন তাহাকে
এ পিডকা সমুদায় অভ্যস্তবে পাকে ।

জাল গর্দভ (অগ্নিবাতি)

যে শোথ পাতলা আব পাক বিবহিত,
বিসর্জ্যেব মত যাহা হয় বিসর্পিত,
যাহে দাহ আব জ্বর রহে বিদ্যমান,
সে শোথেব হয় জালগর্দভাভিধান ।
এ জালগর্দভ অগ্নিবাতি নামে খ্যাত,
পিণ্ডের প্রাকোপে হয় এই বোগ জাত ।

ইরিবেল্লিকা ।

অত্যুগ্র বেদনা আব জ্বর কবে দান,
গোলাকান্ধে জন্ম লয় শিবে তাব স্থান,
ত্রিদোষ লক্ষণে তিন দোষজ পিডকা—
নিদানে কথিত হয় সে ইরিবেল্লিকা ।

কক্ষা ।

বাহু পার্শ্ব স্ফেদে কক্ষে, অসিত ববণ
 র্যথায়ুক্ত যে স্ফোটক করে আক্রমণ,
 কক্ষা নাম ধরে সেই স্ফোটক সমুদয়,
 কক্ষাবোগ পিষ্টেব প্রকোপে জন্ম লয় ।
 গন্ধমালা ।

কক্ষোক্ত স্ফোটের ঘটে যেমন লক্ষণ,
 সেই মত হুক মধ্যে কবে যে গমন,
 এক এক পিড়কায় গন্ধমালা কয়,
 এ ব্যাধিও পিষ্টেব প্রকোপে জন্ম লয় ।

• অগ্নি রোহিণী ।

কক্ষদেশস্থিত মাংস কবে বিদ্যবণ,
 অন্তর্দাহ আনে, হয় জ্ববেব কারণ,
 প্রদীপ্ত অঙ্গাব যেইমত মূর্ত্তি ধবে
 হেন স্ফোট, বলে অগ্নি রোহিণী তাহাবে ।
 ত্রিদোষের সম্মিলনে রোগ জন্ম লয়
 অসাধ্য এ রোগ নাহি প্রতিকার হয় ।
 সাত কিম্বা দশ কিম্বা পঞ্চদশ দিন,
 ইহার ভিতরে রোগী হয় প্রাণ হীন ।

চিপ্প (আঙ্গুল হাড়) ।

বায়ু পিত্ত নখ মাংসে করিয়া দূষিত
 দাহ পাক যুক্ত যেই বোগ করে জাত,
 চিপ্প বা অঙ্গুলিবেষ্ট রোগ বলে তায়,
 ভাষায় সে অভিহিত আঙ্গুল হাড়ায় ।
 এই রোগ হ'লে অল্প দোষে সমুদ্ভূত
 অথবা পরুষ হ'লে কুনখ আখ্যাত ।

অনুশয়ী ।

দ্রব্ গমবর্ণ অন্তঃপাক যুক্ত হয়,
অতএব গম্ভীর যে ব্যাধি জন্ম লয়
পায়ের উপর, অল্প শোধ রয় তাহে,
এহেন যে ব্যাধি তায় অনুশয়ী কহে ।

বিদারিকা ।

ভূমি কুম্মাণ্ডেব মত শোধ গোলাকাবে,
বজ্রগ সন্ধিতে কক্ষ যদি জন্ম ধরে,
বিদারিকা নাম ব্যাধি ধবয়ে তখন ।
ত্রিদোষজ ব্যাধি, তায় ত্রিদোষ লক্ষণ ।

শর্করাক্ষুদ ।

দৃষিত কবিষা মাংস শিরা মেদ স্নাবু,
এস্থি উৎপাদন করে ছুষ্ঠ কফ বারু ।
বিদীর্ণ হইলে এস্থি তা হ'তে তখন
দ্ব্যত মধু বসায়ত আব নির্গমন ।
ধাতু ক্ষয় হেতু পূর্কছুষ্ঠ সমীবণ
কুপিত অধিকতর হইয়া তখন
জন্মাইয়া থাকে মাংস কবি সংশোধিত,
অত্যন্ত কঠিন এস্থি শর্করাব মত ।
এই অক্ষুদের মধ্যে শিরা আছে যত
সে সকল হ'তে পচা দুর্গন্ধ সংযুত
আব বিনির্গত হয় বিবধ ববণ,
কখন সহসা হয় রক্ত নির্গমন ।

পাদদারী ।

যেবা করে পদত্রজে অধিক জমণ,
ঔহার চরণ রুদ্ধ হইয়া তখন

বায়ু বলে অতিশয় হয় বিধাবিত,
হেন বোগ হয় পাদদ্বারী অভিহিত ।

কদম্ব (কুলজাঠি)

পদতল হয় যদি বণ্টক কাঁকবে
ক্ষত বা আহত, তাহে কুলের আকাবে
গ্রন্থিরূপে যেই ব্যাধি সমুৎপন্ন হয়,
তাহাকে কদম্ব বিদ্যা বুল আঁঠি কয় ।

অলস (পাঁকুই) ।

প্রাচুর্য কর্দম যত কবি পবন
পদাঙ্গুলি দ্বয় মধ্যভাগে যেইক্ষণ
হয় ক্লিন্ন, কণ্ঠ দাহ বেদনা আশ্রিত,
তখন সে রোগ হয় অলস কথিত ।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ।

কুপিত অনিল গিত লোমকূপে গিয়া,
সেই স্থানস্থিত যত কেশ উঠাইয়া
ছুষ্ট শ্লেষ্ম আর রক্ত দিয়া সে সকল
বোগকূপে অবরুদ্ধ বাধে কেবল ,
তাই তথা অন্য কেশ উঠিতে না পায়
ইন্দ্রলুপ্ত খালিত্য বা রুহা কহে তায়

দারুণক ।

দারুণকে কেশভুগি কণ্ঠঘন করে,
কটিন ও রুদ্ধ ফাটা ফাটা দাগ ধরে ।
বাতশ্লেষ্ম কোপে এই ব্যাধি জন্ম পায়,
রুদ্রী খুন্সি নাম তার চলিত ভাষায় ।

অরুণিকা ।

বাহাতে মস্তকে বহুমুখ সমস্থিত
আর বহু ক্লেদযুক্ত ব্রণ হয় জাত,
এহেন যে রোগ অরুণিকা কহে তায় ।
কফ, রক্ত, ক্রিমি কোপে এবোগ জন্মায় ।

গলিত (পাকচুল) ।

ক্রোধ শোক, দেহোদ্ভা, উদ্ভব ভ্রমে যার,
কিস্বা পিত্ত করে যদি শির অধিকাব,
অকালে সকল কেশ পক হয় তাহে,
ইহাকেই পলিত বা পাকা চুল কহে ।
অকাল পলিত পক্ষে জানিও নিদান,
রক্তের পালিত্য পায় বয়োধর্ম্মে স্থান ।

মুখ দুষিকা (বয়োব্রণ) ।

শিমুল কাঁটাব মত সে সকল ব্রণ
যুবু নর মুখে করে জনম গ্রহণ,
সে সকল ব্রণ মুখদুষিকা কথিত ;
কফ বায়ু রক্ত দোষে বোগ সমুদ্ভূত ।

পদ্মিনী কণ্টক (পদ্মকাঁটা) ।

পদ্ম কণ্টকের ন্যায় ত্বেকব উপর
কণ্টকে আকীর্ণ আব পাণ্ডুবর্ণ ধর,
কণ্ডুযুক্ত রক্তাকাব উদ্ভাত মণ্ডল,
পদ্মিনী কণ্টক নাম ধবে সে সকল ।
পদ্ম কাঁটা নাম ধরে চলিত ভাষায়
বাতশ্লেষ্ম কোপে এই ব্যাধি জন্ম পায় ।

জড়মণি (জড়ুল) ।

ত্রুণপনি মস্তণ ও কিঞ্চিৎ উন্নত
 বেদনা বিহীন তাব বরণ অসিত—
 এবম্বিধ যে মণ্ডল সমুৎপন্ন হয়,
 জড়ুল বা জড়মণি সে মণ্ডলে কয় ।
 সহজ অর্থাৎ রোগ জন্মগনে জাত ;
 জন্মে ব্যাধি কফবদ্ধ হ'লে প্রাকুপিত ।
 কাবোমত নরনারী অঙ্গ অনুসাবে
 জড়মণি শুভবা অশুভ ফল ধবে ।

মাষক (আঁচিল) ।

ত্রুকেব উপব মাষকলায়ের মত,
 অসিত বরণ আর কিঞ্চিৎ উন্নত,
 অবৈদন কঠিন যে আকৃতি উদ্ভূত
 বাত কোপে জাত তাহা মাষক কণিত ।

তিলকালক (তিল)

ত্রুকেব উপব অনুন্নত অবৈদন,
 অসিত বরণ আব তিলেব মতন,
 ত্রিদোষে আকৃতি যেই সমুৎপন্ন হয়
 তাহাকে তিলকালক কিস্বা তিল কয় ।

ন্যচ্ছ (ছোদ্দ বা ছুলি)

বহ্মায়ত কিস্বা'হয়ে স্বল্প আন্নতন,
 বেদনা রহিত শ্যাব অসিত বরণ,
 গাত্র পরে যে মণ্ডল হয় নমুদুত
 তাহা ন্যচ্ছ ছোদ্দ কিস্বা ছুলি অভিহিত ।

মুখব্যঙ্গ (মেছেতা)

কোপ পরিশ্রম হেতু হইয়া কুপিত
বায়ুপিত্ত হ'য়ে যবে মুখে উপস্থিত
শ্যাববর্ণ অনুন্নত আব অবেদন
যে সকল মণ্ডল কবয়ে উৎপাদন,
নিদানেতে সে সবায মুখ ব্যঙ্গ বলে,
ভাষায় মেছেতা বলে এহেন মণ্ডলে ।

নীলিকা ।

বাস্বেব লক্ষণ যুক্ত চিহ্ন যদি হয়
 ক্লম্ববর্ণ, নীলিকা তখন তাবে কয় ।
 ব্যঞ্জে নীলিকায় এই প্রভেদ লক্ষিত—
 ব্যঙ্গ হয় শ্যাববর্ণ, নীলিকা অসিত ।
 ভোজ্য মতে ব্যঙ্গ বোণা শুদ্ধ মুখে ধবে,
 নীলিকা জ্ঞানয়ে সৰ্ব্ব গাত্রেব উপবে ।

পরিবর্তিকা (মুদ) ।

লিঙ্গ হ'লে অভিহিত কিম্বা অতি প্রপীড়িত
কিম্বা অতি হইলে মর্দিত,
সেই অভিধাত বশে ব্যান ব্যানু যদি রোষে
লিঙ্গ চর্ম্মে করয়ে আশ্রিত,
সে চর্ম্ম হয়ে দূষিত কিম্বা হয়ে বিবর্তিত,
রূপ ধ'রে গ্রন্থির সমান,
লিঙ্গ মণি যাবে কয় তাঁর অরোভাগে হয়
সে দূষিত চর্ম্ম লক্ষ্যমান ।
সে পরিবর্তিকা খ্যাত কিম্বা মুদ অভিহিত ;
বাত্তজ সে হয় যে সময়,

হয়সে বেদনা যুত , হ'লে কফ অনুগত
কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত রয় ।

অবপাটিকা ।

অনার্ভবা বালিকাব সুস্বমুখ যোনি তাব,
হর্ষে বা বলের সনে করিলে গমন,
লিঙ্গের উপবিস্তৃত চর্ম যদি উত্তীর্ণিত,
কিন্মা যদি হস্ত অভিঘাতের কারণ ;
কিন্মা যদি তাব পরে, বলেব প্রয়োগ করে,
তাহে যদি ওই চর্ম উল্টাইয়া যায়—
উর্দ্ধে হয়ে অবস্থিত আব না হয় মুদ্রিত,
তা' হইলে বলে অবপাটিকা তাহায় ।

নিরুদ্ধ প্রকাশ ।

অবপাটিকার হেন, উর্দ্ধ চর্ম যেই ক্ষণ
লিঙ্গকে স্পৃষ্টরূপে করয়ে আশ্রয়,
হয় যদি সে কারণ, মূত্রস্রোত নিরোধন,
তা' হইলে নিরুদ্ধ প্রকাশ তারে কর ।
এই রোগ প্রবর্তনে, চর্ম যদি নিপীড়নে
লিঙ্গমণি পূর্ণ ভাবে রুদ্ধ নাহি কবে,
তাহে বেদনা সহিত হয় মূত্র প্রবর্তিত
অল্প অল্প পবিমাণে মন্দ মন্দ ধারে ।
সম্পূর্ণ বদ্যপি তারি, লিঙ্গমণি রোধ পায়,
একেবারে মূত্র তাহে বন্ধ হয়ে যায় ;
এই নিরুদ্ধ প্রকাশে বায়ু যদি অতি রোষে,
রোগী হয় পীড়্যমান অতি বেদনায় ।

সন্নিরুদ্ধ গুদ ।

মলবেগ দ্বত, সে হেতু কুপিত,
 যখন অপান যায়,
 রোগীর তখন, তাহার কারণ,
 মলমার্গ রোধ পায় ।
 ইহা ভিন্ন তার, হয় সূক্ষ্ম দ্বার,
 তাহে পুরীষেব যত
 কষ্টে নিগমন, এ ব্যাধি ভীষণ
 সন্নিরুদ্ধ গুদ খ্যাত ।

অহিপূতন ।

শিশু সকলের গুহ্যদেশে অবস্থিত
 মলমূত্র ঘর্ম যদি না হয় বিদৌত,
 ক্লেদেব কাবণ ওই স্থানের উপবে
 রক্ত আব ককোস্তব কণু জন্ম ধরে ।
 চুলকায় যদি তাহা সহসা সে ক্ষত
 হইয়া তাহ'তে হয় আব বিনির্গত ।
 সন্মিলিত হ'লে ক্ষত কষ্ট করে দান,
 এই রোগ ধবে অহিপূতন আখ্যান ।

বৃষণকচ্ছু ।

স্নান যেন নাহি করে, শবীর মার্জন,
 অণুকোষস্থিত মলা তাহার তখন
 ঘর্মে ক্লিন্ন হ'লে করে কণু উৎপাদন,
 সেই কণু করা যায় যদ্যপি ঘর্ষণ,
 শীঘ্র ক্ষত হয়ে হয় আব বিনির্গত,
 কথিত বৃষণকচ্ছু স্লেষ্মারক্তজাত ।

গুদ ভ্রংশ ।

অতি মলভেদে কিম্বা অধিক কুস্থনে,
রুক্ষ ও দুর্বলদেহ ব্যক্তির যে ক্ষণে
গুদনাড়ী বাহিরে করয়ে আগমন,
গুদভ্রংশ বোগ তাবে বলয়ে তখন ।

বরাহ দংশক ।

বরাহদংশক রোগে বোগীব শবীবে
স্থানে স্থানে পাকে ত্বক ক্ষতের আকারে ।
ক্ষতপ্রাপ্ত বস্ত্রবর্ণ, দাহ থাকে তায়,
কণ্ডু জ্বাব আনে, ধবে তীব্র বেদনায় ।

মুখ রোগাধিকার ।

ওষ্ঠগত মুখরোগ নিদান ।

অনূপ মাংস ও ক্ষীর মৎস্য কিম্বা দধি
অত্যন্ত সেবনে, রুষ্ঠ দোষ বাত আদি
মুখ মধ্যে নানা রোগ উৎপাদন করে,
কক্ষ বোগে বিশেষ প্রাধান্য কিন্তু ধবে ।

বাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

বাতজাত ওষ্ঠ রোগ ধরে যে সময়,
কর্কশ ও রুক্ষ জড়বৎ ওষ্ঠদ্বয়,
ধরে তৌদ আদি বাত বেদনা আসিয়া,
অতি ব্যথা হয় ওষ্ঠে বায় সে কাটিয়া ।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

পীত আভা ওষ্ঠদ্বয়ে, ব্যথা কবে দান,
পিডকা সমূহে হয় ব্যাণ্ড সৰ্বস্থান ।
পিডকা পাকয়া উঠে সেই সমৃদয়,
ওষ্ঠদ্বয়ে রোগে দাহ উপস্থিত হয় ।

কফজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

শীতল পিচ্ছিল গুরু কণ্ডু সমস্থিত
হয় ওষ্ঠদ্বয় আব বেদনা বহিত,
জ্বকেন সমান বর্ণ পিডকা নিচয়ে
এই বোগে ওষ্ঠদ্বয় বহে ব্যাণ্ড হয়ে ।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

ত্রিদোষ জনিত ওষ্ঠবোগে ওষ্ঠদ্বয়
কণ্ডু কৃষ্ণ, কণ্ডু পীত, কণ্ডু শ্বেত হয় ।
পিডকা যতেক আছে বিবিধ প্রকার
আকুর্ণ কবিয়া রয় ওষ্ঠদ্বয় তাব ।

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

রক্ত প্রবোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়,
খর্জুৰ ফলের ন্যায় বর্ণবস্ত্র হয়—
আকুর্ণ হইয়া বয় হেন পিডকায় ;
বক্তবর্ণ হয়ে বক্তস্ত্রাব কবে তায় ।

মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

গুরু স্থূল মাংসপিণ্ডমত সমূহত
হয় ওষ্ঠদ্বয় রোগে মাংসদোষ জাত ।

আর ওষ্ঠ প্রান্তস্থয়ে ক্রিমি জনমিয়া
বর্ধিত হইতে থাকে সেন্থানে থাকিয়া ।

মেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

ঘূতের উপরিভাগ স্বচ্ছ বেই মত,
সেই মত ওষ্ঠদ্বয় রোগে মেদোজাত ।
গুরু কণ্ডুযুক্ত হয়, ক্ষুটিকের ন্যায়,
সর্বদা নির্মল আব নিঃস্রুত তাহার ।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ।

কুঠার আঘাত কিম্বা বিদারণ মত,
হয় বোগে ওষ্ঠদ্বয় বেদনা সংযুত ।

দন্তবেষ্ট গত মুখরোগ নিদান ।

শীতাদ ।

দন্তবেষ্ট হ'তে, বোগে শীতাদাভিহিত
অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় বিনির্গত ।
ক্রমশঃ পচিয়া মাংস দন্তেব সকল,
দুর্গন্ধ সঞ্চেদ কৃষ্ণবরণ কোমল
হইয়া ক্রমশঃ সব শেষে পড়ে যাবে ।
কক রক্ত দুষ্টি হেতু এই বোগ ধবে ।

দন্ত পুপ্পুটক ।

দুই কি তিনটী দন্তবেষ্ট যে সময়
অতিশয় শোথে সদা সমাপ্তিত বয়,
তখন তাকে দন্তপুপ্পুটক কয় ;
ককবস্ত্র দোষে এই ব্যাধি জন্ম লয় ।

দন্তবেষ্ট ।

রোগে যবে দন্তবেষ্ট অভিহিত হয়,
অত্যন্ত নড়িতে থাকে দন্ত সে নগর ;
পুষ বক্ত তাহা হ'তে হয় বিনির্গত ;
রক্তের প্রকোপে হয় এই রোগ জাত ।

শৌষির ।

যন্ত্রণাদায়ক শোথ দাঁতের গোড়ায়
হয় যদি, আব লাল্য আব হয় তায়,
তখন সে বোগ হয় শৌষিরাভিহিত ।
কফবক্ত কোপে হয় এই রোগ জাত ।

মহা শৌষিব ।

দাঁতের যে গাডি তাহা হইতে কখন
দন্ত সকলের যদি হয় বিচলন,
ইহা ভিন্ন তালু আব দন্ত সমুদয়
কিন্মা শুষ্ঠ হয় যদি ক্রৈদ যুক্ত হয়,
কথিত সে বোগ মহা শৌষিরাভিধানে,
জনগ লভয়ে ব্যাধি ত্রিদোষ মিলনে ।

পরিদার ।

যেই বোগে দন্তগাংস সকল গলিত,
আব যাগ হ'তে হয় রক্ত বিনিঃসৃত,
তখন সে রোগ পরিদার নাম ধবে ।
জন্মে ব্যাধি বক্তপিত্ত কফের বিকারে ।

উপকূশ ।

দন্তবেষ্টে দাহ পাক হ'লে উপস্থিত,
আর সেই হেতু দন্ত হইলে পতিত,

তখন তাহাকে উপকূশ রোগ কর ।
রক্তপিত্ত কোপে এই ব্যাধি জন্ম লয় ।

বৈদৰ্ভ ।

দন্তবেষ্ট দ্বুষ্ট হ'লে যদ্যপি প্রবল
শোথ হয়, আর নড়ে দশন সকল,
তাহা হ'লে কহে রোগ বৈদৰ্ভ তাহায় ;
অভিঘাত বশে এই ব্যাধি জন্ম পায় ।

খলিবৰ্দ্ধন ।

রুষ্ট হ'লে সমীরণে, প্রবল যাতনা সনে
অতিবিক্ত দন্ত যদি বিনির্গত হয়,
খলিবৰ্দ্ধনাভিহিত, ভাষায় আক্কেল দাঁত,
উদ্ধাত হইলে দন্ত যাতনা না রয় ।

করাল ।

দন্তমূল সমাপ্তিত বায়ু হ'য়ে প্রকুপিত,
ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকট আকাবে
দন্ত করে উৎপাদিত , করাল সে অভিহিত ;
অসাধ্য এ ব্যাধি প্রতিকার নাহি তার ।

অধিমাংস ।

হনুর কুহরস্থিত , শেষ দন্ত মূলান্ত্রিত
হইয়ে প্রবল শোথ অতি কষ্টকর,
লালা প্রাব করে তায়, কফে সে উদ্ভব পায় ;
হেন শোথ হয় অধিমাংস নাম ধর ।

দন্তনাড়ী ।

নাভী ত্রণ অধিকারে বাত পিত্ত কফ তরে
 আগন্তু ও সন্নিপাত জাত—
 পঞ্চবিধ নাড়ী ত্রণ, তাহাদের যে লক্ষণ
 আগে ভাগে হয়েছে লিখিত,
 পূর্বোক্ত লক্ষণ যুত হয়ে থাকে উপস্থিত
 দন্তমূলে করি আক্রমণ,—
 বিবিধ কারণ বশে পঞ্চবিধ রোগ আসে
 নাম সে সবাব নাড়ী ত্রণ ।

দন্তগত মুখরোগ নিদান ।

দালন ।

দালন নামক দন্তরোগে বোধ হয়
 বিদীর্ণ হইয়া যায় দন্ত সমুদয়—
 যন্ত্রণা এহেন বিধ হয় উপস্থিত ;
 ব্যাধির জনম বায়ু হ'লে প্রকৃপিত ।

ক্রিমিদন্তক ।

দন্ত মধ্যে ছিজ হয় অগিত বরণ,
 আক্রমণ করে ক্রিমিদন্তক বখন ।
 বেদনা দায়ক শোধ দন্তমূলে ধরে
 নড়ে দন্ত আর তাহে লালা আব বরে ।
 সহসা বাড়িয়া উঠে বেদনা সেখায় ;
 জন্মে রোগ অনিল প্রকোপ যদি পায় ।

ভঞ্জনক ।

বাতশ্লেষে ভঞ্জনক করে আনয়ন,
ভগ্নদন্ত বক্রমুখ ইহার লক্ষণ ।

দন্তহর্ষ ।

বায়ু প্রবাহ শীত কিম্বা উষ্ণ হয়,
সহিতে যদিপি নাবে দন্ত সমুদয়,
অথবা সহিতে নারে অশ্লেষ স্পর্শন—
যেই দন্ত বোগে ঘটে এ সব লক্ষণ,
এহেন ব্যাধিবে দন্তহর্ষ বোগ বলে ।
জন্মে, বাত পিত্তকোপ একত্র মিলিলে ।

দন্ত বিদ্রুতি ।

দন্তমাংস যে সময় অতি দুষ্ট হয়,
আব তাহা মল আব আব যুক্ত বয়,
দাহ ও বেদনা যুক্ত ভিতবে বাহিবে
তাহে যদি গুরুশোথ উৎপাদন কবে,
তখন সে বোগ দন্তবিদ্রুতি কথিত ।
ফেটে গেলে পুষ রক্ত হয় বিনিঃসৃত ।

দন্ত শর্করা ।

যে সময় মল, যাহা হয় দন্তগত,
হয় যদি তাহা পিত্ত বায়ু বিশোষিত,
হয় তাহে ঋরস্পর্শ শর্কবাব ন্যায়,
তখন বলয়ে দন্ত শর্করা তাহায় ।

কপালিকা ।

যে দন্ত শর্করা দন্ত অবয়ব সনে
খাপরার মত ফেটে যায় যেই ক্ষণে,

সেই দন্তশর্করায় কপালিকা কয়,
বিনষ্ট সকল দন্ত এই বোগে হয় ।

শ্যাব দন্তক ।

পিত্ত আব ছুষ্ট রক্তে যে কোন দশন,
হয় যদি মর্ষ অংশ তাহাব তখন
শ্যাববর্ণ, কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ দক্ষমত,
তখন সে পীড়া শ্যাবদন্তকাভিহিত ।

জিহ্বাগত মুখরোগ নিদান ।

বাতজ জিহ্বারোগের লক্ষণ ।

বায়ুজাত জিহ্বাবোগে রসনা ক্ষুটিত,
রস আন্বাদনে হয় শক্তি বিরহিত,
আব শাক নাম রক্ষ পত্র যেই মত,
হয় জিহ্বা সেই মত কণ্টকে আরত ।

পিত্তজ জিহ্বারোগের লক্ষণ ।

বক্তুবর্ণ দীর্ঘ দাহজনক কণ্টকে
পৈত্তিক বসনা বোগে জিহ্বা ব্যাণ্ড থাকে ।

শ্লেষজ জিহ্বাবোগের লক্ষণ ।

শ্লেষজাত জিহ্বাবোগ হয় যে সময়,
সে সময় হয় জিহ্বা গুরু অতিশয় ।
শিমূলের কাঁটা হয় দেখিতে যেমন,
সেইমত মাংসাকুরে জিহ্বা আচ্ছাদন ।

অলাস ।

প্রদুষ্ট রক্ত ও কফ রসনার তলে
যে দারুণ শোথে সমুৎপন্ন করি তুলে,

তাহাকে অলাস কহে ; রক্ত প্রাপ্ত হ'লে,
জিহ্বাস্তম্ভ হয় আব পাক জিহ্বা মূলে ।

উপজিহ্বা ।

দুষ্ট কফ রক্ত কবি জিহ্বায় উন্নত,
নিম্নভাগে যেই লালাত্মক কণ্ঠযুত
আব দাহযুক্ত শোথ উৎপাদন করে,
উপজিহ্বা নামবোগ বলয়ে তাহাবে ।

তালুগত মুখরোগ নিদান ।

গলগুণ্ঠি ।

দুষ্ট কফ আব রক্তে তালুমূলাশ্রিত,
যেই শোথ সমুৎপন্ন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত
হইয়া, অনিল পূর্ণ চর্মপূট মত
ধবয়ে আকাবে তাহা গলগুণ্ঠি খ্যাত ।
গলগুণ্ঠি রোগে হয় উপস্থিত কাস,
তৃষ্ণার প্রকোপ বাড়ে আর হয় খাস ।

তুণ্ডীকেরী ।

দেখিতে যেনন হয় তুণ্ডীকেরী ফলে,
সেই মত শোথ যদি হয় তালু মূলে,
তখন তাহাকে বৈদ্যে তুণ্ডীকেরী কয় ;
কফ রক্ত কোপে রোগ সমুৎপন্ন হয় ।
এই রোগে ত্রোদ সদা বিদ্যমান থাকে
দাহ উপস্থিত হয়, আর ইহা পাকে ।

অঞ্জন ।

তালুদেশে রক্তদোষে লোহিত বরণ
অল্প স্থূল যেই শোথ দেয় দরশন,

তখন সে শোধ হয় অক্ষয় কথিত ।
হয় বোগে জ্বর, তীব্র ব্যথা উপস্থিত ।

কচ্ছপ ।

শ্লেষ্মাকোপে তালুদেশে অল্প ব্যথা যুত
কুর্মাৰুতি যেই শোধ হয় উপস্থিত,
উৎপন্ন হইতে শোধ দীর্ঘকাল নয়,
কচ্ছপ নামেতে তাহা অভিহিত হয় ।

রক্তাক্ষুদ ।

রক্তকোপে তালুমধ্যে পথ কর্ণিকাব,
শোধ হয় সমুৎপন্ন, ধবিষে আকাব ।
এহেন যে শোধ তাবে রক্তাক্ষুদ কয়,
রক্তাক্ষুদ লক্ষণ সকল তাহে বয় ।

মাংস সংঘাত ।

কফদোষে তালু দেশে বেদনা রহিত
যে ছুষ্ঠ মাংসোপচয় সে মাংস সংঘাত ।

তালু পুট্‌পুট্‌ ।

ছুষ্ঠ কফ মেদ বশে তালুব ভিতরে,
সমুৎপন্ন যেই শোধ কুলের আকারে,
স্থায়ী হয়ে রয়, ব্যথা নাহি থাকে তার,
তালু পুট্‌ পুট্‌ রোগ অভিধান পায় ।

তালু শোষ ।

তালু শোষ নামে আছে অপর প্রকার
তালুরোগ, বাতকোপে জন্ম হয় তার ।
অতি তালুশোষ তাহে, বিদারণ মত
পীড়া হয়, আর হয় শ্বাস উপস্থিত ।

তালুপাক ।

পিত্তকোপে কষ্টদ যে পংক উপস্থিত
তালুদেশে তালুপাক নামে তাহা খ্যাত ।

কণ্ঠগত মুখরোগ নিদান ।

রোহিণী ।

এক এক ক'বে কিস্বা হয়ে সম্মিলিত,
বায়ু পিত্ত কফ যদি হয় প্রাকুপিত,
মাংস ও রক্তকে ছুষ্ঠ করিয়া তখন
মাংসাস্কুব সমুদয় করে উৎপাদন ।
রোহিণী তাহান নাশ, তা'র মাংসাস্কুবে
কণ্ঠবোধ হ'লে বোগী প্রাণত্যাগ কবে ।

বাতজ রোহিণীর লক্ষণ ।

বাতজ রোহিণী বোগে বেদনা দায়ক
মাংসাস্কুব সমুদয় কণ্ঠ নিবোধক,
বসনাব চারিধাবে সমুৎপন্ন হয় ,
স্তম্ভাদি বাতবেদনা তাহে জন্ম লয় ।

পিত্তজ রোহিণীর লক্ষণ ।

শীঘ্র সমুৎপন্ন হয় মাংসাস্কুব যত,
শীঘ্র পাকে হয় ভীষ জ্ব উপস্থিত ।

কফজ রোহিণীর লক্ষণ ।

কণ্ঠস্রোত বোধ করে মাংসাস্কুব যত
কঠিন সকলে আর অচল উন্নত ।

সারিলাভিক রোহিণীর লক্ষণ ।

রোহিণী জনমে যদি সারিলাভ বলে
দুর্নিবার্য হয় মাংস অক্ষুর সকলে,
এই সব মাংসাক্ষুর পাকে অভ্যস্তরে ;
ত্রিদোষ লক্ষণ তাহে আক্রমণ করে ।

রক্তজ রোহিণীর লক্ষণ ।

রক্তজ রোহিণী পিত্ত বোহিণীর মত
ক্ষোটকে আকীর্ণ হয়, সাধ্য সে কথিত ।

কণ্ঠ শালুক ।

কফের প্রকোপ হেতু কণ্ঠের ভিতরে
শালুকের কন্দ মত কুলাঁটি আকারে
খরস্পর্শ কঠিন যে গ্রন্থি জন্ম ধরে,
হেন গ্রন্থি বলে কণ্ঠ শালুক তাহারে ।
কণ্টক ও শূকমত ব্যথা দান করে,
অস্ত্রের প্রয়োগ বিনা রোগ নাহি সারে ।

অধিজিহ্বা ।

ক্লৃপ আব রক্তকোপে উপহর জিহ্বার
জিহ্বাগ্রভাগের ন্যায় ধরিয়ে আকার
যেই শোথ জন্মে তাহা অধিজিহ্বা খ্যাত ;
এ রোগ পাকিলে হয় সাঁধ্য বহির্ভূত ।

বলয় ।

দুই কক কণ্ঠদেশে বলয় আকৃতি,
উন্নত আকারে করে যে শোথের স্থিতি,
বলয় তাহারে কয়, এছোট বলয়ে
অগ্রবহ প্রোক্ত সম ব্যাধি রুদ্ধ করে ।

অতি কষ্টে শক্তি তার হয় নিবারণ ;

অতএব হেন রোগে করিবে বর্জন ।

বলাস ।

শ্লেষ্মা ও অনিল যদি হয়ে প্রকুপিত

কণ্ঠদেশে মর্শ্মচ্ছেদি ব্যথা উপস্থিত

কবে, ব্যথা জন্মে তাহ, আর ধরে শ্বাস,

চুর্ণিবার্থ্য বোগ, বলে তাহারে বলাস ।

এক বৃন্দ ।

চুষ্ট কফ রক্ত কষ্টে দাহ কণ্ঠযুত,

অল্পপাকী, বৃহু ভারসম্পন্ন, উন্নত,

গোলাকাব যেই শোধ কবে উৎপাদন,

এক বৃন্দ নাম হয় তাহাব তখন ।

বৃন্দ ।

কণ্ঠদেশে পিত্ত রক্ত প্রকোপে উন্নত

গোলাকার, তীব্র জ্বাব আব দাহ যুত,

যে শোধ উৎপন্ন হয়, বৃন্দ তাহে কর ।

বাতাস্নাক হ'লে বৃন্দ তৌদ-যুক্ত হয় ।

শতগ্রী ।

যেই শিলা সমাচ্ছন্ন লৌহের কাঁটায়

বৃহৎ আকার, বলে শতগ্রী তাহায় ।

বাতাদি ত্রিদোষ কোপে, কণ্ঠরোধ ক'রে

কঠিন যে বর্তি জন্মে শতগ্রী আকারে,

মাংসের অঙ্কুরে তার ব্যাপ্ত হয় কায়,

এহেন যে রোগ বলে শতগ্রী তাহায় ।

প্রাণনাশ কর শ্লেষ্মা, ত্রিদোষের বলে

যত ব্যথা, বিদ্যমান ইহাতে সকলে ।

শিলায়ু ।

আমলার আঁচি যেই মত মূৰ্ত্তি ধবে,
কফ আব রক্ত কোণে কণ্ঠেব উপরে
সেই মত শক্ত আর অতি ব্যথা যুত
যেই শোথ জন্মে, শিলায়ু সে অভিহিত ।
বোধ হয় কণ্ঠ যেন সংলগ্ন আহার,
বিনা অস্ত্রে এ রোগেব নাহি প্রতিকার ।

গলবিদ্রুধি ।

ত্রিদোষ প্রকোপ হেতু যদ্যপি ব্যাপিয়া
সৰ্বকণ্ঠ, উপস্থিত যে শোথ আঁদিয়া,
হেন বোগ বলে গল বিদ্রুধি তাহারে
তাঁহে হেন উপদ্রবে আক্রমণ কবে :—
তোদ দাহ কণ্ঠ আদি ত্রিদোষ জনিত
সৰ্ববিধ ব্যথা তাঁহে হয় উপস্থিত ।
গল্লিপাত বিদ্রুধিব যে সব লক্ষণ
ইহাতেও সে সকল দেয় দরশন ।
স্থানভেদে চিকিৎসাব বিভেদ কাৰণ
ভিন্ন ভাবে এ রোগেব হইল বর্ণন ।

গলৌঘ ।

অন্নজল যায় গতি বোধ পায়,
অথবা প্রশ্বাস শ্বাস ;
কফ রক্তজাত, যে শোথ বৃহত
গলে পায় পরকাশ,
গলৌঘ তাহারে সমাখ্যাত করে ;
রোগীও তাহার তরে

সমাক্রান্ত হয়, বঁল অতিশয়
ধরে যেই হেন স্বরে ।

স্বরয় ।

স্বরয় যে ব্যাধি, শ্বাসমার্গ রোধি,
কফ তাহে রয় ব'লে, •

রোগী তরে তাব, মুছ' য়ায়, আব
ঘন ঘন শ্বাস কেলে ।

• তাহার উপর ভয় হয় স্বর,
কঠে রস নাহি বয়,

অবশ হইয়া . রহে সে পড়িয়া,
বাতব্যাদি জন্ম লয় ।

মাংস তান ।

বিস্তৃত ও কষ্টদ যে শোথ লক্ষ্যমান
ক্রমে ক্রমে কঠরোধি নাশ কবে প্রাপ,
এহেন ভীষণ শোথে মাংসতান কয়,
ত্রিদোষ প্রাকোপে এই ব্যাধি জন্ম লয় ।

• বিদারী ।

তোদ আর দাহযুক্ত কঠেব ভিতবে
তাত্রেব বরণ যেই শোথ জন্ম ধরে,
বিদারী তাহার নাম ; ইহাতে পচিয়া
খসে পড়ে শোথ মাংস দুর্গন্ধ হইয়া ।
পিত্তকোপে জন্মে ব্যাধি, যে পার্শ্বে শয়ন
অভ্যাস, সে পার্শ্বে হয় শোথ উৎপাদন ।

সর্বসর মুখরোগ নিদান ।

বাতিক সর্বসর রোগের লক্ষণ ।

সর্ব মুখ, স্রুচীবোধ বেদনা দায়ক
আবরণ ক'রে রাখে ষতেক স্ফোটক ।

পৈত্তিক সর্বসর রোগের লক্ষণ ।

দাহযুক্ত, পীত কিম্বা বক্তের ববণ
ক্ষুদ্র স্ফোটকেতে মুখ পায় আবরণ ।

শ্লেষ্মিক সর্বসর রোগের লক্ষণ ।

কণ্ডুক্ত অল্প অল্প বেদনা সংযুত
গাত্রের সমান বর্ণ স্ফোটকে আরুত ।

মুখরোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

ওষ্ঠগত রোগ মধ্যে বাহা মাংসগত,
অগাধ্য ত্রিদোষজাত আর রক্তগত ।
ত্রিদোষজ নালী, মহা শোষিবাভিহিত,
বর্জ্যনীয়, রোগ মধ্যে দন্তবেষ্ট গত ।

দন্তগত রোগে শ্যাবদন্ত ও দালন,
তেয়াগিবে, আর নাম বাহাব ভঞ্জন ।

জিহ্বাগত রোগ নাম অলাস বাহার
তেয়াগিবে, তালুগত অর্কুদৈরে আর ।

কণ্ঠগত মুখরোগ যেই সমুদয়,

তার মধ্যে বিদাবিকা অরস বলয়,
রুন্দ ও বলাস আর গলৌষ শতব্রী,

মাংসতান ত্যজ্য আর ত্যজিবে রোহিণী ।

মুখরোগ এই উনবিংশতি প্রকার,
অসাধ্য জানিবে ফল নাই চিকিৎসার ।

কর্ণশ্রোতোগত রোগ দিদান ।

কর্ণশূল ।

প্রতিলোম ভাবে কর্ণগত সমীরণ
এদিক ওদিক যদি কবে বিচরণ,
তাহে অতি কষ্টকর কর্ণের ভিতবে
নিদারুণ শূল আনি উপস্থিত কবে ।
পিত্ত কিম্বা কফ দোষে, বক্ত প্রকুপিত,
এ দুয়ের মধ্যে যাহে হয় আববিত,
তাহার (৩) লক্ষণ যত প্রকাশিত কবে ;
কর্ণশূল নাম ব্যাধি, অতি কষ্টে সাবে ।

কর্ণনাদ ।

কর্ণ মধ্যে কর্ণশ্রোতোগত সমীরণ,
ভেরী ও মুদঙ্গ শব্দ শব্দের মতন
বিবিধ প্রকার শব্দ কবে অনুভূত ;
হেন রোগ কর্ণ নাদ নামে অভিহিত ।

বান্ধিৰ্য্য (কাল)

শুভবায়ু কিম্বা কফযুক্ত সমীরণ
শব্দবহ শ্রোতে যবে করে আববণ,
বাহিরের শব্দ বাগী শুনিতে না পারে ;
বান্ধিৰ্য্য রোগের নাম, কাল বলে তারে ।

কর্ণক্ষেড় ।

সংযুক্ত হইয়া বায়ু পিত্তাদি সহিত
যখন করয়ে এক শব্দ উপস্থিত,
শুনিতে ক্ষেড়ের মত শব্দ যদি হয়
তখন এহেন রোগে কর্ণক্ষেড় কর ।

কর্ণস্রাব ।

মস্তকে আঘাত কিম্বা জলে নিমজ্জন,
কিম্বা কর্ণ বিদ্রম্বির প্রপাক কারণ,
হয় যদি সমীরণ অতি প্রকুপিত,
আর তাহে কর্ণ যদি হয় প্রপীড়িত,
তাহা হ'তে পুষ, রস, জল বিনিঃসৃত
হয়, তাই রোগ কর্ণস্রাব অভিহিত ।

কর্ণকণ্ডু ।

কর্ণগত কফযুক্ত বায়ু যে সময়
কণ্ডুতুলে কাণে, কর্ণকণ্ডু তারে কর ।

কর্ণগুথ ।

কর্ণশ্লেষ্মা পিত্তোন্মায় হইলে শোষিত,
তখন সে রোগ কর্ণগুথ অভিহিত ।

কর্ণ প্রতিনাহ ।

কর্ণগুথ যদি স্নেহ স্বেদ আদি দিয়া
বিলীন হইয়া যায় অথবা গলিয়া,
আর নাক মুখ দিয়া হয় বিনিগূর্ত,
তখন সে রোগ কর্ণ প্রতিনাহ খ্যাত
কর্ণপ্রতিনাহে অন্য বিকার লক্ষিত—
অর্দ্ধাবভেদক তাহে হয় উপস্থিত ।

ত্রিবিধ কৰ্ণরোগ।

কিঞ্চিৎ যদি জ্বর লব কর্ণের ভিতরে
মাংস ও শোণিত দুই পচিবার ভয়ে,
অথবা মক্ষিকা ডিম্ব প্রসব করিলে
তখন তাহাকে ত্রিবিধকর্ণরোগ বলে ।

• কর্ণে পতঙ্গাদি প্রবেশের ফল ।

কাণকোটারি ও পতঙ্গাদি যেই কর্ণে,
একবার কোন মতে প্রবেশে অবশ্যে,
অত্যন্ত অসুখ হয় ব্যাকুলতা মনে
তোদ জন্মে, আর ধরে দীর্ঘকাল বেদনে ।
সর্বদা করিতে থাকে কাণ ফরফর,
কীট যবে চলে ফিবে কর্ণেব ভিতর ।
তখন রোগীর হয় অত্যন্ত যাতনা,
নিশ্চয় হইলে কীট লাঘব বেদনা ।

কর্ণ বিজ্রম্বি ।

কর্ণে ক্ষত আর অভিঘাতের কারণ,
অথবা যখন পায় দোষ প্রকোপণ,—
দ্বিবিধ বিজ্রম্বি জন্মে এ দুই প্রকারে ।
আগুজ্জ্ব, দোষজ এ দুই নাম ধরে ।
এই রোগে স্ফুটীবেধ বেদনার মত
ব্যথা হয়, আর যেন ধূম বিনির্গত ।
এই মত পীড়া হয়, দাহ থাকে তায়,
কর্ণের ভিতরে অতি সন্তাপ জন্মায় ।
কর্ণ বিজ্রম্বির রোগে রক্ত কিম্বা পীত,
অরুণ যবণ আব হয় বিনিঃসৃত ।

কর্ণ পাক ।

ক্লিন্ন, পুতি ভাবযুক্ত কর্ণ যদি হয়

পিত্তকোপে, কর্ণপাক রোগ তাবে কয় ।

পুতি কর্ণক ।

কর্ণ বিদ্রম্বিত থাকে, কিম্বা কর্ণে যদি থাকে

জল প্রবেশিয়া,

পুতিকর্ণ বলে তাবে,

পচা গন্ধ, যদি ঝরে,

পুয় কর্ণ দিয়া ।

কর্ণশোথ ।

পূর্বেব কথিত যত

আছে রোগ সে ব্যতীত

কর্ণেব ভিতবে

কভু শোথে আক্রমণ

করে, অর্কদে কখন,

অর্শ কভু ধরে ।

শোথ অর্শ কিম্বা আবে

ঘেরূপ দেখিতে পাবে

লক্ষণাদি ধর,

সে লক্ষণ দৃষ্ট হয়,

তারা যবে জন্ম লয়

কর্ণের ভিতব ।

কর্ণরোগ নিদান ।

বাতজ কর্ণরোগের লক্ষণ ।

নানাবিধ শব্দ হয়

ব্যথা জন্মে অতিশয়,

কর্ণমল শুষ্ক হয়ে যায় ;

পাতলা আব সঙ্গা করে,

শ্রবণের শক্তি হরে—

এহেন লক্ষণ দেখা দেয়

পৈত্তিক কৰ্ণরোগের লক্ষণ ।

শোথ হয় বক্তবর্ণ বিদীর্ণ যেমন কর্ণ
হেন পীড়া করে আগমন,
বিদাহ সমুপস্থিত, দুর্গন্ধ ও বর্ণে পীত,
শ্রবণে শ্রাবের নিগমন ।

শ্লেষ্মিক কৰ্ণরোগের লক্ষণ ।

বিপরীত শব্দ শুনে, কর্ণে ধরে কণ্ডুয়নে,
শোথেষ কাঠিন্য উপস্থিত ;
শ্বেত বরণ চিকুণ শ্রাব হয় নিগমন
অল্প অল্প বেদনা সহিত ।

সান্নিপাতিক কৰ্ণরোগের লক্ষণ ।

ত্রিবিধ যে কৰ্ণবোগে লক্ষণ লক্ষিত
সান্নিপাতিকের বোগে সৰ্ব্ব সংঘটিত ।
ইহা ভিন্ন যে দোষের আধিক্য লক্ষিত
তদ্ব্যযুক্ত বর্ণযুক্ত শ্রাব বিনির্গত ।

পরিপোটক ।

স্নুকোমল কৰ্ণপালি বর্ধন কারণ
যদি কেহ টানি তারে রাখে বহুক্ষণ,
তার পরে ছেড়ে দিলে, কৰ্ণ পালি পরে
পরিপোটকাভিহিত শোথ জন্ম ধরে ।
সেই শোথ ফাটাফাটা, শুষ্ক, সবেদন,
ক্লেশ বা অরুণ, জন্মে বায়ুর কাবণ ।

উৎপাত ।

ভারযুক্ত অলঙ্কার কবিলে ধারণ,
তাড়নাদি কিম্বা অতি ঘর্ষণ কারণ,

রক্তপিত্ত বলে কর্ণপালির উপরে
বেদনা সংযুক্ত যেই শোধ জন্ম ধরে,
শ্ৰাব কিম্বা রক্তবর্ণ যুক্ত দাহ পাকে—
এহেন যে শোধ বলে উৎপাত তাহাকে ।

উন্মস্কক ।

বলেব প্রযোগে কর্ণ কবি আকর্ষণ
টানিয়া দবিলে, রুদ্ধ হয়ে সমীরণ,
কফযুক্ত হয়ে কর্ণ পালির উপরে
কণ্ডযুক্ত যেই শোধ উৎপাদন কবে,
স্তব্ধ আব বহে তাহে অত্যন্ত বেদন,
উন্মস্কক নাম হয় তাহাব তখন ।

পরিলেহী ।

কফ রক্ত কোপ জাত যেই ক্রিগিগণ
সর্বপেব মত ক'বে আকাব ধারণ
কর্ণপালি পবে তাবা কবি বিচরণ
হয় কণ্ড দাহযুক্ত পিডকাকাষণ ।
পিডকাক্সক সে ব্যাধি ক্রিমি সমুদ্ভূত,
কর্ণদেশে ইতস্ততঃ হ'য়ে বিসর্পিত,
পালি ও শঙ্কলী নাম শ্রবণ গহ্ববে,
মাংসহীন, কিম্বা তাহা আচ্ছাদিত কবে ।
কর্ণের উপবে এই ব্যাধি স্নুভীষণ
পরিলেহী এই নাম করযে ধারণ ।

নাসারোগ নিদান ।

পীনস ।

পীনস বা অপীনস নামক পীড়ায়
শ্লেষ্মা দিয়া অবরোধ করে নাসিকায়,

কখন বা হয় নাগা বাত বিশোষিত,
 ধূম নির্গমন মত পৌড়ায় পৌড়িত ।
 কখন বা শুষ্ক হয়, আর্দ্র কোন ক্ষণে
 শক্তি নাহি থাকে জ্ঞানে আব আশ্বাদনে ।
 বাতশ্লেষ্মভব বোগ, লক্ষণ লক্ষিত
 হয় বাতশ্লেষ্মভব প্রাতিগ্যায় মত ।

পুতিনস্য ।

ছুষ্ট রক্ত পিত্ত কফে হইয়া আরত
 তালুমূলে হয় যবে অনিল দূষিত,
 পুতিভাবে মুখে নাকে বিনির্গত হয়,
 তখন সে নাশাবোগে পুতিনস্য কয় ।

নাসা পাক ।

ছুষ্ট পিত্ত কবি যবে নাসিকা আশ্রয়
 সন্মুৎপন্ন কবে সেথা পিডকা নিচয়,
 অথবা দারুণ পাক উপস্থিত কবে,
 অথবা যে বোগে নাসা ব্লিন্দ্ৰুভাব ধবে,
 কিম্বা যাহে নাসা পুতিভাবাপন্ন হয়,
 তখন সেহেন বোগে নাসা পাক কয় ।

পুষ রক্ত ।

দোষ ছুষ্টি বশে, কিম্বা আঘাত কাবণ,
 ললাট প্রদেশে, নাসা হইতে যখন
 রক্ত বিমিশ্রিত পুষ হয় বিনিঃসৃত,
 তখন সে বোগ পুষ রক্ত অভিহিত ।

কবথু (হাঁচি)

নাসা মর্শে ছুষ্ট বায়ু কফ অনুগত
 হ'য়ে যবে স্প্রুপ্রবল শব্দের সহিত

নাসা হ'তে বিনির্গত হয় বাব বার,
তখন ক্ষবথু রোগ নাম হয় তাব ।

আগন্তুজ ক্ষবথু ।

রাই সর্ষপাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যেব ভোজনে,
কটু দ্রব্য আণ কিম্বা সূর্য্য দবশনে,
অথবা সূত্রাদি দিয়া নাসাব যখন
তরগাম্বি মর্মেব যে হয় সংবর্ষণ—
এ সকল কাবণেও ইঁটি আসে নাকে ,
ব'লে থাকে আগন্তুজ ক্ষবথু ইহাকে ।

অংশথু ।

মস্তক ভিত্তবে পূর্ষ সঞ্চিত ও ঘন
কফ সূর্য্যতাপে হয় দন্ধ যেই ক্ষণ ;
লোনা বস যুক্ত হয়ে যবে নাসিকায়
বিনির্গত হয়, বলে অংশথু তাহায় ।

দীপ্ত ।

দীপ্তনাম রোগে অতি দাহ নাসিকায়,
অধিশিখামত বহে প্রদীপ্তি তাহায়—
এলক্ষণ, আর ধূম নির্গমণ মত
উষ্ণ শ্বাস নাসা হ'তে হয় বিনির্গত ।

প্রতীনাহ ।

বায়ুসনে শ্বাসমার্গ রোধ যদি কবে
তখন সে রোগ প্রতীনাহ নাম ধরে ।

নাসাশ্রাব ।

নাসিকাব অভ্যন্তর হইতে যখন
ঘন বা তরল কফ হয় নির্গমন ,

বর্ণভার কছু গুরু কখন বা পীত,
তখন সে রোগ নাসাত্রাব অভিহিত ।

নাসাশোষ ।

নাসাত্রোত কিম্বা শ্লেষ্মা নাসাত্রোতোগত
অনিলের বলে যবে হয় বিশোষিত,
কিম্বা পিত্ত-প্রতাপ যখন শ্লেষ্মা হয়,
আর সেকাবণে যদি কষ্টে অতিশয়
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দুই হয় বিনির্গত
তখন সে রোগ নাসাশোষ অভিহিত ।

অপক পীনসের লক্ষণ ।

অপক পীনস রোগ বহে যেইক্ষণ,
মাথা ভায়, তবল আবেব নিগমন,
অরুচি জনমে আর হয় ক্ষীণ শ্রব,
নাসিকা হইতে সর্দি বারে নিবন্তর ।

পক পীনসের লক্ষণ ।

মাথাভাব আদি যত অপক লক্ষণ
সমস্তই রহে, পক পীনস যখন ।
প্রভেদ ইহাতে এই শ্লেষ্মা হয়ে ঘন
নাসারন্ধ্র মধ্যে যায় হইয়া বিলীন ।
অপর লক্ষণ ঘটে তাহার উপর
পরিপুষ্ট হয়ে থাকে বর্ণ আর শ্রব ।

প্রতিশ্যায় ।

দুই বিধ হয় প্রতিশ্যায়ের নিদান
একবিধ সদ্য প্রতিশ্যায় দেয় স্থান ।
দোষেব সংকল্প, কোপ করি উৎপাদন
অপর সে এই রোগ করে আনয়ন ।

সদ্য প্রতিশ্যায় জনক নিদান ।

মল মূত্রাদিব যত বেগ যদি হয় দ্রুত,
 অজীর্ণ কাবণ,
 ধূলি ধূম যদি পায় প্রবেশিতে নাসিকায়
 অধিক কখন,
 ক্রোধ ঋতু বিপর্যায়, দিবানিদ্ৰা অতিশয়,
 রাত্রিজাগরণ,
 শৈত্য, শীত জল আর ধূম অথবা তুষার,
 মৈথুন রোদন,—
 এসব কারণে যত যদ্যপি মস্তকস্থিত
 কফ হয় ঘন,
 বায়ুরুষ্ট ভাব ধ'রে প্রতিশ্যায় রোগে করে
 সদ্য উৎপাদন ।

চয়াদি ক্রমজনক নিদান ।

বায়ু পিত্ত কফ কিম্বা রক্ত যেইক্রমে
 পৃথক পৃথক ভাবে কিম্বা সন্মিলনে,
 মস্তক ভিতরে যদি ক্রমশঃ সঞ্চিত ;
 কিম্বা সেসবার কোপ হেতু আছে যত,
 তাহে যদি সেসকলে পায় প্রকোপণ,
 তাহে শেষে প্রতিশ্যায় করে আগমন ।

প্রতিশ্যায়ের পূর্বরূপ ।

আগেই হইতে প্রতিশ্যায় আসিবার
 শুকতা জনমে, হাঁচি, হয় মাথা ভার,

বোগাঞ্চ জনমে গাত্রে, অঙ্গের মর্দন,
 নাসা হ'তে হয় যেন ধূম নির্গমন,
 তালু ছালা হয়, নাকে মুখে ঝরে জল ;
 প্রকাশিত হয় হেন লক্ষণ সকল ।

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ।

প্রতিশ্যায় জন্মে যবে বাতের কারণ
 নাসিকা হইয়া যায় বিবদ্ধ তখন,
 আর যেন বোধ হয় নাসা আচ্ছাদিত ;
 পাতলা আব তাহা হ'তে হয় বিনির্গত ।
 গলতালু ওষ্ঠদেশ শুষ্ক হয়ে যায়,
 শব্দে ধবে সূচীবোধ সম বেদনায ,
 এরোগে বোগীর হাঁচি হয় নিরন্তর,
 বদন বিবস হয়, ভঙ্গ হয় শ্বব ।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ।

প্রতিশ্যায় হয় যদি পিত্ত দোষ জাত
 পীতবর্ণ উষ্ণ আব হয় বিনির্গত,
 পাণ্ডুবর্ণ হয় বোগী, ক্লেশ হয়ে যায়,
 হয় সে সন্তপ্ত, আব পীড়িত উদ্ভায় ,
 আব যেন নাসিকাও মুখদেশ দিয়া
 সধূম অনল যায় বাহির হইয়া ।

শ্লেষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মা দোষে এই বোগ জন্মে যেইক্ষণে
 তাহে হয় নাসা দিয়া বহু পরিমাণে
 শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ কফ নির্গমন,
 শুক্রবর্ণ ধরে তার শরীর নয়ন ।

মাথা হয় ভারাক্রান্ত, আর অতিশয়
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু নাসা কণ্ঠযুক্ত হয় ।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায় ।

যে পক্ষ অপক্ষ কিস্থা রোগ প্রতিশ্যায়
পুনঃ পুনঃ জন্ম ধরে আবার মিলায়,
কারণ তাহার যদি কিছু নাহি থাকে
সান্নিপাত জাত রোগ জানিবে তাহাকে ।

কণ্ঠসাধ্য প্রতিশ্যায় ।

যেই রোগে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় অতি
আর যাহে লোপ পায় ত্রাণেব শক্তি ;
নাসিকা কখন আর্দ্র, শুষ্ক বা কখন,
কখন বা বন্ধ বিয়ত বা কোন ক্ষণ—
এহেন লক্ষণযুক্ত যেই প্রতিশ্যায়
অতি কণ্ঠসাধ্য বোগ জানিবে তাহায় ।

রক্তজ প্রতিশ্যায়

নাসা হ'তে, প্রতিশ্যায় রক্তজ যখন,
রক্তস্রাব হয়, চক্ষু আবদ্ধ বরণ ;
মুখে আব নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয় অতি,
বিলুপ্ত হইয়া যায় ত্রাণের শক্তি ।

অসাধ্য প্রতিশ্যায় ।

সর্ব প্রতিশ্যায়, নাহি হ'লে চিকিৎসিত,
কালে দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে হয় পরিণত ।
অসাধ্য হইয়া থাকে দুষ্ট প্রতিশ্যায়,
শ্বেত ও চিকণ ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মে তাহ ।

ক্রিমিজাতশিরোবোগে যে সব লক্ষণ
ইহাতে ঘটিয়া থাকে সে সব তখন ।

গাঢ় প্রতিশ্যায়ের ফল ।

গাঢ়তর যে সময় হয় প্রতিশ্যায়
আক্ষয় বধিবতা জন্মে, জ্বাণ নাশ পায় ।
বিবিধ উৎকট নেত্রবোগ, শোথ, কাস,
পীনস ও অধিমান্দ্য বোগের প্রকাশ
উপরোক্ত বোগ ভিন্ন নাসিকা ভিতরে
অর্কুদ সাতটি বিধ জন্ম লাভ করে ।
চারিবিধ শোথ, অর্শ চাবিটি প্রকার
সমুৎপন্ন বক্তৃপিত্ত চাবিবিধ আব ।

নেত্ররোগ নিদান ।

নেত্র সর্বগত রোগ নিদান ।

নস্তপ্ত হইয়া জল আতপাদি দিযা
সহসা যদ্যপি চক্ষে যায় প্রবেশিয়া,
বহুক্ষণ দৃবস্থিত বস্ত্র দবশিলে,
অতিশয় সূক্ষ্ম বস্ত্র নিয়ত দেখিলে,
রাত্রি জাগরণ, নিদ্রা যাইলে দিবসে,
চক্ষু মধ্যে ঘর্ম্ম ধুলি ধূম যদি পশে,
বমিবেগ বিধারণ, অত্যন্ত বমন,
রাত্রিকালে জ্বব অন্ন করিলে সেবন,
মলমূত্র বায়ুবোগ বোধ বারম্বার,
সর্বদা ক্রন্দন ক্রোধ শোকক্রিয়া আব,

মস্তকে আঘাত, মদ্যপান অতিশয়,
অতি ক্লেশ, অশ্রুরোধ, ঋতু বিপর্যয় ;—
কুপিত বাতাদি দোষ এ সব কারণ
নানাবিধ চক্ষুরোগ করে আনয়ন ।

নেত্রাভিযান্দ (নেত্রপ্রদাহ, চোক উঠা)

নেত্রের প্রদাহ হয় চারিটি প্রকাব—
বাত পিত্ত কফজাত রক্তজাত আর ।
এই চক্ষু উঠা রোগ অতি ক্লেশকর,
প্রায় সর্ববিধ নেত্ররোগের আকর ।

বাতিকাভিযান্দের লক্ষণ ।

বাতিকাভিযান্দে সূচীবেধের মতন
যন্ত্রণা, জড়িমা হয়, রোগ উদ্গমন,
কর্কবিকা রুদ্ধতা ও বেদনা মাথায়,
শুষ্কভাব, শীতলাশ্রুপাত হয় তায ।

পিত্তজাভিযান্দের লক্ষণ ।

শীতলাভিলাষ, পাক, প্রদাহ নয়নে
বিনির্গত হয় বাষ্প বহু পরিমাণে ।
বোধ হয় যেন হয় ধূম নির্গমন,—
পিত্তজাভিযান্দে ঘটে এ সব লক্ষণ ।

কফজাভিযান্দের লক্ষণ ।

গুরুতা জনমে, হয় উষ্ণ আকিঞ্চন,
অক্ষিশোথ হয়, কণ্ঠ, শীতল নয়ন,
চক্ষুতে পিঁচুটি হয় আর অবিরত
পিচ্ছিল হইয়া আব হয় বিনির্গত ।

রক্তজাভিষ্যন্দের লক্ষণ।

পৈত্তিকাভিষ্যন্দে ঘটে যতেক লক্ষণ
রক্তজাভিষ্যন্দে সব দেয় দয়শন।

অধিমন্সু।

উক্তবিধ অভিষ্যন্দ উপেক্ষিত হ'লে,
অধিমন্সুরূপে হয় পবিণত কালে।
অধিমন্সু রোগের লক্ষণ সাধারণ—
স্নাত্ত্র বেদনা রোগে রয় সৰ্বক্ষণ।

অধিমন্সুর লক্ষণ।

চক্ষু আর মস্তকেব অর্দ্ধভাগ যেন
মথিত ও উৎপাটিত বোধ হয় হেন।
দোষভেদে অভিষ্যন্দে যে সব লক্ষণ
দোষভেদে অধিমন্সু সে রোগ মতন।

দোষভেদে অধিমন্সুর ক্রিয়া।

আহার বিহার আদি নিয়ম পালন
নাকরে যদ্যপি বোগী, এ রোগ তখন
শৈথিল্য হইলে দৃষ্টি সাত দিনে হরে ;
রক্ত অধিমন্সু পাঁচ দিনের ভিতরে,
বাতজাত ছয় দিনে ; পিত্তে জন্ম যার,
সদ্যই দর্শন শক্তি নাশ করে তার।

তরুণ নেত্ররোগের লক্ষণ।

নেত্রগত রোগ হয় তরুণ যখন
অত্যন্ত বেদনা, চক্ষু রক্তিম বরণ,

শোথ, কর্করিকা, স্ফটীবেদের মতন
পীড়া ও শূলানি আব অশ্রুর পতন ।

পক্বেনেত্ররোগের লক্ষণ ।

বেদনা ও শোথ হয় অল্প অশ্রু বারে,
কণ্ডু হয়, নেত্র স্বাভাবিক বর্ণ ধরে ।

সশোথ ও অশোথ নেত্রপাক ।

পক্বে উডুয়র মত লোহিত ববণ,
কিষ্ণা হয় কফযুক্ত যদ্যপি নয়ন,
পিচ্চুটি বিলিপ্ত হয় অশ্রু তাহে বাবে,
কিষ্ণা যদি হয় শোথ তাহার উপরে,
তখন সশোথ নেত্রপাক তাবে কয় ।
কিন্তু যদি নেত্রপাকে শোথ নাহি বয়,
কিন্তু থাকে সে বোগের অন্যান্য লক্ষণ,
অশোথ সে নেত্রপাক কথিত তখন ।

হতাধিমহ্ন ।

বাতাত্মক অভিষ্যন্দ হ'লে উপেক্ষিত
শীত্র অবসন্ন আব করয়ে পীড়িত
চক্ষু, তৌদ শূল আদি নানা বেদনাং ।
তখন হতাধিমহ্ন রোগ বলে তায় ।

বাতপর্যায় ।

এই নেত্ররোগে রুষ্ট হয়ে সমীরণ
করয়ে পর্যায়ক্রমে যুগল নয়ন,
আর জয়ুগলপরে বিবিধ প্রকার
সুভীত্র বেদনা উপস্থিত বারম্বার ।

শুষ্কাক্ষিপাক ।

শুষ্ক অক্ষিপাক রোগে চক্ষু নিমীলিত
 আব হয় অতিশয় দাহ সমায়ুত ।
 কঠিন চক্ষুব পাতা রুদ্ধ হয় আব,
 দরশন শক্তি নাহি হয় পরিষ্কার ।
 অতিশয় কষ্ট হয় নেত্র উন্মীলনে,—
 উপস্থিত হয় এই সকল লক্ষণে ।

অন্যতোবাত ।

এই রোগে রুষ্ঠ বায়ু ঘাড়ে কিম্বা কাণে,
 মস্তকে বা হনুদেশে মন্যনাম স্থানে,
 কিম্বা অন্য কোন স্থানে হয়ে অবস্থিত
 নেত্র জয়ুগলে কবে ব্যথা উপস্থিত ।
 অবস্থিত হয়ে সমীরণ এক স্থানে
 যেহেতু অন্যত্র তাঙ্গ বেদনায় আনে,
 এই হেতু এই বোগে বৈদ্যাগণ যত
 করেন অন্যতোবাত নামে অভিহিত ।

অগ্নাধ্যুষিত ।

মধ্যে অগ্ন নীল, প্রাস্তে লোহিত হইয়া
 এ রোগে রোগীর চক্ষু উঠয়ে পাকিয়া ।
 এই রোগে দাহ হয় আর শোথ ধরে
 নয়নের আব হয় তাহার উপরে ।
 ভোজনে অধিক অগ্ন, হইয়া কুপিত
 পিত্ত কবে চক্ষে এই ব্যাধি উপস্থিত ॥

শিবোৎপাত ।

শিবোৎপাত নাম রোগ ধবে যে সময়
ভাহাতে চক্ষুব যত শিরা সমুদয়
অবেদন কিম্বা সবেদন হয়ে, অনুক্ষণ
তাত্রবর্ণ হয় কিম্বা বিকৃত ববণ ।

শিরা প্রহর্য ।

শিবোৎপাত চক্ষুরোগ অজ্ঞান বশতঃ
যদি কভু একেবাবে হয় উপেক্ষিত,
তখন সে বোগ শিরাপ্রহর্যাবিহিত
অন্য একবিধ রোগে হয় পরিণত ।
তাত্রবর্ণ গাঢ় অশ্রু হয় নিগমন,
বস্তু নাহি পাবে বোগী কবিতে দর্শন ।

নেত্রকৃষ্ণগত রোগ নিদান ।

সত্রণ শুক্ল ।

চক্ষুব কৃষ্ণাংশে যদি সূচীবিন্দু গত
নিমগ্ন ও শুক্লবর্ণ আকৃতি লক্ষিত,
সে চিহ্ন দেখিতে যদি হয় গোলাকার,
তখন সত্রণ শুক্ল নাম হয় তাব ।
এই বোগে জনমে বেদনা অতিশয়,
তদুপরি ঔষদ্রাব বিদ্যমান হয় ।

সত্রণ শুক্লের সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

সত্রণ এ শুক্ল যদি দৃষ্টি মণ্ডলের
মিতান্ত নিকটে নয়, কিম্বা ভিতরের

বহুদূর যদি নাহি আক্রমণ কবে,
তা হইলে এই রোগ সাধাভাব ধরে ।
লক্ষণ যদিহে হয় তাব বিপরীত,
কিন্মা যুগ্ম গুরু হ'লে অসাধ্য নিশ্চিত ।

অত্রণ গুরু ।

সত্রণ গুরুর মত, ত্রণ নাহি যায়
এবস্থিধ অন্য গুরু চক্রে স্থান পায় ।
অভিষ্যন্দ জাত বোগ জ্বালা তাহে বয়,
শঙ্খ ইন্দু বৃন্দ মত গুরুবর্ণ হয় ।
পাতলা আকাশস্থিত মেঘের আকৃতি ;
অত্রণ এ গুরু হয় সুখসাধ্য অতি ।

অত্রণ গুরুর সাধ্যসাধ্যত্ব ।

ভিতর হইতে যদি সমুৎপন্ন হয়,
বিস্তৃত ও দীর্ঘকাল যদি জন্ম লয় ।
হেন গুণ সংযুক্ত অত্রণ গুরু যত
অতি কষ্টে সাধ্য হয় জানিও নিশ্চিত ।
ওই গুরু মধ্যভাগমাংস যে সময়
বিদীর্ণ হইলে তাহা ছিদ্রযুক্ত হয়,
নিম্ন কিম্বা সমুন্নত মাংসেতে আবৃত,
চঞ্চল ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিবা আচ্ছাদিত,
যদি দৃষ্টিনাশক, লোহিত প্রাপ্ত হয়,
পটল দ্বিতীয় যদি করয়ে আশ্রয়,
জাত যদি রোগ দীর্ঘ সময় গ্রহণে—
অসাধ্য অত্রণ গুরু এহেন লক্ষণে ।

অসাধ্য গুরু ।

পিড়কা জন্মিলে নেত্রে, উষ্ণ অক্ষপাত,
গুরু যদি হয় মুগ আকৃতির মত,
অথবা তিত্তিব পক্ষী পক্ষের মতন,
ত্রণ গুরু বোগ হয় অসাধ্য তখন ।

অক্ষিপাকাত্যয় ।

সর্বক্লেশ মণ্ডল যে বোগ আক্রমণে
আববিত হয়ে রয় গুরু আবরণে,
তখন সে বোগে কয় অক্ষিপাকাত্যয় ।
অসাধ্য এ ব্যাধি, তিন দোষে জন্ম লয় ।

অজকাজাত ।

গুরু ছাগী বিষ্ঠা মত ধবিষে আকৃতি
ঈষল্লোহিত বর্ণ, ব্যাধায়ুক্ত অতি,
ব্যাধিযা ক্লেশ মণ্ডল হেদ উপচয়
ইহলে অজকাজাত রোগ তাবে কয় ।
অজকা জাতেব এই হেবিবে লক্ষণ—
ইহাতে পিচ্ছিল আব অতিশয় ঘন
রক্তের বরণ আব হয় বিনিঃসৃত ।
তৃতীয় পটল হ'তে এ রোগ উদ্ভূত ।

নেত্র দৃষ্টিগত রোগ নিদান ।

ভিন্ন ভিন্ন পটলে দোষ ব্যবস্থিত
হইবার লক্ষণ ।

দৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর দিকের
প্রথম পটলে হ'লে

দোষ ব্যবস্থিত, দৃশ্য জবো যত
সম্যক দৃষ্টি না চলে ।

বোগী মেকাবণ যত বস্তুগণ
অশ্রু দেখিতে পায় ।

দ্বিতীয় পটলে দোষ সমাপ্তিলে
বিভ্রম ঘটায় তায় ।

গণক মন্ডিক। মণ্ডল পতাকা।
জল ববিকব আৰ,

মণ্ডুকাদি গতি, কুণ্ডল আকৃতি,
রুষ্টি মেঘ, অন্ধকার :—

উপস্থিত নাই হেন রূপ তাই
বোম্ব হয় উপস্থিত ।

দূরে বস্তু আছে বোধ হয় কাছে ,
কাছে যাহা অবস্থিত,

হেন বোধ হয় কাছে যেন নয় ,--
ভ্রম হেন জনমায় ।

অতি সযতনে সূচীছিদ্র স্থানে
 রোগী না দেখিতে পায ।

তৃতীয় পটলে দোষ গত হ'লে,
 বোগী অধোদিকে আব

দেখিতে না পায়, উল্কে দৃষ্টি যায়,
তথাপি বৃহদাকার

বসন্ত সমুদয় • হেন বোধ হয়
আরত বসনে যেন ;

নাসিকা শ্রবণ আব চক্ষু হীন
বোধ হয় প্রাণীগণ ।

দোষাদি সকল হইলে প্রবল

দোষের বরণ মত,—

মুখা কফে শ্বেত, • পিত্তাধিক্যে পীত—

বর্ণাদি হয় লক্ষিত ।

দৃষ্টিমণ্ডলের স্থানভেদে অবস্থিত

দোষের লক্ষণ ।

দুষ্টি দোষ দৃষ্টি মণ্ডলেব অধস্থল

অধিকান কবে যদি, পদার্থ সকল

নয়নেব কাছে যদি অবস্থান করে,

দেখিতে সে সব বস্তু নাহি পায় নরে ।

উপবে থাকিলে দোষ বস্তু দূবস্থিত

পার্শ্বেতে থাকিলে পার্শ্বে না হয় লক্ষিত ।

দোষ যদি চতুর্দিকে অবস্থিত বয়

ভিন্নকণ সন্মিলিত যেন বোধ হয় ।

দুষ্টি দোষ দুই ভাগে অবস্থিত হ'লে

একটা আকৃতি ভ্রম হয় দুই ব'লে ।

অনির্দিষ্ট ভাবে যদি অবস্থিত বয়

একটীকে অনেক বলিয়া ভ্রম হয় ।

মধ্যভাগে তির্য্যগ্ভাবে যদি অবস্থিতি

এক বস্তু দুই ব'লে জনমে প্রতীতি ।

তিমির (লিঙ্গনাশ) ।

চতুর্থ পটল দোষ করিলে আশ্রয়

তিমির নামক রোগ সমুৎপন্ন হয় ।

দৃষ্টির সর্বতোভাবে রোধ তাহে করে ।

যতদিন গাঢ়তর ভাব নাহি ধবে

ততদিন এই রোগে পদার্থ সকল
 যাহারা দেখিতে হয় অত্যন্ত উজ্জ্বল—
 চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও বিদ্যুৎ যেমন
 তেজোময় পদার্থও নির্ম্মল বতন,
 কথঞ্চিৎ দেখা যায় এ বস্তু সকলে ;
 তাহাও না হয় আব গাঢ়তর হ'লে ।
 ইন্দ্রিয় শক্তিব নাশ এই রোগে হয়,
 এই হেতু এই বোগে লিঙ্গ নাশ কয় ।
 এই লিঙ্গনাশ রোগ অন্য নাম ধরে
 কেহবা নীলিকা কেহ কাচ বলে তাবে ।

বাতিক লিঙ্গনাশের লক্ষণ ।

লিঙ্গনাশ বাতজাত হয় যে সময়
 সে সময় সে বোগীব যেন বোধ হয়—
 আবিল অথবা অল্প লোহিত ববণ
 কুটিল যতেক রূপ কবিছে ভ্রমণ ।

শ্লেষ্মিক লিঙ্গনাশের লক্ষণ ।

শ্লেষ্মাজাত লিঙ্গনাশে রূপ সমুদয়
 স্নিগ্ধ গুরু আব অতি স্থূল বোধ হয় ।
 মেঘশূন্য নভস্থল যেন মেঘাবৃত,
 পদার্থ সকল যেন সলিল প্লাবিত ।
 ইহা ভিন্ন এই রোগে আবো বোধ হয়
 জড়ীভূত যেন যত পদার্থ নিচয় ।

রক্তজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ ।

রক্তজাত লিঙ্গনাশ ধরে যেই ক্ষণ
 কৃষ্ণবর্ণ বস্তু যত রক্তিম ববণ,

কখন কখন শুক্ল কখন বা পীত

বর্ণযুক্ত বস্তু যত হয় অনুমিত ।

ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশের লক্ষণ ।

বিপরীত দৃষ্টি হয়, হেরে বস্তু সমুদয়

কছু নানা বর্ণে বিচিহ্নিত,

কখন বা দুই ভাগে কখন বা বহু ভাগে

বিভক্ত পদার্থ দৃষ্ট যত ।

হীনাঙ্গ কখন হেরে, কখন বা বোধ করে

বস্তু যেন অধিকান্ধ ধরে,

কখন বা জ্যোতির্ময় চতুর্দিকে বস্তু চয়

উপস্থিত চোখের উপরে ।

পরিম্নায়ি ।

পিত্তরক্ত পিত্ততেজে উদ্ভিক্ত হইয়া

পরিম্নায়ি রোগ থাকে দেহেতে আনিয়া ।

সর্সদিক, খদ্যোত অথবা দিনকর

কোথ হয় যেন সবে পীতবর্ণ ধর,

খদ্যোত বা হীরকাদি পদার্থ উজ্জ্বল

আকীর্ণ করয়ে যেন পদার্থ সকল ।

বর্ণভেদে লিঙ্গনাশের প্রকার ভেদ ।

বাতাদি দোষের ভেদে যে প্রকার হয়

লিঙ্গনাশ, বর্ণভেদে সেই মত হয় ।

বাতিকে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণ বরণ ;

লিঙ্গনাশ পিত্তজাত হয় যেইক্ষণ

কিঞ্চা পরিম্নায়ি রোগ আক্রমণ করে

তাহ'লে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ ধরে ।

শ্লেষ্মজাত লিঙ্গনাশে শ্বেতবর্ণ হয় ;
 বক্তজে সরক্ত ; কিন্তু রোগ যে সময়
 ত্রিদোষ প্রকোপে করে জনম গ্রহণ,
 দর্শন মণ্ডল ধরে বিবিধ বরণ ।
 বাতিকে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণ বরণ
 আব অরুণাভ স্থল কাচের মতন ।

পরিমায়ি রোগের রূপ ।

স্নান নীলবর্ণ দৃষ্টিমণ্ডল ইহাশ ।
 কভু দৃষ্টি ফিবে যদি দোষ ক্ষয় পায় ।

দোষভেদে লিঙ্গনাশের রূপ ।

*

বাতজাত লিঙ্গনাশে দর্শন মণ্ডল
 অরুণ বরণ রুক্ষ অত্যন্ত চঞ্চল ।
 পিত্তজাত লিঙ্গনাশে নীলবর্ণ তায়
 কভু পীত, কভু ধবে কাংসোব আভায় ।
 শ্লেষ্মজে মণ্ডল পীত, কভু ধবে তাষ
 পাণ্ডুবর্ণ শঙ্খ কুন্দ চন্দ্রমাব ন্যায় ।
 কিস্বা পদ্মপত্রস্থিত যেই মত জল
 মণ্ডল তেমন হয় শুক্ল ও চঞ্চল ।
 ইহা ভিন্ন নেত্র যদি করষে মার্জ্জন
 মণ্ডল সে ইতস্ততঃ কবয়ে গমন ।
 বক্তজ মণ্ডল হয় প্রবালের মত
 কিস্বা রক্ত পদ্মমত বরণ লোহিত ।
 মণ্ডল ত্রিদোষজাত হয় যেই ক্ষণ
 নীলাদি সকল বর্ণ করয়ে ধারণ ।

বাতাদি যে দোষ থাকে যে ব্যথা আনিয়া
লিঙ্গনাশে থাকে তথা ব্যথা জন্মাইয়া ।

নেত্রদৃষ্টিগত অপর রোগের কখন ।

মণ্ডলে জন্মে যে বোগ দ্বাদশ প্রকার
লিঙ্গনাশ বোগ হয় ষড়বিধ তাব,
পিত্ত বিদগ্ধাদি রোগ অন্যবিধ ছয়
কহিতেছি, দৃষ্টি তাবা করয়ে আশ্রয় ।

পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি ।

দৃষ্টির প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় পটলে
আশ্রয় করিলে দুষ্ট পিত্ত, তাব ফলে
বোগীব দৃষ্টিমণ্ডল পীতবর্ণ ধবে,
তাহে রোগী সৰ্ব বস্তু পীত বর্ণ হেবে ।
দুষ্ট পিত্ত যায় যদি তৃতীয় পটলে,
দেখিতে না পায় বোগী দিবস আইলে ।
ক্লিষ্ট দৃষ্টি রাত্রিকালে শৈত্য নিবন্ধন
পিত্ত ও বিহীনতেজ হয় সেই ক্ষণ ;
সে কারণে সৰ্ব বস্তু দেখিবাবে পায় ;
তখন পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি কহে তায ।

শ্লেষ বিদগ্ধ দৃষ্টি ।

দৃষ্টিব প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় পটলে
আশ্রয় কবয়ে দুষ্ট কফ যেই কালে,
তাহার কাবণ রোগী হেবে বস্তু যত,
মনে কবে শুক্লবর্ণে যেন আবরিত ।
কিন্তু যদি কফ অল্প প্রদুষ্ট হইয়া
তৃতীয় পটলে রয় আশ্রয় কবিয়া,

তাহ'লে রাত্ৰ্যঙ্ক রোগ উপস্থিত হয় ।

দিবাভাগে সূর্য্যের কিরণে অতিশয়

দৃষ্টি হয় তীক্ষ্ণ আর কক মন্দীভূত ।

একাবেণে চারিদিকে স্থিত বস্তু যত

সম্যক বোগীব হয় নয়ন গোচর ।

এই বোগ স্লেষ্মাদঙ্কদৃষ্টি নাম ধর ।

ধূম দর্শন ।

পবিশ্রম শোকস্বপ্ন আঘাত মন্তকোপর—

একারণে যদি হয় বিকৃত দর্শন,

সর্ব বস্তু সে সময় বোধ হয় ধূমময়,

ধূমদর্শন আখ্যা তাহার তখন ।

হৃৎ জাড্য ।

হৃৎ জাড্য নাম রোগে দিবসে কষ্টের যোগে

পদার্থ দর্শন.

রূহৎ আকার যত কিন্তু ক্ষুদ্র অনুমিত

রোগীর তখন ।

নকুলান্ধ ।

বাত আদি দোষ যত দৃষ্টি মণ্ডলাবস্থিত,

করে যদি সর্ক্সাংশ আশ্রয়,

নকুলের দৃষ্টি ন্যায় প্রদীপ্তি নয়ন পায়;

দিবাভাগ আসে যে সময়,

কত বিবিধ বরণে, রোগী তাহার কারণে

চতুর্দিকে পদার্থ সকলে

হেরে বিচित्रিত মত; এই হেতু বৈদ্যে যত

এই রোগে নকুলান্ধ বলে ।

গম্ভীরিকা ।

কুপিত অনিলে নয়ন যুগলে
কবে যদি আক্রমণ,
বিকৃত দর্শন, ভিতবে তখন
হয় অতি সঙ্কোচন ।

তাহাব উপবে আক্রমণ করে
প্রগাঢ় বেদনা তাহে,
এ বোগে তখন কবিরাজগণ
গম্ভীরিকা বোগ কহে ।

আগন্তুজ লিঙ্গনাশ ।

সনিমিত্ত অনিমিত্ত ভেদে দুটি আর
লিঙ্গনাশ বোগ আছে অপব প্রকার ।
সনিমিত্ত লিঙ্গনাশ তাহার ভিতরে
মস্তকেব রোগ হ'তে জন্মলাভ করে ।
রক্তাভিষ্যন্দেব যত লক্ষণ সে ধবে,
সন্নিপাত লক্ষণ অধিত মতান্তরে ।

দেবতা অথবা ঋষি মহানাগগণ
গন্ধর্ব ভাস্কব কিস্বা করিলে দর্শন,—
সে কাবণে দৃষ্টিশক্তি হইলে ব্যাহত
অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ হয় সে সঞ্জাত ।

ইহাতে উজ্জ্বল চক্ষু, দর্শন মণ্ডল
বৈদুৰ্য্য মণির মত শ্যাম নিরমল ;
দর্শন শক্তির কিন্তু পায় বিলোপন ।

যেহেতু দেবতা আদি মহাশয়গণ
মনুষ্যের অবয়বে না করি দূষিত
অবয়ব শক্তি শুধু করে বিনাশিত ।

নেত্রশুক্রগত রোগ নিদান ।

প্রস্তার্যার্থ ।

নয়নের শুক্রভাগে শ্যাব বা লোহিত
বরণ ধবিষে, আব পাতলা বিস্তৃত
পর্দা যেই সমুৎপন্ন, তাহাবে তখন
প্রস্তার্যার্থ নাম দেন কবিরাজ গণ ।

শুক্রার্থ ।

নয়নের শুক্রভাগে শ্বেতাভ হইয়ে
কোমল বর্দ্ধনশীল সুদীর্ঘ সময়ে,
এবস্থিধ যেই পর্দা থাকে জনমিয়া
অভিহিত, হয় তাহা শুক্রার্থ বলিয়া ।

রক্তার্থ ।

অরুণ বরণ করিয়ে ধারণ
কমল পত্রের মত,
কোমল, শ্বেতাংশ আশ্রয়ে যে মাংস
রক্তার্থ সে অভিহিত ।

অধিমাংসার্থ ।

শ্বেতাংশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ কোমল
ফুল বহুভেদের মত,
কৃষ্ণ ও লোহিত যেই মাংসোচ্ছন্ন
সে অধিমাংসার্থ খ্যাত ।

স্নায়ুর্শ্ম ।

স্নেতাংশে কঠিন . মাংসল হইয়া
যে পর্দা উৎপন্ন হয়,
স্রাব বিরহিত, . অতীব বিস্তৃত,
স্নায়ুর্শ্ম তাহারে কয় ।

শুক্রিকা ।

শ্যাববর্ণ কিম্বা মাংস বিনুকের মত
ধবিয়া বস্ত্রণ, শুক্র মণ্ডলে সঞ্চারিত
হয় যে সকল বিন্দু, তাহাব নিদানে
আখ্যান করেন বৈদ্যে শুক্রিকাভিধানে ।

অর্জুন ।

শশকের রক্ত মত লোহিত ববণ
শুক্রেজাত এক বিন্দু কথিত অর্জুন ।

পিষ্টক ।

বাতশ্লেষ্মা কোপ হেতু শুক্রতাগোপবে
পিষ্টবৎ শুভ্রবর্ণ আর গোলাকারে
ক্ষীত মাংসোচ্ছ্রয়ে বলে পিষ্টক তখন,
দেখিতে তাহারে ঠিক মলিন দর্পণ ।

শিরাজাল ।

শুকুভাগে রক্তবর্ণ, ছালের মতন
আকারে উৎপন্ন যেই শিরা অগণন,
কঠিন সে বড় বড় শিরা সমুদয়
শিরাজাল অভিধানে অভিহিত হয় ।

শিরাপিড়কা ।

কৃষ্ণমণ্ডলেব কাছে শুক্লভাগ পরে
 শ্বেতবর্ণ যে সব পিড়কা জন্ম ধরে,
 সে পিড়কা হয় যদি শিরা সমারুত,
 তখন সে রোগ শিরাপিড়কা কথিত ।
 বলাস ।

কাংস্যবৎ শুভ্রবর্ণ কঠিন সে অতি,
 দেখিতে মলিলবিন্দু গত যে আকৃতি
 নয়নের শুক্লভাগে জন্মলাভ করে,
 বলাস তখন রোগ অভিধান ধরে ।

নেত্রসন্ধিগত রোগ নিদান ।

পুখালস ।

নেত্রে কণীনক সন্ধি তাহার ভিতবে
 তোদযুক্ত যেই শোধ জন্মলাভ কবে,
 পাকিলে বাহাতে পুতিগন্ধ পুষ ধরে,
 সেই রোগ পুখালস অভিধান ধরে ।

উপনাহ ।

দৃষ্টি মণ্ডলের আব অসিত মণ্ডল—
 এছুয়ের আক্রমণ করি সন্ধিস্থল
 অতি কণ্ডুযুক্ত গ্রন্থি যদি জন্ম লয়,
 অল্প অল্প ব্যথা যদি তদুপরি বয়,
 আর সেই গ্রন্থি যদি অল্প অল্প পাকে
 উপনাহ রোগ বলে তখন তাহাকে ।

আবরোগ (নেত্রনাড়ী) ।

অক্ষমার্গাবলম্বন করে যে সময়
 বাত পিত্ত কফ আদি দোষ সমুদয়,
 যদি তারা প্রবেশিয়া নেত্রের ভিতবে
 নেত্র সন্ধি চতুষ্টয়ে আক্রমণ ক'বে
 স্বলক্ষণ যুক্ত আব কবে উৎপাদন,
 আববোগ অভিধান তাহার তখন ।
 নেত্র নাড়ী বলে কোন কোন গ্রন্থকার ।
 এই আব বোগ হয় চারিটি প্রকার ।

পুষ্যআব ।

সন্ধিস্থিত যে সময় শোথ পরিপক হয়,
 আর যাছে পুষ্য আব করে,
 তিন দোষ সম্মিলন কবে ব্যাধি আনয়ন,
 পুষ্যআব নাম তাহা ধরে ।

শ্লেষ্মআব ।

অবস্থিত সন্ধি স্থলে যেই শোথ পক হ'লে
 অভ্যন্তর হইতে তাহার
 পিচ্ছিল, শ্বেতবর্ণ আব করে যদি ঘন,
 শ্লেষ্ম আব নাম হয় তার ।

রক্তআব ।

সন্ধিজ্ঞ শোথের স্থানে যদি বহু পরিমাণে
 আব করে প্রচুষ্ঠ শোণিত,
 রক্তের প্রকোপ বলে ব্যাধি ধরে সন্ধিস্থলে ;
 রক্তআব সে বোগ কথিত ।

পিত্তপ্রাব ।

পীতবর্ণ প্রাব যদি হলুদ মতন
সন্ধিব ভিতর হ'তে করে নির্গমন,
অথবা যদ্যপি প্রাব সলিলেব মত
পিত্তপ্রাব রোগ হয় তখন কথিত ।

পৰ্ব্বণী ।

শুক্র প্রাব কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে
তাত্রবর্ণ গোলাকাব, যুক্ত দাহ শূলে,
পাতালা যেই শোধ সেখা সমুৎপন্ন হয়,
পৰ্ব্বণী আখ্যাত রোগ হয় সে সময় ।

অলজী ।

অলজী লক্ষণ যাহা প্রামেহাধিকারে
আছে উক্ত, শোধ যদি সে লক্ষণ ধ'বে
শুক্র আর কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে
জন্ম লয়, অলজী তখন তারে বলে ।

সন্ধিস্থলে ক্রিমিজন্মের ফল ।

বহু আর পক্ষ মণ্ডলের সন্ধি স্থানে
জনম গ্রহণ করি নানা ক্রিমিগণে
সেই সন্ধি স্থানে করে কণু উৎপাদন,
ক্রমে ক্রমে সে সকল করিয়া গমন
বর্জ শুক্র মণ্ডলের সন্ধির ভিতরে,
রোগীর নয়নদ্বয় বিদূষিত করে ।

নেত্রবত্ন রোগ নিদান ।

উৎসঙ্গ ।

নয়নের নীচের পাতায় জন্ম যায়
এহেন পিড়কা নাম উৎসঙ্গ তাহাব ।
এ পিড়কা হয় স্থূল আর কণ্ডু যুত,
পাতার ভিতরে তার মুখ অবস্থিত ।
বাহিবে তাত্ত্বে বর্ণ, পুষ অভ্যন্তবে,
ত্রিদোষ প্রাকোপে এই ব্যাধি জন্ম ধরে ।

কুষ্ঠীকা ।

বত্ন প্রান্তভাগে এক প্রকার পিড়কা
সমুৎপন্ন হয়, নাম তাহার কুষ্ঠীকা ।
রসাদির আব করে করিয়া বিদার,
পরিপূর্ণ হয়ে তাহা উঠে পুনর্বার ।
দৈর্ঘ্যে কুষ্ঠীকা ফল বীজের মতন
কুষ্ঠীকা ইহার নাম হয় লে কারণ ।
ত্রিদোষ একত্র হয়ে কোপ যদি করে
কুষ্ঠীকা তখন জন্মে নয়ন উপরে ।

পোথকী ।

নয়নের পত্র পরে কণ্ডুযুক্ত, আব করে
পিড়কা সকল, রহে গুরুতার তায় ;
বেদনা তাহাতে রয় রক্ত সর্ষপের ন্যায়
আকার সবার, বলে পোথকী সবার ।

বত্স' শর্করা ।

সমুৎপন্ন নয়নের পাতার উপর
যে পিড়কা স্থূল আর স্পর্শ যার খর,
আকীর্ণ যে স্তম্ভ স্তম্ভ বহু পিড়কায়,
বত্স' দুখে ; বলে বত্স' শর্করা তাহায় ।

অর্শোবত্স' ।

নেত্রবত্সে' কাঁকুডের বীজের মতন,
মসৃণ তীক্ষ্ণাণ্ণ রহে অত্যন্ত বেদন,—
এহেন পিড়কা যেই জন্মলাভ কবে,
নিদানেতে অর্শোবত্স' রোগ বলে তারে

শুকর্শ ।

কর্কশ দেখিতে তায়, আব নাহি কবে,
সমুৎপন্ন নয়নের পাতার ভিতরে,
অতীব কঠিন আব দীর্ঘ অতিশয়
হেন মাংসাক্রুব তারে শুক অর্শ কয় ।

অঞ্জন ।

যে পিড়কা নেত্রবত্স' কবে আক্রমণ,
দাহ তৌদ যুক্ত আর তাত্ত্বের ববণ,
কোমল ও স্তম্ভ, রয় অল্প বেদনায়,
এহেন পিড়কা বলে অঞ্জন তাহায় ।

বহুল বত্স' ।

ত্বক বর্ণ স্নকঠিন, চক্ষু পাতা'পরে
পিড়কা বহুল বত্স' অভিধান ধবে ।

বজ্র'বজ্রক ।

কণ্ঠযুক্ত, অল্প অল্প ব্যথা থাকে তাম
শোথ যদি জন্ম ধবে চোখের পাতায়,
তাহে যদি বোগী চক্ষু নিম্নীলিতে নাবে,
তেন বোগ বলে কল্প'বজ্রক তাহাবে ।

ক্লিষ্ট বজ্র' ।

চক্ষুর দুইটী পাতা সহসা যখন
বক্তবর্ণ ধবে কিম্বা তাত্ত্বের ববর্ণ,
কোমল ও অল্প অল্প ব্যথা যুক্ত হয়,—
এহেন যে বোগ তারে ক্লিষ্ট বজ্র' কয় ।

বজ্র'কর্দম ।

এই ক্লিষ্ট বজ্র' রোগ ধবে যে সময়
শদি তদা রক্তপিত্ত প্রকুপিত হয়,
কুপিত হইয়া বজ্র' যদি ক্লিষ্ট কবে,
তা হইলে বলে বজ্র'কর্দম তাহারে ।

শ্যাববজ্র' ।

নেত্রবজ্র' বহির্ভাগে কিম্বা অভ্যন্তরে
উভয় দিকই যদি শ্যাববর্ণ ধবে,
ব্যথাও শূলানি কিম্বা যদি থাকে তায়,
তা'হইলে শ্যাববজ্র' বলে সে পীড়ায় ।

প্রক্লিষ্টবজ্র' ।

চক্ষুর পাতাব যদি বাহিবের দিকে
অত্যন্ত বেদনা আব শোথযুক্ত থাকে,
আর ভিতরের দিকে ক্লিষ্ট যদি বয়,
তখন প্রক্লিষ্ট বজ্র' রোগ তা'বে কয় ।

অক্লিন্ন বস্ম ।

পাতা শূন্য হয়ে যায় যে রোগে নয়ন,
 দৌত বা অদৌত তাহা থাকুক যেমন,
 তবু যদি পুনঃ পুনঃ জোড়া লেগে যায়,
 তখন অক্লিন্ন বস্ম রোগ বলে তায় ।

বাতহত বস্ম রোগ ।

বস্ম শুরমগুলের সন্ধি মধ্যগত
 বিস্মিষ্ট বলিয়া বস্ম রোগে বাতহত,
 নিমেষ উন্মেষ তার রহিত হইয়া
 নরকদাই চক্ষুদয় রহে নিমীলিয়া ।

বস্মার্কুদ ।

জনগিয়া যেই গ্রন্থি বস্ম অভ্যন্তবে
 বিষম আকৃতি অল্প ব্যথা তদুপবে,
 শীত্র শীত্র জাত, তাব অরুণ বরণ,
 বস্মার্কুদ নাম বোগ করয়ে ধারণ ।

নিমেষ ।

নিমেষ নামক রোগে অনিল কুপিত,
 বস্মস্থিত নিমেষিনী শিরা আছে যত
 সেই সমুদয় শিরা করিয়া ধারণ
 চক্ষুর পাতাকে তাহা করে সঞ্চালন ।

শোণিতার্শ ।

রক্তের প্রকোপ তরে চক্ষু পাতা অভ্যন্তবে
 কোমল যে মাংসাকুর রক্তিম বরণ,
 শোণিতার্শ তাহা বলে, ছিন্ন বা বিদীর্ণ হ'লে
 তথাপি আবার করে আকার ধারণ ।

নগণ ।

অপাকী কঠিন স্ফুল অত্যন্ত বেদন
নেত্র বস্ত্রে জাত গ্রন্থি কথিত নগণ ।

বিসবস্ত্র ।

পদ্মেব যুগল যথা বহুছিদ্র হয়,
সেইমত যদি বাত আদি দোষত্রয়,
বস্ত্র বহির্ভাগে শোধ আর অভ্যন্তরে
সুক্ষ্মমুখ বহুছিদ্র উৎপাদন কবে,
জলমত আব তাহে হয় নির্গমন,
বিসবস্ত্র বোঁগ আখ্যা কবয়ে ধারণ ।

কুঞ্চন ।

প্রকুপিত বাত আদি দোষ সমুদায়
সঙ্কুচিত কবি যদি চক্ষুর পাতায়
ব্যাঘাত যদ্যপি করে দর্শন ক্রিয়াব,
তখন কুঞ্চন বোঁগ অভিধান তার ।

পক্ষ্মকোপ ।

পক্ষ্মকোপ নাম বোঁগে বস্ত্রলোম যত .
সমীরণ বলে সবে হয়ে সঞ্চালিত,
নয়নের অভ্যন্তরে প্রবেশি তখন
মুহুমুহুঃ আঁখিদয় করয়ে ঘর্ষণ ।
চক্ষুগত শুষ্ক কৃষ্ণ মণ্ডল উপবে
তাহার কারণে শোধ জন্ম লাভ করে ।
মূলকোষ হ'তে তাহে লোম ঝরে যায় ;
ত্রিদোষজ ব্যাধি, জেনো কঠিন তাহায় ।

পক্ষাশাত ।

দুই পিত্ত বত্ন আর পক্ষাশয় গত
বোম সমুদায়ে যদি করে উন্মূলিত,
সে কারণে হয় কণ্ঠ দাহ উপস্থিত,
পক্ষাশাত নামে বোগ হয় অভিহিত ।

নেত্র রোগের প্রকার ভেদ ।

বত্নজ একুশ আব সন্ধিগত নয়,
একাদশ শুক্রভাগ কবয়ে আশ্রয় ।
রুক্ষভাগে চাব সপ্তদশ সর্ষগত,
দৃষ্টিজ ষাদশ, দুই আগন্তুজাখ্যাত ।
বর্ণিত এ নেত্র রোগ ছিয়ান্ত প্রকার
স্বস্থানে হইবে উক্ত চিকিৎসা সবাব ।

শিরোরোগ নিদান ।

শিবোবোগ একাদশ—বাতজ, পিত্তজ,
কফজ, ত্রিদোষ জাত, বস্ত্রজ, ক্রিমিজ,
সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক,
ধাতুক্ষয় জাত আব কথিত শঙ্কক ।

বাতজ শিরোরোগের লক্ষণ ।

বাতজাত শিবোবোগে সহসা মাথায লাগে
অতিশয় ব্যথা তাহা রেতে রুদ্ধি পায় ।

মাথা বাঁধা যায় যদি, কিম্বা স্নেহ স্নেদ আদি
প্রয়োগ করিলে ব্যথা কিছু কমে যায় ।

পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ ।

পিত্তে যদি জন্ম লয় রোপ, তাহে বোধ হয়
মস্তক আচ্ছন্ন যেন বলন্ত অঙ্গারে ;

যেন চক্ষু নাক দিয়া ধূম ধায় বাহিবিষা ,
রাত্রি শৈত্য ক্রিয়া করে উপশম তারে ।

কফজ শিরোরোগের লক্ষণ ।

কৃফেব প্রকোপ তরে শিরোবোগ যদি ধরে
মস্তক তাহাতে হয় সমাক্রান্তভারে ,
কফে যেন বিলেপিত হিম স্পর্শ বন্ধগত ;
এই বোগে অন্ধিপুটে শোধ আসি ধরে ।

সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ ।

ত্রিদোষজ শিবোবোগে পূর্বের লিখিত
ত্রিদোষ লক্ষণ যত হয় সংঘটিত ।

রক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ ।

বক্তজ যে শিবোরোগ, তাহে পিত্তজাত
শিবোরোগে যে লক্ষণ সর্ব উপস্থিত ।
আক্রমণ করে হেন উগ্র বেদনায়
এমন কি স্পর্শ তাব সহ্য নাহি যায় ।

ক্ষয়জ শিরোরোগ ।

মস্তকস্থ রক্ত বসা স্লেষ্মা সমীরণ —
ইহাদের অতিশয় ক্ষয় নিবন্ধন
ক্ষয়জাত শিবোরোগ তাহে পায় স্থান ;
কষ্ট সাধ্য রোগ, অতি কষ্ট করে দান ।
স্বেদের প্রয়োগে কিষা করিলে বমন ;
ধূম কিষা নস্য যদি করয়ে গ্রহণ,
কিষা রোগে করে যদি রক্তের মোক্ষণ,
রুদ্ধি প্রাপ্ত হয় রোগ তাহার কারণ ।

ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণ ।

ক্রিমিজাত শিরোরোগে মাথার ভিতরে
 সূচীবোধ সম অতি বাতনায় ঘেরে,
 ক্রিমিতে কামড় মারে, সে হেতু মাথার
 অভ্যন্তর দপ্ দপ্ করে অনিবার ।
 নাক দিয়া জল বারে পুণ মাখা তাম,
 অতিশয় কষ্ট কবে প্রদান ইহায় ।

সূর্য্যাবর্ত ।

সূর্য্যাবর্ত নাম রোগে সূর্য্যোদয় কালে
 রোগীর ভুরুতে আর নয়ন যুগলে
 অল্প অল্প ক'বে ব্যথা আক্রমণ করে ;
 সূর্য্য যত থাকে পরে উঠিতে উপরে
 সেই সঙ্গে ক্রমে বৃদ্ধি হয় বেদনায় ;
 একারণে মধ্যাহ্নে চরম বৃদ্ধি তার ।
 আবাব যখন সূর্য্য পশ্চিম গগনে
 ঢলিতে আরম্ভ করে ব্যথা সেই ক্ষণে,
 অল্প অল্প ক'রে ক্রমে মন্দীভূত হয় ;
 সায়ংকালে দূর হয় ব্যথা সমুদয় ।
 ত্রিদোষে এ ব্যাধি করে জনম গ্রহণ ;
 অতি কষ্টে এ রোগের হয় নিবারণ ।

অনন্ত বাত ।

অনন্ত বাতাহিত যেই রোগ হয়
 তাহাতে কুপিত বাত আদি দোষত্রয়
 মন্যা নাম যেই শিরা গ্রীবা দেশস্থিত
 সেই শিরাধয়ে করি অতি প্রপীড়িত,

গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয়িতখন
 মন্যাস্তম্ভ নাম রোগ করে উৎপাদন।
 শীত্ৰই অক্ষিভ্রা আর শঙ্খদেশ পরে
 সবিশেষে সে বেদনা অবস্থিতি করে।
 এই বোগ হয় অন্য রোগের কারণ—
 হনুগ্রহ, আর গণ্ডপার্শ্ব বিকম্পন,
 আর নানা নেত্ররোগ উপস্থিত হয়।
 ত্রিদোষ প্রকোপে এই ব্যাধি জন্ম লয়।

অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে)

রুক্ষাশন, অধ্যাশন, কিম্বা পূৰ্ব সমীরণ
 আর হিমংসেবন মৈথুনে,
 ব্যায়াম করিলে অতি, কিম্বা পবিত্রমে বতি,
 মলাদির বেগ বিধারণে,—
 এসব কারণ বশে বলবান বায়ু বোধে
 নিজে কিম্বা কক্ষের সহায়
 হইয়া, উঠিয়া শিরে অর্দ্ধাংশ আশ্রয় ক'রে,
 তুলে অতি তীব্র বেদনায়
 এক পার্শ্বে শঙ্খস্থলে, মন্যাজ্ঞ ও কর্ণমূলে,
 কিম্বা এক দিকের কপালে,
 অথবা এক নয়নে ; এই রোগে সে কারণে
 অর্দ্ধাবভেদক নাম বলে।

অর্দ্ধাবভেদকের লক্ষণ।

অরণি কার্ভের মধ্য করিলে সর্ষপ
 সহসা তাহাতে হয় অগ্নি উৎপাদন,

তথা, কিম্বা শঙ্কাস্বাভে যেমন ষাভনা,
সেই মত কষ্টকব রোগের বেদনা ।
যে সময় এই বোগ রুদ্ধভাবে ধবে
দর্শন শ্রবণ শক্তি তাহে নষ্ট করে ।

শঙ্কক ।

শঙ্কক নামক যেই বোগ ভয়ঙ্কর
তাহে রুষ্ট দোষত্রয় মিলি পবম্পব
শঙ্কদেশে তুলে অতি দারুণ বেদন,
সদাহ আরক্ত শোধ কবে উৎপাদন ।
সেই শোধ বেগবান বিষ যেই মত
সহব মস্তকে কণ্ঠে হইয়া আশ্রিত
নিরোদিয়া তাহে তিন দিনের ভিতবে
সত্তরেই রোগীর জীবন নাশ কবে ।
কুশল ভিষক করে হয়ে চিকিৎসিত
বহে যদি রোগী তিন দিবস জীবিত,
তা হইলে কোনমতে পায় রোগী পার :
অন্যথায় এই রোগে নাহিক নিস্তার ।

অসৃগ্দের নিদান ।

মিলিত ক্রীব মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন,
অপক্ক ভোজন মদ্যপান অধ্যাশন,
অতিশয় বতীক্রিয়া ঘানাবরোহণ,
গর্ভপাত শোক আর পথ পর্যটন,
উপবাস আদি দ্বারা অত্যন্ত কর্ষণ,
দিবা, নিদ্রা অভিখাত ভারন্যবহণ—

এইমত নানাবিধ কারণের তরে
নারী সমুদায় হয় আক্রান্ত প্রদরে ।

প্রদরের সাধারণ লক্ষণ ।

অঙ্গুষ্ঠ, বাখা সনে আব বিনিঃসৃত,
সর্ব প্রদরেই এই লক্ষণ লক্ষিত ।

প্রদরে আবাবিকোর লক্ষণ ।

দৌর্জলা ও জন্ম মূচ্ছা মন্ততায় ধরে,
ভূষণ দাহ প্রলাপ ও পাণ্ডুতা শরীরে,
তন্দ্রা, আক্ষেপক আদি পীড়া বাতজাত,
আবের আধিক্যে সব হয় উপস্থিত ।

প্রদরের প্রকার ভেদ ।

চাবিবিধ হয়ে থাকে প্রদর,—ককজ,
পিত্তজাত, বাতজাত আর ত্রিদোষজ ।

ককজ প্রদরের লক্ষণ ।

ককজ প্রদরে, পাণ্ডুবর্ণ ধরে,
পিচ্ছিল অপক রস স্রুত,
মাংসকে ধুইলে যেই মূর্তি জলে,
সেই মত আব বিনির্গত ।

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ ।

পৈত্তিক প্রদরে যে সময় ধরে
তখন ধবি বরণে
নীল কিম্বা পীত রক্ত বা অসিত,
চিম চিম বাখা সনে,
অভীষ প্রবল বেগে অবিরল
দাহ থাকে তদুপরে—

এই মত যত লক্ষণ সংযুক্ত
উষ্ণ প্রাব সদা হবে ।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ ।

ত্রিদোষ মিলনে প্রাদব যে ক্ষণে
আসি আক্রমণ কবে,
তাহে গধু ঘৃত্ত কিস্বা যেই মত
হবিতাল বর্ণ ধরে ,
কখন বা তাহে মজ্জা আভা রহে,
কভু শবগন্ধ তাহ ,
কভু সাধ্য নয় ; তাই নাহি হয়
ফললাভ চিকিৎসায় ।

অসাধ্য প্রদর ।

প্রাদব বোগিণী ক্ষীণবক্ত ও দুর্বল,
কিস্বা যে নাবীর প্রাব করে অবিরল,
তৃষ্ণা দাহ কিস্বা করে হয় উপক্রম,
আবোগ্যের আশা তার নাহিক নিশ্চিত ।

বিগুহ্ব ঋতু শোণিত ।

মাসে মাসে প্রবৃত্ত হইয়া ঋতু যাব
পাঁচ দিন মাত্র হয় অবস্থিতি তাব,
নির্গমন কালে কিছু দাহ নাহি রয়,
অথবা বেদনা শূন্য সকল সময়,
পিচ্ছিল না হয়, অল্প কিস্বা বিপরীত,
বিগুহ্ব জানিও তার আবর্ত শোণিত ।

যে ঋতু শোণিত শশকের রক্তমত
 কিম্বা লাক্ষাবস মত বরণ লোহিত,
 •আব যে শোণিতে বস্ত্র রঞ্জিত হইলে
 দাগ কিছু নাহি বয় ধৌত হ'লে জনে—
 আর্কব শোণিত যদি হেনরূপ পায়
 বিশুদ্ধ শোণিত তবে জানিও তাহায় ।

যোনি ব্যাপন্নিদান ।

প্রাক্তন কর্মের বশে, দুষ্ট রজঃ বীজ দোষে,
 অথবা অনুপযুক্ত আহাব বিহারে,
 নারীগণে কবে যত যোনিরোগ সমাপ্তিত,
 বিভক্ত এ যোনিবোগ বিংশতি প্রকারে ।

ভিন্ন ভিন্ন যোনি রোগের লক্ষণ ।

উদাবর্ত ।

উদাবর্ত নাম বোগে রজঃ কেনযুত
 অতিশয় কষ্ট সনে হয় বিনিঃসৃত ।

বক্ষ্যা ও বিপ্লুত ।

বক্ষ্যাবোগে রজঃ দুষ্ট, রোগ যে বিপ্লুত
 তাহাতে সর্সদা যোনি বেদনা সংযুত ।

পরিপ্লুত ।

পরিপ্লুত নাম রোগে মৈথুন সময়
 যোনি মধ্যে জনমে বেদনা অতিশয় ।

বাতল ।

বাতল নামক যদি যোনিরোগ হয়,
 তাহে যোনি কর্কশ কঠিন অতিশয় ;
 শূলের বেদনা, আর সূচীবোধ মত
 যোনিদেশ হয় তাহে পীডায় পীড়িত ।
 উদারবর্ত, বক্ষা, বিপ্লুত ও পরিপ্লুত
 যদিও এ চারি রোগ হয় বাত জাত,
 যদিও এ চারি রোগে বাত ব্যাধি যত—
 তোদ শূল আদি ব্যাধা হয় উপস্থিত,
 তথাপি বাতল যোনিবোগ আক্রমণে
 তোদ শূল আদি যত বাতব্যাধি গণে
 হয় ব'লে অতিশয় বেগে উপস্থিত,
 এ ব্যাধি বাতল যোনি নামে অভিহিত ।

লোহিত ক্ষয় ।

যে ব্যাধি লোহিত ক্ষয় অভিধান ধরে,
 অতিশয় দাহ তাহে রক্তক্ষয় করে ।

বামিনী ।

বামিনী—এ যোনিরোগে বায়ুব সহিত
 শুক্র বিনিঃস্কৃত হয় শোণিত মিশ্রিত ।

প্রস্রংসিনী ।

প্রস্রংসিনী যোনি রোগে যোনি নিজ স্থান
 হ'তে নেমে প'ড়ে হয় বায়ু পীড়্যমান ।
 এই রোগে হয় যবে প্রসব সম্ভান,
 তাহে প্রসূতির অতি কষ্ট করে দান ।

পুঞ্জরী ।

পুঞ্জরী নামক বোগ হয় যদি কাব,
 তাঁহে মধ্যো মধ্যো হয় গর্ভের সঞ্চার ।
 কিন্তু অনিলের বলে রক্ত ক্ষয় পায়,
 সেই হেতু সেই গর্ভ নষ্ট হয়ে যায় ।

পিত্তলা ।

ধবিলে পিত্তলা যোনিবোগ, অতিশয়
 দাহ পাক আর ছয় উপস্থিত হয় ।
 লোহিত ক্ষয়াদি চারি পূর্বের কথিত
 যোনিরোগে দাহাদি পিত্তের রূপ যত
 বদ্যাপিও সমুদ্রায় থাকে বর্তমান,
 তথাপি প্রবল নয় এ বোগ সমান ।
 প্রবল বলিয়া রোগে পিত্তের লক্ষণ
 এ বোগে পিত্তলা যোনি কহে বুধগণ ।

অত্যানন্দা ।

যেই যোনি মৈথুনে সন্তোষ নাহি পায়—
 এহেন লক্ষণে অত্যানন্দা কহে তাই,

কর্ণিক ।

যে যোনিতে কক রক্তে কবিনী আকারে
 গ্রন্থি জন্ম ধরে বলে কর্ণিক তাহাবে ।

অচরণা ও অতিচরণা যোনি ।

অচরণা যেই যোনি, মৈথুনের কালে
 আগে হ'তে পুরুষে বিরত হয় ব'লে
 সে কভু সমর্থ নয় বীজের গ্রহণে ।
 অতি চরণায় বহু মৈথুনাচরণে

তাহাও লইতে বীজ অসমর্থ হয়,
সন্তান না জন্মে এই যোনিতে উভয় ।
শ্লেষ্মলা ।

শ্লেষ্মলা যে যোনি তাহা কণ্ঠযুক্ত হয়,
আর হয় পিচ্ছিল শীতল অতিশয় ।
পূর্ব চাবি রোগ যাহা হইল কথিত
শ্লেষ্মেব লক্ষণ সর্কে হয় প্রকাশিত ।
যণ্ডী ।

যেই রমণীর ঝাড়ু না হয় কখন,
আব অতি অল্পমাত্র উঠে যাব স্তন,
মৈথুন সময়ে যোনি খব অনুমিত,
তাহার সে যোনি হয় যণ্ডী অভিহিত ।
অণ্ডলী ।

অত্যল্প বয়স্কা, সূক্ষ্ম যোনিধার যার,
মহামেট্র নরগনে সহবাস তাব
হয় যদি, যোনি তার অণ্ডের মতন
লক্ষ্যমান হয়, নাম অণ্ডলী তখন ।

মহাযোনি ও সূচী বক্তৃতা ।
যেই যোনি হ'য়ে থাকে অত্যন্ত বিস্তৃত,
মহাযোনি ব'লে তাহা হয় অভিহিত ।
অত্যন্ত সম্ভূত হয়ে যেই যোনি রয়
তখন তাহাকে বৈদ্যে সূচীবক্তা কর ।

সর্বদোষ সমুখানা যোনি ।
সর্বদোষ সমুখানা যে যোনি কথিত
তাহে রয় ত্রিদোষের লক্ষণ অধিত ।

সূচীবক্তা মহাযোনি যন্তী ও অণুলী
তাহে রয় ত্রিদোষেব লক্ষণ সকলি ।
ত্রিদোষ উথানা কিন্তু কবিলে ধারণ,
সবিশেষে প্রকাশিত ত্রিদোষ লক্ষণ ।
যন্তী আদি যোনি উক্ত পাঁচটি প্রকার
ত্রিদোষে জনম লয়, নাহি প্রতিকার ।

কন্দ নিদান ।

দিবা নিদ্রা, ক্রোধ অতি, ব্যাঘ্রাম, মৈথুনে রতি,
হ'লে অতিশয় ;
নখ কিম্বা দন্তবলে ক্ষত যদি যোনি স্থলে
উপস্থিত হয় ;
এই সকল কাবণে বাতাদি ত্রিদোষ গণে
হ'য়ে প্রকুপিত,
রমণীব যোনি দ্বারে, যুক্ত পুষ রক্তাকারে
মান্দাবের মত,—
যেমন দেখিতে ফল সেই মত অবিকল
করে উৎপাদন
মাংসকন্দ যোনি স্থানে ; কন্দ নাম লে কারণে
করয়ে ধারণ ।

দোষভেদে কন্দের লক্ষণ ।

বাতে যবে জন্ম লয় • কন্দ অতি রূক্ষ হয়,
বিবর্ণ ক্ষুটিত ,
পৈত্তিক হইলে হয় রক্তবর্ণ, দাহ রয়,
জ্বর উপস্থিত ,

কন্দ জন্মিলে শ্লেষ্মায় নীল পুষ্প আভা পায়,
 করে কণ্ঠয়ণ
 জন্মে যদি সন্নিপাতে ত্রিদোষ লক্ষণ তাতে
 দেষ দরশন ।

মূঢ় গর্ভ নিদান ।

অভিঘাতে, ভয় মনে, তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্য পানে,
 তীক্ষ্ণ উষ্ণ দ্রব্যের আহাবে,
 গর্ভপাত সংঘটিত ; তার পূর্বে অবিরত
 বেদনা ও রক্তস্রাব কবে ।

গর্ভ বিদ্রব ।

চারি মাস কাল গর্ভ দ্রব রূপে থাকে,
 এ কারণে বলে গর্ভ বিদ্রব তাহাকে ।
 এই গর্ভ নষ্ট হ'লে রক্তস্রাব করে,
 ইহান কারণ গর্ভস্রাব বলে তাবে ।
 পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে কোমলাঙ্গ হয়
 হেন গর্ভ নষ্ট হ'লে গর্ভপাত কয় ।
 রক্তলগ্ন পক্ষফল অভিঘাত তরে
 ক্ষণ মধ্যে সেই মৃত পড়ে ভূমি পনে,
 সেই মৃত অভিঘাত বিষম অশনে
 কিসা স্বর পীড়া আদি বিবিধ কারণে
 নারী সকলের গর্ভ অকাল সময়
 গর্ভস্থান হ'তে গবে পরিচ্যুত হয় ।

মূচ গর্ভ ।

বায়ু হ'য়ে প্রকুপিত আর রুদ্ধ গতি
 যোনি ও জঠরাদিতে করি অবস্থিতি
 শূল, মূচগর্ভ আর মূত্র নিরোধন
 এই মত ব্যাধি যত করে উৎপাদন ।
 উচিত প্রসবকাল হ'লে উপস্থিত
 বায়ু যদি সে সময় হয় প্রকুপিত
 তাহে গর্ভ মূচ হয়—আটকাইয়া যায়
 এই হেতু মূচ গর্ভ রোগ বলে তায় ।

গর্ভের জাতিভেদ ।

যখন অত্যন্ত হ'য়ে কুপিত অনিল
 বমনীর গর্ভ অতি করয়ে কুটীল,
 সেই গর্ভ চারি কিম্বা অষ্টম প্রকাবে
 অথবা অসংখ্যরূপে যায় যোনিদ্বারে ।
 কোন কোন জগ লয়ে মন্তক রহৎ,
 কেহবা উদর লয়ে অতিশয় ক্ষীত,
 কেহ কুজ দেহ কিম্বা কুজ পৃষ্ঠ দিয়া,
 এক কিম্বা দুই হস্ত বাহির করিয়া—
 গেই হেতু আড়ে কেহ অবস্থান করি,
 গ্রীবাভঙ্গ হেতু কেহ অবাঙমুখ ধরি,
 রুদ্ধ গতি হ'য়ে পার্শ্বভঙ্গ নিবন্ধন
 কেহ, যোনিমুখে থাকে হয়ে সংলগন ।
 আরো চারি খতি দিয়া এ অষ্ট ব্যতীত
 যোনিতে সংসক্ত হ'য়ে রয় গর্ভ যত ।—

প্রতিঘুব সঙ্কীল পরিঘ বীজগতি
চারিভাবে গর্ভ করে যোনিদ্বাবে স্থিতি ।

সঙ্কীলক ।

উর্দ্ধবাহু চবণ মস্তক কিম্বা দিয়া
যোনিতে যদিও রয় সংলগ্ন হইয়া
গর্ভ, হয় যদি তাহা কীলব মতন—
মূঢ়গর্ভ নাম ধবে সঙ্কীল তখন ।

প্রতিধুব ।

হস্তদ্বয় মস্তক ও চবণ শূণ্য
আগে ভাগে যদি হয় বাহির কেবল,
যোনিতে সংযুক্ত শুধু দেহ যদি থাকে,
তা হইলে প্রতিধুব বলয়ে তাহাকে ।

বীজক ও পরিঘ ।

যদি ভুজধ্ব মাথা বহির্গত হয়,
অন্য অঙ্গ যোনিতে সংলগ্ন কিন্তু বয় ;
বীজক তাহার নাম ; পবিষের মত
যোনিতে সংলগ্ন হ'লে পরিঘ কথিত ।

গর্ভের অরিষ্ট লক্ষণ ।

মস্তক যে গর্ভিণীর হ'য়ে পড়ে নত,
শবীর শীতল, যেই লক্ষ্য বিরহিত,
কুক্ষিদেবে নীলবর্ণ শিরা সমুদ্রাত
গর্ভমানে হয় তার মরণ নিশ্চিত ।

গর্ভ বিনষ্ট হইবার লক্ষণ ।

উদরের মধ্যে যদি গর্ভ নষ্ট হয়
গর্ভের স্পন্দন তাহে কিছু নাহি রয়,

প্রসব বেদনা আদি প্রসব লক্ষণ
 নাশ পায়, শ্যাব পাণ্ডু ধবয়ে বরণ,
 গভিণীর উপস্থিত দুর্গন্ধ নিশ্বাসে,
 গভের অন্তবস্থিত শিশু স্কীতি বশে
 গভিণীর উপস্থিত উদর আখ্যান,—
 গভ'নষ্ট এ সকল লক্ষণে প্রমাণ ।

গর্ভ বিনষ্ট হইবার কারণ ।

মন জন আদি প্রিয় বিয়োগ জনিত
মানসিক দুঃখে, কিস্বা প্রহাবাদি যত
আগন্তুক উপত্যাপে পীড়া যদি পায়
গভীর গর্ভ তাহে নষ্ট হয়ে যায় ।

ଗର୍ଭିଣୀର ସ୍ତନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ।

যোনি সম্বরণ নাম ব্যাধিব কারণ
 গভের বিরহ হয় কুক্ষিতে যখন,
 হ'লে, রুষ্ট রক্ত কিষ্ণা অনিল জনিত
 ম'কল নামক শূল বাথা উপস্থিত,
 আক্ষেপ শ্বাসাদি উপদ্রব উপস্থিত
 হ'লে গভিগীর হয় মরণ নিশ্চিত ।

স্মৃতিকা রোগ নিদান ।

বাঘু প্রকুপিত যে নব প্রমত্ত
নারী, স্রুত রক্ত তার
সংরুদ্ধ করিয়ে মস্তকে হৃদয়ে
কিস্বা বস্ত্রিদেহে আর,—

মকলাভিহিত করে উপস্থিত

শুলের বেদনা তার ।

অঙ্গের মর্দন, ছর আক্রমণ,

হয় বিকম্পিত কার ,

গাজে গুরুভার জন্ম পিপাসাব,

শোথ শূল অতিসার—

হেন উপদ্রব আছে যত সব

নাম ধবে স্মৃতিকার ।

প্রসূতির রোগের কষ্ট সাধ্যহ ।

অনুচিত আচরণ বাত আদি দোষগণ

উৎক্লিষ্ট হয় যে কারণে

কার্য্য যত এ মতন, কিম্বা বিষম অশন

পক নয় সে বস্তু ভোজনে,

অজীর্ণ যখন রয় খায় যদি সে সময়—

এহেন কারণ সমুদয়,

প্রসূতিরে তার তরে যে সকল বোগে ধবে

তাবা কষ্ট সাধ্য অতিশয় ।

স্মৃতিকার উপদ্রব ।

প্রসূতির হয় যদি ক্ষীণ মাংস বল

কুক্ষু সাধ্য হ'য়ে থাকে এ রোগ সকল ।

ইহারা একতী বোগে করিয়া প্রধান

আপনারা লয় উপদ্রব অভিধান ।

স্তনরোগ নিদান ।

সদুচ্ছ অদুচ্ছ স্তনে কবিয়া আশ্রয়

বাত পিত্ত কফ দোষগণ যে সময়

রক্ত ও মাংস এ দুয়ে কবয়ে দুষিত
সে সময় স্তনবোগ হয় উপস্থিত ।
বিজ্রমি যতোক উক্ত পূর্বের কথিত,
রক্ত জাত ভিন্ন তার অন্য পক্ষ যত
লম্বদধ স্তনে কবে জন্ম গ্রহণ,
বাহ্য বিজ্রমির মত তাদের লক্ষণ ।

স্তন্য দুষ্টি নিদান ।

নানাবিধ গুরুপাক অগ্নেব ভক্ষণে
প্রকুপিত হ'য়ে অতি যত দোষগণে,
প্রসূতিব স্তন দুষ্ক দুষিত করিয়া
বালকের থাকে নানা রোগ জন্মাইয়া ।

ভিন্ন দোষ দুষিত স্তনের লক্ষণ ।

স্তন্য, বাত বিদুষিত কষায় রস গংঘুত,
আর তাহা জলে ভেসে রয়,
দুষ্ক, পিত্ত দোষ বশে লবণাল কটু রসে
পীতবর্ণ রেখা যুক্ত হয় ।
কফ দুষ্ট যেই কণ পিচ্ছিল শু হয় ঘন
যায় দুষ্ক জলেতে ডুবিয়া,
বিদোষ লক্ষণ হেরে বিদোষজ জেনো তাবে
ত্রিদোষজ সবার হেরিয়া ।

নির্দোষ স্তনের লক্ষণ ।

যে দুষ্ক ডুবিয়া গেলে বিমিশ্রিত হ'য়ে জলে
একেবারে একীভূত হয়.

পাণ্ডুবর্ণ হয় বাহা, কিম্বা যদি হয় তাহা
 খাইতে মধুর অতিশয়,
 অথবা নির্মল হয়, কিম্বা দুই যে সময়
 স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত থাকে—
 এহেন লক্ষণে হেরে নির্দোষ জানিও তারে,
 প্রাণংগার যোগ্য জেনেও তাকে ।

বালরোগ নিদান ।

শিশু যদি বাতদুষ্ট স্তন্য পান কবে
 হয় ক্ষীণ স্বর, ক্লেশ, বাতবোগে ধরে ।
 মল কিম্বা মূত্র ত্যাগে অধোবায়ু আব
 নির্গমণে অতিশয় কষ্ট হয় তার ।
 পিত্তদুষ্ট স্তন্য পানে ভেদ হয় মল,
 গাত্রের সস্তাপ, ঘর্ম্ম তৃষ্ণা অবিরল ;
 কামলা ও অন্য অন্য পিত্তরোগ বত
 সমুদয় বালকের হয় উপস্থিত ।
 কফ দুষ্ট দুই যদি শিশু করে পান
 লাল্য কবে, শ্লেষ্মাক্রান্ত পীড়া পাষ স্থান ।
 নিদ্রা ও জড়তা শূল হয়, দুধ তোলে,
 শুক্লবর্ণ ধরে তার নয়ন যুগলে ।
 দুই দোষ দুষ্ট দুই করে যদি পান
 বিন্দোষ লক্ষণ তাহে রয় বিদ্যমান ।
 তিন দোষ জাত দুই পানের কারণ
 ত্রিদোষের উপদ্রব করে আক্রমণ ।

কথা কহিবাবে শিশু নাহি পারে ব'লে
প্রকাশ করিতে নাবে অবস্থা সকলে ।
অতএব তাহাদের শুনিয়া ক্রন্দন,
আধিক্য অল্পতা রোগে ক'র নিরূপণ ।

ককুণক (কোথ) ।

বিকৃত যে চক্ষু তাহা পান যদি কবে
তাহাতে শিশু চক্ষু পাতার উপবে
ককুণক নাম রোগ হয় উপস্থিত ;
নেত্রকণ্ডু হয় তাহে আব অবিবর্ত ।
কপাল নাসিকা চক্ষু করয়ে ঘর্ষণ
না পাবে কবিত্তে বৌদ্ধে চক্ষু উন্মীলন ।
পারিগর্ভিক বা পরিভব (এঁড়েলাগা)
গর্ভবতী জননী ব স্তন্য অতিশয়
পান যদি কবে শিশু অগ্নিমান্দা হয় ।
উদরের বৃদ্ধি হয় বমি তন্দ্রা কাস
ক্লেশতা ও ভ্রম জন্মে রুচি পায় নাশ ।
বলে পারিগর্ভিক বা পরিভব তাহ,
এঁড়েলাগা ব'লে থাকে চলিত ভাষায় ।
অগ্নিবৃদ্ধি কবে হেন বস্তু আছে যত
প্রয়োগ করিলে বোগ হ'লে উপস্থিত ।

তালুকণ্টক ।

বালকের তালু মাংসে কফ ত্রুড় হ'য়ে
উপস্থিত করে তালু কণ্টক আনিষে ।
বসে যায় তাহে মস্তকের তালুদেশ
সে কারণে জন্মে তার স্তন্য পানে ঘেষ

কষ্টে ■ গুণ্যপান কালীন প্রবল,
 ইহা তিন্ন মলভেদ অত্যন্ত তরল
 আর তৃষ্ণা হয়, চক্ষে কষ্টে আর মুখে
 বেদনা জনমে, দুধ তোলে থেকে থেকে ।
 ঘাড় বুয়ে পড়ে সেই শিশুর তখন—
 প্রকাশিত হয় রোগে এ সব লক্ষণ ।
 মহাপদ্ম ।

শিশুগণ বস্ত্রিদেহে, মাথার উপর
 বস্ত্র পদ্মাকৃতি মহাপদ্ম নাম ধর
 বিসর্প জনমে এক তিন দোষজাত ;
 ভীষণ সে বোগ প্রাণ নাশয়ে নিশ্চিত ।
 শিরোজাত বিসর্প সে শব্দদেশ দিয়া
 হৃদয়ে, হৃদয় হ'তে গুহ্যেতে আগিয়া
 থাকে, কিন্তু যে বিসর্প বস্ত্রিদেহ জাত,
 বস্ত্র হ'তে গুহ্যেতে সে হয় বিসর্পিত,
 গুহ্য হ'তে হৃদে, হৃদি হইতে তখন
 অবশেষে মস্তকে করমে আগমন ।
 ইহা তিন্ন অজগন্মী ও অহিপুতন
 আর দুইবিধ রোগে ভোগে শিশুগণ ।
 উহাদের নিজ নিজ লক্ষণাদি যত
 ক্ষুদ্ররোগ অধিকারে হয়েছে লিখিত ।

ছরাদি ব্যাধি ।

ছরাদি ■ সব ব্যাধি পূর্বে উল্লিখিত
 বালকের দেহে সব হয় প্রকাশিত ।
 ছরাদি রোগেতে ঘটে যে সব লক্ষণ
 বালকেও ধরিলে তা ক্রম দরশন ।

এহ পীড়িত বালকের সাধারণ লক্ষণ ।

শৌচজংশ আদি হেঁচু স্বন্দ আদি নয
 গ্রহগণ শিশুগণে করয়ে আশ্রয় ।
 গ্রহাৰ্ত্ত বালক কভু উদ্বিগ দেখায়,
 কখন ক্রন্দন কবে, কভু ভয় পায় ।
 খাত্তীকে দংশন করে কভু দন্ত নখে,
 কখন দংশন করে শিশু আপনাকে ।
 কখন বা রষ সদা উৰ্দ্ধদিকে চাই,
 কখন কোঁতায় শিশু, কভু তোলে হাই ।
 কখন বা করে শিশু দাঁত কিড়িমিড়ি,
 কখন বা থাকে দন্ত ওষ্ঠকে কামড়ি ।
 আর সে বমন করে ফেন বাবস্বাব,
 কখন জ্বল করে, ক্ষীণ হয় আর ।
 রাত্রিকালে না ঘুমায়, চক্ষু তার ফুলে,
 শ্বরভঙ্গ হয়ে যায়, ভেদ হয় মলে ।
 গাত্র দিয়া রক্ত মাংস গন্ধ হয় বার,
 পূৰ্বে মতন নায়ে করিতে আহার ।

স্বন্দ এহ পীড়িত বালকের লক্ষণ ।

যেই কোন চক্ষু দিয়া—ডান কিম্বা বাম,
 জল বরে, আর তাব গায়ে হয় ঘাম,
 অধিক বা অল্প শিশু কাঁপিবাবে থাকে,
 উৰ্দ্ধদৃষ্টি হয় তার, মুখ যায় বেঁকে ।
 দন্তেতে দন্তেতে শিশু করয়ে ঘর্ষণ,
 শিথিলাঙ্গ হয়, করে অন্তর্য ক্রন্দন ।

রক্তগন্ধ হয় তারি সমুদয় গায়,
 শুন্য পানে সে শিশুর ইচ্ছা লোপ পায়।
 ক্ষুদ্রাপন্ন আর এই পীড়িত বালকের লক্ষণ।

ক্ষুদ্র অপন্ন আর এই যে সময় ধরে
 মুচ্ছিত হইয়া শিশু কেন বসি করে।
 মুচ্ছাপনোদন হ'লে কবয়ে রোদন,
 গাত্রে হয় পুষ রক্ত গন্ধ নির্গমন।
 শকুনী এই পীড়িত বালকের লক্ষণ।

বালক শকুনী গ্রহে হইলে পীড়িত
 শিথিলাদি হয় আব ভয়েতে চকিত।
 পক্ষিগন্ধযুক্ত জ্রাবাধিত যত ব্রণ
 সমস্ত শবীর তার করে আচ্ছাদন।
 কড়ু দাহযুক্ত কড়ু পাক যুক্ত আর,
 এহেন স্ফোটকাকীর্ণ হয় দেহ তাব।
 রেবতী এই পীড়িত বালকের লক্ষণ।

রেবতীগ্রহ পীড়িত শিশুব শরীরে
 পক্ষগন্ধযুক্ত বত ব্রণ জন্ম ধবে ;
 সেইমত গন্ধযুক্ত আকীর্ণ স্ফোটকে,
 উভয়েরি হ'তে বস্ত বাহিরিতে থাকে।

পুতনা এই পীড়িত বালকের লক্ষণ।

পুতনা গ্রহেতে শিশু হইলে পীড়িত
 অতিসার হয় তৃষ্ণা হয় উপস্থিত।
 বক্রদৃষ্টি হয় শিশু উষিষ্ণু আন্তর
 নিদ্রানাশ হয় তার, কপদে নিরন্তর।

অন্ধপুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ ।

পীড়িত হইলে গ্রহ অন্ধ পুতনার
বালকে পীড়িত করে বমি পিপাসার ।
গাত্রে বসাগন্ধ হয় আর কাস আর,
কাদে অতি, জন্মে স্তন্যদেহ অতিসার ।

শীতপুতনাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ ।

শীতপুতনাগ্রহে হইলে পীড়িত
বালকেব কম্প কাস হয় উপস্থিত,
নেত্রবোগ জন্মে দেহ ক্ষীণ হয় তার,
বিগন্ধিতা বমি আর হয় অতিনাব ।

মুখমুণ্ডতিকাগ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ ।

মুখমুণ্ডতিকাগ্রহে পীড়িত বালক,
সমুজ্জ্বল বালকের বর্ণ ও বদন ।
দেহ শিরাজ্বাল ব্যাপ্ত মুত্রে গন্ধ হয় ;
পীড়াকান্ত হ'লে শিশু খায় অতিশয় ।

নৈগমেয় গ্রহ পীড়িত বালকের লক্ষণ ।

নৈগমেয় গ্রহ জুড়ে বালক বধন
কণ্ঠ মুখ শোষ হয় কম্পন বমন,
মূর্ছা বিগন্ধিতা, দস্তে দস্তে সংঘর্ষণ
উর্দ্ধ দৃষ্টি ঘটে রোগে এসব লক্ষণ ।

বিষ নিদান ।

স্বাবর কলহ ভেদে বিষ বিপ্রকার—
মূলাদি সঞ্জাত বিষ স্বাবরান্থ্যে তার;

নপ' আদি জন্ত হ'তে যে বিষ সমুত্ত
জন্ম বলিয়া তাহা হয় অভিহিত ।

জন্ম বিষের সাধারণ কার্য ।

নিদ্রা তন্দ্রা, অভিযম ক্লান্ত হয় কায়,
দাহ জন্মে, পরিপাক শক্তি লোপ পায়,
অতিসার শোথ হয়, রোম উদ্গমন,—
জন্ম বিষের এই কার্য সাধাবণ ।

স্থাবর বিষের সাধারণ কার্য ।

স্থাবর বিষের এই সামান্য লক্ষণ—
অর হয়, হিক্কা উঠে, ফেনের বমন,
দন্তদুর্ভেদ হয় আর বেদনা গলায়
শ্বাস ধরে, মূচ্ছা আসে, রুচি নাশ পায়,

বিষদাতার মনোবিকার ।

অইষ্ট সিদ্ধি তরে যত শত্রুগণে
বিবিধ প্রকার বিষ দেয় সংগোপনে ।
কিন্তু ইঙ্গিতজ্ঞ বুদ্ধিমান বৈদ্যগণ
সে বিষদাতার বাক্য চেষ্টা নিরীক্ষণ
করি, কিম্বা নিরখিয়া মুখের বিকার,
কিম্বা নিম্নলিখিত লক্ষণ হেরিতার
চিনিয়া ল'বেনস্থির সে বিষ দাতায় ।
যেই কোন কথা হ'ক সুধাইলে তায়
উত্তর করিতে নাহে স্থির হয়ে রয়,
বলিতে করিলে চেষ্টা মোহ প্রাপ্ত হয় ।
আর সে বলিতে থাকে নির্বোধের ন্যায়
অস্পষ্ট ও অনর্থক কথা সমুদায় ।

বিনা কারণেই হাসে আদুল মট্‌কায় •
 ভূমিতলে দাগ পাড়ে কাঁপে তার কাঁয় ।
 সজ্জন্ত হইয়া সেই একে ওকে দেখে,
 দক্ষ সম বর্ণ হয়, বিবর্ণতা মুখে ।
 নখ ছাঁবা কবে সেই তৃণাদি ছেদন
 স্নানভাবে বসে নর থাকে সর্ষক্ষণ,
 হস্ত দিয়া কেশ স্পর্শে হ'য়ে বিচেতন
 হেন বিপবীত ভাব দেখায় সে জন ।

ভিন্ন ভিন্ন বিষ সেবনের ফল ।

মূল বিষ সেবনে প্রলাপ উদ্বেষ্টন ;
 পত্র বিষে শ্বাস আব জ্বন্তন কল্পন ,
 ফল বিষে মুষ্কশোধ দাহ ও আহাবে
 ঘেষ জন্মে ; পুষ্পবিষে মুছ্রা বমি কবে,
 উদর আত্মান আর করে আনয়ন ;
 নির্ঘাষ ও ত্বক সার বিষের সেবন
 করিলে মুখেতে মন্দ গন্ধ হয় তায়,
 পারুয্য ও ককশ্রাব বেদনা মাথায় ;
 ক্ষীববিষে মলভেদ গাত্রে গুরুভার
 বদন হইতে ফেন উঠে অনিবার ;
 হৃদে পীড়া খাত্তবিষ করিলে সেবন,
 মুছ্রা আর ভালু ছালা এসব লক্ষণ ।
 সেবনে স্নানাদি বিষ এনয় প্রকার
 সদ্যপ্রাণ নাহি হয়ে, ক্রমে ক্রমে তার
 কার্য করে—ক্রমে ক্রমে দেহ হানি করে,
 বহু দিন গত হ'লে তবে প্রাণ হরে ।

বিষদিক্ত শত্রুকর্তের লক্ষণ ।

ক্ষত যদি হয় বিষদিক্ত শত্রুদিয়া
সদ্য সদ্য সেই ক্ষত উঠয়ে পাকিয়া ।
বক্তৃত্ত্ব কর, পচে দিন দিন ক্ষত ;
তাহা হ'তে মাংস পড়় হইয়া গলিত—
ক্লিন্ন পচা, হয় তার অসিত বরণ ।
শস্ত্রাহতে ঘটে আর এ সব লক্ষণঃ—
মর্ছা আর অব হয় তৃণায় পীড়িত,
অবশেষে দাহ তার হয় উপস্থিত ।
বিষদিক্তশত্রুকৃত ভিন্ন অন্য ক্ষত
তাহে যদি শত্রু কবে বিষ বিমিশ্রিত,
তাহে বিষদিক্ত শত্রু ক্ষতের মতন
উপস্থিত হয়ে থাকে যতেক লক্ষণ ।
গবল যদ্যপি পান কবে কোন জন
মল তার পীতবর্ণ ধরষে তখন ।
কখন বা ক্লষ্ণবর্ণ বুলের মতন
বিষপায়ী করে থাকে কেনের বমন ।

সর্পের প্রকার ভেদ ।

প্রধানতঃ তিন বিধ সর্প বিষধর
ভোগা ও মণ্ডলী দুই রাজিল অপব ।
যাহাদের ফণা আছে ভোগী কয় তার ;
মণ্ডল আকার চিহ্ন যে সর্পায় গায়
মণ্ডলী তাহার আখ্যা করয়ে দ্বারণ ;
গাত্র বার, অন্য ক্ষত বিষধরগণ,
দীর্ঘ দীর্ঘ রেখা দিয়া চিহ্ন বিচিহ্নিত
তখন সেসব সর্প রাজিল কথিত ।

বাত প্রকৃতিক ভোগী রাজিল সকলি
হফ প্রকৃতিক, পিত্ত প্রকৃতি মণ্ডলী ।
বৈষ্ণব সহযোগে জনমে শকর
বন্দ প্রকৃতিক যত সেই বিষধব ।

ভিন্ন ভিন্ন সর্প দংশনের লক্ষণ ।

দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ ভোগী ব দংশনে
বিবিধ বাতবিকার আসে তাব মনে ।
মণ্ডলী দংশিলে নবে দষ্টস্থান তাব
পীতবর্ণ, হয় তাব পিত্তের বিকার ।
মানবে রাজিল সর্পে কবিলে দংশন
কাঠিন্য সে দষ্টস্থান কবয়ে ধাবণ,
পাণ্ডুরণ পিচ্ছিল ও স্নিগ্ধ অতিশয়
আব সেই দষ্ট স্থানে শোধ জন্ম লয় ।
সে স্থানেব বক্ত হয় গাঢ় অতিশয়
শ্লেষ্মাক্রান্ত বোগ যত উপস্থিত হয় ।
স্থান সময় ভেদে সর্প দংশনের ফল ।
শ্মশান ভূমিতে আব অশ্বখের মূলে,
বল্মীকেও দেবালয়ে আব সঙ্কাকালে,
চতুষ্পথে, ভরণী নক্ষত্রে, মর্ম্মস্থানে,
প্রাণনাশ স্নকঠিন সর্পেব দংশনে ।
উষ্ণের সংযোগে বিষ সকল প্রকার
দ্বিগুণ বীৰ্যের বৃদ্ধি হয় সর্বাকার ।

ব্যক্তিভেদে সর্প দংশনের ফল ।

যে নর অঙ্গীর্ণ পিত্তে, আতপে পৌড়িত,
মেহ, কুষ্ঠ রোগী কিম্বা রোগী স্নীনকৃত,

বালক ও বৃদ্ধ কিম্বা ক্ষুণ্ণায় বিকল
 গর্ভবতী নারী, রুক্ষদেহ ও দুর্বল—
 সপে' দষ্ট যদি হয় এই মত নরে
 অবিলম্বে সেই নর প্রাণ ত্যাগ কবে ।

সর্প দংশনের অরিস্ট লক্ষণ ।

অস্ত্রাঘাত হ'লে সর্পদষ্টেব শরীবে
 সেইস্থান হ'তে যদি বক্ত নাহি যাবে,
 লতা খাবা বলে যদি আঘাত কবিলে
 কিছু মাত্র দাগ নাহি পড়ে সেই স্থলে,
 ঠাণ্ডাজল ছিটা দিলে বোমাঞ্চ না হয়
 ত্যজিলে সে নবে তাব মরণ নিশ্চয় ।
 বক্রীভূত হয়ে যায় বাহ্যব বদন
 উপাড়িয়া আসে চুল হ'লে আকর্ষণ,
 দষ্ট স্থানে শোথ হয় কৃষ্ণ বা লোহিত,
 ঘাড ভেঙ্গে প'ড়ে যায়, নাক হয় নত,
 অথবা চোখাল যদি বদ্ধ হয়ে যায়,
 উদ্ধাব নাহিক তার ত্যজিলে তাহায় ।
 সর্পদষ্ট মুখ দিয়া বাতীর মতন
 যদ্যপি কঠিন লাল্য কবে নিগমন,
 উর্দ্ধ অধোমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হয়
 তাবো জীবনাশা কম জানিবে নিশ্চয় ।
 চাবিদন্ত পাত যদি হয় দষ্ট স্থানে
 তাহ'লেও সেই রোগী মরিবেক প্রাণে ।
 যেই সর্পাহত নর উন্মত্ত গরলে,
 অথবা কৃষ্ণাঙ্গ কিম্বা হীন স্বর হ'লে,

নানাবিধ উপদ্রবে কিম্বা উপদ্রুত,
কিম্বা হ'লে গমনাদিবেগ বিরহিত,
কিম্বা নানা ভঙ্গ আদি অরিষ্ট লক্ষণ
দেখিলে, ছাড়িবে তাব চিকিৎসা তখন ।

দূষীবিষ ।

স্থাবর জঙ্গম বিষ অতি পুরাতন,
বিষন্ন ঔষধি কিম্বা প্রয়োগ কারণ
হতবীৰ্য্য যদি হয়, আব দাবানলে
অথবা আতপ বায়ু শোষিত হইলে,
কিম্বা ব্যাঘাতি দশবিধ স্বভাবতঃ
বিষের যে গুণ আছে নিদানে কথিত,
তার মধ্যে কোন গুণ বিবহিত হ'লে,
তখন এহেন বিষে দূষীবিষ বলে ।

দূষীবিষ সেবনের লক্ষণ ।

এই দূষীবিষ অল্প বীৰ্য্যেব কারণ
একেবারে নাহি করে জীবন হরণ ।
কিন্তু ইহা একবার কফাশ্লিত হ'য়ে
বহুকাল দেহেব ভিতরে যায় রয়ে ।
নির্গত তরল মল, বিষবণ কাল,
বদন বিবস, মন্দ গন্ধ সর্ব গায় ;
পিপাসা ও মূৰ্ছা ভ্রম জড়তা বচনে,
অসুখ অশেষ বিধ বিরুদ্ধ চেষ্টেনে—
দূষীবিষাক্রান্ত নর হয় যেইক্ষণ
উপস্থিত হইল থাকে এলব লক্ষণ ।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানগত দূষীবিষের লক্ষণ ।

দুষীবিষ হয় যদি আমাশয় গত
বাতশ্লেষ্ম রোগ যত হয় উপস্থিত ।
আশ্রয় করয়ে বিষ যদি পকাশয়
বাত পৈত্তিকের যত পীড়া জন্ম লয় ।
মস্তকেব কেশ, দেহে লোম উঠে বায়,
পক্ষহীন পক্ষীমত রোগীয়ে দেখায় ।
দূষীবিষ হ'লে রসরক্ত ধাতুগত
রোগ উপস্থিত হয় সূক্ষ্মত কথিত ।
বহিলে শীতল বায়ু, জলদ মালায়
আচ্ছন্ন দুর্দিনে এই বিষ কোপ পায় ।

কুপিত দূষীবিষের পূর্বরূপ ।

অঙ্গমর্দ, নিজাধিকা, গাত্রে গুরুভাব,
সর্ব অঙ্গে শিথিলতা রোমোন্মাদ আর
জ্বস্তা,—দূষীবিষ যদি প্রকুণিত
পূর্বেই তাহাব এই লক্ষণ লক্ষিত ।

দূষীবিষের রূপ ।

উপস্থিত হয় নেশা আহারের পরে
অগ্নের অপরিপাক অরুচিতে ধরে ।
সমুদয় গায়ে হয় চিহ্ন গোলাকার,
হস্ত পদে শোথ হয়, বমি অতিসার,
কোষ্ঠ রোগ, মাংস ক্ষয়, মূৰ্ছা উপস্থিত,
শ্বাস তৃষ্ণা জ্বর হয় উদর বদ্ধিত ।

দূষীবিষের রোগ উৎপাদন ।

কোন কোন দূষীবিষে উন্নততা আসে,
আনান্দ সমুপস্থিত কোন দূষীবিষে ।
গদ গদ ভাব কেহ, কেহ শুক্র ক্ষয়,
নানাবিধ কুষ্ঠেব কাবণ কেহ হয় ।
কোন কোন দূষীবিষ স্ফোট বিসর্পাদি
উপস্থিত কবে দেহে নানাবিধ ব্যাধি

দূষীবিষের কারণ ।

ছদ্দিনাদি কালে আর আনুপাদিদেহে
ভক্ষণে যবাদি অন্ন, নিদ্রায় দিবসে,
এসব কাবণে বিষ হইয়া কুপিত
পুনঃ পুনঃ বসবস্ত আদি ধাতু যত
বিদূষিত কবে ব'লে ধাতু সমুদয়
দূষীবিষ নামে ইহা অভিহিত হয় ।

দূষীবিষের সাধ্যাসাধ্যত্ব ।

হিতাহিত বুঝে হেন লোভ শূন্য নব
তার দূষীবিষ সাধ্য সেবিলে সম্ভব ।
সম্বৎসর স্থিত যাপ্য, ক্ষীণ দেহ যাব
আর যে অহিত সেবী অসাধ্য তাহার ।

অগ্নে শ্বেদমলাদি প্রয়োগের ফল ।

আপন স্বামীকে কিম্বা পুরুষ অপরে
অসাধু রমণীগণ বশ করিবাবে,
শ্বেদ রজঃ কিম্বা নানা অঙ্গে যত মল
বিষ উৎপাদন দেহে করে যে সকল,

তাহার অজ্ঞাতসারে অন্নৈব সহিত,
ভক্ষণ করা'য়ে দেয় কবিয়ে মিশ্রিত ।
কোন কোন শত্রু বৈর সাপনের তরে
সেইমত সংযোগজ বিষ দান কবে ।
পূরোক্ত স্বেদাদি অপবিপাক কারণ
গরুরূপে থাকে তারা উদবে তখন ।
বোগীর ক্রুশতা জন্মে পাণ্ডুরোগে ধরে,
উদর আত্মান হয় মর্শ্ব ব্যথা করে ।
অগ্নিমান্দ্য হয় তাব, শোথ হস্তদ্বয়ে,
গ্রহণী জঠর রোগ ধবে যক্ষ্মা ক্ষয়ে,
গুল্ম বোগ হয় তাব আর হয় জ্বর,
এইমত ধবে পীড়া বিবিধ অপব ।

লুতা বিষের পৌরানিক ইতিহাস ।

পুরাণে কথিত শুনি বিশ্বামিত্র নৃপমণি
 মহর্ষি বশিষ্ঠাশ্রমে কবিয়া গমন,
 সুবভি নন্দিনী হেবি তদুপবি লোভ কবি
 কামধেনু আশে বাজ্য করে আক্রমণ ।
 দরশিয়া ঋষিবব সংক্ৰুদ্ধ নৃপতি পর—
 ললাট হইতে তার শ্বেদ বাহিরিল ,
 নিকটে আছিল লুন স্তম্ভপাকার যত তুণ
 তদুপবি সেই শ্বেদ পতিত হইল ।
 ভূণেব উপরে সেই ঘর্ষাবিস্ফুপরে যেই
 মহর্ষির বোষ দীপ্ত পড়িল নয়ন,
 অমনি আকৃতি ধ'রে কত তীব্র বিষধরে
 কবিল মুহূর্ত্ত মধ্যে জনম গ্রহণ ।

যত লুন ছিন্ন ভূণে . জাত ব'লে প্রাদীপে,
লুতা নামে তারা সবে হ'ল অভিহিত,
ষোড়শ প্রকার তার ; অসাধ্য অষ্ট প্রকার,
কুচ্ছ সাধ্য অপরাষ্ট লুতাবিষ বত ।

লুতা দংশনের লক্ষণ ।

লুতার দংশনে হয় দষ্ট স্থানে
পুতিভাব, রক্তবরে,
হয় অতিসার, দাহ হয় আর,
আক্রমণ করে ঘরে ।
আকারে মণ্ডল বৃহৎ সকল
চিহ্ন হয় গাত্র পবে,
শ্যাব বা লোহিত কোমল বিজৃত
সচল শোথেতে ঘেরে ।

ত্রিমণ্ডলাদি অষ্টবিধ লুতা দংশনের
নিশ্চয়ত্ব ।

শ্যাববর্ণ হয় কিম্বা অসিত বরণ
দষ্ট স্থান, কিম্বা উর্দ্ধে করয়ে গমন,
অথবা জ্বালকাচিত, কিম্বা তদুপর
রয় যদি অতিপাক ক্রন্দ শোণ স্বর,
তা হইলে ত্রিমণ্ডল আদি নাম ধর
অষ্টবিধ দৃষ্টবিধে—যারা কালান্তর
প্রকোপ করিল। থাকে এহেন লুতায়
দংশন করেছে স্থির জানিও তাহায় ।

সৌবর্ণিকাদি অষ্টবিধ লুতা দংশনের ফল ।

সৌবর্ণিক আদি অষ্টপ্রকার লুতায় —
জীবন হরণ করে যেই সমুদায়,
দংশিলে তাহারা, হয় শোধ দষ্ট স্থানে,
গাত্রে ক্ষেত রক্ত পীত অসিত ববণে
আরুত পিডকা যত জন্মলাভ কবে,
আক্রমণ কবে স্থান হিকা আব হবে ।
তদুপরি শিবোন্যথা হয় উপস্থিত
বোগীরে জীবনে শেষে কবয়ে রহিত ।

মূষিক দংশনের ফল ।

মূষিকে যদি কভু কবয়ে দংশন,
দষ্টস্থান হ'তে করে রক্ত নির্গমন ।
পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হয় গায়
বোমাঞ্চ ও দাহ হয়, ক্রুচি নাশ পায় ।

প্রাণনাশক মূষিক দংশনের ফল ।

প্রাণহা মূষিকে যদি করয়ে দংশন,
মূষিক আকৃতি শোধ করে উৎপাদন ।
মূর্ছা হয়, বিবর্ণ শরীর হয় তাব,
বধিরতা ছব হয়, মাথা হয় ভার ।
ক্ষত স্থান হ'তে হয় ক্লেদ নির্গমন
লালাস্রাব করে রোগী রক্তের বমন ।

কুকলাশ দংশনের ফল ।

কুকলাশ যদি কভু করয়ে দংশন
দষ্টস্থান ধরে শ্যাব অসিত বরণ,

কখন'বা সেই স্থান নানাবর্ণ ধবে,
মোহ উপস্থিত হয়, মলভেদ করে ।

বুশ্চিক দংশনের ফল ।

বিছাবিষ প্রথমেই অনলেব মত
দাহ, ভেদমত পীড়া কবি উপস্থিত
ক্রতবেগে উর্দ্ধদিকে কবয়ে গমন,
তারপবে দষ্ট স্থানে করি আগমন
সেই স্থানে সেই বিষ অবস্থান কবে ।
হৃদয় নাসিকা কিম্বা জিহ্বাব উপরে
দংশন যদ্যপি কভু করয়ে বিছায়,
দষ্টস্থান মাংস যদি খসে প'ড়ে যায়,
বোগীও অত্যন্ত হয় বেদনা পীড়িত
নিকটে মরণ তাব জ্ঞানিও নিশ্চিত ।

কণ্ড দংশনের ফল ।

কণ্ড নামক কীটে করিলে দংশন
বিসর্পও শোধ হয় শূল ও বমন,
অর হয় আর দষ্টস্থান পচে যায়—
এমত লক্ষণ যত পরকাশ পায় ।

উচ্চিটীঙ্গ দংশনের ফল ।

উচ্চিটিঙ্গে দংশন যদ্যপি কভু করে
লিঙ্গের শুষ্কতা হয় রোমাঞ্চ শরীরে,
অত্যন্ত হাতনা উপস্থিত সেই স্থলে
বোধ হয় অঙ্গসিক্ত শীতল মলিলে ।

সবিস্তর যথাক্রমে দৃশ্যের ফল ।

নবিষমগুণক যত তারা গবে স্বভাবতঃ
 একদম্ভে করয়ে মংগন,
 নবিষমগুণকে হ'লে দংশিত নর সকলে,
 উপস্থিত এসব লক্ষণ :—
 শরীরে বেদনা হয়, জনমে পিড়কাচয়,
 দষ্ট স্থানে শোথ উপস্থিত,
 তৃষ্ণায় আকুল করে, বমি হয় তদ্রূপবে,
 হয় রোগী নিজা অভিভূত ।

বিশ্বধর যৎস্যা দংশনের ফল ।

বিষধর মৎস্য যদি করয়ে দংশন
বেদনা ও দাঁহ শোধ জনমে তখন ।
সবিষজলোকাঁ (জেঁক) দংশনের ফল ।
বিষযুক্ত জলৌকায় যদিপি দংশায় কাঁথ,
কণ্ড উপস্থিত দষ্ট স্থানে
হয়, আর শোধ ধরে, স্ববে আক্রমণ কবে,
মুছ্রাঁ শেষ লক্ষিত লক্ষণে ।

গৃহ গোখিকা (টিকটিকি) দংশনের ফল ।

গৃহ গোধিকায় দংশে যদি কায়,
দাহ শোধ উপস্থিত,
ষ্বেদনির্গমন, অত্যন্ত যাতন
সুচীকাষেধের মত ।

শতুপদী (কেন্দাই, কাণ কোটারি)

দংশনের ফল ।

শতপদী যারে দস্তাষাত করে

শ্বেদ তার বাহিরায়,

দাহ হয়, আর

অঙ্গ গেজনাব

প্রপীড়িত বেদনায় ।

মশক দংশনের ফল ।

মশকে যখন

করয়ে দংশন

করে দেখা কণ্ডুয়ণ, .

অল্প শোথ হয়,

অল্প ব্যথা রয়—

উপস্থিত এ লক্ষণ ।

অপর প্রকার

মশা আছে তার

জনম পর্ত্তোপরে, .

অসাধ্য লুতার

মতবিষ তার

দংশিলে কভু না সারে ।

মক্ষিকা দংশনের ফল ।

সুশ্রুতোক্ত ছয়বিধ মক্ষিকা ভিতবে

মক্ষিকা শ্বগিকা নাম্নী আশুপ্রাণ হরে ।

শ্বগিকা মক্ষিকা যদি করয়ে দংশন

দষ্ট স্থান শ্যাববর্ণ করয়ে ধারণ ।

সদ্য সদ্য আব তাহে হয় বিনিঃসৃত

দাহ মূর্ছা আর অব হয় উপস্থিত ।

ব্যাক্রাদি দংশনের ফল ।

ব্যাক্রাদি চতুঃপদ বন মানুবাди

ষিপদ জন্ততে কিম্বা কামড়ায় য দ,

অথবা আঘাত যদি করে নখ দিয়া
তাহাতে আহত স্থান উঠয়ে পাকিয়া ।
পুষেয় সঞ্চার হ'য়ে আঁব তাহে বারে
বাত্তাদি দংশনে আক্রমণ করে হবে ।

নির্কিষ হইবার লক্ষণ ।

যে সময় সকল দোষের শাস্তি হয়,
অপ্রকৃতি পায় যবে ধাতু সমুদয়,
অঙ্গে অভিল্য, মল মূত্রের বর্জন
করিবারে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যখন,
প্রসন্নতা বর্ণেজ্বিন্ন চিত্ত ও চেষ্টার,
নির্কিষ জানিও হেন লক্ষণে তাহার ।

রোগ পরীক্ষার রীতি ।

দর্শন, স্পর্শন, রোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসায়—
প্রয়োগ করিয়া এই ত্রিবিধ উপায়,
রোগীর বয়স কিস্বা দেহের বরণ
ইন্দ্রিয়ের বলাবল করি নিরীক্ষণ—
এই মত বিবিধ উপায় আছে যত
সে নবে হইয়া থাকে রোগ পরীক্ষিত ।

